ভগবৎ-স্বরূপ-বিগ্রহ-পরিকর-সূচী

ক্ষ ক্ষ

প্রাচীন ঋষি-কবি-ভক্ত-রাজন্য-বর্গসূচী

পাত্রসূচী

অ অ

আ আ

ঈ ঈ

উ উ

ও ও

ক ক

ভ ভ

ম ম

ষ ষ

স স

হ **হ**

প্রপঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাতীত ভগবদ্ধাম-সূচী

(সংশ্লিষ্ট সমস্ত পয়ার উল্লিখিত হয় নাই)

কারণার্ণব (কারণ-সমুদ্র, বিরজা, বিরজানদী) ১।৫।৪২-৪৪

কৃষ্ণলোক ১।৫।১৩ ; ২।২০।১৮২-৮৩

গোকুল ১।৫।১৪ ; ২।২০।১৮৩

গোলোক ১।৫।১৩

দ্বারকা ১।৫।২৩ ; ২।২০।১৮৩

পরব্যোম ১।২।১৫ ; ১।৫।১১ ; ১।৫।২২ ; ১।৫।৩১ ; ১।৫।৩৩ ; ২।২০।১৮১

বৈকুণ্ঠ ১।২।৩৪ ; ১।৫।১২ ; ১।৫।৪৩

বৃন্দাবন ১।৫।১৪ ,

ব্রজলোক ১।৫।১৪

মথুরা ১।৫।১৩ ; ২।২০।১৮৩

শ্বেতদ্বীপ (গোকুল) ১।৫।১৪

শ্বেতদ্বীপ (ক্ষীরোদ সমুদ্রস্থিত পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর ধাম) ১।৫।৯৪

সিদ্ধলোক ১।৫।২৮-২৯ ; ১।৫।৩১-৩২ ।

স্থান-নদ-নদী-পর্ব্বতাদি সূচী

(সংশ্লিষ্ট সকল পয়ার উল্লিখিত হয় নাই)

পারিভাষিক-শব্দ-সূচী

(উল্লিখিত পয়ারসমূহের টীকা দ্রষ্টব্য)

ভ ভ

ম ম

য য

হ

প্রাদেশিক ও বিশেষার্থক শব্দের অর্থ ও সূচী

(সকল পয়ার উল্লিখিত হইল না)

অ অ

অকথ্য—কহিবার অযোগ্য ১।৫।১৯৪
অগেয়ান—অজ্ঞান ২।২।১৯
অঙ্গমলা—অঙ্গের ময়লা ২।৪।৫৯
অঙ্গী করিয়াছে—অঙ্গীকার করিয়াছে ১।১৭।২৬৯
অঝর-নয়নে—অজস্র অশ্রুযুক্ত-নয়নে ৩।১২।৭৪
অট্টহাস—অট্ট অট্ট হাস ১।৬।৪৭
অট্টালী—অট্টালিকা ২।১১।২১৯
অধিকাই—অধিক ১।৪।২১৫
অনবসর—জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পরের পনর দিন ২।১।১১৩
অনর্গল—বাধাবিঘ্ন শূন্য ১।১১।৫৬
অনাচার—আচারহীন ১।১০।৮৭
অনুকার—তুল্য ১।১৭।১১২
অনুক্রম—আরম্ভ ১।১৭।২
অনুপাম—অতুলনীয় ২।১।১৫৬
অনুবন্ধ—আরম্ভ ১।১৩।৫ ; প্রাপ্য বস্তু ১।২০।১১৫
অনুবাদ—কথিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পুনরুল্লেখ ১।১৭।৩০১
অনুব্রজি—পাছে পাছে যাইয়া ২।৭।১৩২
অনুযায়ী—অনুপ্রবিষ্ট ১।৬।৭৮
অন্যোন্যে—পরস্পর ১।৪।৬৯
অন্ত—কূলকিনারা ১।৪।১৮৮
অন্তর—পার্থক্য ১।৪।১৪৭
অন্তিকে—নিকটে ৩।১৫।৩৫
অন্ধা—অন্ধকার, অন্ধতা, অজ্ঞান ৩।৭।১১৩
অপতিত—নিয়মভঙ্গ না করিয়া ১।১০।৯৯
অপরশ—অপরের স্পর্শহীন ভাবে ১।১০।১৪০
অপার—অনন্ত ১।১৬।৭৮
অব—এক্ষণে ২।৮।১৫৬
অবগাহ সাধ—সাধ মিটাইয়া অবগাহন ১।১২।৯২
অবজ্ঞান—অবজ্ঞা, উপেক্ষা ৩।৭।১০২
অবতরি—অবতীর্ণ হইয়া ১।৪।৩৫
অবতরে—অবতীর্ণ হয় ১।৪।৯
অবতারি—অবতীর্ণ করাইয়া ১।৪।২২৬
অবতারিলা—অবতীর্ণ করাইলেন ১।১৩।৫১
অবতারী—অবতার-কর্ত্তা ১।৫।৬৭
অবধান—দৃষ্টি ১।৫।৫৭ ; মনোযোগ ২।১৫।২৪৬
অবসর—সুযোগ ৩।৩।১৬ ; অবকাশ ২।১৫।৮১
অবসাদ—অবসন্নতা ১ ৭।৬১
অবস্থা—দুরবস্থা, কষ্ট ২।২৪।১৭১
অবহি—এক্ষণই ২।১৮।১৬০
অবিধেয়—অনুচিত ১।১৬।৫৩
অভাগিয়া—হতভাগা ২।৮।২১৩
অভিমান—অভিলাষ ১।১৩।১১৯
অভ্যাগত—অতিথি ১।১৭।১৩৯
অম্বরস—আপোষ ৩।৬।৩৩
অর্পিল—অর্পণ করিল ২।৪।৬৪
অয়ন—আশ্রয় ১।২।২৯
অয়ে—অয়ি, ওহে ১।৫।১৭৩
অলপ—অল্প ৩।২০।৪৫
অলম্পট—অনাসক্ত ১।১৩।১১৯
অলস—আগ্রহের অভাব ১।২।৯৭
অলক্ষিতে—দৃষ্টির অগোচরে ৩।১৮।২৬
অলাত—জ্বলন্ত কাষ্ঠ ২।১৩।৭৭
অসুরে—অসুরের মধ্যে ১।৮।১১

আ আ

আই—মাতা ২।৩।১৪২ ; যূঁই ফুল ২।১৪।৬৩
আইনু—আসিলাম ১।৫।১৭৭
আইল—আসিল ১।১৬।২৭
আইলা—আসিলেন ১।১০।১১৫
আইলাম—আসিলাম ৩।১।৪৬
আইসে—আসেন ৩।১।৩১
আইসেন—আসেন ৩।১।৪২
আউটে—জ্বাল দেয় ২।১৪।২০১

আউল—আকুলতা ৩।১৯।২০
আউলায়—এলাইয়া পড়ে ১।৮।২০
—বিশৃঙ্খ হইয়া যায় ৩।১৭।৪৩
আকৃত্যে—আকৃতিতে ২।১৮।১০৯
আখরিয়া—পুঁথিলেখক ১।১০।৬৩
আঁখি—চক্ষু ২।১৪।৬
আগল—অগ্রগণ্য ১।৬।৪৪
আগে—পূর্ব্বে ১।১৪।৩০ ; পরে, ভবিষ্যতে ২।১।৬৯ ;
অগ্রে, সম্মুখে ১।৫।১৮৭ ; অগ্রে, তুলনায় ১।৭।৭৩
আগে ত—পরে, পরবর্ত্তিকালে ৩।৩।১৩৬
আগে হৈলা—অগ্রসর হইলেন ৩।৪।১৮
আগুবাড়ি—অগ্রসর করিয়া ২।১৩।৪০
আঙ্গটিয়া পাত—অখণ্ড কলাপাত ২।৩।৪০
আঙ্গিনা—অঙ্গন ৩।১২।১১৮
আচম্বিতে—হঠাৎ ৩।১।৪২
আচরি—আচরণ করিয়া ১।৪।৩৭
আচরিয়ে—আচরণ করি ২।৯।২৫৮
আঁচল—কাপড়ের শেষ প্রান্ত ৩।৯।৩৮
আছয়—আছে ২।৮।৬৪
আছয়ে—আছে ১।১৬।৭৮
আছাড়—হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া যাওয়া ২।৩।১৬০
আছিল—ছিল ১।১৩।১০৮
আছিলাঙ—ছিলাম ১।১৭।১০৪
আছিস—রহিয়াছ ৩।১০।৮৯
আছুক—থাকুক ১।৬।৯৩
আছোঁ—আছি ২।১৫।৫৩
আচ্ছাদিল—আচ্ছাদন করিয়া দিল ২।৪।৮১
আজ—অদ্য ১।১২।৩৪
আজা—মাতামহ ৩।৬।১৯৩
আজাড়—খালি ৩।১০।৫৪
আজিহ—অদ্যাপিও ৩।৪।১৫৯
আজুক—অদ্যকার ২।৩।১১
আজ্ঞাকারী—আজ্ঞা পালনকারী ২।১১।১৬৩
আটোপ—হুঙ্কার-গর্জ্জন-উল্লম্ফনাদি ৩।১০।৬২
আঁঠিয়া কলা—বীচিকলা ২।৩।৪০
আড়ানী—বড় পাখা ২।১৫।১২২
আড়ে—আড়ালে ৩।১৬।৩৮
—তীরে, ঘাটে ৩।১৪।১১০
আত্ম—নিজেকে ১।১৪।৩০

আত্মসাথ—অঙ্গীকার ১।১।২
আদিবশ্যা—স্নেহসূচক গালি ৩।১০।১৩৩
আদৌ—প্রথমে ৩।৫।৯৭
আন—অন্য ১।১।৩৮ ; অন্যথা ১।৫।২০১
আনন—আনয়ন করা ৩।১৮।৬৯
আনহ—লইয়া আস ৩।২।১০২
আনাইয়া—আনয়ন করাইয়া ২।৪।৮০
আনাইলা—আনয়ন করাইলা ২।৬।৭০
আনি—আনিয়া ১।৯।১
আনিঞা—আনয়ন করিয়া ২।৪।৯২
আনের—অন্যের ৩।২০।১৯
আনমন—অন্যমনস্ক ২।১৫।২৪৪
আপনা—আপনাকে ১।৭।৯
আপনি—নিজে ১।৪।৩৭
আপনে—নিজে ১।৪।৩৫
আপুনি—আপনি, তুমি ৩।৫।৫৯
আবরণ—পাহারা ২।১৬।২৪২
—বেড়া বা প্রাচীর ২।১৯।১৩৯
আবরিল—আবৃত করিয়া দিল ২।৪।৮১
আভাস—উপক্রমণিকা ১।৪।৩
আমা—আমাকে ১।৪।২০৪
আমাপানে—আমার দিকে ২।১১।২১৬
আমায়—আমাতে ১।৫।৭৪
—স্থান হয় ৩।১১।১২
আমার—আমার প্রতি ২।১৩।৫২
আমারে—আমাকে ১।৪।২০
আমিহ—আমিও ১।৪।২৭
আয়—আসিয়া ১।৫।২০৮
আর—অন্য ১।৪।৯
আরাম—উদ্যান ২।১৩।১৯৬
আরিন্দা—খাজনার টাকা বহনকারী ৩।৩।১৭৮
আরে—অন্যকে ১।৫।১৫৫ ; আর একটীতে ৩।৬।৬৪
আরোপণ—রোপণ ২।১৯।১৩৪
আর্য্য—পূজনীয় ১।৬।১০৪
আর্য্যপথ—সৎপথ ১।৪।১৪৪
আলবাটী—পিক্‌দানী ৩।১৬।১২৩
আশ—আশা ১।১৭।৩২৬

আশ-পাশ—চারিদিকে ২।৮।১৩৮

আশ্রিয়াছে—আশ্রয় করিয়াছে ১।১২।৫৫

আসোয়াথ—অস্বস্তি ২।১৪।১৯২

আসোয়ার—অশ্বারোহী ২।১৮।১৫৩

আস্তেব্যস্তে—উদ্বিগ্নচিত্তে, খুব তাড়াতাড়ি ১।১৫।১৫

ই ঈ

ইতর—অন্য ; যাহারা সংস্কৃত জানেনা ২।২।৭৪

ইতিউতি—এদিক ওদিক ১।৭।৮৫

ইতিমধ্যে—ইহার মধ্যে ১।৭।৪৭

ইথিলাগি—এইজন্য ১।৪।৫১

ইথে—ইহাতে ১।১।৩৫ ; ১।৭।১১২

—এই হেতু ১।৭।১০

ইহ—ইনি ১।২।৫০

ইহাঁ—এইস্থানে ১।২।৬৫

ইহায়—ইহাতে ১।৭।২৬

ইঁহো—ইনি ১।২।২১

উ ঊ

উকাশিতে—খুলিতে ২।২।১৯

উখড়'—মুড়কি ৩।১০।২৯

উঘাড় অঙ্গে—খালি গায়ে ৩।১৯।৬৮

উঘাড়িয়া—খুলিয়া ৩।৩।১০৩ ;

—ভাঙ্গিয়া, খুলিয়া ১।৭।১৮

—ব্যক্ত করিয়া ২।২।৩২

উঘাড়িল—খুলিয়া গেল বা খুলিয়া দিল ২।৪।২০০

উঘাড়ে—উন্মীলিত হয়, খোলে ৩।৭।১০৩

উজাড়—জনশূন্য ২।১৮।২৬ ; ধ্বংস ১।১৭।২০৪

উজাড়ে—শূন্য করিয়া ফেলে ১।৭।১২

উজীর—প্রধান রাজকর্মচারী ৩।৩।১৫১

উজোর—উজ্জ্বল ৩।১৯।৩৪

উঝালি—ছড়াইয়া ২।৩।৯১

উঠাঞা—উঠাইয়া ১।৯।৩৩

উঠাঞাছ—উঠাইয়াছ ৩।১৮।৬২

উড়াইয়ে—উড়াইয়া দেই ১।১২।১০

উড়ান—উড্ডীনতা ৩।১৯।৩৭

উড়িয়া—উড়িষ্যাবাসী ২।১৯।২৭

উড়ি—উড়ানী, চাদর ৩।১৪।৪২

উতরে—নামিয়া আসে ২।১৮।৩৭

উতার—খোল ৩।১২।৩৬

উত্তরিলা—নামিল ২।১৮।১৫৩

উত্তরিলাসিয়া—আসিয়া উপনীত হইলেন ২।৪।১৫৩

উত্তান শয়ন—চিৎ হইয়া শয়ন ১।১৪।৪

উত্তরে—উত্তীর্ণ হয় ; অনুমোদিত হয় ৩।৫।৯৩

উথলিল—উচ্ছ্বসিত হইল ১।৭।২৩ ;

—উত্থিত হইল ৩।১৫।৭৪

উদার—প্রশস্তচিত্ত ১।১১।২৯

উদাস—উপেক্ষা ২।৩।১৪৪ ; ঔদাসীন্য ২।১৪।১৮

উদূখল—ধান ভানিবার যন্ত্র-বিশেষ ২।৭।১১৯

উদ্দেশ—উল্লেখ ২।১।৬৯

উদ্ধার—উদ্ধার কর ২।১৯।৫২

উদ্ধারিমু—উদ্ধার করিব ১।১৭।৪৭

উদ্যম—আড়ম্বর, ঘটা ১।১৭।১২০

উপজয়—উৎপন্ন হয় ২।২২।২৯

উপজয়ে—উৎপন্ন হয় ১।৭।৮০

উপজাঞা—উৎপন্ন করাইয়া ৩।৪।১৮৬

উপজায়—উৎপন্ন করে ১।৪।১৩৫

উপজিবে—উৎপন্ন হইবে ২ ২।৭৬

উপজিল—উৎপন্ন হইল ১।৯।৯

উপজিলা—উৎপন্ন হইল ১।১৩।৭২

উপজে—উৎপন্ন হয় ৩।৫।৯৮

উপদেশি—উপদেশ করিয়া ১।৭।৮৯

উপদেশে—উপদেশ করে ১।৬।৪৭

উপযোগ—উপভোগ, আহার ৩।১০।১৩

উপরাগ—গ্রহণ ১।১৩।৯৭

উপোষণ—উপবাস ২।১১।১০২

উবরিল—উদ্বৃত্ত (বেশী) হইল ২।১৪।৬১

উলটি—ফিরিয়া ২।৫।৯৭

উল্লাস—উচ্ছ্বাস ১।৪।৬৯

উলূক—পেচক ১।৩।৬৯

উষিমিষি—উস্‌পিস্‌ ; অস্থিরভাবে উঠা-বসা, নড়া-চড়া ৩।৩।১১৫

এ এ

এ—এই ১।১০।৫৪ ; ইহা (এই লতা) ৩।১৫।৩১

এইমত—এইরূপ ১।১০।১৪ ; এইরূপে ১।৫।৩১

এই লাগি—এইজন্য ২।১।৭৫
একগ্রাসী—এক গ্রাসও ২।১৫।২৩৯
এক ঠাঞি—এক স্থানে ১।৪।৫০
একতান—একান্ত ২।৬।২৩১
একল—একাকী ২।৫।৫৯
একলা—একাকী ১।৯।৩২
একলি—একাকী ১।৪।১২১ ; একমাত্র ১।৪।১৯৮
একলে—একাকী ১।৯।৩২
একিবারে—একসঙ্গে ৩।১৫।৭
একে—একটীতে ৩।৬।৬৪
একেশ্বর—একাকী ২।১৫।১৯৩
ঐকৈক—এক এক ২।৪।৮৯ ; প্রত্যেক ১।৯।১৭
এড়াইবে—পলাইবে, বাদ পড়িবে ১।৭।৩৫
এড়াইল—পলাইয়া গেল, বাদ পড়িল ১।৭।৩০ ;
—অব্যাহতি পাইল ২।৪।১৮১
এত—এ সমস্ত ১।৩।৮৬
এতেক—এইরূপে ২।২।২৫
এথা—এই স্থানে ১।১৪।১৬
এথাই—এই স্থানেই ২।১০।১৪৭
এথাকে—এইস্থানে ৩।২।৩৯
এবে—এক্ষণে ১।৪।৪৮
এভো—এখনও ৩।১২।১৯
এমতে—এইরূপে ১।৩।৮৮
এ-সভার—এই সকলের ১।১।৪৩
এহো—ইহাও ১।৪।৮৯

ঐ ঐ

ঐছন—এইরূপ ১।১৩।১০০
ঐছে—এইরূপ ১।২।১৪

ও ও

ওঝা—ভূতে পাওয়ার চিকিৎসক ৩।১৮।৫৩
ওড়ফুল—জবাফুল ১।১৭।৩৫
ওড়ন-পাড়ন—লেপ ও তোষক ৩।১৩।১৮
ওড্র—উড়িষ্যাবাসী ১।১০।১৩৩
ওঢ়ায়—উড়ুনীর মত করিয়া গায়ে দেয় ৩।১৯।৬৮
ওত হৈয়া—দেহকে গোপন করিয়া ২।২৪।১৫৬
ওথা—ঐস্থানে ৩।১৮।৫৬
ওর—সীমা ২।৩।১১১
ওর-পার—সীমা-পরীসীমা ৩।২০।৭১
ওলাহম—ওলূনা ; মৃদু অভিযোগ ৩।৭।১৪০
—আক্ষেপসূচক বাক্য ; মৃদু ভৎসনা ১।১৪।৩৮

ক ক

কড়চা—দিনলিপি ; সংক্ষিপ্ত লিখন ৩।১।৩১
কড়মড়ি—কড়মড় শব্দ ১।১৭।১৭৩
কড়ার—প্রসাদী চন্দন ৩।১১।৬৫
কড়ি—কড়া ১।১৩।১১১
—দধি ও বেসম যোগে প্রস্তুত এক রকম খাদ্য ২।৪।৬৯
কণ—কণিকা ২।২১।৮৪
কতি—কোথায় ১।১২।৪০
কতে—কত-রকম ২।৪।৫৭
কতেক—কত পরিমাণ ১।৭।৪৮
কথন—কথা ১।৫।১৮৯
কথোক—কিছু পরিমাণ ৩।১০।২৬
কথোজন—কয়েক জন ১।১১।৫৪
কথো দিন—কয়েক দিন ১।১৫।২১
কথো দিনে—কয়েক দিন পরে ১।১৬।১৮
কথো দূরে—কিছু দূরে ৩।৬।৪৫
কথো দূরে বহি—কতকদূর পর্য্যন্ত গেলে ২।৭।৯৬
কদম্ব—সমূহ ১।৫।১৪৪
কদর্থনা—যন্ত্রণা ২।২৪।১৭২
কদর্থিয়া—কষ্ট দিয়া ২।২৪।১৭৩
কণ্ঠদঘ্ন—কণ্ঠপর্য্যন্ত ৩।১৪।৮৬
কন্দরা—গুহা ৩।১৪।১০৩
কবাট—কপাট, দ্বার ১।১৭।৩১
কপাট মারিয়া—দ্বার বন্ধ করিয়া ৩।১২।১১৯
কবে—কখন ২।৪।৩৮
কভু—কখনও ১।২।৬০
—কখনও কখনও ১।৮।১৬
কয়—কহে, বলে ১।৪।৩১
করঙ্গ—জলপাত্র ৩।১৫।৩৭
করঙ্গিয়া—জলকরঙ্গ-বহনকারী ২।২৫।১৩৬
করড়ীয়া লোণ—এক রকম লবণ ৩।১০।১৪৩
করয়—করে ১।১৭।২৫১

কুড়ায়—ঝাট্ দিয়া একত্র করে ২।১২।১২৯
কুড়ায়ে—কুড়াইয়া, সংগ্রহ করিয়া ১।৯।২৮
কুণ্ডিকা—ভাণ্ড ২।৩।৫০
কুমারের—কুম্ভকারের ৩।১৫।৫
কুর্পর—দাস ২।১।১৮২
কেতাব—পুস্তক ১।১৭।১৪৯
কেনে—কেন, কি কারণে ১।৭।৬৮
কেমতে—কিরূপে ২।৩।২৯
কেমনে—কি প্রকারে ২।২৫।১৭৫
কেহো—কোন কোন ব্যক্তি ১।৫।১১১
কৈছে—কিরূপে ১।২।২৫
কৈনু—করিলাম ১।৭।১৪১
কৈফিতি—কৈফিয়ত, নালিশ ৩।৬।১৯
কৈল—করিল ১।১।৬২ ; কহিল ১।৪।৪৬
কৈলা—করিলা ১।৭।৩১
কৈলু—করিলাম ১।৪।১৫৪
কৈলে—করিলে ৩।৫।১১৩
কোঁকড়—বাঁকা ; কোঁকড়া ৩।৩।১৯৭
কোঙর—কুমার ; পুত্র ২।২০।১৭০
কোঠরি—কোঠা ২।২১।৩৭
কোথলি—থলিয়া ৩।১০।২১
কোথা—কোনও স্থানে ১।১৬।৯৪
কোথাকে—কোথায় ২।৩।২২
কোদালি—মাটী খোঁড়ার যন্ত্র ২।৪।৪৮
কোন্ দ্বারে—কাহা দ্বারা ৩।৪।৮৫
কোন পাকে—কোনও প্রকারে ১।১২।২৮
কোন্দল—কলহ ১।১০।২১
কোল—অঙ্ক ২।৪।১৯৬
কোলি—কুল, বদরি ৩।১০।২২
ক্রোশে—চীৎকার করে ২।৪।১৯৭
কৌড়ি—কড়ি, টাকা ৩।৯।৯৫

খ খ

খটমট—খুটিনাটি বিষয় লইয়া প্রণয় কোন্দল ৩।৭।১২৭
—সামান্য কথায় ১।১০।২১
খণ্ড—খাঁড়, গুড় ৩।১০।২৪
খণ্ডাইল—খণ্ডন করাইল ১।১৭।৬৭
খণ্ডাহ—খণ্ডন কর ১।১৭।২৮০
খণ্ডিতে—লঙ্ঘন করিতে ৩।৭।৯১
খণ্ডিমু—উপেক্ষা করিব ৩।১২।১২৮
খসাইতে—খুলিতে ৩।১৪।৪৬
খসাইয়া—খুলিয়া ৩।১০।১২৮
খসায়—খুলিয়া দেয় ৩।১৬।১১৯
খাই—আহার করি ৩।২।৭৬
খাএন—খায়েন, আহার করেন ৩।১৬।৬২
খাওন—খাওয়া, ভক্ষণ করা ২।১৫।২০৫
খাওয়াইমু—ভক্ষণ করাইব ১।১৭।৪৭
খাজুয়া—চুলকুনি ৩।৪।৪
খাঞা—খাইয়া ১।১৭।২০১
খাটে—পালঙ্কে ১।১৭।৯
খাড়া—দণ্ডায়মান ৩।৬।২৫২
খানিক—একখণ্ড, একটু ২।১১।১৫১
খাপরা—ভাঙ্গা ঘটের খোলা, অথবা যুক্ত করের অঞ্জলি ২।১২।৯৫
খায়েন—আহার করেন ৩।১৬।৩০১
খাল—গর্ত্তবিশেষ ২।২।৫৭
খাস—নিজ দখলে ২।১৯।২৪
খুড়া—পিতৃব্য ৬।১৬।৮
খেলন—খেলা ৩।১০।৪৫
খোদাইতে—খনন করাইতে ২।২৫।১৪১
খোদাইল—খনন করাইল ৩।৩।১৪৯
খোলা—বল্কল ৩।১৬।৩১

গ গ

গড়খাই—পরিখা ২।১৫।১৭৪
গড়বড়ি—হট্টগোল ২।১৮।১৩৮
গড়াগড়ি—মাটীতে পড়িয়া এপিট ওপিট করা ১।৯।৪৫
গড়িদ্বার—গড়ের (দুর্গের) ফটক ২।২০।১৫
গড়ি যায়—গড়াগড়ি দেয় ২।১৩।৮০
গণ—পার্ষদ, সঙ্গীয় লোক ৩।১০।১৩৫
গণি—গণ্য করি ১।৯।২৬
—গণনার মধ্যে আনি ২।৩।১৮২
গণে—পরিকরবৃন্দে, অনুগত জনসমূহে ১।১২।৭৪;
—গণনা করে ১।১৩।৪৩
গতি—অবস্থা ২।৬।১৯০

গরগর—চঞ্চল ২।১৭।২০৯
গরুড়—গরুড় স্তম্ভ ৩।১৬।৭৯
গলাগলি—পরস্পরের গলা ধরিয়া ২।৭।১৪৫
গলে—গলায় ১।৮।৭১
গাই—গান করি ১।২।৬
গাইবেক—গান করিবে ১।৯।৩৮
গাগরী—কলসী ৩।১২।১০২
গাঞা—গান করিয়া ২।১।২৫৫
গাড়ে—গর্ত্ত ৩।১৬।৫৮
গাণ্ডু—বালিস ৩।১৩।৭
গাঁথি—গ্রন্থন করিয়া ১।৫।৩৬
গাবী—গাভী ২।৪।১০১
গায়—গান করে ১।৫।১৭০
গায়ন—গান, কীর্ত্তন ১।৭।৩৯
—গায়ক ২।১৩।৩৩
গায়েন—গান করেন ৩।২।১৫২
গালাগালি—পরস্পরের প্রতি কটুবাক্য বলা ২।১২।১৯৩
গালিপাড়ে—গালি দেয় ৩।১২।১৮
গুঁজিয়া—ঢুকাইয়া ২।১।৫৫
গুড়ত্বক্—দারুচিনি ৩।১৬।১০২
গুণ্ডি—গুঁড়া, চূর্ণ ৩।১০।১৫
গুণ্ডিচা—রথযাত্রা ২।১।৪৩
গুপত—গুপ্ত বা রক্ষিত ১।১০।২৪
গুপ্তে—গোপনে ১।১৩।১২০
গেলাঙ—গিয়াছিলাম ১।৮।৬৮
গেলুঁ—গেলাম ১।১৭।১৮২
গেহে—গৃহে ১।১৩।৭৯
গৈরিক—গিরিমাটী ৩।১৩।৬
গোঙাইতে—কাটাইতে ২।২।৫০
গোঙাইনু—অতিবাহিত করিলাম ২।২০।৯৩
গোঙাইব—কাটাইব ২।৮।২৫৯
গোঙাইয়া—কাটাইয়া, অতিবাহিত করিয়া ২।৪।২০৬
গোঙাইল—অতিবাহিত করিল ২।১।৭৯
গোঙাইলা—কাটাইলেন ২।৮।২৪৩
গোফা—গুহা ২।১৮।৫৫
গোয়াঙ—কাটাইব ২।১১।১৫১
গোয়াল—গোয়ালা ১।১১।২৯ ; ৩।৩।১৪৫
গোসাঞি—গোস্বামী ১।৭।৭৮
—ভগবান্ ২।১।১৫৯
গোহালি—গরু বাঁধার স্থান ৩।৩।১৪৫
গৌড়—উড়িষ্যাদেশবাসী এক জাতীয় লোক ২।১৩।২৬
গৌড়েরে—গৌড়দেশে ২।১।১৩৮

ঘ ঘ

ঘটপটিয়া—তার্কিক ৩।৩।১৮৮
ঘটা—সংঘট্ট ৩।২।২৫
ঘটি একে—এক ঘটিকার মধ্যে ১।১৬।৩৪
ঘড়া—কলস ১।১০।১৪২
ঘরভাত—ঘরে রান্না করা অন্নাদি ৩।১০।১৫২
ঘর্ঘর—শব্দ বিশেষ ৩।১৪।৮৭
ঘর্ম্ম—রৌদ্র ৩।২০।১৯
ঘষিতে—ঘর্ষণ করিতে ২।৪।১৯০
ঘাগর—ঘাগরা ২।১৩।২০
ঘাট—নদীর ঘাট ২।৮।১১
ঘাটাইয়া—কমাইয়া ৩।৯।২২
ঘাটাইল—কমাইল ২।১৫।১৯০
ঘাটি মূল্য—কম মূল্য ৩।৯।২৫
ঘাটি—কর আদায়ের স্থান ২।৪।১৮৩
ঘাটীআল—কর আদায়ের অধ্যক্ষ ৫।১।১৫
ঘুচাও—দূর কর ২।১৫।১৬৩
ঘুচাহ—ছাড়াও ৩।৯।১৩৭
ঘুচিল—দূর হইল ১।১৭।২১৩
ঘুমাঞা—ঘুমাইয়া ৩।১৯।৬৭
ঘুমায়—নিদ্রা যায় ৩।১৯।৬৯
ঘোড়াপিড়া—ঘোড়া ও অন্যান্য জিনিস ২।১৮।১৬৪

চ চ

চক্রভ্রমি—চাকার মত ঘুরিয়া ২।১৩।৭৭
চড়—চাপড় ১।১১।১৭
চড়াইতে—চাপড় মারিতে ২।১৫।২৭৬
চড়াইল—চাপড় মারিল ১।৫।১৩৬
চড়ায়—চাপড় মারে ২।১৫।২৭৫
চড়াই—উঠাইয়া ২।৩।৩৭

চঢ়াইয়া—উঠাইয়া ৩।১১।৬১
চঢ়াইল—উঠাইল ২।১৬।১১৬; বসাইল ৩।১৩।৪৮
চঢ়াইলা—উঠাইলেন, লিপ্ত করিলেন ২।৪।১১৩
চঢ়ি—আরোহণ করিয়া ১।১৩।১১৩
চঢ়িয়া—আরোহণ করিয়া ২।৩।২১
চঢ়ে—উঠে ১।৫।১৪২
চরাঞা—উপভোগ করিয়া ৩।২।১১৮
চরায়—পালন করে ১।১০।৮১
চলহ—যাও ৩।৩।২০
চলয়ে—নড়ে ২।৬।৯
চলিলা—বিচলিত হইলে ৩।৭।১৪৫
চলে—অন্যথা হয় ২।৫।৮০
চলে হালে—নড়ে বা হেলিয়া পড়ে ২।৩।৪৮
চক্ষে—চক্ষুতে ১।২।৯
চাক—চক্র, চাকা ৩।১৫।৫
চাখি—পরীক্ষার্থ আস্বাদন করে ১।১২।৯৩
চাঙ্গড়া—ভাণ্ড ৩।১১।৭৪
চাঙ্গে—উচ্চমঞ্চে ৩।৯।১২
চাচা—খুড়া ১।১৭।১৪২
চাঞা—চাহিয়া ২।১৩।১৫৪
চাটি—জিহ্বা দ্বারা লেহন করিয়া ৩।১৬।১২
চাঁদ—চন্দ্র ২।১।১৯৩
চানা চাবানা—শুষ্ক ছোলা ২।২৫।১৫৭
চান্দ—চন্দ্র ৩।৬।১২৮
চান্দোয়া—চন্দ্রাতপ ২।১৩।১৯
চাপড়—হাতের তালু দিয়া আঘাত ২।১।৬২
চাপড়ে—চাপড় দেয় ১।৫।১৪২
চাপয়ে—চাপিয়া ধরে ৩।১৮।৫৫
চাপি—চাপিয়া ৩।১৯।৬৯
চাবাইয়া—চর্ব্বণ করিয়া ৩।১৩।৭৪
চাবুক—দড়িনির্ম্মিত প্রহারের অস্ত্র ২।২৫।১৪১
চাম—চর্ম্ম ২।১০।১৫২
চারিভিতে—চারিদিকে ২।৯।২১৫
চাল—ঘরের ছাউনি ২।১।৫৫
চালাইতে—নড়িতে ২।৪।৫১
চালাইল—ক্ষেপাইবার চেষ্টা করিল ৩।৭।১৪৫; —ছুড়িয়া দিল ২।১২।৯৫
চালায়—আচারণ করে ১।১৭।১৯৯
চালু—চাউল ১।১৪।৪৮
চাহয়ে—চাহে ১।১৬।৮২
চাহি—অন্বেষণ করিয়া ২।৮।৮০; —থাকা উচিত ২।১৫।১৫৪
চিঠি—ফর্দ্দ ৩।৬।১৫০
চিত—চিত্ত ১।৮।৫২
চিতে—চিত্তে ১।১৩।১১৬
চিত্র—অদ্ভুত, আশ্চর্য্য ২।১৩।১৩৬
চিত্রবর্ণ—বিচিত্রবর্ণের ১।১৩।১১২
চিরকাল—বেশীদিন ৩।১৩।৩৮; বহুকাল ২।৯।১০৭
চিরকালের—বহুকালের ১।১৫।৪
চিরদিনে—বহুকাল পরে ২।৩।১১১
চিরস্থায়ী—বহুদিন স্থায়ী ৩।১০।২৩
চিরি চিরি—ছিন্ন করিয়া ৩।১৩।১১
চিহ্নিতে—চিনিতে ৩।১৮।৮৯
চুবায়—চুবাইয়া ধরে ২।২০।১০৫
চুম্বে—চুম্বন করে ২।৩।১৩৯
চুরি—আত্মগোপন-চেষ্টা ২।৩।৬৮
চুলা—চুল্লী, উনুন ৩।১৩।৫৪
চেড়ী—দাসী ১।১৩।১১৩
চোকা—যাহা চুষিয়া খাওয়া হইয়াছে ৩।১৬।৩২
চৌদিকে—চারিদিকে ২।১১।২১৬
চৌঠ জন—চতুর্থ জন ২।৪।১৯৩
চৌঠী—চারিভাগের একভাগ ৩।৮।৫০
চৌতরা—চত্বর ৩।৬।৫৯
চৌদোলা—চতুর্দ্দোল ২।১৪।১২৬
চৌবুরী—এক শ্রেষ্ঠব্যক্তি ৩।৬।১৬

ছ ছ

ছটা—লেশমাত্র ৩।১৫।১৯
ছত্র—সত্র; অন্নাদি বিতরণের স্থান ৩।৬।২১৭
ছদ্ম—ছল ২।১০।১৫০
ছাইল—আচ্ছন্ন করিল ১।৯।১৬
ছাওনি—চালা, ডেরা ৩।১৩।৬৯
ছাওয়াল—সন্তান ১।১৭।১০৫
ছাড়াঞা—ছাড়াইয়া ১।১৬।১৬

ছাড়িব—ত্যাগ করিব ৩।৪।১১
ছানি—ছাঁকিয়া ৩।১৭।৩৯
ছানিঞা—ছাঁকিয়া ২।৪।৫৪
ছার—তুচ্ছ ২।১৫।২৭৫
ছারখার—তুচ্ছ ১।১২।৭২
ছাল—চাম ৩।১৩।৭৫
ছেণ্ডা কানি—ছেঁড়া পুরাতন বস্ত্র ৩,৬।৩০৬
ছিণ্ডিয়া—ছিড়িয়া ১।১৭।৫৮
ছুঁই—স্পর্শ করিয়া ১।১৭।২১২
ছুঁইতে—স্পর্শ করিতে ১।৭।২৮
ছুঁইলা—স্পর্শ করিলা ১।১৪।৭০
ছুঁইহ—স্পর্শ করিও ৩।৪।১৯
ছুটিল—দূর হইল ১।১৭।৯১
ছুটিলুঁ—নিস্তার পাইলাম ২।২০।২৯
ছোড়াইয়া—মুক্ত করিয়া ১।১০।৪০
ছোড়াইল—মুক্ত করিল ৩।৬।৩০
ছোড়ায়—মুক্ত করে ৩।৩।৫৫
ছোঁয়—স্পর্শ করে ৩।১৮।২২

জ জ

জগজন—জগদ্‌বাসী লোক ২।২৫।২২৮
জগভরি—জগৎ ভরিয়া, সমস্ত জগতে ১।১৩।৯৭
জগমন—জগদ্বাসীর মন ৩।১৩।৭৮
জগমোহন—শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ কক্ষ ৩।১৬।৭৭
জগাতি—ঝঞ্ঝাট, আপদ-বিপদ ২।৪।১৮২
জঞ্জাল—বিপদ, ঝঞ্ঝাট ২।৪।১৭৪
জড়িমা—জড়তা ৩।১৭।১৬
জনম—জন্ম ১।৪।২০৯
জন্মাইহ—উৎপাদন করিও ৩।৩।২৮
জরজরে—জর্জ্জরিত ২।২।২০
জরদ্‌গব—বুড়াগরু ১।১৭।১৫৫
জরে—জর্জ্জরিত হয় ২।৩।১২১
জলাজলি—জল ফেলা ফেলি ৩।১৮।৮৪
জাড্য—জড়তা ১।৫।১৪৪
জাতি যে লইমু—জাতি নষ্ট করিব ১।১৭।১২২
জানা—রাজপুত্র ৩।৯।১২
জাড়ি—জালা, পাত্র ২।২০।১২০
জানি—যেন, মনে হয় ১।১৪।৭
জানিয়ে—জানে ১।৩।৭০
জানিল—জানিতে পারিল ২।৬।২৫২
জানিল না যায়—জানিবার উপায় নাই ২।২১।৭২
জানিহ—জানিও ১।৪।১৫৩
জানুচঙ্ক্রমণ—হামাগুড়ি দেওয়া ১।১৪।১৮
জানোঁ—জানি ২।২১।২০
জারণ—দাহ ১।৫।৫২
জারেন—দগ্ধ করেন, জর্জ্জরিত করেন ৩।২০।৩৯
জালিক—জালিয়া ২।১৮।৪৩
জালিয়া—যে জাল দিয়া মাছ ধরে ৩।১৮।৪১
জিনি—জয় করিয়া ১।৫।১৬৫
জিনিমু—জয় করিলাম ২।৬।২০৮
জিনিবারে—জয় করিতে ২।৫।৬৩
জিনিয়া—পরাজিত করিয়া ২।৩।১০৭
জিনে—পরাজিত করে ১।৯।২৪
—জয়লাভ করে ২।১৪।৭৬
জিন্দাপীর—জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ২।২০।৪
জীতে—জীবিত থাকিতে ৩।১৯।৪২
জীব'—জীবিত থাকিব ২।৩।১৭৩
জীবাতু—জীবন ধারণের উপায় ১।৪।২০৫
জীবিত—জীবন ৩।১৬।১২৬
জীবে—জীবিত থাকিবে ২।২।২২
জীয়য়—জীবিত থাকে ২।২।৩৮
জীয়াইতে—বাঁচাইতে ১।১৭।১৫৪
জীয়াইল—জীবিত করিল ১।১২।৬৬
জীয়াইলা— বাঁচাইলা ২।১৫।২৮৪
জীয়াও—জীবিত রাখ ২।১৩।১৩৮
জীয়াহ—বাঁচাও ২।৯।৫২
জীয়ায়—বাঁচাইয়া রাখে ৩।১৯।৪২
জীয়ে—জীবিত থাকে ১।১২।৬৪
—বাঁচি ৩।১৬।১৯
জীলা—জীবিত হইল ২।২৫।১৭৭
জুড়াইল—শীতল হইল ৩।১৮।৯৬

জুড়ায়—শীতল হয় ১।৪।২০০
জুয়ায়—সঙ্গত হয় ১।৪।১৮৮
জ্বলি পুড়ি—জ্বলিয়া পুড়িয়া,
অন্তর্দাহ ভোগ করিয়া ১।১৭।৩২
জ্যেঠা—পিতার বড়ভাই ৩।৬।২০

ঝ ঝ

ঝনঝন—ঝন্‌ঝন্ শব্দ করিয়া ১।১৪।৭৪
ঝনঝনি—ঝন্‌ঝন্ শব্দ ২।২১।৭৮
ঝলমল—চক্ চক ১।১৬।৮০
ঝাটিনা—ঝাটদিয়া সংগৃহীত আবর্জনা ২।১২।৮৮
ঝাঁপ—ঝম্প ৩।১৮।২৬
ঝারী—জলপাত্র ৩।২০।৭৯
ঝালি—বস্ত্রনির্ম্মিত আধার ১।১০।২৪
ঝিকড়—মাটীর পাত্র ভাঙ্গা খোলা ২।১২।৮৫
ঝুট—উচ্ছিষ্ট ২।৩।৮৪
ঝুটা—উচ্ছিষ্ট ৩।১৬।৫৩
ঝুরি—দগ্ধ হইয়া ২।১।৫০
ঝুরোঁ—ঝুরি, চিন্তায় ম্রিয়মাণ হই ২।১৩।১৪২
ঝুলনি—শিরোবেষ্টন, পাগড়ি ৩।১৪।৪২
ঝুলি—ঝুলনা ২।১৪।৪১

ঞ ঞ

ঞিহো—এইস্থানে ১।১২।৩৪

ট ট

টলমল—চঞ্চল ১।৪।১৩৪
টলিল—বিচলিত হইল ২।১৫।১৫৩
টাটি—বেড়া ২।৪।৮১
টানাটানি—বর্ণনার বৃথা চেষ্টা ২।৯।৩৩১
টুঙ্গী—মঞ্চ ২।১৫।১২১
টুটি—ছিঁড়িয়া ২।১৪।২৩১
টোটা—বাগান ২।১১।১৫১

ঠ ঠ

ঠক—প্রতারক ২।১৮।১৬২
ঠাঁই—স্থানে ১।১৬।৫২
ঠাকুর—শাসনকর্ত্তা ১।১৭।২০৬
ঠাকুরাণী—বৈষ্ণবগৃহিণী ২।১৬।২০
ঠাকুরালী—প্রভুত্ব ৩।১২।৩৪
ঠাঞি—স্থানে, নিকটে ২।১।১২০
ঠাট—সমূহ ১।১৭।২৭৫
ঠাড়া—দণ্ডায়মান ৩।৬।২৫২
ঠান—স্থান, স্থিতি ৩।১৯।৩১
ঠাম—ভঙ্গী ১।১৩।১১৪
ঠারাঠারি—নয়নভঙ্গীপূর্ব্বক ইসারা ২।৫।১৩১
ঠারে—ইঙ্গিতে ৩।১৬।৫০
ঠারে-ঠোরে—ইঙ্গিতে ১।১৩।১০০
ঠিকারী—ছোটছোট টুকরা ২।৪।২০৮
ঠেকাঠেকি ঠোকাঠোকি ২।২১।৭৮
ঠেকি—ঠোকাঠোকি হইয়া ২।১২।১০৭
ঠেঙ্গা—লাঠি ১।১৭।২৪৩
ঠেলাঠেলি—পরস্পর পরস্পরকে ঠেলা দেওয়া
২।১৩।১১৪

ড ড

ডর—ভয় ৩।৬।২২
ডরে—ভয়ে ১।১।৬৩
ডাকা—ডাকাইত ৩।১৯।৮৯
ডাকাতিয়া—ডাকাইতের ন্যায় ৩।১৫।৬৫
ডাকি—চীৎকার দিয়া ৩।১৬।১২০
ডারা—ঠেলিয়া দেওয়া ৩।৯।১৬
ডারি—ফেলিয়া ৩।৯।১৩
ডারিয়া—ফেলিয়া ৩।৯।৪০
ডারিয়াছে—ফেলিয়া রাখিয়াছে ২।১৮।১৫৫
ডারে—ফেলিয়া দেয় ২।২।২৪
ডাল—শাখা ১।১০।১৫৮
ডাহিনে—দক্ষিণ দিকে ১।৫।১৬৭
ডিঙ্গাতে—নৌকায় ২।৯।২৩০
ডুবায়—ডুবাইয়া ধরে ২।২০।১০৫
ডোঙ্গা—কলাগাছের খোলদ্বারা প্রস্তুত পাত্র ২।৩।৪৯
ডোর—বস্ত্রখণ্ড ২।১০।১৬৫
ডোরি—ঘুন্‌সি ১।১৩।১১২
ডোরী—দড়ি, কাছি ২।১৪।২৩৪

ঢ ঢ

ঢক্কা—ঢাক ১।১১।২৭
ঢঙ্গে—কৌতুকময় কৌশল ২।৩।৯৩
ঢাকা—আচ্ছাদন করা ২।১৮।১১০
ঢেকা—ধাক্কা ২।১২।১২৫

ত ত

তঙ্কা—টাকা ১।১২।৩০
তটে—তীরে ১।১১।৯৩
ততি—সমূহ, সকল ১।১৩।১০২
ততেকে—তাহাতে ৩।২০।৮০
তথা—সেই ব্যাপারে ১।১৪।১৮
—সেই স্থানে
তথাই—সেই স্থানেই ২।১।৫৪
তথি—সেস্থানে ১।৫।৪৫
তথি লাগি—সেজন্য ১।৩।৩১
তবহি—তথাপি ৩।৫।৩৪
তবে—তাহা হইলে ১।১০।১৭
—তাহা দেখিয়া ২।৭।৮১
—তাহার পরে ২।৮।২৭
তভু—তথাপি ১।১৪।৬১
তম—অন্ধকার ১।১৩।৩
তরি—উত্তীর্ণ হই ২।১০।১৫৪
তরিমু—উদ্ধার পাইব ২।১৪।১৭৫
তরে—নিমিত্ত ১।৮।৬০
তর্জ্জা—দুর্ব্বোধ্য বাক্য, হেয়ালি ২।১৬।৫৯
তলানে—তলায় ৩।৬।৬৫
তলে—নীচে ২।১১।১০৫
তহিঁ—সেজন্য ১।৬।৯৮
তহি মধ্যে—তাহার মধ্যে ১।১।১৩
তাড়ন—প্রহার ১।১৪।৪২
—শাস্তি ৩।৯।১৫
তাড়নে—উৎপীড়নে ১।১০।৪৩
তাড়িতে—তাড়না করিতে ৩।৬।২৭
তা'তে—তাহাতে ৩।১৪।৬১
তাতে—তাহা হইতে ২।২১।২৭
—তাহাতে, সেজন্য ১।১৬।৪৬
তামা—তাম্র ২।৮।২৪৫
তাঁর—তাহার ১।৩।২৫
তারি—তাহারই ৩।৫।১৩০
তারিতে—ত্রাণ করিতে ৩।২।১২
তারিবে—উদ্ধার করিবে ১।১৩।১২০
তারিলা—উদ্ধার করিলেন ২।৪।১৭২
তারে—তাহাকে ১।৮।১১
তাঁরে—তাঁহাকে ১।৫।৬৭
তালাক—শপথ ১।১৭।২১৫
তা-লাগি—সেই জন্য ১।৪।৪৭
তালি—কানে তালা ১।১৭।২০০
—হাতে তালি দ্বারা বাদ্য ২।৬।২১৫
তাঁ-সভার—তাঁহাদের সকলের ১।৪।১৫৯
তাহাঁ—সেই স্থানে ১।৫।৮৪
তাহাঁই—সেই স্থানেই ১।৭।৪৫
তাহাঞি—সেই স্থানে ১।৫।১২
তাহে—তাহাতে আবার ২।২।৬০
তিঁহো—তিনি ১।২।২১
তুঞি—তুই, তুমি ৩।১।৭৬
তুড়ুক—তুরস্কদেশীয় মুসলমান ৩।৬।১৮
তুড়ুকধাড়ী—যবন শ্রেষ্ঠ ২।১৮।২৩
তুমিহ—তুমিও ২।৭।২১৩
তুরিতে—তাড়াতাড়ি ৩।৫।৫১
তুলী—তুলার বালিশ ২।১৩।১০
--তোষক ৩।১৩।৭
তুষি—তুষ্ট করিয়া ১।১৭।২৩৩
তেজি—ত্যাগ করিয়া ৩।১৯।৪৮
তেজিয়া—ত্যাগ করিয়া ৩।১১।৪৪
তেন—সেইরূপ ৩।১২।২৬
তেরছ—আড়নয়নে ২।২১।৮৭
তেঁহ—তিনি ১।২।৫০
তোয়—তোমাতে ৩।১৯।৪৭
তেঁহো—তিনি ১।১।২৫
তৈছে—সেইরূপে ১।২।১৩
ত্যজন—ত্যাগ ২।২।৪৫
ত্যাগি—ত্যাগ করিয়া ১।১০।৮৯

থ থ

থরহরি—থর থর করিয়া কম্প ২।৬।১৮৮
থালি—থালা ১।১৩।১০৩
থালী—থালা ২।৯।৪৭
থুইল—রাখিল ১।১৩।১১৬
থেহ—স্থিরতা ২।৯।৩১১

দ দ

দঢ়—দৃঢ়, শক্ত ২।৮।১৫৭
দণ্ড—শাস্তি ১।১২।৩৩
দণ্ডপরণাম—দণ্ডবৎ প্রণাম ২।৯।২৬০
দণ্ডিতে—শাস্তি দিতে, ক্ষতি করিতে ২।৫।৮২
দণ্ডিয়া—দণ্ড করিয়া, বাজেয়াপ্ত করিয়া ১।১৭।১২২
দড়ী—রজ্জু ৩।৬।৩৯
দরজী—দর্জি, যে সেলাইয়ের কাজ করে ১।১৭।২২৪
দরবেশ—মুসলমান ফকির ২।২০।১২
দলই—দ্বারপাল ৩।১৬।৭৪
দাগ—চিহ্ন ১।৪।১৪৬
দাড়ি—শ্মশ্রু ১।১৭।১৮৩
দাড়ুকা—লোহার বেড়ী ২।২০।১১
দাণ্ডাইয়া—দাঁড়াইয়া ৩।৩।১০২
দান—পথকর ২।৪।১৮৩
—ভিক্ষা ১।১৭।২১৪
দানী—কর আদায়কারী ২।৪।১১
দারবী—দারু (কাষ্ঠ) নির্ম্মিত ৩।২।১১৭
দারীনাটুয়া—পরস্ত্রী ও নর্ত্তকাদি ৩।৯।৩১
দালি—ডাইল ২।৪।৬৬
দিঙ্‌মাত্র—দিগ্‌দর্শন ১।১০।১৫৭
দিবসকথো—কয়েকদিন ২।৭।৪৯
দিবা—দিবে ৩।২।১১২
দিমু—দিব ২।৩।১৬৮
দিয়টী—মশাল ৩।১৪।৫৭
দিল—দিলেন ৩।১।১৫৮
দিলা—দিলেন ৩।১।১৬০
দিশা—দিক্ ১।১০।৮৪
দিহ—দিও ৩।৩।২৬
দীঘল—দীর্ঘ ৩।১৮।৪৯
দীঘী—বড় জলাশয় ২।২৫।১৪১
দুখ—দুঃখ ১।১২।৩১
দুবাহু—দুই বাহু ১।১৩।১১১
দুয়ার—দ্বার ২।৪।৪৮
দুহার—দুইয়ের ২।৭।৬৪
দুঁহাসনে—দুইজনের সঙ্গে ৩।১।৫৫
দেউটী—মশাল ১।১০।৩৫
দেউল—দেবালয় ২।৫।১৪৩
দেখাইহ—দেখাইয়া দিও ২।৩।১৫
দেখাঞাছি—দেখাইয়াছি ৩।১৮।১১
দেখিছোঁ—দেখিতেছ (সম্ভ্রমার্থে) ৩।১৮।৫২
দেখিনু—দেখিলাম ২।২।৩৩
দেখিলাঙ—দেখিলাম ১।১৭।১০৬
দেখিলুঁ—দেখিলাম ২।৪।৬
দেখোঁ—দেখি ১।১৩।৮১
—দেখিব ১।১৭।১২৮
দেঙ—দিয়া থাকি ৩।৯।১১৯
দেবা—দেবতা ৩।২০।৪৮
দেহ—দাও ১।১০।১৭
—শরীর ১।১৪।২৬
দৈবত—যথার্থতঃ ১।১২।৩২
দোনা—ডোঙ্গা ২।৩।৮৭
দোলে—চলে ১।৫।১৬৭
দোলা—পাল্কী ১।১৩।১১৩
দোষায়—দোষ দেয় ২।৫।১৫৬
দোহাই—শপথ ২।১৮।১৫৮
দোঁহার—দুইজনের ১।৪।৬৭
দোঁহায়—দুইজনে ৩।৪।৩৮
দোঁহে—উভয়ে ১।৪।৫০
—উভয়কে ১।৪।২৮
—দুইজনে ১।১০।৮৭
দোঁহেতে—দুই জনের মধ্যে ১।৫।১৩২
দ্বাদশ—সন্ন্যাসীদের হাতের দণ্ড ৩।১৪।৪২
দ্বারে—দ্বারা, উপলক্ষে ১।৪।২৯
দ্রবাইলে—দ্রব করিলে ২।৬।১৯৪
দ্রবিল—দ্রব (সিক্ত) হইল, গলিল ১।১৩।১১৫

নাশাবে—নষ্ট করাইবে ২।১।২৫৭
নাশিমু—ধ্বংস করিব ১।১৭।১৭৮
নাহিক—নাই ১।৫।২০২
নাহি মানে—গ্রাহ্য করেনা ২।৭।৮৯
নিকসিল—বাহির হইল ১।৯।১৩
নিকাশিয়া—বাহির করিয়া ৩।১৬।৩১
নিগূঢ়—অতি গোপনীয় ১।৪।১৩৭
নিচয়—সমূহ ১।৬।৫৬
নিজ ধাম—নিজের জ্যোতিঃ ২।২।২৪
নিঠুর—নিষ্ঠুর ৩।১৯।৪৪
নিঠুরাই—নিষ্ঠুরতা ২।৩।১৪০
নিতি—প্রত্যহ ২।১৩।১৪৭
নিতি নিতি—নিত্য, প্রত্যহ ২।১৩।১৪৭
নিন্দয়ে—নিন্দা করে ১।৭।৪৯
নিন্দিতে—নিন্দা করিতে ১।৭।৩৮
নিবর্ত্তিলা—নিবারণ করিলেন ২।১৬।৯৬
নিবেদিলুঁ—নিবেদন করিলাম ১।৭।৭৭
নিমন্ত্রিল—নিমন্ত্রণ করিল ২।২৫।১০
নিয়োজিল—নিযুক্ত করিল ২।৪।৮৬
নিরমিল—নির্ম্মাণ করিল ৩।১৯।৩৯
নির্ঘৃণ—কু-কর্ম্মরত ১।৫।১৮৫
নির্জ্জিতে—পরাজিত করিতে ১।২।৫১
নির্ব্বচন—কথা বলার শক্তিহীন ১।২।৫৪
নির্ব্বিশেষ—সমানভাবে ১।১০।৫৫
নির্মঞ্ছন—সমর্পণ ৩।৯।৯৪
নিল—গ্রহণ করিলাম ২।৬।৫৮
নিলয়—বাসস্থান ২।১৫।৫
নিলে—গ্রহণ করিলে ৩।৭।১২৪
নিষেধিল—নিষেধ করিলাম ২।৫।৬৫
নিশ্চয়—নিশ্চিত অভিপ্রায় ২।৫।৩৫
নিসকৃড়ি—ফলমূলাদি ৩।৬।৭১
নেউটি—ফিরিয়া ৩।১৩,৮৭
নেতধটী—শিরোপা ৩।৯।১০৫
নেম্বু—লেবু ৩।১০।১৪
নোঙাইয়া—নত করিয়া ১।১৭।১৩৮
নৌকা—এক রকম গ্রাম্য জলযান ২।৩।১৯
ন্যায়—বিচারার্থ নালিশ ২।৫।৪১
—তর্কিত বিষয়, মোকর্দ্দমা ২।৫।৬৩

প প

পচে—কষ্ট পায় ১।১৭।১৫৯
পট্টডোরী—পট্ট নির্ম্মিত রজ্জু ২।১৪।২৩১
পট্টপাড়ি—পাটের সুতার পাইড় যুক্ত ১।১৩।১১২
পড়য়ে—পড়ে ১।৫।১৮৭
পড়িছা—ছড়িদার, জগন্নাথের সেবক বিশেষ ২।৬।৪
পড়িনু—পড়িলাম ১।৫।১৬০
পড়িয়াছোঁ—পড়িয়াছি ৩।২০।২৬
পড়িলুঁ—পড়িলাম ২।৫।১৪৮
পড়ু—পড়ুক ২।২।২৬
পড়োঁ—পড়ি, পতিত হই ৩।৪।১৯
পঢ়াঞা—পড়াইয়া ১।১৬।১৬
পঢ়িয়া—পাঠ করিয়া ১।১২।২১
পঢ়ুয়া—ছাত্র ১।৭।২৭
পঢ়েন—পাঠ করেন ১।১২।২২
পঢ়োঁ—পাঠ করি ২।৯।৯৫
পণ্ডিতেহো—পণ্ডিত লোকও ৩।১৭।৯৮
পত্রিকা—পত্র, চিঠি ১।১২।২৭
পত্রী—পত্র, চিঠি ১।১২।২৪
পদচঙ্ক্রমণ—পায়ে হাটা ১।১৪।২০
পয়াণ—প্রয়াণ, গমন ২।১৬।৯৩
পরকাশ—প্রকাশ ৩।১৮।৯৬
পরচার—প্রচার ৩।৫।৭১
পরণাম—প্রণাম ১।১০।৯৭
পরতেখ—প্রত্যক্ষ ২।১৮।৮০
পরবীণ—প্রবীণ, দক্ষ ২।২।২০
পরমাণ—প্রমাণ ১।৩।৫৪
পরমুণ্ডে—পরের মাথায় ৩।৫।৭৪
পরশ—স্পর্শ ২।১২।২৫
পরসন্ন—প্রসন্ন ১।১৩।১০০
পরা—শ্রেষ্ঠা ১।৪।৮২
পরাইয়া—পরিধান করাইয়া ৩।১৮।৭০
পরাইল—পরাইয়া দিল ১।৪।৩৬
পরাণে—প্রাণ ৩।১৫।১৫
পরি—পরিধান করিয়া ১।৩।৩৭

পাগুলি—পাইজোড় ১।১৩।১১১
পাশে—পার্শ্বে ১।৫।১২২
পাষণ্ড—হিন্দুধর্ম্ম-বিরোধী মত ১।১৭।২০৩
পাসরায়—ভুলায় ৩।১৬।১১২
পাসরি—ভুলিয়া যাই ১।৪।২১৩
পাসরিতে—ভুলিতে ৩।১৭।৫০
পাসরিয়া—ভুলিয়া ৩।২০।২৬
পাসরিলা—ভুলিয়া গেল ২।১৩।১৩৬
পাসরে—ভুলে ১।৬।৩৯
পিঙ—পান করিব ৩।১৬।১১৬
পিঙো পিঙো—পান করিব, পান করিব ৩।১৯।২১
পিচকারী—জলযন্ত্র বিশেষ ২।১১।২০৬
পিছে—পশ্চাতে, পরে ১।১।৬৮
পিছোড়া—বহনকারী লোক ৩।১১।৭৬
পিঞা—পান করিয়া ৩।১৬।১১৬
পিঁড়ি—পিণ্ডা, বেদী ৩।৬।৫৮ ;
—বসিবার আসন ৩।৬।২২৩
পিণ্ডা—বেদী ৩।১১।৬৮ ; উচ্চ ভিটী ৩।১।৯৮
পিতে—পান করিতে ৩।১৬।১৩৫
পিব—পান করিব ১।১৪।৩১
পিয়া—পান করিয়া ১।৭।২০
পিয়াইতে—পান করাইতে ১।১৪।৯
পিয়াইল—পান করাইল ১।১৪।৮
পিয়াও—পান করাও ২।১৪।১৫
পিয়ায়—পান করায় ৩।১৬।১১৫
পিয়াস—পিপাসা ৩।১৫।৫৭
পিয়ে—পান করে ১।৭।১৯
পিরীত—প্রীতি ২।৩।৮১
পিল—পান করিল ৩।১৬।৪৩
পিলা—পান করিলা ১।১০।৬৬
পীতে—পান করিতে ৩।১৫।৬০
পীর—মহাপুরুষ ২।১৮।১৭৫
পুছ—জিজ্ঞাসা কর ২।১।১৬৮
পুছয়ে—জিজ্ঞাসা করে ৩।৩।৬১
পুছি—জিজ্ঞাসা করিয়া ৩।৪।১২
পুছিতে—জিজ্ঞাসা করিতে ৩।৫।৫৯
পুছিয়ে—জিজ্ঞাসা করি ১।১৬।৪৮
পুছিল—জিজ্ঞাসা করিল ১।৭।৬৪
পুছে—জিজ্ঞাসা করেন ৩।৬।২৭৭
পুছেন—জিজ্ঞাসা করেন ১।১৭।১৬৪
পুছোঁ—জিজ্ঞাসা করিব ৩।১৭।৪৮
পুঞ্জা—স্তূপ ৩।১১।৭৭
পুত—পুত্র ৩।১৮।৫২
পুত্তলি—পুত্তলিকা ১।৮।৭৪
পুঁথি—পুস্তক ১।১০।৬৩
পুরস্কার—কৃতার্থ ১।১৭।১০৮
পুরয়—পূর্ণ হয় ১।১৭।৭৯
পুরে—পূর্ণ হয় ১।১৭।৭৭
পেট—উদর ১।৯।৪৪
পেটাঙ্গি—জামা ৩।১২।৩৬
পেটারি—পেটারা, বাক্স ১।১৩।১১৩
পেয়াদা—নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী বিশেষ ১।১৭।১৮১
পেলাইয়া—কেলিয়া ৩।১।২৪
পেলা-পেলি—ফেলাফেলি ৩।১৮।৮২
পেলে—ফেলিয়া দেয় ৩।৬।৩১০
পেষল—পিষ্ট করিল ২।৮।১৫৩
পৈছা—পয়সা ২।২৫।১৫৬
পৈতা—উপবীত ১।১৭।৫৮
পৈশে—প্রবেশ করে ৩।১৮।৪৮
পোড়ে—দগ্ধ হয় ২।২।৫২
পোঁতা—মাটীর নীচে রক্ষিত ২।৮।২৭৫
পোষ—পোষণ, পুষ্টি ১।১৭।২৭
পোষে—পুষ্ট করে ১।৪।১৬৬
পোষ্টা—পালনকর্ত্তা ৩।৫।৫৮
প্রকটেহ—প্রকাশ্যভাবেই ২।১৩।১৪৮
প্রচার—অধিক রূপে যাতায়াত ৩।৪।১২১
প্রচারণ—প্রচার ১।৪।১৪
প্রতিপক্ষ—বিরোধীপক্ষ, শত্রু ৩।৬।১৮
প্রতীত—বিশ্বাস ২।১৩।১৫২
প্রবর্ত্তাইল—প্রবর্ত্তিত করিল ১।৪।১৮৪
প্রবর্ত্তাইলে—প্রবর্ত্তিত করিলে ৩।৭।১০
প্রবর্ত্তাইমু—প্রবর্ত্তিত করিব ১।৩।১৭
প্রবল—খুব বড় ২।১৭।১১৫

প্রবীণ—প্রাচীন, ব্যুৎপন্ন ১।১৫।৪
প্রবেশে—প্রবেশ করে ১।৬।৬
প্রবোধি—প্রবোধ (সান্ত্বনা) দিয়া ২।৩।২১০
প্রলাপিনু—প্রলাপ করিলাম ২।২।৩৫
প্রসাদ—অনুগ্রহ ১।৫।১৩৮
প্রায়—তুল্য ২।৪।৯৩
প্রেম—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনা ১।৪।১৪১
প্রেরিলা—প্রেরণ করিলা, পাঠাইলা ১।৫।১৭৪
প্রৌঢ়—অতিশয় বুদ্ধিযুক্ত ১।৪।৪৪
প্রৌঢ়ি—প্রগল্‌ভতাময় ৩।২০।৩৬

ফ ফ

ফলিত—ফলযুক্ত ১।১৭।৭৫
ফলে—ফল ধারণ করে ১।১৭।৮০
ফল্গু—তুচ্ছ ২।৯।২৪৩
ফাঁকি—সঙ্গত বিষয়ের অসঙ্গতি দেখাইয়া সঙ্গতির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ১।১৬।৩০
ফাটে—বিদীর্ণ হয় ১।৭।৪৯
ফাড়িমু—বিদীর্ণ করিব ১।১৭।১৭৪
ফান্দ—ফাঁদ, কৌশল ৩।১৫।৬২
ফাঁফর—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ১।১৬।৮২
ফিরি—পরিবর্ত্তিত হইয়া ১।৭।২৪
ফিরি গেল—পরিবর্ত্তিত হইল ৩।৩।১২২
ফিরাইলা—ঘুরাইলা ২।১।১৩৬
ফিরে—বেড়ায়, ভ্রমণ করে ১।৭।৪০
ফুকার—চীৎকার, হৈচৈ ৩।১৫।৮২
ফুকারি—চীৎকার করি ২।১৮।১৬৪
ফুকারে—দুঃখের কথা জানায় ৩।৯।৯০
ফুটা—ভাঙ্গা, ছিদ্রযুক্ত ১।১০।৬৬
ফুলে—মোটা হয় ২।২।৫
ফেরাফেরি—ঘুরাঘুরি ২।৯।৪
ফেলাইল—ফেলিয়া দিল ১।১৭।৮৮
ফেলা—কৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ ৩।১৬।৪১
ফৈজতি—গোলমাল ২।১২।১২৪
ফোস্কা—ঠোসা ৩।৪।১১৫

ব ব

বই—বিনা, ব্যতীত ১।৪।১১২
বকপাঁতি—বকের সারি ২।২১।৯১
বঞ্চন—অবস্থান ২।৪।১৬
বঞ্চিয়া—বাস করিয়া ২।৫।১৩৮
বট—কড়ি ২।৪।১৮৩
বটুয়া—বটুক, ছাত্র ৩।৪।১৫৩
বড় জানা—বড় রাজপুত্র ৩।৯।১২
বড়াঞি—প্রাধান্য স্থাপন, আস্পর্দ্ধা ১।১৩।৬২
বত্রিশা আঁঠিয়া কলা—বত্রিশ-কান্দিযুক্ত কলার ছড়া যে আঁঠিয়া কলাগাছে হয় ২।৩।৪০
বদলে—পরিবর্ত্তে ১।১৭।১৭৪
বন্দ—বন্দনা করি ১।১।২২
বন্দিল—বন্দনা (নমস্কার) করি ১।৫।১৪১
বন্দিহ—নমস্কার করিও ৩।৩।৩৯
বন্দো—বন্দনা করি ১।১।২
বন্দোঁ—বন্দনা করি ১।১৭।৩২৬
বয়—বহে, প্রবাহিত হয় ১।৮।২০
বরিষণ—বর্ষণ ৩।১৫।৬০
বর্জ্জন—নিষেধ ১।১৭।১৯৫
বর্জ্জিহ—নিষেধ করিও ১।১৭।১৮৪
বর্জ্জে—নিষেধ করে ২।৬।১৪০
বর্ণিলা—বর্ণন করিলেন ১।১১।৫২
বর্ত্তন—বেতন, মাহিয়ানা ৩।৯।১০৪
বর্ত্তিব—বাঁচিব ২।২৪।১৭৯
বল—শক্তি ২।৪।১৩৪
বলাৎকারে—বলপূর্ব্বক ৩।৪।২০
বলী—বলবান্ ২।১।১৮৮
বলে—শক্তিতে ৩।১৬।১১৮ ; কহে
বল্লভ—প্রিয় ১।৪।১৯১
বশ—বশীভূত ১।৪।২১৬
বসাইলা—বসাইয়া দিলেন ২।১২।১২৭
বসি—বসিয়া ১।৫।১৯৬
—বাস করি ২।৪।২৭
বসিলাচার্য্য—বসিলা আচার্য্য ১।৬।৭৪
বস্ত্রগুপ্ত—কাপড়ে ঢাকা ১।১৩।১১৩
বহাইয়া—বহন করাইয়া ২।৬।৭
বহাইল—প্রবাহিত করিয়া বা ছাড়িয়া দিল ২।১২।১৩১
বহি—বিনা, ব্যতীত ২।১।১৮০

বহুত—অনেক, বিস্তর ১।৪।১৪৭
বহু বেরি—বহুবার ৩।১৪।৯৫
বহে—প্রবাহিত হয় ১।১০।২৬
বাউরী—পাগলিনী ৩।১৭।৯০
বাউল—বাতুল, পাগল ২।২।৪
বাউলি—পাগলিনী ৩।১৭।৪৩
বাউলিয়া—পাগলা ১।১২।৩৪
বাখানি—প্রশংসা করি ১।১৬।৯৬
বাখানে—প্রশংসা করে ৩।৪।১০৯
বাঙ্গাল—বঙ্গদেশীয় ৩।২০।১০২
বাছারে—বাপরে ২।৩।১৪০
বাজ—বজ্র ২।২।২৬
বাজনা—বাদ্য ২।৮।১২
বাজায়—বাদ্য করে ২।৮।১২
বাজিকর—ভেল্কীওয়ালা ৩।১৬।১১৫
বাঞ্ছি—ইচ্ছা করি, চাহি ৩।২০।৪৩
বাঞ্ছিলে—ইচ্ছা করিলে ২।১৫।১৬৭
বাঞ্ছে—ইচ্ছা কয়ে, চাহেন ৩।২০।৪৪
বাট—পথ ১।১৭।২৭৫
বাট্ পাড়—ঠক, যাহারা পথে রাহাজনী করে ২।১৮।১৬৫
বাঁটি—ভাগ করিয়া ২।৭।৮৪
বাঁটিয়া—বণ্টন (ভাগ) করিয়া ২।৪।২০৪
বাটোয়ার—বাটপাড়, দস্যু ২।১৮।১৫৫
বাঢ়—লও, দাও, পরিবেশন কর ৩।১২।১২৬
বাঢ়য়ে—বৃদ্ধি পায় ১।৪।১১১
বাঢ়ল—বৃদ্ধি পাইতে থাকিল ২।৮।১৫২
বাঢ়াইল—পরিবেশন করিল, স্থাপন করিল ২।৩।৩৯
বাঢ়ায়—বর্দ্ধিত করে ১।৮।৫৯
বাঢ়িতে—বৃদ্ধি, পাইতে ১।৪।১১১
বাঢ়িয়া—বৃদ্ধি পাইয়া ১।৯।৩১
বাঢ়িল—পরিবেশন করিল ২।১৫।৬২
—বৃদ্ধি পাইল ১।১০।৮৪
বাঢ়ে—বৃদ্ধি পায় ১।৪।১২২
বাত—বার্ত্তা, কথা ২।১৫।১২৭
বাতুল—পাগল ২।৮।২৪২
বাতে—কথায় ৩।৯।৬৬
—বাতাসে ১।৪।২১০
বাথান—গরু রাখার স্থান ৩।৬।১১২
বাদ—কথা কাটাকাটি, তর্ক ১।৫।১৫০
—বাধা, বিঘ্ন ১।১৬।৫৪
—অন্যথা ২।১১।১০৭
বাদল—বর্ষা ২।১৩।৪৮
বাদিয়ার বাজী—বাদিয়ার মত আসর সাজাইয়া ২।১৬।২৭০
বাধা—দুঃখ ৩।১৪।১৮
বাধয়ে—বাধা দেয়, কষ্ট দেয় ৩।৬।৩
বাধিবে—বাধা দিবে ১।১৭।২১৫
বাধে—বিঘ্ন জন্মায় ১।৪।১৭১
—কষ্ট দেয় ২।৪।১২৩
বাধ্য—বাধাপ্রাপ্ত ১।২।৬৯
বাপ—পিতা ৩।৬।২০
বাপেরে—পিতাকে ১।১৪।৭৩
বারণ—দমন ২।৩।৬৭
বারমাসী—বারমাসের (সম্বৎসরের) উপযোগী ১।১০।২৩
বারি—বেড়া ৩।১৩।৮০
বারে বারে—পুনঃপুনঃ ১।৭।৯০
বাল্‌কা—ছেলে মানুষ ৩।৪।১৫৫
বালাই—দুঃখকষ্ট ৩।১২।২২
বালু—বালুকা ৩।১১।৬৭
বাস—গৃহ ২।৩।৩৫
—বস্ত্র ২।১২।৮৬
বাসহ—মনে কর ৩।৩।২০৬
বাসা—বাসস্থানে ১।১৬।৯৮
বাসি—পুরাতন, পর্য্যুসিত ৩।১০।১২২
মনে করি ২।১।১৭৯
বাসিয়ে—মনে করি ২।২।৩৯
বাসি লাজ—লজ্জা অনুভব করি ২।১।১৭৯
বাসোঁ—মনে করি ৩।৩।২০৭
বাহি—রাহিয়া, ভিজাইয়া ৩।৬।২৮
বাহিরাইল—বাহির হইল ৩।১৭।২০
বাহিরায়—বাহিরে প্রকাশ পায় ৩।৬।৪
—বাহির হয় ১।১৬।৯৩

বোলাহ—ডাক ৩।২।২৬
বোলে—কহে ১।৭।৯০
—কথায় ৩।১৩।৩২
বৌলি—বকুলের বীজ ১।১৩।১১১
ব্যবহার লাগি—বৈষয়িক বস্তুর জন্য ৩।৯।৬৭
ব্যাকরণীয়া—ব্যাকরণের অধ্যাপক ১।১৬।৪৭
ব্যাপে—ব্যাপ্ত হয় ১।৭।২৬
ব্রণ—ক্ষত ১।১৭।১৮৩

ভ ভ

ভক্ত্যে—ভক্তিতে ২।১৮।১৮৩
ভজয়—ভজন করে ২।৮।১৭৭
ভজি—ভজন করি, ফল দেই ১।৪।১৮
ভজিলেহ—ভজন করিলেও ২।৮।১৮৫
ভজে—ভজন করে ২।৮।১১৮
ভদ্র—ক্ষৌরকর্ম ২।২০।৪১
ভব্যলোক—শিষ্টলোক ১।১৭।১৩৭
ভরাইল—পূর্ণ করিল ৩।১৩।৭৬
ভরিব—শোধ করিব ৩।৯।১৯
ভরে—পূর্ণ হয় ১।১৩।১১৮
—দেয় ৩।৩।১৭৯
ভর্ত্তা—পালন কর্ত্তা ১।৫।৬৮
ভর্ৎসিনু—তিরস্কার করিলাম ১।৫।১৫৮
ভর্ৎসিয়া—তিরস্কার করিয়া ১।১৪।৬৮
ভাগ—পালাও ২।১৮।২৪
—পলাইয়া গিয়া থাক ৩।৬।৪৯
ভাগিনা—ভগিনীপুত্র ১।১৭।১৪৩
ভাগে—পলাইয়া যায় ১।১৭।৮৭
ভাঙ্গিল—ভগ্ন হইলে ২।২।১৭
ভাজন—পাত্র, স্থালী ২।১৫।৬৩
ভাজে—দূরে যায় ৩।৩।৪৫
ভাণ—তুল্য ১।১৩।১১৫
ভাণ্ডিয়া—ভাঁড়াইয়া ২।৩।১১৪
ভাতি—রকম ৩।১৮।১০১
ভাব—প্রেম ৩।১।১২২
—মনের ভাব, ইচ্ছা ২।১৮।৩৬
—প্রেম-গাঢ়তার ক্রমে অনুরাগের পরবর্ত্তী স্তর ২।১৯।১৫২
ভাবক—ভাব-প্রবণ লোক ১।৭।৪০
ভাবকালী—ভাবুকতা ২।২৫।১২১
ভাবকের—ভাবপ্রবণ লোকের ১।৭।৪০
ভাবি—ভাবিয়া ১।৩।২২
ভায়—পছন্দ হয় ২।১০।১৫৩
ভার—বোঝা ; দৈত্যকৃত উৎপীড়ন ১।৪।৬
ভারি—অত্যন্ত ৩।১৭।৪৫
ভারিভুরি—চালাকী, ভিতরের কথা ২।৩।৬৮
ভাষা করি—বাঙ্গালা ভাষায় ২।২।৭৭
ভাস—আভাস, ইঙ্গিত ১।১৩।১০০
—কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান ৩।৮।৭০
ভাসে—প্রকাশ পায় ৩।৫।১৩৮
ভিখারী—ভিক্ষুক ৩।১৪।৪০
ভিত—দেওয়াল ২।১২।৭৯
ভিতর—অভ্যন্তরে ২।১৪।২২৯
ভিতে—দেওয়ালে ২।৬।২২৮
—দিকে ২।৯।২১৫
ভিত্তি—দেওয়াল ২।১২।৯৪
ভিত্ত্যে—দেওয়ালে ২।৬।২২৯
—ভিত্তিতে, মেজেতে ২।১৫।৮২
ভিয়ানে—পাক-প্রণালীতে ২।৪।১১৪
ভিক্ষা—সন্ন্যাসীর ভোজন ১।৭।১৪৪
ভুঞ্জ—ভোগ কর ২।১৬।২৩৬
ভুঞ্জাইতে—ভোগ করাইতে ২।৭।২০
ভুঞ্জাইবে—ভোগ করাইবে ১।১৫।১৬৮
ভুঞ্জাইল—ভোগ করাইল ৩।৩।১৯৯
ভুঞ্জায়—ভোগ করায় ১।১০।৪২
ভুঞ্জিতে—ভোগ করিতে ১।১০।৪০
ভুঞ্জে—ভোগ করে ২।২২।১০
ভুনি ফোতা—এক রকম চাদর ১।১৩।১১২
ভূঞা—ভূমির মালিক ২।২০।১৭
ভূমিক—ভূমির মালিক ২।১০।১৬
ভূমিত—ভূমিতে ২।৪।১৯৫
ভৃগুপাত—পর্ব্বত হইতে পড়িয়া মরণ ১।১০।৯২
ভেউ ভেউ—কুকুরের ডাক, কুতর্ক ২।১২।১৮০
ভেট—উপহার ২।২।৭৩
ভেল—হইল ২।৮।১৫২

ভেলী—হইলি ২।৮।১৫৩
ভোক—ক্ষুধা ২।৪।২৫
ভোকে—ক্ষুধায় উপবাসী ২।৪।১১৭
—ভোগে, উপভোগে ৩।৮।৪২
ভোখে—ক্ষুধায় ৩।১২।১৮
ভোট কম্বল—এক রকম কম্বল ২।২০।৪৩
ভ্রময়ে—ভ্রমণ করে ৩।১৫।৫৪
ভ্রমি—ঘুরিয়া ২।১৩।৭৭
ভ্রমিতে—ভ্রমণ করিতে ৩।১৮।২৪
ভ্রমিলা—ভ্রমণ করিল ২।৫।৭
ভ্রমে—ভ্রমণ করে ৩।১৮।৪
—ভ্রম (ভুল) বশতঃ ৩।১৮।২৬

ম ম

মঠি—মঠ ৩।১৩।৬৮
মড়া—মৃত ৩।১৮।৫১
মণিমা—সর্ব্বেশ্বর ; সম্মানসূচক শব্দ ২।১৩।১৩
মত কহ—কহিও না ২।৬।১০৮
মতি—মন ৩।৩।৯৮
মতি জানে—না জানেন, মনে না করেন ৩।৯।১১৭
মথনী—মাথন ২।৪।৭৩
মথে—মন্থন করে ২।১৪।২০১
মনসাব্—ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ২।২৫।১৪১
মনোবলে—মনের আনন্দে—১।১৩।১০১
মরয়ে—মরে ৩।১৭।৪২
মর্দ্দনিয়া—মর্দ্দনকারী ৩।১২।১১১
মর্ম্ম—মর্ম্মজ্ঞ ১।৪।১৩৯
মলবঙ্ক—বাঁকমল ১।১৩।১১১
মলা—ময়লা ২।৪।৫৯
মহাতুষ্টি—মহা সন্তুষ্ট ১।৪।১৬৮
মহাসোয়ার—প্রধান পাচক ২।১০।৪১
মহান্ত—মহাভাগবত ১।১০।৪
মহুরী—মৌরী ৩।১০।২০
মাইল—মারিল ৩।১২।২৩
মাইলা—মারিলেন ২।১৭।৩০
মাগয়—যাচ্ঞা করে ১।১৭।২৫
মাগাইল—চাহিয়া আনাইল ৩।৬।৫৪
মাগিহে—যাচ্ঞা করি ১।১৭।২১৪
মাগেন—যাচ্ঞা করেন ১।২।২২
মাগোঁ—ভিক্ষা করি ১।৭।৫১
মাজি ভাত—ভাতের মধ্যাংশ ৩।৬।৩১১
মাটী—মৃত্তিকা ১।১৪।২৩
মাঠা—ঘোল ১।১০।৯৬
মাড়ুয়া—মাড়যুক্ত ২।১৬।৭৮
মাতা—মত্ত ২।১৯।১৩৮
মাতায়—মত্ত করে ৩।১৬।১১৩
মাতিল—মত্ত হইল ১।৯।৪৪
মাতে—মত্ত হয় ৩।১৬।১০৪
মাতোয়াল—মদ্যপানে মত্ত ১।২।৬৮
মাথামাথি—মাথায় মাথায় ১।৫।১১৯
মাথামুড়ি—মাথা মুড়াইয়া ৩।৩।১৩২
মাথে—মস্তকে ১।৫।১৬০
মানহ—মনে কর ১।৭।৯৭
মানা—নিষেধ ১।১৭।১২৮
মানি—অঙ্গীকার করিয়া ১।৭।৫৩
—মনে করি ১।৪।৫৫
মানিল—গ্রাহ্য করিল ২।৭।৩২
মানে—অঙ্গীকার (স্বীকার) করে ১।৭।৪৪
—মনে করে ১।৪।১৭
—অপেক্ষা রাখে ২।২২।৮৮
মানো—মানি, মনে করি ২।২১।২০
মামা—মায়ের ভাই ১।১৭।১৪৪
মায়ী—মায়ার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট ১।২।৪০
মারিবার—প্রহার করিতে ১।১৭।২৪৩
মারিয়া—বন্ধ করিয়া ৩।১২।১১৯
মারে—প্রহার করে ১।১৪।৩৭
মাল—মালা ৩।১৫।৫৮
মিঠা—মিষ্ট ৩।১৭।৩৬
মিতালি—মিত্রতা ২।১৬।১৯০
মিত্রের—সূর্য্যের ৩।১৮।৯৫
মিলয়ে—মিলে ২।৩।২১৫
মিলাইয়া—মিলিত করিয়া ২।৬।১৭৬
মিলাইলা—মিলিত করাইলেন ৩।১।৪৯
মিলাহ—মিলিত করাও ৩।৬।৩২

মিলি—মিলিত হইয়া ১।৭।৩
মিলিলা—মিলিত হইলেন ৩।১।১০
মিলে—মিলিত হয় ১।৪।৯
মিলেঁ—মিলিত হইব ২।১২।৮
মিশাল—মিশ্রণ ১।৪।৮
মিষে—ছলে ৩।১৬।১৩৮
মুই—আমি ১।৫।১৭৫
মুকতি—মুক্তি ২।১৫।১৩৪
মুকুতা—মুক্তা ৩।১।৮৭
মুখবাস—আহারান্তে মুখশুদ্ধির উপকরণ ২।৩।১০০
মুখামুখি—মুখে মুখে ৩।১৮।৫১
মুঞি—আমি ১।১।২২
মুড়ি—ফিরায় ১।৪।১৬৪
—মুড়াইয়া ৩।৩।১৩২
মূঢ়—মায়ামুগ্ধ অভক্ত ১।৪।১৮৯
মুদি—দোকানী ২।১৭।৮
মুদ্দতি—মেয়াদ ৩।৯।৫৩
মুদ্রা—শিলমোহর ১।৭।১৮
মুধা—মিথ্যা, নগণ্য ৩।১৬।১৩৪
মূর্ত্ত্যে—মূর্ত্তিতে ১।৬।৬
মুলুক—দেশ ৩।২।১৫
মূল—মূল্য ১।৭।২৫
মুষ্ট্যেক—একমুষ্টি ২।৩।৭৯
মৃতক—মৃতদেহ ৩।১৮।৪৪
মৃদ্ভাজন—মাটীর পাত্র ২।৪।৬৭
মেলা—মিলন, সঙ্গ ৩।১৬।১২১
মেলি—মিলিত হইয়া ১।১৭।২৪৭
মৈল—মরিল ১।১৩।১২২
মৈলে—মরিলে ৩।১৮।৫২
মো—আমার ন্যায় ১।৫।১৯৪
—আমার সম্বন্ধে ১।৪।২৬
মো-অধমে—আমার ন্যায়-অধমে ১।৫।১৯৪
মোকতা—মোক্তা ; বন্দোবস্ত ৩।৬।১৭
মোচন—মুক্তি ২।১৯।৫৩
মোছে—মুছিয়া দেয় ২।৩।১৩৯
মোতে—আমাতে ১।৪।২১৬
—আমার সম্বন্ধে ৩।৭।১০৫
মো-পাপিষ্ঠে—আমার ন্যায় পাপিষ্ঠকে ১।৫।১৮৮
মো-বিনু—আমাব্যতীত ২।১।১৯০
মো-বিষয়ে—আমার সম্বন্ধে ১।৪।২৬
মোয়—আমাতে ৩।১৭।৪৭
মোর—আমার ১।১।২
মোরে—আমাকে ১।২।২৪
মোহে—মুগ্ধ হয় ২।১৭।১১৪
মো-হেন—আমার ন্যায় ১।৫।১৮৭
মৌরচয়—ময়ুর সমূহ ৩।১৫।৫৯
মৌসিন—তত্ত্বাবধায়ক, রক্ষক ৩।১০।৩৮

য য

যতেক—যত কিছু ২।২১।৮৩
যত্নেহ—যত্নেও ২।২।৬৯
যথি তথি—যেথানে ইচ্ছা সেথানে ৩।৮।২৩
যথা তথা—যে-সে, নগণ্য ৩।৫।৯৯
যবে—যথন ১।৪।৩৪
যাইছোঁ—যাইতেছি ৩।১৮।৫৩
যাইবার—যাইতে ১।৫।১৭৬
যাইবারে—যাইতে ৩।১৩।৩৪
যাইমু—যাইব ২।৫।১০৩
যাইহ—যাইও ৩।১৮।৫৬
যাউক—চলুক ৩।৩।৯৯
যাঙ—যাইব ২।২।৫৩
যাঞা—যাইয়া ১।১৪।৪০
যাতে—যাহাতে বা যে বিষয়ে ১।৬।৫০
—যেহেতু ১।১৭।২৭০
—যদ্দ্বারা—১।৩।৭৭
যান—গমন করেন ২।১।৫৮
যাঁর—যাঁহার ১।৫।৬৬
যাঁরে—যাঁহাকে ১।১০।১৪৩
যাঁ-সভা—যে সকলের ১।৬।৫৯
যাহ—যাও ১।১৬।৯৮
যাহাঁ—যেস্থানে ১।৭।২১
যাঁহার—যাঁহাদের ১।৯।২
যাহি—যাও ৩।৫।১৩৪
যুকতি—যুক্তি ৩।১৮।৩৮

লয়—গ্রহণ করে ১।২।২৪
—লোপ পাইল ২।৪।৩৩
—মিশিয়া যাওয়া ১।৫।৩২
লয়ে—গ্রহণ করে ১।৫।১৮৪
লয্যা—লইয়া ১।৩।১০
লাউ—একরকম তরকারী, অলাবু ৩।১৪।৪১
লাখে লাখে—লক্ষ লক্ষ ৩।১৪।২১
লাগ পাইমু—দেখিব ১।১৭।১২২
লাগয়—সঙ্গত হয় ২।২৪।৫২
লাগ লৈয়া—লাগিয়া, লগ্ন হইয়া ২।৪।১৪৬
লাগাইতে—প্রকাশ করিতে ১।৪।৩
লাগানি করিল—অতিরঞ্জিত বিরুদ্ধ-কথা বলিল ৩।৯।২৬
লাগায়—আরম্ভ করে ১।১০।২১
লাগি—নিমিত্ত ১।৪।১৩
লাগি না পাইল—দেখা পাইলেন না ৩।১।৩৪
লাগিল—উৎপন্ন হইল ১।৯।২৪
লাগে—উৎপন্ন হয় ১।৯।২৩
—ধরে ২।১৫।১৭১
—সংলগ্ন হয় ১।২।৯৯
লাজ—লজ্জা ২।২।৩৯
লাজায়—লজ্জিত করে ৩।১৭।৪০
লাফ—লম্ফ ১।১৭।১৭৩
লিখিয়ে—লিখিব ৩।১।৭
লুকা—গোপনীয় ২।৪।৭৭
লুকাইয়া—লুক্কায়িত থাকিয়া ১।১০।৫৭
লুকাঞা—লুকাইয়া ৩।১৬।২৯
লুকায়—লুক্কায়িত থাকে ২।২।৪২
লুটে—লুট করে ১।৭।১৯
লুফিয়া—ব্যগ্রতার সহিত কুড়াইয়া ২।১৫।২৪
লেউটি—ফিরিয়া ২।৭।৪৪
লেখা—গণনা ১।৯।২১
—লিখিত সর্ত্ত ৩।৯।৩৪
লেখা দায়—হিসাবপত্রের দায়িত্ব ৩।৯।১২০
লেখায়—তুলনায় ২।৩।৭৩
লেপাপিণ্ডি—বেদী, যাহা মাটিদ্বারা লেপন করা হইয়াছে ৩।৩।২১৮
লেপিলা—লেপন করিলেন, মাখিলেন ৩।১৬।২৯
লেভে—ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রাপ্তির যোগ্য ২।১৯।১৫
লেম্বু—লেবু ৩।১০।১৩৪
লেহ—লও ৩।৯।২০
লৈগেল—লইয়া গেল ৩।৯।৩৩
লৈতে—লইতে ১।২।৭
—গ্রহণ করিতে ১।৭।৭৪
লৈব—লইব ১।১২।৬৩
—লইবে ৩।৯।৩৪
লৈয়া—লইয়া ১।৬।৩৫
লৈল—লইল ১।৯।৬
লোকে—জগতে ১।৪।১৪
লোটায়—গড়াগড়ি যায় ২।১৩।৮০
লোণ—লবণ ৩।৬।৩১১
লোভাইল—লোভ জন্মাইবার চেষ্টা করিলাম ২।১৫।১৩৮

শ শ

শকি—সমর্থ হই
শরলা—শুষ্ক ডগা ৩।১৩।৪
শাটী—শাড়ী ২।৮।১২৯
শাপিব—শাপ দিব ১।১৭।৫৮
শাপে—শাপ দেয় ১।১৭।৫৮
শাঁস—শস্য; নারিকেল ২।১৫।৭৯
শিখাইমু—শিক্ষা দিব ১।৩।১৮
শিখাহ—শিক্ষা দাও ২।১২।১১৪
শিক্ষা করি—শিক্ষা দান করিয়া ২।১।২২৯
শিক্ষাইতে—শিক্ষা দিতে ২।১।১৯৭
শিক্ষাইল—শিক্ষা দিল ১।৭।৭৩
শীঘ্রচেতন—শীঘ্রই যাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ৩।১৯।৬৯
শীর্ষে—মস্তকে ১।১৩।১১৬
শুকাইয়া—শুষ্ক হইয়া ১।১২।৬৭
শুকারুখা—নীরস এবং রুক্ষ ২।৩।৩৬
শুখাইয়া—শুষ্ক হইয়া ৩।২০।১৮
শুঙ্খে—ঘ্রাণ লয় ৩।১৭।১৭
শুদ্ধ—সঙ্গত ১।১৬।৬০
শুনহ—শুন ১।৪।১৩৬
শুনিঞা—শুনিয়া ১।৪।৪১

শুনিনু—শুনিলাম ১।৫।১১৬
শেষ—অন্ত ১।৪।২১০
শোক—দুঃখ ১।১৭।১২৩
শোধ—শোধন (পরিষ্কার) কর ২।১২।৯০
শোধন—পরিষ্কার করণ ২।১২।৭৮
শোধয়—শোধন করেন ২।১২।৮১
শোধি—শোধন করিয়া ২।১২।৮৪
শোধিতে—শুদ্ধ করিতে ১।১১।৪
শোধিল—শোধন করিল ২।১২।৭৯
শোভে—শোভা পায় ১।১৪।৫
শোয়াইয়া—শয়ন করাইয়া ২।৬।৭
শোষ—শুষ্কতা, তৃষ্ণা ২।৪।২৫
শোষি যায়—শুকাইয়া যায় ১।১৪।২৯
শ্রবণ—কর্ণ ১।৪।২০১

ষ ষ

ষোল সাঙ্গ—যাহা বহন করিতে বত্রিশ জন লোকের দরকার ১।১০।১১৪

স স

সংবরিলা—সমাপন করিলেন ২।৩।১১৭
সংবিত—জ্ঞান ১।১২।২০
সংলাপ—উক্তি-প্রত্যুক্তিময় বাক্য ১।১৬।৩০
সংসারে—সংসারবাসী জীবদিগকে ১।১৩।১২০
সকল নগরে—নগরের কোনও স্থানে ১।১৭।১২১
সঘন—মুহুর্মুহু, পুনঃ পুনঃ ৩।১৬।২৬
সঙ্গম—একত্র স্থিতি ২।১।১৮৬
সঙঘট্ট—ভিড় ২।১।১৪০
সঞ্চয়—সমূহ ২।৪।৭৯
সঞ্চয়ন—একত্রিত ৩।১০।১০৮
সঞ্চারি—প্রচার করিয়া ১।১৭।২০৩
—অনুপ্রবিষ্ট করিয়া ৩।১।৮১
সঞ্চারিয়া—সঞ্চারিত করিয়া ৩।১৬।১১৮
সঞ্চারিল—সঞ্চারিত হইল ৩।১৬।১০৫
সঞ্চারে—সঞ্চারিত হয় ২।২২।৪৩
সড়াগন্ধে—পচা গন্ধে ৩।৬।৩০৭
সড়ি—পচিয়া ৩।৬।৩০৮
সৎকার—প্রশংসা ১।১৬।৩৫
সতিনী—সপত্নী ১।১৪।৫৫
সদাই—সর্ব্বদাই ১।৪।২১৭
সনে—সঙ্গে ১।৭।৪০
সন্ধে—সন্ধান (লক্ষ্য) করে ২।২।২০
সব—সকল ১।১০।৫৮
সবে—কেবলমাত্র ১।৪।১৩২
—একমাত্র ২।১।১৮৮
সবের—সকলের ১।১০।১৪৯
সভা—সকল ১।৬।৬০
—বহু লোকের একত্র মিলন ২।৫।৭০
সভাতে—সকলের মধ্যে ১।১।৪১
সভায়—সকলকে ১।১৩।১০৮
সভার—সকলের ১।৭।৬২
সভারে—সকলকে ১।৭।২৩
—সভাতে, গোষ্ঠিতে ১।১৭।২৪৫
সভে—সকলে ১।৯।৩১
সমতুল—সমান, তুল্য ২।৮।২৪২
সমাধান—শেষ ২।৩।১০৮
—নির্ব্বাহ ৩।১।১১
সমুঝে—বুঝে ১।১২।৫২
সম্প্রতিক—বর্ত্তমানে ২।১০।১৫৮
সম্বরিবে—সম্বরণ করিবে ৩।১১।৩১
সম্বল—উপায়, টাকা-পয়সাদি ২।৪।১৫১
সম্ভাল—সম্বরণ ৩।৭।৬১
—ধৈর্য্য ৩।৫।১২৯
সম্ভালিতে—বুঝিতে ১।১৩।১০৬
সম্ভাষ—নমস্কারাদি ১।৫।১৪৭
সম্ভ্রমে—তাড়াতাড়ি ২।১৩।১৭৩
সরান—প্রসিদ্ধ রাস্তা ৩।৬।১৮৩
সরি—শেষ হইয়া ২।৪।১২০
সরিলা—শেষ হইল ৩।১৫।৯
সরু—কৃশ ৩।১০।৬৯
সর্ব্বজিষ্ণু—সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বজয়ী ১।৫।৬৫
সর্ব্বথাই—সর্ব্বপ্রকারে ৩।৬।২৪
সহজ—প্রকৃত স্বাভাবিক কথা ২।১৫।২৫৪
সহজ বস্তু—প্রকৃত-তত্ত্ব ২।২।৭৫
সহিমু—সহ করিব ১।১৭।১১৮

হ হ

মূলগ্রন্থের বিষয় সূচী

অ অ

শ্রীকৃষ্ণের ত্রিপাদ ঐশ্বর্য্য হইল চিচ্ছক্তির বিভূতি ২।২১।৪১ ; ষড়ৈশ্বর্য্য হইল চিচ্ছক্তির বিলাস ১।৫।৩১ ; ২।২১।৭৯ ; স্বরূপ-শক্তির তিনটী বৃত্তি—সন্ধিনী, সংবিৎ এবং হ্লাদিনী ১।৪।৫৪-৫৫ ; ২।৮।১১৮-৯ ; শ্রীকৃষ্ণের ধাম, মাতা-পিতা-রূপ নিত্যসিদ্ধ পরিকর, আসন-শয্যাদি সন্ধিনী শক্তির (নামান্তর আধার শক্তির) বিলাস ১।৪।৫৬-৫৭ ; ১।৫।৩৬ ; কৃষ্ণের ভগবত্ত্বাজ্ঞান এবং অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের জ্ঞান হইল সংবিতের সার ১।৪।৫৮ ; প্রেম, ভাব, মহাভাবাদি হইল হ্লাদিনীর বৃত্তি ১।৪।৫৯ ; ২।৮।১২২-২৩ ; কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধা হইলেন মহাভাব-স্বরূপিণী ১।৪।৬০ ; ২।৮।১২৩, সুতরাং হ্লাদিনীর মূর্ত্ত বিগ্রহ ১।১।৫ শ্লো ; ললিতাদি সখীগণ হইলেন শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপা ১।৪।৬৮ ; ২।৮।১২৬, শ্রীরাধারূপ প্রেমকল্প-লতার পল্লব পুষ্প-পাতা-সদৃশী ২।৮।১৬৭-৭০ ; শ্রীকৃষ্ণ হইতে যেমন অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের প্রকাশ, তদ্রূপ শ্রীরাধা হইতেই ব্রজের কৃষ্ণ-প্রেয়সী গোপীগণ, দ্বারকার মহিষীগণ এবং বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণের প্রকাশ ১।৪।৬৩-৬৯ ; সুতরাং সমস্ত কান্তাশক্তিগণই হ্লাদিনীর বিলাস-স্বরূপ। বহিরঙ্গা মায়াশক্তিই শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে জগদ্রূপে পরিণত ১।৫।৫০-৫২ ; আর অনন্তকোটি জীব হইল তাঁহার জীবশক্তির বিকাশ ১।৫।৩৮ ; ২।২০।১০১। সৃষ্টিব্যাপারে ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই তিনটী শক্তিই তাঁহার অনন্ত চিচ্ছক্তি-বৈচিত্রীর মধ্যে প্রধান ২।২০।২১৮ ; স্বরূপে এবং শক্তিরূপেই শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করেন ২।২২।৫-৭ ; তাঁহার অনন্ত বৈভব ১।২।৮৪-৫ ; ২।২০।১২৯-৩০ ; অনন্ত ঐশ্বর্য্য ২।২১।১১-৮১ ; অনন্ত সদ্গুণ ২।১৫।১৪০ ; ২।২০।১৩৩ ; ২।২৩।৮-১০ ; ২।২৩।৪৬ ; অনন্ত সদ্গুণের মধ্যে চৌষট্টিটী প্রধান ২।২৩।৪৬ ; পরম করুণ ১।৪।১৫ ; ২।২।৫৯ ; ২।১৩।১৩২ ; ২।১৩।১৩৭ ; **পরম মধুর** ১।৪।১৩৪ ; ২।১৫।১৩৮ ; মধুর চরিত্র, মধুর বিলাস ২।৫।১৪১ ; অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ২।২।৫৩ ; ২।২।৬৪ ; ৩।১৫।১৩-২২ ; রূপের মাধুর্য্য ২।২।২৬ ; ২।২১।৮৪-৮৭ ; ২।২১।১১৪-১৭ ; ৩।১৫।১৭ ; ৩।১৫।৫৬-৫৯ ; ৩।১৫।৬২-৬৬ ; শব্দের (বচনের) মাধুর্য্য ২।২।২৮ ; ৩।১৫।১৮ ; ৩।১৭।৩৮-৪৫ ; স্পর্শমাধুর্য্য ২।২।৩১ ; ৩।১৫।১৯ ; ৩।১৫।৬৭ ; গন্ধমাধুর্য্য ২।২।২৯ ; ৩।১৫।২০ ; ৩।১৯।৮৬-৯৩ ; অধরামৃতমাধুর্য্য ২।২।৩০ ; ২।২১।১১৮ ; ৩।১৫।২১ ; ৩।১৬।১০৩-৭ ; ৩।১৬।১১২-২৪ ; বেণুমাধুর্য্য ২।২১।১১৮-২২ ; ৩।১৫।৫৯ ; সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন, মদনমোহন ২।৮।১১০ ; ২।২১।৮৯ ; সর্ব্বচিত্তাকর্ষক ১।৫।২০০ ; ২।৮।১১০ ; ২।৮।১১২-১৪ ; ২।৯।১০৫-১১ ; ২।৯।১১৭ ; ২।৯।১৩০-৩৫ ; ২।২০।১৫০-৫১ ; ২।২১।৮৪-৮৯ ; স্থাবর-জঙ্গমাদির চিত্তাকর্ষক ২।৮।১১০ ; ২।২১।৯০ ; নারীপুরুষ-সকলের চিত্তাকর্ষক ২।৮।১১০ ; পরব্যোমস্থিত ভগবৎ-স্বরূপগণের চিত্তাকর্ষক ২।২১।৮৮ ; পরব্যোমস্থিত লক্ষ্মীগণের চিত্তাকর্ষক ২।২১।৮৮ ; মথুরা-নাগরীগণের চিত্তাকর্ষক ২।২১।৯৩-১০৩ ; বাসুদেবের চিত্তাকর্ষক ২।২০।১৫০-৫১ ; কৃষ্ণের আত্ম-চিত্তাকর্ষক ২।৮।১১২ ; ২।২১।৮৬-৭।

লীলা। শ্রীকৃষ্ণ লীলাপুরুষোত্তম ২।২০।২০৭ ; তাঁহার লীলা নরলীলা ২।২১।৮৩ ; লীলা অপ্রকট ও প্রকট ভেদে দুই রকম ; উভয় লীলাই নিত্য ২।২০।৩১৯-৩১ ; অপ্রকট-লীলা গোলোকাদি ধামে ; গোলোকে নিত্য বিহার ১।৩।৩ ; ২।২০।১৩৩ ; ২।২০।৩৩১ ; ২।২১।৭৪ ; গোকুল, মথুরা ও দ্বারকায় সহজ নিত্যস্থিতি ২।২১।৭৪ ; এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময় ১।৫।২১ ; গোলোকাদিধাম বিভু ১।৫।১৪-১৫ ; ২।২০।৩৩০ ; সৃষ্টি-লীলা নির্ব্বাহ করেন সঙ্কর্ষণাদি চারিরূপে ১।৫।৭ ; পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা ২।৬।১৩৪-৩৫ ; এবং জগতের মূলকর্ত্তা ১।৫।৫৩ ; প্রকট-লীলা : ব্রহ্মার একদিনে কৃষ্ণ একবার তাঁহার লীলা ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত করেন ১।৩।৪ ; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোনও না কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বদাই লীলা প্রকটিত করেন ২।২০।৩১৬ ; ২।২০।৩৩১ ; বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে এই ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন ১।৩।৭-৮ ; ব্রহ্মাণ্ডে লীলা-প্রকটনের সময় তাঁহার ধামও প্রকটিত হয় ১।৩।৮ ; ১।৫।১৬ ; ২।২০।৩৩০ ; অবতারের বা লীলা-প্রকটনের আনুষঙ্গ কারণ অসুর-সংহার ১।৪।১৩ ; ১।৪।৩২ ; মুখ্য কারণ ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস-আস্বাদন ও রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার ১।৪।১৪-১৫ ; স্বীয় নিত্যলীলার পরিকরদের সহিতই কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন ১।৪।২৪ ; প্রথমে মাতা-পিতাদি ভক্তগণকে প্রকটিত করাইয়া পরে জন্মাদি-লীলা-ক্রমে তিনি অবতীর্ণ হয়েন, ২।২০।৩১৪ ; এবং সমস্ত লীলাকে যথাক্রমে প্রকটিত করেন ২।২০।৩১৫ ; পূর্ণভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হয়েন নারায়ণ-চতুর্ব্যূহাদি সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহাতে আসিয়া মিলিত হয়েন ১।৪।৯-১১ ; প্রকট-লীলায় গোপীদিগের

গ গ

গৌড়ীয় ভক্তদের সহিত জগন্নাথ-মন্দিরে প্রভুর বেঢ়াকীর্ত্তন ২।১১।১৯৭—২২১।

গৌর। বিভিন্ন নাম—গৌরকৃষ্ণ, গৌরচন্দ্র, গৌরধাম, গৌর ভগবান্, গৌররায়, গৌরহরি, গৌরাঙ্গ, চৈতন্যকৃষ্ণ, প্রভু, বিশ্বম্ভর, মহাপ্রভু, শচীসুত,, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীচৈতন্য। **তত্ত্ব।** স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ ১।১।২৪; ১।২।৬; ১।২।১৪; ১।২।৯১-৯২; ১।২।১০২; ১।৩।২২; ১।৪।৩৩; ১।৪।১৮১; ১।১৭।২৬৮; একলে ঈশ্বর ১।৫।১২২; রাধাভাবসুবলিত কৃষ্ণ ১।৪।৪৫; ১।৪।১১৯; ১।১৭।২৬৮-৭০; রাধাভাব-কান্তিযুক্ত কৃষ্ণ ২।৮।২০০; রাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ ১।৪।৪৯-৫০; ১।৪।৮৬-৮৭; রসরাজ-মহাভাব দুইয়ে একরূপ ২।৮।২২০-৪১; রসের সদন ১।৪।১৮৩; রস-আস্বাদক ১।৪।১৮৩; ২।৮।২৩৯; সর্ব্বাবতার-লীলাকারী ১।৫।১১৬; ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে স্বীয় কান্ত মনন ১।১৭।২১০; ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল ১।৩।৩৩-৩৪; **স্বয়ং ভগবানের গৌর-রূপের শাস্ত্রীয় প্রমাণ**ঃ শ্রীমদ্‌-ভাগবত-প্রমাণ ১।৩।৬ শ্লো; ১।৩।১০ শ্লো; মহাভারত-প্রমাণ ১।৩।৮ শ্লো; উপপুরাণ-প্রমাণ ১।৩।১৫ শ্লো; শ্রুতি-প্রমাণ—ভূমিকার ২৮১ পৃষ্ঠায় (ঙ)-অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত মুণ্ডকোপনিষদের বাক্য। **অবতরণের সূচনা।** দ্বাপর-লীলা অন্তর্দ্ধানের পরে কৃষ্ণের বিচার; প্রেমভক্তিদান ও ভজনের আদর্শ স্থাপনের এবং ভক্তভাব অঙ্গীকারের এবং স্বীয় পরিকরদের সহিত অবতরণের সঙ্কল্প ১।৩।১১-২১; কৃষ্ণাবতরণের উদ্দেশ্যে শ্রীঅদ্বৈতের আরাধনা ১।৩।৭৬-৮৯; ১।৪।২২৫; ১।৬।৩০; ১।৬।৯৯; ১।১৩।৬৮-৬৯; ৩।৩।২১০-১৩; এবং শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের নাম-সঙ্কীর্ত্তন ৩।৩।২১০-১৩; এই দুইজনের ভক্তিতে অবতীর্ণ ৩।৩।২১৩; ভক্তের ইচ্ছায় অবতরণ ১।৩।৮৯-৯৩। অবতারের কারণ। ব্রজলীলার (রাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণের নিজের মাধুর্য্যই বা কিরূপ, সেই মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পায়েন, তাহাই বা কিরূপ ১।১।৬ শ্লো, এই) তিনটী অপূর্ণ বাসনার পূরণ ১।৪।৯০-২২৩; আনুষঙ্গ বা বহিরঙ্গ কারণ—নাম-প্রেম বিতরণ ১।১।৪ শ্লো, ১।৩।২১; ১।৪।৪-৫; ১।৪।৮৯। অবতরণের প্রকার ঃ প্রথমে স্বীয় নিত্যপরিকরভুক্ত গুরুবর্গের অবতারণ ১।৩।৭৩-৭৫; ১।১৩।৫১-৬০; অবতরণের সূচনায় জ্যোতির্ম্ময়-ধামরূপে পিতা-মাতারূপ নিত্য-পরিকর শচী-জগন্নাথের হৃদয়ে আবির্ভাব ১।১৩।৮৪-৮৫; হরিনাম জন্মাইয়া নিজের জন্ম-লীলা প্রকটন ১।১৩।১৮-১৯; ১।১৩।৯১-৯৩। অবতরণের সময় ঃ কলির প্রথম সন্ধ্যা ১।৩।২২; চৌদ্দশত ছয় শকের মাঘমাসে শচী-জগন্নাথের দেহে গৌরকৃষ্ণের প্রকাশ ১।১৩।৭৭; চৌদ্দশত সাত শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যা সময় জন্মলীলার প্রকটন ১।১৩।৮; ১।১৩।১৮; ১।১৩।৮৯-৯৩; ১।১৩।২ শ্লো। **লীলাঃ বাল্যলীলার** বর্ণনা ১।১৪ পরিচ্ছেদে; বাল্য-লীলায় জ্ঞানযোগ-কথন ১।১৪।২৪-২৬; অতিথি-বিপ্রের অন্নভোজন ১।১৪।৩৪; চোর কর্ত্তৃক অন্যস্থানে নীত ১।১৪।৩৫; হিরণ্য-জগদীশের বিষ্ণুনৈবেদ্য গ্রহণ ১।১৪।৩৬; প্রতিবেশীর গৃহে চৌর্য্যলীলা ১।১৪।৩৭-৩৯; মাতার ওলাহনে ক্রোধ-বশতঃ স্বীয় গৃহের জিনিসের অপচয় ১।১৪।৩৮-৪১; মৃদ্‌হস্তে মাতার তাড়ন, মাতার মূর্চ্ছা, মাতার সুস্থতাসম্পাদনের জন্য নারীগণের আদেশে নারিকেল আনয়ন ১।১৪।৪২-৪৪; গঙ্গাঘাটে কন্যাগণের সহিত কোন্দল ১।১৪।৪৫-৫৮; গঙ্গা-ঘাটে লক্ষ্মীদেবীর সহিত লীলা ১।১৪।৫৯-৬৫; উচ্ছিষ্ট ত্যক্ত হাঁড়ীর উপর উপবেশন ও মাতার প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ ১।১৪।৬৮-৭১; শূন্যপদে নূপুরধ্বনি ১।১৪।৭২-৭৫; অদৃশ্যে দেবগণকর্ত্তৃক স্তুতি ১।১৪।৭৬-৭৭; স্বপ্নে প্রভু সম্বন্ধে জগন্নাথ মিশ্রের তত্ত্বজ্ঞান-লাভ ১।১৪।৭৯-৮৮; হাতে খড়ি ১।১৪।৯০। **পৌগণ্ডলীলার** বর্ণনা ১।১৫ পরিচ্ছেদে; মুখ্য লীলা —অধ্যয়ন ১।১৫।২-৫; একাদশীব্রত-পালনের নিমিত্ত মাতার প্রতি উপদেশ ১।১৫।৬-৮; বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে পিতামাতার দুঃখে সান্ত্বনাদান ১।১৫।৯-১৩; নৈবেদ্য-তাম্বূল ভোজনে অচেতন অবস্থা, অচেতন-অবস্থায় বিশ্বরূপকর্ত্তৃক সন্ন্যাস গ্রহণের উপদেশ, প্রভুর অস্বীকৃতি জানাইয়া পিতামাতার সান্ত্বনা ১।১৫।১৪-২০; জগন্নাথমিশ্রের অন্তর্দ্ধানে লৌকিক রীতিতে পিতৃক্রিয়া ১।১৫।২১-২২; লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিবাহ ১।১৫।২৩-২৮। **কৈশোর-লীলা**ঃ বর্ণনা ১।১৬ পরিচ্ছেদে; অধ্যাপনের আরম্ভ ১।১৬।২-৫; বঙ্গদেশে (পূর্ব্ববঙ্গে) গমন ১।১৬।৬; বঙ্গদেশে নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার এবং অধ্যাপন ১।১৬।৬-৭; তপন মিশ্রের নিকটে সাধ্যসাধন-তত্ত্ব-প্রকাশ এবং তাঁহার প্রতি নাম-সঙ্কীর্ত্তনের উপদেশ ১।১৬।৮-১৩; তপন মিশ্রের প্রতি বারাণসী-গমনের আদেশ ১।১৬।১৪-১৬; বঙ্গের লোকের হিত-সাধন ১।১৬।১৭; নবদ্বীপে লক্ষ্মীদেবীর তিরোধান ১।১৬।১৮-১৯; প্রভুর নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন ও শচীমাতাকে সান্ত্বনাদান ১।১৬।২০-২১; পুনরায় অধ্যাপনারম্ভ

এবং বিদ্যৌদ্ধত্য-প্রকাশ ১।১৬।২২; বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত বিবাহ ১।১৬।২৩; দিগ্‌বিজয়ীজয় ১।১৬।২৩-১০৩; **যৌবন-লীলা :** বর্ণনা ১।১৭ পরিচ্ছেদে; অধ্যাপন ও বিদ্যৌদ্ধত্য-প্রকাশ ১।১৭।৪; বায়ু-ব্যাধিচ্ছলে প্রেম-প্রকাশ এবং ভক্তগণের সহিত বিবিধ বিলাস ১।১৭।৫; গয়াতে গমন ১।১৭।৬; গয়াতে ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা এবং প্রেম-প্রকাশ ১।১৭।৬-৭; দেশে প্রত্যাবর্ত্তন ও প্রেম-বিলাস ১।১৭।৭; শচীমাতাকে প্রেমদান ১।১৭।৮; অদ্বৈতের সহিত মিলন ও অদ্বৈতের নিকটে বিশ্বরূপ প্রকাশ ১।১৭।৮; শ্রীবাস-কর্ত্তৃক প্রভুর অভিষেক এবং প্রভু-কর্ত্তৃক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ১।১৭।৯; নিত্যানন্দের সহিত মিলন এবং নিত্যানন্দের নিকট ষড়্‌ভুজরূপ প্রকাশ ১।১৭।১০-১৩; নিত্যানন্দাবেশে মুষলধারণ ১।১৭।১৪; শচীর রামকৃষ্ণ দর্শন এবং জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধার ১।১৭।১৫, সপ্তপ্রহরিয়া ভাবাবেশ ১।১৭।১৬; মুরারি-গৃহে বরাহ-ভাবের আবেশ ১।১৭।১৭; শুক্লাম্বরের তণ্ডুল-ভক্ষণ ১।১৭।১৮; হরেনাম-শ্লোকের অর্থ প্রকাশ এবং হরি-নাম-গ্রহণের রীতিসম্বন্ধে উপদেশ ১।২৭।১৮-২৯; শ্রীবাসের গৃহে একবৎসর রাত্রিতে কীর্ত্তন ১।১৭।৩০-৩২; গোপাল-চাপালের কুকর্ম্ম, তাহার ফলে কুষ্ঠব্যাধি, প্রভুর নিকটে উদ্ধার প্রার্থনা, প্রভুর ক্রোধ ১।১৭।৩২-৫০; সন্ন্যাসের পরে গোপাল-চাপালের প্রতি কৃপা ১।১৭।৫১-৫৫; প্রভুর ব্রহ্মশাপ অঙ্গীকার ১।১৭।৫৬-৬০; মুকুন্দ-দত্তের প্রতি দণ্ডপ্রসাদ ১।১৭।৬১; অদ্বৈত আচার্য্যের অবজ্ঞান ১।১৭।৬২-৬৪; মুরারিগুপ্তের ললাটে রামদাস-নাম লিখন ১।১৭।৬৫; শ্রীধরের লৌহপাত্রে জলপান ১।১৭।৬৬; ভক্তবৃন্দের প্রতি ইষ্টবর দান ১।১৭।৬৬; হরিদাস-ঠাকুরের প্রতি প্রসাদ ১।১৭।৬৭; অদ্বৈতাচার্য্যস্থানে শচীমাতার অপরাধ-খণ্ডন-লীলা ১।১৭।৬৭; ভক্তগণের নিকটে নাম-মহিমা-খ্যাপন-সময়ে জনৈক পড়ুয়াকর্ত্তৃক নামে অর্থবাদের কথা শুনিয়া সচেলে গঙ্গাস্নান এবং ভক্তির মহিমা খ্যাপন ১।১৭।৬৮-৭২; আম্র-মহোৎসব ১।১৭।৭৩-৮২; কীর্ত্তনকালে মেঘ-নিবারণ ১।১৭।৮৩; নৃসিংহের আবেশ ১।১৭।৮৪-৯২; মহেশের আবেশ ১।১৭।৯৩-৯৪; ভিক্ষুককে প্রেমদান ১।১৭।৯৫-৯৬; সর্ব্বজ্ঞ জ্যোতিষীর মুখে স্বীয় তত্ত্ব প্রকাশ ২।১৭।৯৭-১০৮; বলদেব-আবেশ ও যমুনাকর্ষণ-লীলা ১।১৭।১০৯-১৪; নবদ্বীপে ঘরে ঘরে নামকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তন ১।১৭।১১৫-১৭ যবন কাজীর উৎপীড়নে লোক ভয় পাইলে অভয় দান পূর্ব্বক পুনরায় ঘরে ঘরে কীর্ত্তনের আদেশ ১।১৭।১১৮-২৫; নগর-কীর্ত্তন ও যবন কাজীর প্রতি প্রসাদ ১।১৭।১২৬-২১৯; শ্রীবাসের মৃতপুত্রের মুখে জ্ঞানের কথা প্রকাশ ১।১৭।২২০ ২২; ভক্তদিগকে বরদান ১।১৭।২২৩; নারায়ণীকে উচ্ছিষ্ট দান ১।১৭।২২৩; শ্রীবাসের যবন-দরজীর প্রতি কৃপা ১।১৭।২২৪-২৫; শ্রীবাসের নিকটে আবেশে বংশী-যাচ্ঞা এবং শ্রীবাস-কর্ত্তৃক বৃন্দাবন-লীলা বর্ণন ১।১৭।২২৬-৩৩; চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে কৃষ্ণলীলা প্রকাশ ১।১৭।২৩৪-৩৫; ভক্তদিগকে প্রেমভক্তিদান ১।১৭।২৩৫; এক ব্রাহ্মণী প্রভুর চরণ-স্পর্শ করিলে প্রভুর গঙ্গাতে পতন ১।১৭।২৩৬-৩৯; গোপীভাবে "গোপী গোপী" নাম গ্রহণ; শুনিয়া এক পড়ুয়া কৃষ্ণনাম জপের উপদেশ দেওয়ায় তাহার প্রতি ক্রোধাদি ১।১৭।২৪০-৫১; পড়ুয়া-নিন্দকাদির উদ্ধারের উপায়-চিন্তন এবং সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প ১।১৭।২৫২-৬০; কেশব-ভারতীর নবদ্বীপে আগমন এবং প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহার নিমন্ত্রণ ১।১৭।২৬১-৬২; ভারতীর নিকটে প্রভুর সংসার-মোচন প্রার্থনা এবং ভারতীর আশ্বাস দান ১।১৭।২৬২-৬৪; কাটোয়াতে ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ ১।১৭।২৬৫; নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য এবং মুকুন্দ দত্ত কর্ত্তৃক সন্ন্যাসের অনুষঙ্গিক কার্য্য নির্ব্বাহ ১।১৭।২৬৬; **মধ্যলীলাঃ** সন্ন্যাসান্তে বৃন্দাবন-গমনের আবেশে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য এবং মুকুন্দ দত্তের সহিত রাঢ়দেশে তিন দিন ভ্রমণ, নিত্যানন্দের কৌশলে গঙ্গাতীরে আগমন ২।৩।৩-২৪; যমুনা-জ্ঞানে গঙ্গা স্নান ২।৩।২৪-২৬; অদ্বৈতাচার্য্যের দর্শনে আবেশ ভঙ্গ, আচার্য্যের গৃহে গমন ও ভিক্ষা, ভিক্ষান্তে আচার্য্যকর্ত্তৃক প্রভুর সেবা ২।৩।২৭-১০৪; শান্তিপুরবাসীদিগকে দর্শন দান ২।৩।১০৫-৮; সন্ধ্যাতে আচার্য্যগৃহে-কীর্ত্তনবিলাস ২।৩।১০৯-৩২; পরদিন প্রভাতে নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দের সহিত শচীমাতার শান্তি-ঘরে আগমন, প্রভুর সহিত তাঁহার মিলন ২।৩।১৩৪-৪৬; ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভুর মিলন ২।৩।১৪৮-৫৭; ভক্তদের সহিত রাত্রিতে কীর্ত্তন-বিলাস ২।৩।১৫৮-৬৪; নীলাচলে বাসের জন্য শচীমাতার আদেশ ২।৩।১৭০-৮৪; ভক্তগণের প্রতি কৃষ্ণ ভজনের উপদেশ ২।৩।১৮৭; ২।৩।২০৪; নীলাচল-গমনেয় উদ্দেশ্যে ভক্তগণের বিদায়-দান ২।৩।১৮৬-৮৯; হরিদাস ঠাকুরের আর্ত্তি এবং তাঁহাকে নীলাচলে নেওয়ার আশ্বাস দান ২।৩।১৯০-৯৪; অদ্বৈতাচার্য্যের আগ্রহে সেই দিন

নীলাচল যাত্রা স্থগিত, কয়েক দিন আচার্য্যগৃহে অবস্থান ২৩।১৯৫-২০২ ; দশদিন অবস্থানের পরে (২।৩।১৩৩) নীলাচল গমনের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভজনের উপদেশ দিয়া ভক্তবৃন্দকে পুনরায় বিদায় দান ২।৩।২০৩-৮ ; নিত্যানন্দ, জগদানন্দ পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত ও মুকুন্দ দত্তের সঙ্গে নীলাচল যাত্রা ২।৩।২০৬-১২ ; গঙ্গাতীর-পথে ছত্রভোগে আগমন ২।৩।২১৩ ; গমন-পথে প্রভু কর্ত্তৃক গ্রামে অন্ন ভিক্ষা ২।৪।১০ ; পথিমধ্যে দানীদের প্রতি কৃপা ২।৪।১১ ; রেমুণাতে আগমন এবং ক্ষীর-চোরা গোপীনাথ ও মাধবেন্দ্র পুরীর বিবরণ কথন ২।৩।১১-২০১ ; রেমুণা ত্যাগ ২।৪।২০৬ ; যাজপুরে আগমন ২।৫।২ ; কটকে আগমন ২।৫।৪ ; নিত্যানন্দের মুখে সাক্ষিগোপাল-বিবরণ শ্রবণ ২।৫।৮-১৩২ ; ভুবনেশ্বরে আগমন ২।৫।১৩৯ ; কমলপুরে আগমন এবং ভার্গী নদীতে স্নান ২।৫।১৪০ ; কপোতেশ্বর শিব দর্শন ২।৫।১৪১ ; নিত্যানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ ২।৫।১৪১-৪২ ; প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে আঠার নালায় আগমন ২।৫।১৪৩-৪৬ ; আঠার নালায় দণ্ডানুসন্ধান, নিত্যানন্দ প্রদত্ত কৈফিয়ত ২।৫।১৪৭-৫০ ; দণ্ডভঙ্গে প্রভুর দুঃখ, সঙ্গীদের ত্যাগ করিয়া একাকী গমন ২।৫।১৫১-৫৫ ; জগন্নাথ-মন্দিরে একাকী আগমন এবং জগন্নাথ-দর্শনে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছা, পড়িছাদের নির্য্যাতন হইতে সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃক রক্ষা ২।৬।২-৬ ; মূর্চ্ছিত প্রভুকে লোকদ্বারা বহন করাইয়া সার্ব্বভৌমকর্ত্তৃক স্বগৃহে আনয়ন ২।৬।৬-৭ ; প্রভুর অবস্থা দেখিয়া সার্ব্বভৌমের চিন্তা এবং বিচার ২।৬।৮-১২ ; সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি গোপীনাথ আচার্য্যের সঙ্গে নিত্যানন্দাদির সার্ব্বভৌম গৃহে আগমন এবং প্রভুর অবস্থাদর্শনে দুঃখ-হর্ষ ২।৬।১৩-৩১ ; বেলা তৃতীয় প্রহরে প্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি, সমুদ্রস্নান, সার্ব্বভৌম গৃহে ভিক্ষা ২।৬।৩৬-৪৫ ; সার্ব্বভৌমের সহিত মিলন ২।৬। ৪৬-৬২ ; প্রভুর বাসা নির্ণয় ২।৬।৬৪-৬৫ ; সার্ব্বভৌমের মুখে বেদান্তের মায়াবাদ-ভাষ্য-শ্রবণ ২।৬।১১০-২১ ; মায়াবাদ ভাষ্যের বিচার ও দোষ প্রদর্শন ২।৬।১২২-৬৭ ; আত্মারাম-শ্লোকের অর্থ প্রকাশ ২।৬।১৬৮-৭৯ ; সার্ব্বভৌমের উদ্ধার ২।৬।১৮০-২৪ ; সার্ব্বভৌমকে মহাপ্রসাদ দান, সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ মহাপ্রসাদ ভোজন; দেখিয়া প্রভুর আনন্দ ২।৬।১৯৬-২১২ ; সার্ব্বভৌমের প্রার্থনায় ভক্তি-সাধন-শ্রেষ্ঠের উপদেশ ২।৬।২১৬-২৩ ; সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃক রচিত প্রভুর মাহাত্ম্যব্যঞ্জক শ্লোকদ্বয় সম্বলিত তাল পত্রের নষ্টীকরণ ২।৬।২২৬-২৯ ; সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃক ভাগবত-শ্লোকের পাঠ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিচার ২।৬।২৩১-৪৯ ; নীলাচল হইতে দক্ষিণ যাত্রার উদ্যোগ ২।৭।২-৫৫ ; দক্ষিণ যাত্রা ২।৭।৫৬ ; সঙ্গে কৃষ্ণ-দাস নামক ব্রাহ্মণ ২।৭।৩৩-৪০ ; গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলনের জন্য সার্ব্বভৌমের প্রার্থনা ২।৭।৬০-৬৭; আলাল নাথে আগমন ২।৭।৭৪ ; আলালনাথ-বাসীদিগকে প্রেম দান ২।৭।৭৫-৮১ ; আলালনাথ ত্যাগ ২।৭।৮৯-৯৩ ; পথে লোকদিগকে প্রেমদান, কৃষ্ণনামোপদেশ, পরম্পরাক্রমে সকলকে বৈষ্ণব করণ ২।৭।৯৪-১০৬ ; কূর্ম্মস্থানে আগমন এবং দর্শন দানে সকলকে বৈষ্ণব করণ ২।৭।১১০-১১ ; কূর্ম্ম নামক বিপ্রের প্রতি কৃপা ২।৭।১১৮-২৬ ; কূর্ম্মস্থান ত্যাগ ২।৭।১৩১ ; আবির্ভাবে গলিত-কুষ্ঠী বাসুদেবের প্রতি কৃপা ২।৭।১৩৩-৪৬ ; জিয়ড়-নৃসিংহ-ক্ষেত্রে আগমন ২।৮।২-৬ ; জিয়ড় নৃসিংহ হইতে গোদাবরীতীরে আগমন, গোদাবরী দর্শনে যমুনা-স্মৃতি, প্রেমাবেশে গোদাবরীতীরস্থ বনে নৃত্যগীত, গোদাবরীতে স্নানান্তে তীরে বসিয়া নাম কীর্ত্তন ২।৮।৮-১১ ; রামানন্দ রায়ের সহিত মিলন ২।৮।১২-৫০ ; বিদ্যানগরের এক বৈদিক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান ২।৮।৪৫-৬ ; ২।৮।৫১ ; সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণের গৃহে রামানন্দের সহিত মিলন ও সাধ্যসাধন তত্ত্বের আলোচনা ১।৮।৫২-১৮৬ ; রায়ের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী ২।৮।১৮৯-২১৭ ; নীলাচলে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে একত্রে থাকার জন্য প্রভুর ইচ্ছা প্রকাশ ২।৮।১৯২-৯৫ ; রামানন্দ রায়ের সংশয় ভঞ্জন এবং তাঁহার নিকটে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ ২।৮।২২০-৪২ ; রাজকার্য্য ছাড়িয়া নীলাচলে যাওয়ার জন্য রামানন্দের প্রতি আদেশ ২।৮।২৪৭-৪৯ ; বিদ্যা-নগর ত্যাগ ২।৮।২৫১ ; দক্ষিণ দেশে নানা তীর্থে ভ্রমণ এবং লোকসকলকে প্রেম দান ২।৯।২-২৯০ ; সিদ্ধিবটে রামজপী বিপ্রের মুখে কৃষ্ণনাম প্রকাশ ২।৮।১৫-৩১ ; বৃদ্ধকাশীতে অসংখ্য লোককে বৈষ্ণব করণ ২।৮।৩২-৩৯ ; বৌদ্ধাচার্য্য-গণের গর্ব্বখণ্ডন; এবং প্রভুর মত গ্রহণ ২।৮।৪০-৫৭ ; শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীবৈষ্ণব বেঙ্কটভট্টের সহিত মিলন, তাঁহার গৃহে চাতুর্ম্মাস্যকাল অবস্থান, বেঙ্কট ভট্টের গর্ব্ব খণ্ডন এবং বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত প্রকাশ ২।৮।৭৩-১৪৮ ; শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গীতাধ্যায়ী বিপ্রের প্রতি কৃপা ২।৯।৮৭-১০১ ; ঋষভ-পর্ব্বতে পরমানন্দপুরীর সহিত মিলন ২।৯।১৫১-৫৯ ; শ্রীশৈলে ব্রাহ্মণবেশী শিব-দুর্গার সহিত মিলন ২।৯।১৫৯-৬২ ; দক্ষিণ মথুরায় রামদাস বিপ্রের সহিত

মিলন, সীতাহরণ-সম্বন্ধে ইষ্টগোষ্ঠী ২।৯।১৬৩-৮২; রামেশ্বরে কূর্ম্মপুরাণ-শ্রবণ, রাবণকর্ত্তৃক সীতাহরণ-বিবরণ অবগতি, নূতন পত্র লিখাইয়া কূর্ম্ম-পুরাণের পুরাতন পত্র আনিয়া দক্ষিণ মথুরায় পুনরাগমন এবং রামদাস বিপ্রের হস্তে অর্পণ ২।৯।১৮৫-২০১; ভট্টমারী হইতে স্বীয় সঙ্গী কৃষ্ণদাসের উদ্ধার ২।৯।২০৯-১৬; পয়স্বিনীতীরে আদিকেশব-মন্দিরে ব্রহ্মসংহিতা-প্রাপ্তি ২।৯।২১৭-২৪; মধ্বাচার্য্যস্থানে উড়ুপকৃষ্ণ দর্শন এবং তত্ত্ববাদী আচার্য্যদের সঙ্গে বিচার ২।৯।২২৮-৫১; পাণ্ডুপুরে শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত মিলন, বিশ্বরূপের সিদ্ধি-প্রাপ্তির কথা অবগতি ২।৯।২৫৭-৭৪; কৃষ্ণবেণ্বাতীরে কৃষ্ণকর্ণামৃত প্রাপ্তি ২।৯।২৭৬-৮১; দণ্ডকারণ্যে ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে সপ্ততাল বিমোচন ২।৯।২৮৩-৮৭; বিদ্যানগরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে পুনর্মিলন, রায়ের নিকটে তীর্থযাত্রা-কথা-প্রকাশ, পাঁচ-সাত দিন পর্য্যন্ত ইষ্টগোষ্ঠী, রামানন্দকর্ত্তৃক নীলাচলে প্রভুর চরণে বাসের জন্য রাজা প্রতাপরুদ্রের আদেশ-প্রাপ্তির কথা প্রকাশ ২।৯।২৯০-৩০৭; বিদ্যানগর হইতে আলালনাথে আগমন, সংবাদ জানাইবার জন্য কৃষ্ণদাসকে নীলাচলে প্রেরণ ২।৯।৩০৭-১০; নিত্যানন্দাদির আলালনাথে আগমন, তাঁহাদের সঙ্গে প্রভুর নীলাচলে গমন ২।৯।৩১১-৩০, কাশীমিশ্রের প্রতি কৃপা, চতুর্ভুজরূপ প্রকাশ ২।১০।৩০-৩১; কাশীমিশ্রের গৃহে বাসা অঙ্গীকার ২।৯।২৯-৩৫; পুরুষোত্তমবাসী ভক্তদের সহিত মিলন ২।১০।৩৬-৬০; কালা কৃষ্ণদাসের ভট্টমারী গৃহে গমন-ব্যাপারের প্রকাশ ২।১০।৬০-৬৪; পরমানন্দপুরী (২।১০।৮৯-৯৮), স্বরূপদামোদর (২।১০।১০০-২৬), গোবিন্দ (২।১০।১২৮-৪৫), ব্রহ্মানন্দভারতী (২।১০।১৪৬-৭৬), রামভদ্রাচার্য্য ও ভগবান্ আচার্য্য (২।১০।১৭৭), কাশীশ্বর গোসাঞি (২।১০।১৭৮-৭৯) প্রভৃতি ভক্তের নীলাচলে আগমন ও প্রভুর নিকটে অবস্থান ২।১০।১৮০-৮১; সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃক রাজা প্রতারুদ্রকে দর্শন দানের প্রস্তাব, প্রভুকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যান ২।১১।২-১০; নীলাচলে রায়রামানন্দের সহিত মিলন, রামানন্দ কর্ত্তৃক কৌশলে প্রতাপরুদ্রের আর্ত্তিজ্ঞাপন ২।১১।১১-৩১; জগন্নাথের স্নানযাত্রা দর্শন, অনবসরে আলালনাথে গমন, গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচলে আগমন-বার্ত্তা-শ্রবণে প্রত্যাবর্ত্তন ২।১১।৫১-৫৪; গৌড়ীয়-ভক্তদের সহিত মিলন ২।১১।১১১-৯৫; হরিদাসের সহিত মিলন ২।১১।১৭০-৮০; গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভোজন-লীলা ২।১১।১৮২-৯৪; জগন্নাথ-মন্দিরে বেড়াকীর্ত্তন ২।১১।১৯১-২২১; কীর্ত্তন-কালে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ২।১১।২১২-১৬; নিত্যানন্দের মুখে প্রতাপরুদ্রের উৎকণ্ঠা-প্রকাশ, রাজার সহিত মিলনে প্রভুর অসম্মতি, বহির্ব্বাস দান ২।১২।৫-৩৪; রামানন্দ কর্ত্তৃক প্রতাপরুদ্রের মিলনোৎকণ্ঠা-জ্ঞাপন, মিলনবিষয়ে প্রভুর অনিচ্ছা, রাজাপুত্রের সহিত মিলনের ইচ্ছা জ্ঞাপন ২।১২।৪০-৫৩; রামানন্দকর্ত্তৃক প্রভুর সহিত রাজপুত্রের মিলন-সংঘটন ২।১১।৫৪-৬৫; গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলা ২।১২।৬৯-১৪৭; গুণ্ডিচামার্জ্জনান্তে জলকেলি ও উপবনে প্রসাদ ভোজন ২।১২।১৪৮-২০০; জগন্নাথের নেত্রোৎসব-দর্শন ২।১২।২০১-১৬; রথযাত্রাদর্শনে গমন, জগন্নাথের রথে আগমন-লীলা দর্শন ২।১৩।১-১৩; প্রতাপরুদ্রের হীনসেবা দর্শনে আনন্দ ২।১৩।১৪-১৭; রথের অগ্রভাগে সাত সম্প্রদায়ে কীর্ত্তন ২।১৩।২৮-৬৮; উক্ত কীর্ত্তনে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ২।১৩।৫১ ৬১; প্রভুর নিজের কীর্ত্তন ২।১৩।৬২; এবং ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ২।১৩।৬৩-৬৭; জগন্নাথের গুণ্ডিচা-গমন-কালে সাত সম্প্রদায় একত্র করিয়া প্রভুর নিজের নৃত্য, জগন্নাথের স্তুতি ২।১৩।৭১-১০৬; স্বরূপের গানে প্রভুর নৃত্য ২।১৩।১০৭-১৫; কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরাধার ভাবের আবেশে প্রভুর প্রলাপ-লীলা ২।১৩।১১৫-৭১; নৃত্যাবেশে প্রতাপরুদ্রের অগ্রে ভূমিতে পতনোদ্যত, রাজার স্পর্শে আত্মধিক্কার, প্রতাপরুদ্রের ভয়, সার্ব্বভৌমকর্ত্তৃক অভয় দান ২।১৩।১৭২-৮০; মাথায় রথ-ঠেলা ২।১৩।১৮১-৮২; বলগণ্ডি-স্থানে রথ আসিলে গণসহ প্রভুর উদ্যানে গমন ও বিশ্রাম ২।১৩।১৯৩-৯৬; উদ্যানে বৈষ্ণব-বেশী প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা ২।১৪।৩-২০; উদ্যানে ভক্তগণের সহিত প্রসাদ ভোজন ২।১৪।২১-৪৪; কাঙ্গালদিগকে প্রসাদ দান ২।১৪।৪১-৪৪; বলগণ্ডি-স্থান হইতে গুণ্ডিচাতে রথের আনয়ন ২।১৪।৪৫-৫৬; গুণ্ডিচা-মন্দিরের অঙ্গনে নৃত্যকীর্ত্তন ২।১৪।৬১-৭২; ২।১৪।৯৩-৯৯; আইটোটাতে বিশ্রাম ২।১৪।৬৩; ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে জলকেলি ও শেষশায়ী-লীলা প্রকটন ২।১৪।৭৩-৮৯; নরেন্দ্রে জলকেলি ২।১৪।১০০; হোরাপঞ্চমী-লীলা দর্শন এবং স্বরূপের মুখে গোপীমানের কথা শ্রবণ ২।১৪।১১৪-৮৯; স্বরূপ ও শ্রীবাসের প্রেমকোন্দল আস্বাদন ২।১৪।১৯০-২১৭; কুলীনগ্রামীদের প্রতি পট্টডোরী-সেবার আদেশ ২।১৪।২৩১-৩৮; মহাপ্রভু ও অদ্বৈতপ্রভুর পরস্পরের পূজা ২।১৫।৬-১১; অদ্বৈত-গৃহে প্রভুর নিমন্ত্রণ

২।১৫।১১-১২; অন্যান্য ভক্তগণকর্ত্তৃক নিমন্ত্রণ ২।১৫।১৩-১৬; কৃষ্ণজন্মযাত্রায় প্রভুর গোপবেশ ও গোপলীলা ২।১৫।১৭-৩২; বিজয়াদশমীতে লঙ্কা-বিজয় লীলা ২।১৫।৩৩-৩৬; নিত্যানন্দের সহিত নিভৃতে যুক্তি ২।১৫।৩৮-৩৯; গুণকীর্ত্তন-পূর্ব্বক গৌড়ীয় ভক্তদের বিদায় ২।১৫।৪০-১৮০; গৌড়ীয় ভক্তদের বিদায়-প্রসঙ্গে প্রতি বৎসর নীলাচলে আসিয়া গুণ্ডিচা দর্শনের আদেশ ২।১৫।৪০-৪১; অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের প্রতি আচণ্ডালাদিকে অনর্গল প্রেমভক্তি দানের আদেশ ২।১৫।৪২-৪৫; মধ্যে মধ্যে অলক্ষিতে নিত্যানন্দের নৃত্য দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ ২।১৫।৪৫; শ্রীবাসের গৃহে কীর্ত্তনে নৃত্যের প্রতিশ্রুতি এবং শ্রীবাসের সঙ্গে মাতার জন্য বস্ত্র প্রেরণ, মাতার চরণে দণ্ডবতাদি জ্ঞাপন, মাতৃগৃহে নিত্য ভোজনের বিবরণ ২।১৫।৪৬-৬৮; রাঘব-পণ্ডিতের কৃষ্ণসেবায় প্রীতির মহিমা-খ্যাপন ২।১৫।৬৯-৯৩; বাসুদেব দত্তের বৈষয়িক ব্যাপার সমাধানের জন্য এবং গৌড়ীয় ভক্তদের পালন করিয়া প্রতিবর্ষে গুণ্ডিচা দর্শনের জন্য আনয়ন করিবার নিমিত্ত শিবানন্দসেনের প্রতি আদেশ ২।১৫।৯৫-৯৮; কুলীনগ্রামীদের প্রতি প্রীতির কথা ২।১৫।৯৯-১০২; কুলীনগ্রামী রামানন্দ ও সত্যরাজ খানের প্রশ্নে গৃহস্থ বিষয়ীর ভজন বিষয়ে উপদেশ এবং তৎপ্রসঙ্গে বৈষ্ণবের সাধারণ লক্ষণ এবং নাম-মহিমা প্রকাশ ২।১৫।১০৩-১১১; খণ্ডবাসী ভক্তদের গুণকীর্ত্তন ২।১৫।১১২-৩২; সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতির কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ ২।১৫।১৩৩-৩৬; মুরারি গুপ্তের ভক্তিনিষ্ঠা-খ্যাপন ২।১৫।১৩৭-৫৭; বাসুদেব দত্তের গুণ, সমস্ত জীবের পাপ লইয়া, নরক ভোগ করিয়াও সকলের উদ্ধার-প্রার্থনা-খ্যাপন ২।১৫।১৫৮-৭৮; গৌড়ীয় ভক্তদের দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে যমেশ্বর-টোটাতে গদাধর-পণ্ডিতের বাসস্থান-নির্দ্ধারণ ২।১৫।১৮১; সার্ব্বভৌমগৃহে প্রভুর নিমন্ত্রণ, ভোজনবিলাস, অমোঘের উদ্ধার ২।১৫।১৮৪-২৯০; বর্ষান্তরে নীলাচলে গৌড়ীয় ভক্তদের সহিত মিলন ২।১৬।১১-৩৬; পূর্ব্ববৎ ভক্তদের সঙ্গে গুণ্ডিচামার্জ্জন, রথাগ্রে নৃত্য-কীর্ত্তনাদি এবং হোরা পঞ্চমী লীলা দর্শন ২।১৬।৪৭-৫৩; আচার্য্য গোসাঞি ও শ্রীবাস পণ্ডিতাদির নিমন্ত্রণ ২।১৬।৫৪-৫৭; চাতুর্ম্মাস্য অন্তে নিত্যানন্দের সঙ্গে পুনরায় নিভৃতে যুক্তি, অদ্বৈতাচার্য্যের তর্জ্জায় প্রার্থনা ও তাহার অঙ্গীকার ২।১৬।৫৮-৬১; প্রতি বর্ষে নীলাচলে না আসার জন্য এবং গৌড়ে থাকিয়া ভক্তি প্রচারের জন্য নিত্যানন্দের প্রতি আদেশ ২।১৬।৬২-৬৭; কুলীনগ্রামীদের প্রশ্নে পুনরায় গৃহস্থ বিষয়ীর কর্ত্তব্য, প্রসঙ্গ ক্রমে বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের লক্ষণ প্রকাশ ২।১৬।৬৮-৭৪; গৌড়ীয় ভক্তগণের বিদায় ২।১৬।৭৫; গৌড় হইয়া প্রভুর বৃন্দাবন যাওয়ার যুক্তি ২।১৬।৮৬-৯২; (১৪৩৬শকের) বিজয়াদশমীতে গৌড়যাত্রা ২।১৬।৯৩; কটকে প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা ২।১৬।১০১-২০; কটকে গদাধর পণ্ডিতের প্রতি উপদেশ এবং প্রভুর সঙ্গ হইতে তাঁহাকে নিবর্ত্তিত করণ ২।১৬।১২৯-৪৭; কটক হইতে যাজপুর, রেমুণা হইয়া ওড্রদেশ সীমায় আগমন ২।১৬।১৪৮-৫৪; যবন রাজার প্রতি অনুগ্রহ ২।১৬।১৫৫-৯১; যবন রাজার সেবা অঙ্গীকার, তাঁহার প্রদত্ত নৌকায় পিছলদা হইয়া পাণিহাটীতে আগমন ২।১৬।১৮৫-২০১; পাণিহাটী হইতে কুমারহট্ট, শিবানন্দের গৃহ, বাসুদেব দত্তের গৃহ, বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ, কুলিয়া, শান্তিপুর ও রামকেলি হইয়া কানাইর নাটশালায় আগমন এবং সনাতনের উপদেশ অনুসারে বহু লোক সঙ্গে বৃন্দাবন যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে কানাইর নাটশালা হইতে পুনরায় শান্তিপুরে আগমন ২।১৬।২০২-১২; শান্তিপুরে রঘুনাথদাসের সহিত মিলন এবং তাঁহার প্রতি উপদেশ ২।১৬।২১৪-৪২; শান্তিপুর হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন এবং নীলাচলের ভক্তদের নিকটে প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ বর্ণন ২।১৬।২৪৩-৭৩; বৃন্দাবন যাওয়ার পরামর্শ ২।১৬।২৭৪-৮২; ২।১৭।২-১৯; বলভদ্র ভট্টাচার্য্য সঙ্গে বৃন্দাবনযাত্রা, ঝারিখণ্ডে স্থাবর-জঙ্গমাদিকে প্রেমদান ২।১৭।১৯-৫১; বনপথের সুখানুভব, বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের প্রশংসা ২।১৭।৫২-৭৭; কাশীতে আগমন এবং তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর, মহারাষ্ট্রী-বিপ্রের সহিত মিলন ২।১৭।৭৮-৯১; এক বিপ্রের প্রশ্নে মায়াবাদীর কৃষ্ণাপরাধিত্বের হেতু-কথন ২।১৭।১০১-৩৬; দিনদশেক (২।১৭।৯৩) কাশীতে অবস্থান করিয়া প্রয়াগে গমন ২।১৭।১৩৭-৪১; প্রয়াগে তিন দিন থাকিয়া, পথে পথে কৃষ্ণনাম-প্রেম বিতরণ করিতে করিতে মথুরায় বিশ্রান্তিতীর্থে আগমন ২।১৭।১৪২-৪৭; মাথুর-ব্রাহ্মণের সহিত মিলন, তাঁহার গৃহে ভিক্ষা ২।১৭।১৪৮-৭৬; যমুনার চব্বিশঘাটে স্নান, দ্বাদশবন দর্শন এবং প্রেমাবেশ ২।১৭।১৭৯-২১৬; আরিটগ্রামে রাধাকুণ্ডের আবিষ্কার ও স্নানাদি ২।১৮।২-১১; সুমনঃসরোবর, গোবর্দ্ধন, হরিদেব ও ব্রহ্মকুণ্ড দর্শন, সর্ব্বত্র প্রেমাবেশ ২।১৮।১২-১৯; মানস-গঙ্গায়

এবং গোবিন্দকুণ্ডে স্নান ও গাঁঠুলিগ্রামে গোপাল দর্শন, প্রেমাবেশ ২।১৮।২০-৩৫ ; প্রেমাবেশে কাম্যবন ও নন্দীশ্বর দর্শন, পাবনাদিকুণ্ডে স্নান, নন্দীশ্বরে নন্দ-যশোদাও গোপালের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন, খদিরবন, শেষশায়ী, খেলাতীর্থ, ভাণ্ডীরবন, ভদ্রবন, শ্রীবন, লৌহবন, মহাবন, যমলার্জ্জুন-ভঙ্গস্থান ও গোকুল দর্শন করিয়া মথুরায় গমন ২।১৮।৪৯-৬৩ ; বৃন্দাবনে গমন, কালিয়হ্রদে স্নান, দ্বাদশাদিত্যটীলা, কেশীতীর্থ ও রাসস্থলী দর্শন, রাসস্থলীতে প্রেমাবেশ, সন্ধ্যাকালে মথুরায় অক্রূরতীর্থে প্রত্যাবর্ত্তন ২।১৮।৬৪-৬৭ ; প্রাতে বৃন্দাবনে গমন, চীরঘাটে স্নান, তেঁতুলীতলায় নামকীর্ত্তন, দর্শনার্থীদের নাম-সঙ্কীর্ত্তন উপদেশ ২।১৮।৬৮-৭৪ ; কৃষ্ণদাস-রাজপুতের সহিত মিলন, তাঁহার প্রেমলাভ ও প্রভুসঙ্গে অবস্থান ২।১৮।৭৫-৮৩ ; কালিয়দহে কৃষ্ণাবির্ভাবের প্রসঙ্গে লোকের প্রতি উপদেশ, প্রভুকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া লোক-সকলের অনুভব ২।১৮।৮৪-১১৭ ; অক্রূরঘাটে প্রভুর দর্শনের এবং নিমন্ত্রণের জন্য লোকের সংঘট্ট ২।১৮।১১৮-২৪ ; প্রভুর যমুনায় ঝম্পপ্রদান, বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক উত্তোলন ২।১৮।১২৫-২৮ ; লোকের সংঘট্ট এবং নিমন্ত্রণের হাঙ্গামায়, বিশেষতঃ প্রভুর নিরাপত্তার চিন্তায় অস্থির হইয়া প্রয়াগে যাওয়ার জন্য বলভদ্রের প্রার্থনা, প্রভুর সম্মতি ২।১৮।১২৯-৪৪ ; প্রয়াগযাত্রা, পথে গাবীগণ দর্শনে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছা, ম্লেচ্ছপাঠানদের উদ্ধার ২।১৮।১৪৫-২০৩ ; সোরোক্ষেত্রে গঙ্গাস্নান করিয়া গঙ্গাতীর-পথে প্রয়াগে আগমন, দশদিন অবস্থান ২।১৮।২০৪-১২ ; প্রয়াগে শ্রীরূপ ও অনুপম-বল্লভের সহিত মিলন ২।১৯।৩৬-৫৬ ; বল্লভভট্টের সঙ্গে মিলন, ভট্টের গৃহে ভিক্ষা অঙ্গীকার, ভট্ট-গৃহে রঘুপতি উপাধ্যায়ের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী ২।১৯।৫৭-১০৩ ; শক্তিসঞ্চার করিয়া প্রয়াগে দশাশ্বমেধ-ঘাটে দশদিন পর্য্যন্ত জীবতত্ত্ব, সাধনভক্তি, প্রেমতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে শ্রীরূপের প্রতি শিক্ষা এবং বৃন্দাবন-গমনের জন্য শ্রীরূপের প্রতি আদেশ ২।১৯।১০৪-২০০ ; প্রভুর বারাণসীতে আগমন এবং তপনমিশ্রাদির সহিত মিলন ২।১৯।২০২-১২ ; কাশীতে সনাতনের সহিত মিলন ২।২০।৪৪-৭০ ; সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ, সনাতনের ভোট কম্বল ছাড়ান ২।২০।৭১-৮৮ ; জীব-তত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বাদি বিষয়ে এবং ভাগবতের গূঢ়সিদ্ধান্ত বিষয়ে দুইমাস পর্য্যন্ত সনাতনের প্রতি প্রভুর শিক্ষা ২।২০।৮৯-২।২৩।৬০ ; বৃন্দাবনে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, বৈষ্ণবাচার ও কৃষ্ণসেবা প্রচার এবং ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র প্রচারের জন্য সনাতনের প্রতি আদেশ ২।২৩।৫৪-৫৫ ; সনাতনের প্রার্থনায় আত্মারাম-শ্লোকের একষষ্টি রকম অর্থের প্রকাশ ২।২৪।৩-২২১ ; ভাগবতের স্বরূপ কথন, ভাগবত কৃষ্ণতুল্য ২।২৪।২৩১-৩৩ ; সনাতনের প্রার্থনায় বৈষ্ণব-স্মৃতির সূত্ররূপে দিগ্‌দর্শন দান ২।২৪।২৩৬-৫৭ ; প্রকাশানন্দ-সরস্বতী-প্রমুখ কাশীবাসী সন্ন্যাসীদিগের উদ্ধার ১।৭।৪৭-১৪৩ ; ২।২৫।৬-১১২ ; প্রকাশানন্দের নিকটে ভাগবতের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যত্ব প্রতিপাদন ২।২৫।৭৩-১১১ ; সু-বুদ্ধি রায়ের প্রতি প্রভুর কৃপা ২।২৫।১৪০-৫৯ ; বারাণসী হইতে ঝারিখণ্ডের নির্জ্জন বনপথে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন ২।২৫।১৭৪-৯০ ; **অন্ত্যলীলাঃ** নীলাচলে শ্রীরূপের সহিত মিলন, শ্রীরূপের সঙ্কল্পিত নাটকে কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির না করার আদেশ ৩।১।৩৩-৬১ ; শ্রীরূপকৃত "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ" শ্লোকের আস্বাদন ৩।১।৬৭-৮২ ; শ্রীরূপকৃত নাটকের কতিপয় শ্লোকের আস্বাদন ৩।১।৮৪-১৪১ ; শ্রীরূপের প্রতি কৃপা ৩।১।১৪২-৫৩ ; শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক বৃন্দাবনে শ্রীরূপের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ ৩।১।১৬০-৬৪ ; সাক্ষাদ্দর্শন, আবেশ ও আবির্ভাবে লোক-নিস্তার ৩।২।৩-১৪ ; নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে আবেশ ৩।২।১৫-৩১; শচীর মন্দিরে, নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে, শ্রীবাসকীর্ত্তনে এবং রাঘব-ভবনে নিত্য আবির্ভাব ৩।২।৩৩-৩৪ ; ৩।২।৭৮-৮০ ; শিবানন্দের গৃহে আবির্ভাব ৩।২।৩৫-৭৭ ; ভগবান আচার্য্য কর্ত্তৃক তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর গোপাল ভট্টাচার্য্যের প্রভুর সহিত মিলন-সংঘটন ৩।২।৮৮-৯০ ; ভগবান্ আচার্য্যের গৃহে নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার, তদুপলক্ষ্যে লোক-শিক্ষার্থ ছোট হরিদাসের বর্জ্জন, বৈরাগীর পক্ষে প্রকৃতি-সম্ভাষণের দোষ কথন, পরোক্ষে ছোট হরিদাসের প্রতি কৃপা ৩।২।১০০-৬৫ ; দামোদর-পণ্ডিতের বাক্যদণ্ড অঙ্গীকার, দামোদরের নিরপেক্ষতায় প্রভুর আনন্দ, তাঁহাকে নদীয়ায় প্রেরণ, মাতার প্রতি নমস্কার জ্ঞাপন, মাতার গৃহে ভোজনের বিবরণ ৩।৩।২-৪১ ; হরিদাস-ঠাকুরের সঙ্গে যবন ও স্থাবর-জঙ্গমাদির উদ্ধার-বিষয়ে ইষ্টগোষ্ঠী ৩।৩।৪৪-৮৪ ; ভক্তগণের নিকটে হরিদাসের গুণকীর্ত্তন ৩।৩।৮৫-৮৬ ; নীলা-চলে সনাতনের সহিত মিলন, সনাতনের মুখে অনুপম-বল্লভের ভক্তিনিষ্ঠার কথা শ্রবণ, প্রভুকর্ত্তৃক মুরারিগুপ্তের ভক্তি-নিষ্ঠার উল্লেখ ৩।৪।২-৪৯ ; সনাতনের দেহত্যাগের সঙ্কল্প ত্যাগ করান, ভজনের মাহাত্ম্য-খ্যাপন, শ্রেষ্ঠ-ভজনের কথা

প্রকাশ ৩।৪।৫৫-৬৭ ; সনাতনের দ্বারা প্রভু কি কি কাজ করাইতে চাহেন, তাহার উল্লেখ, সনাতনের দেহ যে প্রভুর নিজধন, তাহার উল্লেখ ৩।৪।৬৮-৮৬ ; জ্যৈষ্ঠমাসের রৌদ্রে প্রভুকর্তৃক সনাতনের পরীক্ষা ৩।৪।১১০-২৯ ; সনাতনের প্রতি জগদানন্দ পণ্ডিতের উপদেশের কথা শুনিয়া জগদানন্দের প্রতি রোষ, সনাতনের গুণ-কথন, সনাতনের প্রতি প্রভুর মনোভাব প্রকাশ, সনাতনের প্রতি কৃপা ৩।৪।১৩০-৯২ ; প্রদ্যুম্নমিশ্রের কৃষ্ণকথা-শ্রবণের ইচ্ছা হইলে তাঁহাকে রামানন্দরায়ের নিকট প্রেরণ, রামানন্দের মহিমা-কীর্ত্তন ৩।৫।৩-৭১ ; অন্তরে কৃষ্ণবিয়োগ-দুঃখ, স্বরূপ-রামানন্দের গীত-শ্লোকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ ৩।৬।৩-১০ ; পানিহাটীতে রঘুনাথদাসের দণ্ড-মহোৎসবে আবির্ভাবে প্রভুর উপস্থিতি এবং চিড়া ভোজন ৩।৬।৭৬-৮৪ ; রাত্রিতে রাঘবের গৃহে আবির্ভাবে ভোজন ৩।৬।১০৭-১৬ ; নীলাচলে প্রভুর সহিত রঘুনাথের মিলন, স্বরূপের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ, রঘুনাথের সন্তর্পণের জন্য গোবিন্দের প্রতি আদেশ ৩।৬।১৫৩-২১০ ; রঘুনাথের বৈরাগ্য-দর্শনে প্রভুর আনন্দ, তাঁহার প্রতি ভজনাঙ্গের উপদেশ, পুনরায় স্বরূপের হস্তে সমর্পণ ৩।৬।২১১-৩৮ ; রঘুনাথের নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার ৩।৬।২৬৪-৬৬ ; দুই বৎসর পরে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ বন্ধ করেন, কারণ জানিয়া প্রভুর আনন্দ ৩।৬।২৬৬-৭৫ ; রঘুনাথের অধিকতর বৈরাগ্যের কথা জানিয়া প্রভুর প্রশংসা, তাঁহাকে গোবর্দ্ধন-শিলা ও গুঞ্জামালা দান ৩।৬।২৭৫-৯২ ; রঘুনাথের অদ্ভুত বৈরাগ্য দর্শনে প্রভুর আনন্দাতিশয্য ৩।৬।৩০৮-১৮ ; নীলাচলে বল্লভভট্টের সহিত মিলন, ভট্টের চিত্তে অভিমান আছে জানিয়া তাঁহার নিকটে প্রভুকর্তৃক স্বীয় পরিকর-ভুক্ত ভক্তদের গুণকীর্ত্তন ৩।৭।৫-৪৪ ; ভট্টকর্তৃক গণসহ প্রভুর নিমন্ত্রণ ৩।৭।৪৫-৫৬ ; রথযাত্রা-কালে ভক্তদের সহিত পূর্ব্ববৎ নৃত্যকীর্ত্তনাদি ৩।৭।৫৭-৬৪ ; ভট্টকৃত শ্রীমদ্ভাগবত-টীকা, কৃষ্ণনামের অর্থাদির প্রতি প্রভুর উপেক্ষা ৩।৭।৬৫-৭২ ; ৩।৭।৮৪-৯৩ ; ৩।৭।৯৬-১০০ ; বল্লভভট্টের গর্ব্ব দূরীকরণ ও তাঁহার প্রতি কৃপা ৩।৭।১০৫-২৫ ; নীলাচলে রামচন্দ্রপুরীর সহিত মিলন ৩।৮।৬-৯ ; রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে প্রভুর ভিক্ষা-সঙ্কোচন ৩।৮।৩৮-৭৮ ; গোপীনাথ-পট্টনায়কের উদ্ধার ৩।৯।১২-১৪২ ; বর্ষান্তরে গৌড়ীয় ভক্তদের সহিত মিলন এবং তাঁহাদের সহিত নরেন্দ্র-সরোবরে প্রভুর জলকেলি ৩।১০।৩৯-৪৮ ; জগন্নাথ-মন্দিরে বেড়া-কীর্ত্তন ৩।১০।৫৫-৭৭ ; প্রভুর অঙ্গসেবক গোবিন্দের সেবা-নিষ্ঠা-প্রকটন ৩।১০।৮০-৯৬ ; গৌড়ীয়-ভক্তদের সহিত পূর্ব্ববৎ গুণ্ডিচা-মার্জ্জনাদি হইতে কৃষ্ণজন্মযাত্রাদি-দর্শন ৩।১০।১০০-১০৩ ভক্তদত্ত দ্রব্যাস্বাদন ৩।১০।১০৫-২৭ ; ভক্তকৃত নিমন্ত্রণে ভিক্ষা ৩।১০।১৩১-৫২ ; হরিদাস-ঠাকুরের নির্য্যান প্রার্থনার অঙ্গীকার, নির্য্যান-কালে ভক্তবৃন্দের সহিত তদীয় অঙ্গনে নৃত্যকীর্ত্তনাদি, তাঁহার পরিত্যক্তদেহের বালুদান, তিরোভাব-মহোৎসবের অনুষ্ঠানাদি ৩।১১।১৫-১০৪ ; নিরন্তর কৃষ্ণবিয়োগ-দশার স্ফূর্ত্তি ৩।১২।৩-৫ ; শিবানন্দসেনের ভাগিনেয় শ্রীকান্তের সহিত মিলন ৩।১২।৩৩-৪০ ; বর্ষান্তরে গৌড়ীয়ভক্তদের সহিত মিলন, ৩।১২।৪০-৫৯ ; পরমানন্দদাসের (কবিকর্ণপূরের) আবির্ভাব-সম্বন্ধে সেন শিবানন্দের নিকটে প্রভুর ইঙ্গিত ৩।১২।৪৫-৪৮ ; গৌড়ীয় ভক্তদের সহিত চাতুর্মাস্যের শেষ পর্য্যন্ত নানা লীলা এবং চাতুর্মাস্যান্তে তাঁহাদের বিদায় ৩।১২।৬০-৮৩ ; জগদানন্দকর্তৃক প্রভুর জন্য আনীত চন্দনাদি তৈল গ্রহণে আপত্তি, জগদানন্দকর্তৃক তৈলভাণ্ড-ভঙ্গ ও রোষ, প্রভুকর্তৃক তাঁহার সান্ত্বনা বিধান ৩।১২।১০১-৫০ ; জগদানন্দকৃত তুলীগাণ্ডু-প্রত্যাখ্যান, স্বরূপকৃত ওড়ন-পাড়নের অঙ্গীকার ৩।১৩।৪-১৯ ; জগদানন্দের বৃন্দাবন-যাত্রায় অনুমতি ও তাঁহার প্রতি উপদেশ ৩।১৩।২০-৩০ ; বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবৃত্ত জগদানন্দের সহিত মিলন এবং তাঁহার সঙ্গে সনাতন-প্রেরিত ভেট-বস্তুর অঙ্গীকার ৩।১৩।৭০-৭৬ ; যমেশ্বর-টোটার পথে দেবদাসীর গীত-শ্রবণে প্রভুর বৈকল্য ৩।১৩।৭৭-৮৭ ; নীলাচলে রঘুনাথভট্টের সহিত মিলন, নীলাচলে তাঁহার আটমাস-স্থিতিকালে মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার ৩।১৩।৮৮-১০৭ ; রামদাস বিশ্বাসের সহিত মিলন ৩।১৩।১০৮-১০ ; রঘুনাথভট্টের-বিদায়-কালে তাঁহার প্রতি উপদেশ ৩।১৩।১১১-১৪ ; রঘুনাথভট্টের সহিত পুনরায় নীলাচলে মিলন, উপদেশদান পূর্ব্বক তাঁহাকে বৃন্দাবনে প্রেরণ ৩।১৩।১১৬-২৪ ; স্বপ্নে রাসলীলা দর্শন, সেইভাবের আবেশে জগন্নাথ-দর্শনে গমন, এক উড়িয়া-স্ত্রীলোকের আর্ত্তির-প্রশংসা, কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরাধার ভাবে আবেশ ৩।১৪।১৫-৩৩ ; গম্ভীরায় প্রত্যাবর্ত্তনের পরেও আবেশ অক্ষুণ্ণ, রাত্রিতে প্রলাপে স্বরূপ-রামানন্দের নিকটে মনের ভাবের প্রকাশ ৩।১৪।৩৮-৪৯ ; ভাবাবেশে প্রভুর দীর্ঘাকৃতি-ধারণ-

লীলা ৩।১৪।৫৩-৭৩; চটকপর্ব্বত-দর্শনে গোবর্দ্ধন-শৈল-জ্ঞানে আবেশ ৩।১৪।৭৯-১১০; জগন্নাথ-দর্শনে জগন্নাথকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন-জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চগুণে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয়ের আকর্ষণ-জনিত বিকলতা ও প্রলাপ ৩।১৫।৬-২৫; সমুদ্রতীর-পথে পুষ্পোদ্যান দর্শনে বৃন্দাবন-ভ্রমে তাহাতে প্রবেশ এবং শারদীয় মহারাসে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পরে কৃষ্ণান্বেষণরতা গোপীদের ভাবের আবেশে প্রলাপ ৩।১৫।২৬-৪৭; কদম্ব-মূলে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে মূর্চ্ছা, স্বরূপাদির চেষ্টায়-অর্দ্ধবাহ্যের উদয় এবং শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-লোভে প্রলাপ ৩।১৫।৪৮-৮০; বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-নিষ্ঠ কালিদাসের প্রতি কৃপা ৩।১৬।৩৬-৪৬; ৩।১৬।৪৯-৫২; শিবানন্দসেনের কনিষ্ঠ-পুত্র পুরীদাসের মিলন, তাঁহাকে কৃষ্ণনামোপদেশ এবং তাঁহার মুখে শ্লোক-প্রকাশ ৩।১৬।৬০-৭০; সিংহদ্বারের দলইর প্রতি কৃপা, জগন্নাথে মুরলীবদন দর্শন ৩।১৬।৭৪-৮০; ফেলালবের আস্বাদন ও মহিমা বর্ণন ৩।১৬।৮১-১০৮; কৃষ্ণাধরামৃত-লুব্ধা রাধার ভাবে প্রলাপ ৩।১৬।১০৯-১৩৯; প্রভুর কূর্ম্মাকৃতি-ধারণ-লীলা এবং গোপীভাবের আবেশে প্রলাপ ৩।১৬।৭-৫৮; রাসলীলার ভাবে আবেশ ৩।১৮।৫-৮; রাসান্তে জলকেলি-লীলার ভাবে আবিষ্ট প্রভুর সমুদ্রে পতন এবং দীর্ঘাকৃতি-ধারণ, এক জালিয়া কর্তৃক মূর্চ্ছিতাবস্থায় উত্তোলন, স্বরূপাদির চেষ্টায় অর্দ্ধবাহ্য ৩।১৮।২৩-৭৩; অর্দ্ধবাহ্যাবস্থায় প্রলাপে জলকেলি-লীলার বর্ণনা ৩।১৮।৭৬-১১৫; মাতৃভক্তি প্রদর্শন ও জগদানন্দকে নদীয়ায়-প্রেরণ ৩।১৯।৪-১৪; জগদানন্দের সঙ্গের প্রেরিত অদ্বৈতাচার্য্যের তর্জা-প্রাপ্তিতে-কৃষ্ণ বিচ্ছেদ-দশার-আধিক্য ৩।১৯।১৮-২৯; কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ত্তিতে প্রলাপ ৩।১৯।৩০-৫৩; কৃষ্ণবিরহ-ব্যাকুলতায় ভিত্তিতে মুখ-সংঘর্ষণ ৩।১৯।৫৪-৬১; স্বরূপাদি কর্ত্তৃক শঙ্কর-পণ্ডিতের প্রভুর সঙ্গে শয়নের ব্যবস্থা, প্রভুকর্ত্তৃক তাহার অঙ্গীকার ৩।১৯।৬২-৭০; বৈশাখের পৌর্ণমাসী রজনীতে জগন্নাথ-বল্লভোদ্যানে প্রবেশ, বসন্ত-রাস-লীলার ভাবে আবেশ, অশোকতলে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন, ও শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান, কিন্তু তাঁহার অঙ্গগন্ধের অনুভব ৩।১৯।৭২-৮৪; কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ-লুব্ধা-শ্রীরাধার ভাবাবেশে প্রলাপ ৩।১৯।৮৫-৯৪; ভাবাবেশে স্বরচিত শিক্ষাষ্টকের আস্বাদন, নামসঙ্কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য-খ্যাপন, রাধাপ্রেমের বৈশিষ্ট্য-বর্ণন ৩।২০।৭-৫১; প্রভুর **অন্তর্দ্ধান লীলা**, ১৪৫৫ শকে ১।১৩।৮।

গৌর-অবতারের হেতু। মুখ্য হেতু—ব্রজলীলার তিনটী অপূর্ণ-বাসানার পূরণ, স্বমাধুর্য্য আস্বাদন ১।৪।৯০-২২৩; আনুষঙ্গ বা বহিরঙ্গ কারণ—নাম-প্রেম-বিতরণ ১।১।৪ শ্লো; ১।৩।৯১; ১।৪।৪-৫; ১।৪.৮৯।

গৌরকর্ত্তৃক প্রেমদান। এক ভিক্ষুককে ১।১৭।৯৫-৬; সর্ব্বজ্ঞ জ্যোতিষীকে ১।১৭।১০৮; যবন-দরজীকে ১।১৭।২২৪-২৫; নবদ্বীপের ভক্তগণকে ১।১৭।২৩৫; সার্ব্বভৌমকে ২।৬।১৮৭-৮৮; আলালনাথে ২।৭।৭৬-৭৯; ২।৭।৮৬-৮৭; দক্ষিণ-গমন-পথে সকলকে ২।৭।৯৪-১০৬; ২।৭।১১৩-১৫; ২।৭।১১৮-৩০; ২।৭।১৩৩-৪৫; ২।৮।৮; ২।৮।২০-২৯; ২।৮।২৫২; ২।৯।৬-৯; ২।১২।৬০-৬৪ (রাজপুত্রকে); ২।১৫।২৭২-৭৩ (অমোঘকে); ২।১৬।১১৯ (রাজমহিষীদিগকে); যবন রাজকে ২।১৬।১৬-৮৫, ঝারিখণ্ডের স্থাবর-জঙ্গমাদিকে ২।১৭।২৪-৪৩; ঝারিখণ্ডবাসী ভিল্লপ্রায় লোকদিগকে ২।১৭।৪৪-৫১; প্রয়াগে ২।১৭।১৪২-৪৪; মাথুর-ব্রাহ্মণকে ২।১৭।১৬৯-৫০; কৃষ্ণদাস রাজপুতকে ২।১৮।৭৭-৮১; বৃন্দাবনে ২।১৮।১১৭; অক্রূরঘাটে ২।১৮।১১৮; ম্লেচ্ছপাঠানদিগকে ২।১৮।১৯৪-৯৬; প্রকাশানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীদিগকে ২।২৫।৫৭-৫৯; প্রতাপরুদ্রকে ২।১২।৬৪; ২।১১।১০-১৬; ২।১৬।১০২-৬; **দৃষ্টিদ্বারা প্রেমদান** ১।৩।৪৯; **প্রভুর দর্শনে প্রেমপ্রাপ্তি** ২।৩।১০-১১; ২।৭।৯৯-১০১; ২।৭।১১৩-১৫; ২।৯।৬-১২; ২।৯।৩৫; ২।১৬।১১৯-০২০; ২।১৬।১৬৫-৬৬; ২।১৬।১৭১; ২।১৮।১১-১৩; ২।১৮।৭৭-৮১; ২।১৮।২০৯-১১; ২।১৭।৪৬; ২।২৫।৫৭-৫৯; ৩।৭।১১; ৩।৯।৬-১১; **দর্শন-প্রভাবে কৃষ্ণনাম-স্ফুরণ** ২।৮।৩৮-৩৯; ২।৯।২৪-২৫; ২।১৬।১১৯; ২।১৭।১২৪; **দর্শন-শ্রবণ-প্রভাবে প্রেমপ্রাপ্তি** ২।১৬।১৭৩; ২।১৭।৪৮; **গৌরের নাম-শ্রবণে প্রেমপ্রাপ্তি** ২।১৮।১১৪; **স্পর্শে প্রেমপ্রাপ্তি** ২।১২।৬০-৬১।

গৌরকর্ত্তৃক হরিনাম-প্রচার। বাল্যে ১।১৩।২০-২২; যৌবনে ১।১৩.২৫; কৈশোরে কীর্ত্তনারম্ভে ১।১৩।২৯; সন্ন্যাসের পরে সর্ব্বত্র; সর্ব্বপ্রথম সঙ্কীর্ত্তন-প্রচার পূর্ব্ববঙ্গে ১।১৬।৬; ১।১৬।১৭।

গৌরলীলা কৃষ্ণলীলামৃতসার-শতধারার উৎস ২।২৫।২২৩।

চ চ চ চ

ঝ ঝ

ত ত

দ দ

পুরুষোত্তমবাসী এক ব্রাহ্মণকুমারের বিবরণ ৩।৩।২-৯।

প্রকট-লীলার নিত্যত্ব, জ্যোতিশ্চক্রের প্রমাণে খ্যাপিত ২।২০।৩১৩-৩১।

প্রকাশ ১।১।৩৫ ; দ্বিবিধ, প্রাভব ও বৈভব-প্রকাশ ২।২০।১৪০ ; প্রাভব-প্রকাশ ২।২০।১৪০-৪২ ; বৈভব-প্রকাশ ১।৪,৬৭ ; ২।২০।১৪৩-৪৮ ; মুখ্য প্রকাশ ১।১।৩৬-৩৭।

প্রকাশানন্দকর্ত্তৃক প্রভুর নিন্দা ২।১৭।১১১-১৭।

প্রকাশানন্দের উদ্ধার ১।৭।৩৮-১৪৪ ; ২।২৫।৬—১১২।

প্রকাশানন্দের এক শিষ্য কর্ত্তৃক মহাপ্রভুর বেদান্ত-ব্যাখ্যার আলোচনা ২।২৫।২২-৩৭।

প্রণবের মহাবাক্যত্ব স্থাপন ও তত্ত্বমসির মহাবাক্যত্ব খণ্ডন ১।৭।১২১-২৩ ; ২।৬।১৫৮-৫৯।

প্রতাপরুদ্র (গজপতি) প্রসঙ্গ। প্রভুর সহিত মিলনের জন্য সার্ব্বভৌমের নিকট উৎকণ্ঠা জ্ঞাপন ২।১০।২-২০ ; সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃক প্রভুর নিকটে রাজার মিলনোৎকণ্ঠা জ্ঞাপন, প্রভুর অসম্মতি ২।১১।৪-৭ ; প্রতাপরুদ্রের নীলাচলে আগমন ২।১১।১০ ; রামানন্দকে প্রভুর চরণ-সেবার অনুমতি, রামানন্দ কর্ত্তৃক প্রভুর নিকটে রাজার আর্ত্তি জ্ঞাপন ২।১১।১৪-২৩ ; সার্ব্বভৌমের নিকটে রাজাকে দর্শনদানে প্রভুর অসম্মতির কথা জানিয়া প্রতাপরুদ্রের বিষাদ ও আর্ত্তি, রাজ্য ও দেহত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ, সার্ব্বভৌমকর্ত্তৃক আশ্বাসদান ২।১১।৩২-৪৭ ; গৌড়ীয়ভক্তদের বাসস্থানের ও প্রসাদ প্রাপ্তির ব্যবস্থা ২।১১।৫৪-৫৮ ; গোপীনাথাচার্য্য কর্ত্তৃক দূর হইতে রাজার নিকটে গৌড়ীয়ভক্তদের পরিচয় দান, ভক্তগণকর্ত্তৃক নামসঙ্কীর্ত্তনে রাজার বিস্ময়াদি ২।১১।৫৯-১০৭ ; স্বগণসহিত অট্টালিকায় চড়িয়া প্রভুর বেঢ়াকীর্ত্তন দর্শন ২।১১।২১৯-২০ ; প্রভুর সহিত মিলনের জন্য উৎকণ্ঠা ও আর্ত্তি-প্রকাশ করিয়া কটক হইতে সার্ব্বভৌমের নিকটে পত্রপ্রেরণ, প্রভুর ভক্তদের চরণে তাঁহার প্রার্থনা-জ্ঞাপনের জন্য অনুরোধ ২।১২।৩-৯ ; সেই পত্র দেখিয়া নিত্যানন্দাদি প্রভুর নিকটে উপনীত হইয়া রাজার আর্ত্তি জ্ঞাপন, প্রভুর অসম্মতি, নিত্যানন্দকর্ত্তৃক রাজার জন্য প্রভুর বহির্ব্বাস আদায়, তৎপ্রাপ্তিতে রাজার আনন্দ ২।১২।১০-৩৫ ; রামানন্দরায়ের আগ্রহে রাজপুত্রের সহিত মিলনে প্রভুর সম্মতি, প্রভুকৃপাপ্রাপ্ত রাজপুত্রের দর্শনে ও স্পর্শে রাজার প্রেমাবেশ ২।১২।৪২-৬৪ ; পাত্রগণের সহিত প্রভুর গণকে পাণ্ডুবিজয় দর্শন করায়েন ২।১৩।৫ ; রথের অগ্রে রাজার হীনসেবা দর্শনে প্রভুর প্রীতি ২।১৩।১৪-১৭ ; রথযাত্রাকালে কীর্ত্তনে প্রভুর ঐশ্বর্য্য-দর্শন ২।১৩।৫১-৬১ ; শ্রীবাসের চাপড়াঘাত-প্রাপ্ত স্বীয় পাত্র হরিচন্দনের ভাগ্যের প্রশংসা ২।১৩।৮:-৯২ ; প্রেমাবেশে ভূমিতে পতনোন্মত প্রভুকে রক্ষা করিতে যাইয়া রাজা তাঁহাকে স্পর্শ করিলে প্রভুর আত্মধিক্কার, অপরাধ-ভয়ে রাজার ত্রাস, সার্ব্বভৌমকর্ত্তৃক আশ্বাসদান ২।১৩।১৭২-৮০ ; বলগণ্ডিস্থানের নিকটবর্ত্তী উদ্যানে প্রভুর সেবা এবং প্রভুকর্ত্তৃক কৃপা ও ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ ২।১৪।৩-২০ ; বলগণ্ডীস্থান হইতে গুণ্ডিচার দিকে রথ চালাইবার ব্যর্থ-প্রয়াস ২।১৪।৪৬-৪৯ ; প্রভুর আগমনে রথ চলিতে দেখিয়া রাজার প্রেমাবেশ ২।১৪।৫২-৫৮ ; প্রভুর আনন্দবিধানের উদ্দেশ্যে হোরাপঞ্চমীতে বিশেষ আড়ম্বরের ব্যবস্থা ২।১৪।১০৫-১০ ; কৃষ্ণজন্মযাত্রাদিনে প্রভুর সহিত নৃত্য ২।১৫।১৮-২২ ; তুলসী পড়িছাদ্বারা প্রভুকে ও প্রভুর গণকে প্রসাদী বস্ত্রদান ২।১৫।২৮-২৯ ; প্রভুর বৃন্দাবন-যাওয়ায় ইচ্ছার কথা শুনিয়া রাজার দুঃখ ও আর্ত্তি, প্রভুকে রাখার জন্য সার্ব্বভৌম ও রামানন্দকে অনুনয় ২।১৬।২-৫ ; গৌড়-গমনকালে প্রভু কটকে উপনীত হইলে প্রভুর সঙ্গে রাজার মিলন, প্রভুর কৃপা লাভ, গৌড়-পথে প্রভুর সেবার ব্যবস্থা, মহিষীগণের প্রভুদর্শনে প্রেমাবেশ ২।১৬।১০১-১৯ ; গৌড় হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে প্রভুর বৃন্দাবনযাত্রা চারি-মাস স্থগিত রহিল শুনিয়া রাজার আনন্দ ২।১৬।২৮২ ; গোপীনাথ পট্টনায়কের নিকটে রাজার প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য তাঁহার ঘোড়াবিক্রয়ের ব্যবস্থা ৩।৯।১৬-২১ ; পট্টনায়ককে রাজপুত্র চাঙ্গে চড়াইয়াছে, একথা তাঁহার সেবকগণ প্রভুকে জানাইলে প্রভুর বিরক্তির কথা হরিচন্দনের মুখে শুনিয়া, প্রভুর প্রীতির জন্য পট্টনায়ককে ক্ষমা, তাঁহার দ্বিগুণবর্ত্তন দানাদি ৩।৯।৪৪-১০৫ ; দূর হইতে প্রভুর বেঢ়াকীর্ত্তন দর্শন ৩।১০।৬১।

প্রতিবৎসর নীলাচলে আসিয়া রথযাত্রাদর্শনের জন্য গৌড়ীয় ভক্তদের প্রতি প্রভুর আদেশ ২।১।৪৩ ; ২।১।১২৭ ; ২।১।২২১ ; ২।১৫।৪১ ; ২।১৫।৯৮-৯৯ ; গৌড়ীয়ভক্তগণ বিশবৎসর এইভাবে গতাগতি করেন ২।১।৪৫।

ফ ফ

ব ব

পৃথিবী-ধারণ; কৃষ্ণগুণগানরূপ সেবা এবং ছত্র-পাদুকা-শয্যাদিরূপে শেষের সেবা ১।৫।১০০-১০১; স্বয়ংরূপে গুরু, সখা, ভৃত্য এই তিনভাবে কৃষ্ণের সহিত খেলা করেন ১।৫।১১৮-২০; রাম-অবতারে তিনিই অংশে লক্ষ্মণ ১।৫।১২৮-৩০; কৃষ্ণাবতারে স্বয়ংরূপে নানাভাবে কৃষ্ণকে সুখাস্বাদন করান ১।৫।১৩১-৩৩; গৌর-অবতারে বলরামই নিত্যানন্দ (নিত্যানন্দ-তত্ত্ব দ্রষ্টব্য)।

বল্লভ ভট্ট প্রসঙ্গ: প্রয়াগের নিকটবর্তী আড়ৈল-গ্রামে স্বগৃহে প্রভুর নিমন্ত্রণ ২।১৯।৫৭-৮৪; নীলাচলে প্রভুর সহিত মিলন ৩।৭।৩-১৫৫; ভট্টের মনের অভিমান জানিয়া তাঁহার নিকটে প্রভুকর্তৃক স্বভক্তের মহিমা-খ্যাপন এবং স্বীয় দৈন্যপ্রকাশ ৩।৭।১৩-৩৯; ভট্টের অভিমান-গর্ব্ব ৩।৭।৪০-৪২; ভট্টকর্তৃক গণসহ প্রভুর নিমন্ত্রণ ৩।৭।৪৫-৫৬; ভট্টের বৈষ্ণব-মিলন ৩।৭।৫৩-৫৬; রথযাত্রাদিনে প্রভুর নর্ত্তন-দর্শনে ভট্টের বিস্ময় ৩।৭।৫৭-৬৪; স্বকৃত ভাগবত-টীকা শ্রবণের জন্য প্রভুকে অনুরোধ, প্রভুর উপেক্ষা ৩।৭।৬৬-৬৮; কৃষ্ণনামের স্বকৃত অর্থ শ্রবণের জন্য প্রভুকে অনুরোধ, প্রভুর উপেক্ষা ৩।৭।৬৯-৭১; গদাধরপণ্ডিতের নিকটে গমন, নামব্যাখ্যা শ্রবণের জন্য অনুরোধ, বলপূর্ব্বক টীকা পাঠ ৩।৭।৭৪-৮৩; অদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্গে উদ্গ্রাহাদি ৩।৭।৮৪-৯২; শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যার দোষ কথন, প্রভুকর্ত্তৃক মৃদু ভৎর্সনা ৩।৭।৯৬-৯৯; আত্মানুসন্ধান ও সুবুদ্ধি-প্রকাশ ৩।৭।১০৪-৮; প্রভুর চরণে শরণ ও প্রভুর কৃপা ৩।৭।১০৯-২৫; গদাধর পণ্ডিতের নিকটে কিশোর-গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা প্রার্থনা ৩।৭।১৩২-৩৬; গদাধরের নিকটে দীক্ষাগ্রহণ ৩।৭।১৫৪-৫৫।

বসন্তরাসে শ্রীরাধাকে সঙ্কেত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান-প্রসঙ্গ, শ্রীরাধার অপেক্ষায় নিভৃত নিকুঞ্জে অবস্থিতি, গোপীগণের আগমনে চতুর্ভুজরূপ ধারণ, গোপীগণ কর্ত্তৃক স্তব ও অন্যত্র গমন, পরে শ্রীরাধার আগমনে চেষ্টা সত্ত্বেও চতুর্ভুজরূপ রক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের অসামর্থ্য, রাধাপ্রেমের অপূর্ব্বমহিমা ১।১৭।২৭৪-৮৪।

বহিরঙ্গা মায়াশক্তি: কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি ১।২।৮৫; ২।৬।১৭৬; ২।৮।১১৭; মায়ার সহিত ঈশ্বরের স্পর্শ নাই ১.৫.৭২-৭৫; যেখানে কৃষ্ণ, সেখানে মায়ার অধিকার নাই ২।২২।২১; কারণাব্ধির বাহিরে মায়ার অবস্থিতি, মায়া কারণসমুদ্রকে স্পর্শ করিতে পারেনা ১।৫।৪৯; ২।২০।২৩১; পরব্যোমে মায়ার গতি নাই ২।২০।২৩১; মায়ার দুইরূপে অবস্থিতি—প্রধান (বা গুণমায়া) এবং প্রকৃতি (বা জীবমায়া) ১।৫।৫০; ১।৬।১১; ২।২০।২৫২; মায়া জগতের কারণ ১।২।৮৫; প্রধান-অংশে উপাদান কারণ ১।৫।৫০; ১।৬।১১; ২।২০।২৩২; আর প্রকৃতি-অংশে নিমিত্ত কারণ ১.৬।১১; ২।২০।২৩২; কিন্তু জড় বলিয়া মায়া জগতের মুখ্য কারণ নহে, ঈশ্বরের শক্তিতে গৌণকারণ মাত্র ১।৫।৫১-৫৩; ২।২০।২২৪-২৬; মায়া সৃষ্টিকার্য্যের সহায়তা মাত্র করে ১।৫।৫৪-৫৮; অনন্তব্রহ্মাণ্ড মায়ার বৈভব ১।৫.৮৫; মায়া মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী ২।২১।৩৮-৩৯; কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবকে শাস্তি দেন ২।২০।১০৪-৫; ২।২২।১০-১২; সাধুগুরুর কৃপায় কৃষ্ণোন্মুখতা জন্মিলে জীবের মায়াপাশ ছুটিয়া যায় ২।২০।১০৬; ২।২২।১৩; ২।২২।১৮; বহিরঙ্গা মায়াও শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি করে ২।৬।১৪৬। ("শক্তি" দ্রষ্টব্য)

বহু অঙ্গের সাধনও অনুমোদনীয় ২।২২।৭৬; ২।২২।৭৮।

বহু জনে মমতা থাকিলেও প্রীতির স্বভাবে ভাবের পার্থক্য হয় ৩।৪।১৬৬।

বহু নামের প্রচার, জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ ৩।২০।১৩; সকল নামে সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিত ৩।২০।১৫।

বাৎসল্য প্রেম (বা বাৎসল্যরতি ২।৮।৬২; ২।১৯।১৫৮; শ্রীকৃষ্ণের পালকরূপে মাতাপিতা-আদি গুরুজন বাৎসল্য রতির আশ্রয় ২।১৯।১৬৩; ২।২৩।৪৯; শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে লাল্য, পাল্য, অনুগ্রাহ্য জ্ঞান জন্মায় ১।৪।২১; ২।১৯।১৮৫-৮৮; ইহা অনুরাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয় ২।২৩।৫৫; ২।২৪।২৬; বাৎসল্যে শান্ত, দাস্য ও সখ্যের গুণ বর্ত্তমান ২।১৯।১৮৫-৮৬।

বাল্যপৌগণ্ড শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের ধর্ম্ম ২।২০।২১৫; ২।২০।৩১২-১৮।

বাসুদেবদত্তের নিজের নরকভোগ-প্রার্থনা-প্রসঙ্গ, জগদ্বাসী সমস্ত জীবের উদ্ধার কামনায় ২।১৫।১৫৮-৭৮।

হইল ভক্তিরসের মধ্যে প্রধান ২।১৯।১৫৯; ইহাদের মধ্যে মধুর-রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ১।৪।৪০-৪১; ২।২৩।৩৩; আবার সাতটি গৌণভক্তিরসও আছে, ইহারা আগন্তুক ২।১৯।১৬০-৬১; ভক্তিরসে ভক্তসুখী এবং কৃষ্ণ বশীভূত হন ২।২৩।২৬; ভক্তই ভক্তিরস আস্বাদন করিতে পারেন, অভক্ত পারেন না ২।২৩।৫১।

ভক্তিকল্পতরু। বর্ণনা ১।৯ পরিচ্ছেদে; নবমূল ১।৯।১১-১৩; মধ্যমূল ১।৯।১৪; প্রথম অঙ্কুর ১।৯।৮; পুষ্ট অঙ্কুর ১।৯।৯; মূলস্কন্ধ ১।৯।৯; দুই স্কন্ধ ১।৯।১৯; চৈতন্যশাখা ১।১০ পরিচ্ছেদ; নিত্যানন্দশাখা ১।১১ পরিচ্ছেদ; অদ্বৈতশাখা ১।১২ পরিচ্ছেদ; স্কন্ধমহাশাখা ১।১১।৫; সর্ব্বশাখা-শ্রেষ্ঠ ১।১১।৫৩; ফল—প্রেম ১।৯।২৪-২৫; ফল বিতরণের সঙ্কল্প ও আদেশ ১।৯।৩২-৩৯।

ভক্তিলতার বিবরণ। গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদে বীজ লাভ ২।১৯।১৩৩; মালীরূপে তাহা রোপণ এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি রূপ জল সেচন করিলে লতা উৎপন্ন হইয়া বর্দ্ধিত হয়, ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা, ব্রহ্মলোক, পরব্যোম ভেদ করিয়া গোলোক বৃন্দাবনে যাইয়া কৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে, প্রেমফল ধারণ করে ২।১৯।১৩৪-৩৭; বৈষ্ণব-অপরাধে লতা ছিঁড়িয়া যায়, শুকাইয়া যায় ২।১৯।১৩৮-৩৯; ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাদিরূপ উপশাখা জন্মিলেও লতার বৃদ্ধি স্তম্ভিত হয় ২।১৯।১৪০-৪৩; ভক্তিলতার ফল প্রেমই পরম পুরুষার্থ ২।১৯।১৪৪-৪৬।

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল নববিধা ভক্তি ৩।৪।৬৫; তার মধ্যে নামসঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ৩।৪।৬৬।

ভগবদ্ধামের স্বরূপ। বিভু, মায়াতীত ১।৫।১২; ১।৫।১৫; ২।২০।৩৫০; ২।২১।২-৪; আনন্দ-চিন্ময় ১।৫।১৭-১৮; ২।২১।৪; শুদ্ধসত্ত্বময় ১।৫।৩৬; ১।৫।৪৫; একই স্বরূপ, দ্বিতীয় কায় নাই ১।৫।১৬; কৃষ্ণের ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ ১।৫।১৬; ২।২০।৩৩০।

ভগবান্ আচার্য্যের গৃহে প্রভুর ভিক্ষা-প্রসঙ্গ ৩।২।১০০-১১; এবং তৎপ্রসঙ্গে ছোট হরিদাসের বর্জ্জন ৩।২।১১০-৬৪।

ভট্টমারীদের কবল হইতে প্রভুকর্ত্তৃক কৃষ্ণদাসের উদ্ধার ২।৯।২০৯-১৬।

ভবানন্দ রায়। প্রভুর সহিত মিলন ২।১০।৪৭-৫৯; তাঁহাকে প্রভু সাক্ষাৎ পাণ্ডু বলিয়াছেন এবং তাঁহার পত্নীকে কুন্তী বলিয়াছেন ২।১০।৫১, তাঁহার পঞ্চপুত্র—রামানন্দ রায়, গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, সুধানিধি এবং বাণীনাথ পট্টনায়ক ১।১০।১৩১-৩২; ইঁহারা সকলেই প্রভুর প্রিয়পাত্র ১।১০।১৩২; তাঁহারা জন্মে জন্মে প্রভুর নিজ দাস ৩।৯।১৩৯; ইঁহাদিগকে প্রভু পঞ্চ পাণ্ডব বলিয়াছেন ২।১০।৫১; ভবানন্দ রায় সবংশে জন্মে জন্মে প্রভুর কিঙ্কর ২।১০।৫৬

ভাগবত। দুই ভাগবত ১।১।৫৬; এক শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র এবং অপর ভক্তিরসপাত্র ভক্ত ১।১।৫৭; শ্রীমদ্-ভাগবতের স্বরূপ—কৃষ্ণতুল্য, বিভু, সর্ব্বাশ্রয় ২।২৪।২৩১-৩৩; কৃষ্ণভক্তি-রসস্বরূপ ২।২৫।১১০; শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ ২।২৫।৭৯; ২।২৫।১১০; প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যত্ব-খ্যাপন ২।২৫।৮১-১১১; সর্ব্ববেদোপনিষৎ-সার ২।২৫।৮২-৮৪(ক); ভাগবতে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব খ্যাপিত হইয়াছে ২।২৫।৮৫-১০৭; শ্রীমদ্ভাগবত প্রণবের অর্থ ২।২৫।৭৮; গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থের আরম্ভ ২।২৫।১০৯; বেদশাস্ত্র হইতেও ভাগবতের পরম-মহত্ত্ব ২।৫।১১০।

ভাব। "কৃষ্ণরতি" দ্রষ্টব্য।

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি হইলে কৃষ্ণভজন করে ২।২২।৩।

ভৃত্যবাঞ্ছাপূর্ত্তিই কৃষ্ণের একমাত্র কৃত্য ২।১৫।১৬৬।

ভোগসামগ্রীর বিবরণ ২।৩।৪০-৫৪; ২।১৪।২৩-৩২; ২।১৫।৫৫-৫৬; ২।১৫।৭১-৯১; ২।১৫।২০০-১৯; ৩।১০।১৪-৩৪ (রাঘবের ঝালি); ৩।১০।১৩১-৩৫; ৩।১০।১৪৫-৫৮; ৩।১৮।৯৯-১০৩।

ম

মঙ্গলাচরণ ১।১।৩-৪; ত্রিবিধ—বস্তুনির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ, নমস্কার ১।১।৫; আশীর্ব্বাদ ১।১।৮; ১।৩।২২-২৪;

মহাপ্রভুর অবস্থিতি-কাল : গৃহস্থাশ্রমে চব্বিশ বৎসর ১।১৩।৯ ; ১।১৩।৩১ ; সন্ন্যাসাশ্রমে চব্বিশ বৎসর ১।১৩।১০ ; ১।১৩।৩২ ; কাশীতে—বৃন্দাবন-গমন-পথে ২।১৭।৯৬ ; বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ২।২৫।২ ; প্রয়াগে—বৃন্দাবন-গমনের পথে ২।১৭।১৪২ ; বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ২।১৮।২১২ ; ২।১৯।১২২ ; মথুরায় : নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ নাই ; নীলাচলে অন্যস্থানে যাওয়ার সময় সহ ছয় বৎসর ১।১৩।১১ ; ১।১৩।৩৩-৩৪ ; নিরবচ্ছিন্ন ভাবে শেষ আঠার বৎসর ১।১৩।১২ ; ১।১৩।৩৭ ; মোট চব্বিশ বৎসর।

মহাপ্রভুর আত্মগোপন-চেষ্টা ২।৮।৪১-৪৩ ; ২।৮।৯৬-৯৯ ; ২।৮।২২৫-২৮ ; ৩।৭।১৩-৩৯।

মহাপ্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করিয়াও নিত্যানন্দের নীলাচলে গমন ৩।১০।৪ ; ৩।১২।৯ ; ৩।১২।৬৮।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবে পানিহাটীতে উপস্থিতি ৩।৬।৭৬-৮৩ ; ৩।৬।১০২-৪ ; ৩।৬।১০৬-১৩।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে জগতের অবস্থা ১।১৩।৬১-৬৫।

মহাপ্রভুর কূর্ম্মাকৃতি-ধারণ লীলা ৩।১৭।৮-২৭।

মহাপ্রভুর কৃষ্ণজন্মযাত্রালীলা ২।১৫।১৭-৩২।

মহাপ্রভুর গমনাগমন-পথে তীর্থাদি : সন্ন্যাসান্তে নীলাচলগমনের পথে : শান্তিপুর হইতে গঙ্গা-তীরপথে ছত্রভোগ ২।৩।২১৩ ; রেমুণা ২।৪।১১ ; যাজপুর ২।৫।২ ; কটক ২।৫।৪ ; ভুবনেশ্বর ২।৫।১৩৯ ; কমলপুর, ভার্গী নদী ২।৫।১৪০ ; কপোতেশ্বর-স্থান ২।৫।১৪১ ; নীলাচল ২।৬।২। **দাক্ষিণাত্য-গমন-পথে :** আলালনাথ ২।৭।৭৪ ; কূর্ম্মস্থান (কূর্ম্ম) ২।৭।১১০ ; জিয়ড়-নৃসিংহক্ষেত্র (নৃসিংহ) ২।৮।২ ; গোদাবরীতীর, বিদ্যানগর ২।৮।৮ ; গৌতমীগঙ্গা ২।৯।১২ ; মল্লিকার্জ্জুনতীর্থ (মহেশ) ২।৯।১৩ ; দাসরাম মহাদেব-স্থান (মহাদেব) ২।৯।১৪ ; অহোবল নৃসিংহস্থান (নৃসিংহ) ২।৯।১৪ ; সিদ্ধিবট (সীতাপতি রঘুনাথ) ২।৯।১৫ ; স্কন্দক্ষেত্র (স্কন্দ—কার্ত্তিকেয়) ২।৯।১৯ ; ত্রিমঠ (ত্রিবিক্রম) ২।৯।১৯ ; বৃদ্ধকাশী (শিব) ২।৯।৩২ ; কোনও এক গ্রাম ২।৯।৩৩ ; ত্রিপদী ত্রিমল্ল ২।৯।৫৮ ; বেঙ্কট অচল (চতুর্ভুজ বিষ্ণু) ২।৯।৫৮ ; ত্রিপদী (শ্রীরাম) ২।৯।৫৯ ; পানানরসিংহ (নৃসিংহ) ২।৯।৬০ ; শিবকাঞ্চী (শিব) ২।৯।৬২ ; বিষ্ণুকাঞ্চী-(লক্ষ্মীনারায়ণ) ২।৯।৬৩ ; ত্রিকালহস্তি-স্থান (মহাদেব) ২।৯।৬৫ ; পক্ষতীর্থ (শিব) ২।৯।৬৬ ; বৃদ্ধকোলতীর্থ (শ্বেতবরাহ) ২।৯।৬৬-৭ ; পীতাম্বর শিবস্থান (শিব) ২।৯।৬৭ ; শিয়ালীভৈরবী দেবী-স্থান (শিয়ালী ভৈরবী) ২।৯।৬৮ ; কাবেরীতীর (গোসমাজ শিব) ২।৯।৬৮-৯ ; বেদাবন (মহাদেব) ২।৯।৬৯ ; অমৃতলিঙ্গ শিব-স্থান (অমৃতলিঙ্গ শিব) ২।৯।৭০ ; দেবস্থান (বিষ্ণু) ২।৯।৭১ ; কুম্ভকর্ণ-কপালের সরোবর ২।৯।৭২ ; শিবক্ষেত্র (শিব) ২।৯।৭২ ; পাপনাশন (বিষ্ণু) ২।৯।৭৩ ; শ্রীরঙ্গক্ষেত্র (রঙ্গনাথ) ২।৯।৭৩-৪ ; ঋষভপর্ব্বত (নারায়ণ) ২।৯।১৫১ ; শ্রীশৈল (শিবদুর্গা) ২।৯।১৫৯-৬০ ; কাম-কোষ্ঠী পুরী ২।৯।১৬২ ; দক্ষিণ মথুরা ২।৯।১৬৩ ; কৃতমালা নদী ২।৯।১৬৫ ; দুর্ব্বেশন (রঘুনাথ) ২।৯।১৮২-৩ ; মহেন্দ্র শৈল (পরশুরাম) ২।৯।১৮৩ ; সেতুবন্ধ, ধনুতীর্থ (রামেশ্বর) ২।৯।১৮৪ ; দক্ষিণমথুরা (পুনরাগমন) ২।৯।১৯৫ ; পাণ্ড্যদেশস্থ তাম্রপর্ণী নদী (তীরে নয়-ত্রিপদী) ২।৯।২০১-২ ; চিয়ড়তালা তীর্থ (শ্রীরামলক্ষ্মণ) ২।৯।২০৩ ; তিলকাঞ্চী (শিব) ২।৯।২০৩ ; গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থ (বিষ্ণু) ২।৯।২০৪ ; পানাগড়িতীর্থ (সীতাপতি) ২।৯।২০৪ ; চামতাপুর (শ্রীরাম লক্ষ্মণ) ২।৯।২০৫ ; শ্রীবৈকুণ্ঠ (বিষ্ণু) ২।৯।২০৫ ; মলয়পর্ব্বত (অগস্ত্য) ২।৯।২০৬ ; কন্যাকুমারী, মলয়পর্ব্বতে (কন্যাকুমারী) ২।৯।২০৬ ; আমলীতলা (রাম) ২।৯।২০৭ ; মল্লার দেশ (তমাল কার্ত্তিক) ২।৯।২০৭-৮ ; বাতাপানী (রঘুনাথ) ২।৯।২০৮ ; পয়স্বিনী তীর (আদি কেশব) ২।৯।২১৭ ; অনন্ত-পদ্মনাভ-স্থান (পদ্মনাভ) ২।৯।২২৪-৫ ; শ্রীজনার্দ্দন-স্থান (শ্রীজনার্দ্দন) ২।৯।২২৫ ; পয়োষ্ণী (শঙ্কর-নারায়ণ) ২।৯।২২৬ ; সিংহারিমঠ—শঙ্করাচার্য্যস্থান ২।৯।২২৭ ; মৎস্যতীর্থ ২।৯।২২৭ ; তুঙ্গভদ্রা-নদী ২।৯।২২৭ ; মধ্বাচার্য্য-স্থান (উড়ুপ কৃষ্ণ) ২।৯।২২৮ ; ফল্গুতীর্থ (ত্রিতকূপ বিশালা) ২।৯।২৫১ ; পঞ্চাপ্সরাতীর্থ (গোকর্ণ শিব) ২।৯।২৫২-৩ ; দ্বৈপায়নী ২।৯।২৫৩ ; সূর্পারকতীর্থ ২।৯।২৫৩ ; কোলাপুর (লক্ষ্মী) ২।৯।২৫৪ ; ক্ষীরভগবতীস্থান, কোলাপুরে (ক্ষীরভগবতী) ২।৯।২৫৪ ; লাঙ্গাগণেশ স্থান, কোলাপুরে

২।১৬।২০১ ; রামকেলিতে রূপ-সনাতনের সহিত ২।১৬।২০৮-৯ ; পুনরায় শান্তিপুরে ২।১৬।২১২ ; শান্তিপুরে রঘুনাথ দাসের সহিত ১।১৬।২১৪-৪০ ; গৌড় হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে নীলাচলবাসী ভক্তদের সহিত ২।১৬।২৪৯-৫৩ ; তপনমিশ্রের সহিত (বঙ্গে) ১।১৬।৮-১৬ ; (কাশীতে প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের পথে) ২।১৭।৭৮-৮৭, ৯৫-৯৬ ; (কাশীতে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে) ২।১৯।২০৫-১০ ; চন্দ্রশেখর বৈদ্যের সহিত কাশীতে (প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের পথে) ২।১৭।৮৭-৯৪ ; (বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে) ২।১৯।২০২-৪ ; মহারাষ্ট্রী বিপ্রের সহিত (বৃন্দাবন-গমনের পথে) ২।১৭।১০১-৩১ ; (বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে) ২।১৯।২১১ ; মথুরায়—মাথুর ব্রাহ্মণের সহিত ২।১৭।১৪৯-৭৬ ; কৃষ্ণদাস-রাজপুতের সহিত ২।১৮।৭৫-৮৩ ; বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে প্রয়াগে শ্রীরূপ ও অনুপমের সহিত ২।১৯।৪৪-৬৮। বল্লভ-ভট্টের সহিত (প্রয়াগে) ২।১৯।৫৭-৮৪ ; (নীলাচলে) ৩।৭।৩-১৫৫ ; প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী আড়ৈলগ্রামে (বল্লভভট্টের গৃহে) রঘুপতি উপাধ্যায়ের সহিত ২।১৯।৮৫-৯৭ ; কাশীতে সনাতনের সহিত ২।২০।৪৪-৬৪ ; নীলাচলে শ্রীরূপের সহিত ৩।১।৩৩-১৬৫ ; নীলাচলে শ্রীসনাতনের সহিত ৩।৪।১৫-১৯ ; নীলাচলে রঘুনাথদাসের সহিত ৩।৬।১৫৭-৩১৮ ; রামচন্দ্রপুরীর সহিত ৩।৮।১৫-৮৯ ; গৌড়ীয় ভক্তদের সহিত (নীলাচলে) ৩।১০।৪২-৫২ ; ৩।১২।৪১-৫৯ ; নীলাচলে রঘুনাথভট্টের সহিত ৩।১৩।৮৮-১১৪ ; ৩।১৩।১১৭-২৪ ; কালিদাসের সহিত ৩।১৬।৩৫-৫২।

মহাপ্রভুর ভক্ত-বিদায় ২।১৫।৪০-১৭৯ ; ২।১৬।৬২-৭৫ ; ৩।১২।৬৫-৮১ ;

মহাপ্রভুর ভজনীয়ত্ব প্রতিপাদন ১।৮।১২-২৮ ; ১।৩।১০ শ্লো।

মহাপ্রভুর ভিত্তিতে মুখসংঘর্ষণ-লীলা ৩।১৯।৫৪—৬১

মহাপ্রভুর মথুরাত্যাগের সূচনা ২।১৮।১২৫-৪৪।

মহাপ্রভুর মুখবাস ২।১৫।২৫১।

মহাপ্রভুর মাতৃভক্তি-প্রদর্শন ৩।১৯।৩-১৩।

মহাপ্রভুর লঙ্কাবিজয় লীলা ২।১৫।৩৩-৩৬।

মহাপ্রভুর শচী-জগন্নাথের দেহে প্রবেশ ১।১৩।৭৭-৮৬ ; প্রবেশের সময় ১।১৩।৭৭ ; প্রবেশের প্রভাব ১।১৩।৭৮-৮৩।

মহাপ্রভুর শাস্ত্র-লোকাতীত ভাব ২।২।১০ ; ৩।১৪।৭৬-৭৭।

মহাপ্রভুর শিবানন্দগৃহে আবির্ভাবে ভোজন ৩।২।৩৬-৭৭।

মহাপ্রভুর ষড়্ভুজরূপের প্রকাশ ১।১৭।১০-১৩।

মহাপ্রভুর সঙ্গী : কাটোয়াতে সন্ন্যাস-গ্রহণকালে—নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য, মুকুন্দ দত্ত ১।১৭।২৬৬ ; সন্ন্যাসান্তে কাটোয়া হইতে শান্তিপুরের পথে—সেই তিন জন ২।৩।৯ ; শান্তিপুর হইতে নীলাচলের পথে—নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত, মুকুন্দদত্ত ২।৩।২০৬-৭ ; নীলাচল হইতে দক্ষিণদেশ গমনাগমনে—কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ ২।৭।৩৮-৪০ ; নীলাচল হইতে গৌড়গমন-পথে—পুরীগোসাঞি, স্বরূপ দামোদর, জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, হরিদাস ঠাকুর, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, গোপীনাথাচার্য্য, দামোদর পণ্ডিত, রামাই, নন্দাই আদি বহু ভক্ত ২।১৬।১২৬-২৮ এবং নিত্যানন্দ প্রভু ২।১।১৭৩ ; নীলাচল হইতে ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবন-গমন-পথে—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার সঙ্গী বিপ্র ২।১৭।১৪-১৯ ; নিত্য নীলাচল-সঙ্গী : পরমানন্দ পুরী, স্বরূপদামোদর, গদাধর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত, শঙ্কর পণ্ডিত, বক্রেশ্বর, দামোদর পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, রঘুনাথ বৈদ্য, রঘুনাথদাস প্রভৃতি পূর্ব্বসঙ্গিগণ, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, গোপীনাথ আচার্য্য, কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্নমিশ্র, রায়ভবানন্দ, রায়-রামানন্দ, গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, সুধানিধি, বাণীনাথ নায়ক, প্রতাপরুদ্র, ওড্র কৃষ্ণানন্দ, পরমানন্দ মহাপাত্র, ওড্র শিবানন্দ, ভগবান্ আচার্য্য, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, শিখি মাহিতী, মুরারী মাহিতী, মাধবী দেবী, কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী, গোবিন্দ, রামাই, নন্দাই, কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ, বলভদ্রভট্টাচার্য্য, বড় হরিদাস, ছোট হরিদাস, রামভদ্রাচার্য্য, ওড্র সিংহেশ্বর, তপন আচার্য্য, রঘুনীলাম্বর, সিঙ্গাভট্ট, কামাভট্ট, দন্তুর শিবানন্দ, কমলানন্দ, অচ্যুতানন্দ

(অদ্বৈত-তনয়) নির্লোম গঙ্গাদাস, বিষ্ণুদাস ১০।১০।১২২—৪৯ ; ২।১।২৩৮-৪০ ; ২।১৫।১৮১-৮২ ; দশজন সন্ন্যাসী ২।১৫।১৯১-৯৪।

মহাপ্রভুর সঙ্গে শঙ্কর পণ্ডিতের গম্ভীরায় স্থিতি, রাত্রিতে ৩।১৯।৬৪-৭০।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পরে এবং অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে মোট রথযাত্রার সংখ্যা : বিশটী রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে গমন করেন ২।১।৪৫ ; সন্ন্যাসের অব্যবহিত পরবর্ত্তী যে দুই বৎসর প্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণে ছিলেন, সেই দুই বৎসরে দুইটী রথযাত্রা, এই দুই রথযাত্রায় গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে যান নাই ; যে বৎসর প্রভু গৌড়ে আসেন, সেইবার রথযাত্রায় ভক্তদিগকে প্রভু নীলাচলে যাইতে নিষেধ করেন ২।১৬।২৬৫ ; আর একবার শিবানন্দসেনের ভাগিনেয় শ্রীকান্তের নিকটে প্রভু বলিয়া পাঠান—সেই বৎসর কেহ যেন নীলাচলে না আসেন, প্রভু নিজেই গৌড়ে যাইবেন ৩।২।৩৬-৪৪ ; এইরূপে দেখা যায়, চারি বৎসরের রথযাত্রায় গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে যায়েন নাই, বিশ বৎসর গিয়াছেন ; সুতরাং মোট রথযাত্রার সংখ্যা হইল চব্বিশ।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের হেতু ১।৭।২৯-৩১ ; ১।৮।৯-১০ , ১।১৭।২৫২-৬০ ; সন্ন্যাস গ্রহণের সময় ১।৭।৩২ ; ২।১।১১ ; ২।৭।৩ ; সন্ন্যাস গ্রহণের পরে নীলাচলে আগমনের সময় ২।৭।৩।

মহাপ্রভুর সমুদ্রে পতন ও দীর্ঘাকৃতি ধারণ লীলা ৩।১৮।২৪-৭৩।

মহাপ্রভুর সম্বন্ধে গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের মনোভাব ২।১।১৫৮-৭১।

মহাপ্রভুর সর্ব্বব্যাপকত্ব ৩।৬।১২৪।

মহাবিষ্ণু : কারণার্ণবশায়ী ২।২০।২৩১ ; ২।২০।২৭৩-৭৪ ; ("কারণার্ণবশায়ী" দ্রষ্টব্য)।

মহাভাগবতের লক্ষণ ২।৮।২২৫-২৮ ; ২।৮।২৩১ ; ২।৮।২৪০।

মহাভাব : প্রেমবিকাশের নবম স্তর ; ব্রজসুন্দরীদের ভাব ১।৪।৫৯ ; ২।৮।১২৩ ; ২।৮।১২৫ ; ২।৮।১২৬ ; রূঢ় ও অধিরূঢ় এই দুই রকমের ২।২৩।৩১ ; অধিরূঢ় আবার দুইপ্রকার মোদন (বিরহে মোহন) ও মাদন ২।২২।৩৮ ; মাদনের অনন্ত বিভেদ ২।২৩।৩৯ ; মোহনের দুইভেদ—উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প ২।২৩।৩৯ ; চিত্রজল্প দশ রকম ২।২৩।৪০ ; উদঘূর্ণা—বিবশ চেষ্টা ২।২৩।৪১।

মহারাষ্ট্রীবিপ্র কর্ত্তৃক প্রভুর নিমন্ত্রণ ১।৭।৫০-৫৪ ; ২।২৫।৬-১৪।

মাতৃগৃহে প্রভুর নিত্যভোজনের কথা ২।১৫।৫৪-৬১।

মাথুর ব্রাহ্মণ-প্রসঙ্গ : মথুরাবাসী সনোড়িয়া ; সনোড়িয়ার গৃহে সন্ন্যাসী ভোজন করেন না ২।১৭।১৬৯ ; মাধবেন্দ্রপুরী তাঁহাকে শিষ্য করিয়া তাঁহার হাতে ভিক্ষা করিয়াছেন ২।১৭।১৫৭-৫৮ ; মথুরাতে প্রভুর সঙ্গে তাঁহার মিলন, তাঁহার হাতে প্রভুর ভিক্ষা ২।১৭।১৪৯-৭৬ ; তিনি প্রভুকে বৃন্দাবনের সমস্ত তীর্থস্থান দর্শন করান ২।১৭।১৭৯-২১১ ; ২।১৮।২-৩২ ; ২।১৮।৫১-৬২ ; প্রভুকে বৃন্দাবন হইতে বাহির করার জন্য তাঁহার সহিত বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের পরামর্শ ২।১৮।১২৯-৩৬ ; প্রভুর সঙ্গে প্রয়াগে গমন-পথে ম্লেচ্ছ পাঠানদের সহিত বাক্‌চাতুরী ২।১৮।১৪৫-২১২।

মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীর কাহিনী : তীর্থ-ভ্রমণ করিতে করিতে বৃন্দাবনে আগমন, অযাচকবৃত্তি, গোপাল-কর্ত্তৃক দুগ্ধদান, স্বপ্নে গোপালদর্শন, গোপাল-স্থাপন ২।৪।২০-১০৩ ; পুনরায় স্বপ্নে গোপালের চন্দন-যাচ্ঞা, নীলাচল হইতে চন্দন আনার আদেশ, পুরীগোস্বামীর নীলাচল-যাত্রা, শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আগমন ও আচার্য্যকে দীক্ষাদান ২।৪।১০৪-১০ ; রেমুণায় আগমন, তাঁহার জন্য গোপীনাথের ক্ষীর চুরি ২।৪।১১১-৪১ ; নীলাচলে উপস্থিতি, চন্দন-সংগ্রহ, চন্দন লইয়া পুনরায় রেমুণায় আগমন ২।৪।১৪২-৫৫ ; রেমুণাতে পুনরায় স্বপ্নে গোপালের দর্শন, গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন দেওয়ার আদেশ, গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন দান ২।৪।১৫৬-৬৭ ; গ্রীষ্মকাল-অন্তে পুনরায় নীলাচলে গমন ২।৪।১৬৮ ; নির্য্যান-প্রসঙ্গ ২।৪।১৮৯-৯৪ ; ৩।৮।১৭-৩৫।

মাধবীদাসীর বিবরণ : শিখিমাহিতীর ভগিনী, বৃদ্ধা, তপস্বিনী, পরম-বৈষ্ণবী, প্রভু তাঁকে রাধাঠাকুরাণীর

যোগমার্গ : অন্তর্য্যামীর উপাসক ২।২৪।১০৫ ; অন্তর্য্যামী আত্মারূপে অনুভব ১।২।১২ ; ১।২।১৮ ; যোগমার্গের উপাসক দ্বিবিধ—সগর্ভ ও নির্গর্ভ ২।২৪।১০৬ ; প্রত্যেকের আবার তিন রকম ভেদ ২।২৪।১০৬—যোগারুরুক্ষু, যোগারূঢ় ও প্রাপ্তসিদ্ধি ২।২৪।১০৭।

র র র

রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রসঙ্গ : সপ্তগ্রামের অধীকারী দুই সহোদর হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস ২।১৬।২১৫ ; কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধনদাসের পুত্র রঘুনাথদাস ২।১৬।২২০ ; বাল্যে অধ্যয়ন-কালেই হরি-দাস-ঠাকুরের সহিত মিলন ও তাঁহার কৃপালাভ ৩।৩।১৬১-৬২ ; বাল্যকাল হইতেই সংসারে উদাস ২।১৬।২২০ ; সন্ন্যাসের পরে সর্ব্বপ্রথমে যখন প্রভু শান্তিপুরে আসেন, তখন প্রভুর সহিত তাঁহার প্রথম মিলন এবং প্রভুর কৃপালাভ ২।১৬।২২১-২৫ ; গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে প্রেমোন্মত্ত, নীলাচলে প্রভুর নিকটে যাওয়ার জন্য বার বার পলায়ন ও ধৃত, প্রহরী-বেষ্টিত ভাবে অবস্থান ২।১৬।২২৫-২৮ ; নীলাচল হইতে প্রভু যখন শান্তিপুরে আসেন, তখন প্রভুর সহিত পুনরায় মিলন, প্রভুর উপদেশ-লাভ, প্রভুর বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে প্রভুর সহিত মিলনের উপদেশ ২।১৬।২২৯-৪০ ; গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রভুর শিক্ষানুরূপ আচরণ, বাহ্য-বৈরাগ্য ত্যাগ, অনাসক্ত ভাবে বিষয় কর্ম্ম-করণ পিতামাতা কর্ত্তৃক সতর্কতার শৈথিল্য ২।১৬।২৪১-৪২ ; ৩।৬।১২-১৫ ; বৃন্দাবন হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদে নীলাচল-যাত্রার উদ্যোগ, কিন্তু ম্লেচ্ছ অধিকারী দ্বারা বন্ধন, কৌশলে মুক্তিলাভ ৩।৬।১৫-৩৩ ; নীলাচলে পলায়নের ব্যর্থ প্রয়াস ৩।৬।৩৪-৪০ ; পানিহাটীতে নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত মিলন, চিড়ামহোৎসব, নিত্যানন্দের কৃপালাভান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ৩।৬।৪১-১৫২ ; বাহিরে দুর্গামণ্ডপে প্রহরীবেষ্টিত ভাবে অবস্থিতি ৩।১৬। ১৫৩-৫৪ ; গৃহত্যাগের উপায়-চিন্তা, দৈবযোগে স্বীয় গুরুদেব যদুনন্দন আচার্য্যের অজ্ঞাত কৃপায় পলায়ন, নীলাচলে আগমন ৩।৬।১৫৪-৮৬ ; নীলাচলে প্রভুর সহিত মিলন, প্রভুর কৃপালাভ, প্রভুকর্ত্তৃক স্বরূপ-দামোদরের হস্তে অর্পণ ৩।৬।১৮৭-২০৩ ; রঘুনাথের সন্তর্পণের জন্য প্রভুকর্ত্তৃক গোবিন্দের প্রতি আদেশ, পাঁচ দিন মাত্র গোবিন্দের নিকটে প্রসাদ গ্রহণ, তারপর ভিক্ষার্থী হইয়া সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান, শুনিয়া প্রভুর আনন্দ ৩।৬।২০৫-২৫ ; স্বরূপ-দামোদরের যোগে প্রভুর নিকটে উপদেশ প্রার্থনা, প্রভুকর্ত্তৃক ভজনোপদেশ, পুনরায় স্বরূপের হস্তে অর্পণ ৩।৬।২২৬-৩৮ ; নীলাচলে গৌড়ীয় ভক্তদের সহিত মিলন, শিবানন্দের মুখে পিতাকর্ত্তৃক তাঁহার অন্বেষণের সংবাদ-প্রাপ্তি ৩।৬।২৩৯-৪৪ ; গৌড়ীয় ভক্তদের দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে শিবানন্দের মুখে রঘুনাথের সংবাদ পাইয়া গোবর্দ্ধনদাস কর্ত্তৃক রঘুনাথের নিকটে টাকা ও লোক প্রেরণ ৩।৬।২৪৫-৬২ ; লোকের সেবা ও অর্থ রঘুনাথ অঙ্গীকার করিলেন না ; কিন্তু পিতৃপ্রেরিত লোকের নিকট হইতে সামান্য অর্থ লইয়া দুইবৎসর পর্য্যন্ত মাসে দুই দিন প্রভুর নিমন্ত্রণ ; বিষয়ীর অন্নে প্রভু তুষ্ট হন না ভাবিয়া নিমন্ত্রণ ত্যাগ, শুনিয়া প্রভুর আনন্দ ৩।৬।২৬৩-৭৫ ; সিংহদ্বার ছাড়িয়া ছত্রে যাইয়া প্রাসাদ ভিক্ষা ; শুনিয়া প্রভুর আনন্দ, প্রভুকর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন-শিলা ও গুঞ্জামালা দান এবং গোবর্দ্ধন-শিলার সেবার আদেশ, শিলার সেবা ৩।৬।২৭৬-৯৯ ; প্রভুকর্ত্তৃক শিলা-গুঞ্জামালাদানের রহস্য-বিষয়ে চিন্তা, প্রতিদিন সাড়ে সাত প্রহর ভজন, অদ্ভুত-বৈরাগ্য ও নিয়ম-নিষ্ঠা ৩।৬।৩০০-৩০৭ ; গলিত মহাপ্রাসাদান্ন-গ্রহণে জীবন ধারণ, প্রভুর কৃপা ৩।৬।৩০৮-১৮ ; স্বরূপ-দামোদরের সহিত প্রভুর অন্তরঙ্গসেবা ৩।৬।২৩৮ ; ৩।৬।৩০২ ; ১।১০।৯০ ; ষোলবৎসর পর্য্যন্ত নীলাচলে প্রভুর অন্তরঙ্গসেবা, স্বরূপদামোদরের অন্তর্দ্ধানের পরে শ্রীরূপ সনাতনের চরণ দর্শনান্তে ভৃগুপাত করিয়া গোবর্দ্ধনে দেহত্যাগের উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন-গমন, ১।১০।৯১-৯৩ ; শ্রীরূপ-সনাতন তাঁহাকে দেহত্যাগ করিতে দিলেন না, তৃতীয় ভাই করিয়া নিকটে রাখিলেন ১।১০।৯৪-৯৫ ; রাধাকুণ্ডে বাস, অদ্ভুত ভজন-নিষ্ঠা ও নিয়ম-নিষ্ঠা, রূপ-সনাতনের নিকটে মহাপ্রভুর কথা-কীর্ত্তন ১।১০।৯৬-১০১ ; কবিরাজ-গোস্বামীর অন্যতম শিক্ষাগুরু ১।১।১৮ ; ১।১০।১০১ ; শ্রীগৌরাঙ্গ-কল্পবৃক্ষাদি গ্রন্থের রচয়িতা ৩।৬।৩১৯ ; তাঁহার উক্তি ও গ্রন্থ হইতে

কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন ২।২।৭৩; ২।২।৮২; ৩।১৪।৬; মহাপ্রভুর শেষ-লীলার কড়চা-কর্ত্তা ৩।১৪।৭-৯।

রঘুনাথ-ভট্ট-গোস্বামীর প্রসঙ্গ ঃ তপনমিশ্রের পুত্র; বৃন্দাবন-গমনের পথে প্রভুর কাশীতে অবস্থান-কালে মিশ্রগৃহে প্রভুর উচ্ছিষ্ট-মার্জ্জন ও পাদসংবাহনরূপ সেবা করিয়াছেন ২।১৭।৮৬-৮৭; ১।১০।১৫২-৫৩; কাশীত্যাগ করিয়া প্রভুর নীলাচল যাত্রাকালে প্রভুর অনুব্রজ্যা ও নীলাচল-গমনের ইচ্ছা, প্রভুকর্তৃক নিবর্ত্তিত ২।২৫।১৩২-৩৪; কাশী হইতে গৌড়পথে নীলাচল-যাত্রা, পথে রামদাস-বিশ্বাসের সহিত মিলন ও তৎকর্ত্তৃক সেবা ৩।১৩।৮৮-৯৮; নীলাচলে প্রভুর সহিত মিলন, মধ্যে মধ্যে প্রভুর নিমন্ত্রণ ৩।১৩।৯৯-১০৭; ১।১০।১৫৪; আট মাস অবস্থানের পর—বিবাহ না করিতে, পিতামাতার সেবা করিতে, বৈষ্ণবের নিকটে ভাগবত পড়িতে এবং আর একবার নীলাচলে আসিতে উপদেশ দিয়া প্রভু তাঁহাকে কাশীতে ফিরিয়া যাওয়ার আদেশ করেন, প্রভু স্বীয় কণ্ঠমালা দিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন; কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন, চারিবৎসর পিতা-মাতার সেবা, তাঁহাদের কাশীপ্রাপ্তি হইলে পুনরায় নীলাচলে আগমন ৩।১৩।১১০-১৭; আটমাস অবস্থানের পরে—বৃন্দাবন যাইয়া রূপ-সনাতনের স্থানে থাকিতে, ভাগবত পড়িতে ও কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া, চৌদ্দহাত জগন্নাথের তুলসীমালা ও ছুটা-পানবিড়া দিয়া প্রভু তাঁহাকে বিদায় করিলেন ৩।১৩।১১৮-২৩; বৃন্দাবনে আগমন, রূপসনাতনের আশ্রয়-গ্রহণ; রূপগোস্বামীর সভায় ভাগবত পঠন, ভজন ৩।১৩।১২৪-৩৪; ১।১০।১৫৫-৫৬; নিজ শিষ্যদ্বারা গোবিন্দজীর মন্দির-নির্ম্মাণ ৩।১৩।১৩০।

রঘুপতি উপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রভুর মিলন ও ইষ্টগোষ্ঠী ২।১৯।৮৫-৯৭।

রতি ঃ "কৃষ্ণরতি" দ্রষ্টব্য।

রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে গৌড়ীয় ভক্তদের বিশ বৎসর নীলাচলে গমন ২।১।৪৫।

রাগ, রাগাত্মিকা ও রাগানুগা ভক্তি ঃ রাগের লক্ষণ; স্বরূপ-লক্ষণ—ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা; তটস্থ-লক্ষণ—ইষ্টে আবিষ্টতা; ২।২২।৮৬; রাগময়ী ভক্তির নাম রাগাত্মিকা ১।২২।৮৭; মুখ্যা রাগাত্মিকা ভক্তির আশ্রয়—ব্রজ-পরিকরগণ ২।২২।৮৫; রাগাত্মিকার অনুগতা ভক্তির নাম রাগানুগা ২।২২।৮৫; রাগানুগা ভক্তির প্রবর্ত্তক কারণ হইল কৃষ্ণসেবার ইচ্ছা ২।২২।৮৭-৮৮; ২।৮।১৭; শাস্ত্রযুক্তি ইহার প্রবর্ত্তক নহে ২।২২।৮৮; (শাস্ত্র-আজ্ঞা হইল বৈধীভক্তির প্রবর্ত্তক ২।২২।৫৯); রাগানুগার ভজনকেই রাগমার্গ বলে; রাগমার্গের ভজনেই কৃষ্ণমাধুর্য্য সুলভ, কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদিতে দুর্লভ ২।২১।১০০; রাগমার্গে সাধন দুই রকম—বাহ্য ও অন্তর ২।২২।৮৯; বাহ্য—সাধকদেহে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ২।২২।৮৯; অন্তর—সিদ্ধদেহ চিন্তা করিয়া রাত্রিদিন ব্রজে কৃষ্ণসেবা ২।২২।৯০-৯১; ৩।৬।২৩৫; ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণের চারি ভাবের পরিকর আছেন—দাস, সখা, পিতামাতা ও প্রেয়সী ২।২২।৯২; ৩।৭।২২; যিনি যেই ভাবের সাধক, তিনি সেই ভাবের পরিকরদের আনুগত্যে অন্তশ্চিন্তিত দেহে ভজন করিবেন ২।২২।৯১; রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা লিপ্সু কান্তাভাবের সাধক সখীদের আনুগত্যে ভজন করিলেই অভীষ্ট সেবা পাইতে পারিবেন, অন্যথা তাহা দুর্ল্লভ ২।৮।১৬২-৬৬; গোপীভাবামৃতে যাঁহার লোভ হয়, বেদধর্ম্মাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি রাগানুগা মার্গে ভজন করিলেই ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে পাইবেন ২।৮।১৭৭-৭৮; ২।৮।১৮৩-৮৪; ২।২৪।৬১; ব্রজলোকের কোনও ভাব লইয়া ভজন করিলে ভাবযোগ্য দেহ লাভ করিয়া ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাওয়া যায় ২।৮।১৭৯-৮২; বিধিমার্গে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাওয়া যায় না ২।৮।১৮২; রাগমার্গে প্রেমভক্তিই সর্ব্বাধিক ৩।৭।২১; আচরণ—গ্রাম্যকথার কথন-শ্রবণ-ত্যাগ এবং তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন, ভাল খাওয়া-পয়ার লোভ ত্যাগ ৩।৬।২৩৪-৩৫; ৩।২০।১৬-২১; রাগমার্গে সাধনের ফল কৃষ্ণচরণে প্রেমলাভ ২।২২।৯৬; ৩।২০।২১; ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা প্রাপ্তি ২।৮।১৭৮-৭৯।

রাগভক্তের ভেদ ২।২৪।২০৬-১২।

অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যও নব-নবায়মান হয় ১।৪।১২২-২৪ ; ১।৪।১৬৮ ; এবং ঐশ্বর্য্য আত্মগোপন করিতে বাধ্য হয় ১।১৭। ২৭৪-৮৪ ; এই প্রেমের স্বভাবে সর্ব্বদা কৃষ্ণমাধুর্য্য পান করিলেও তৃষ্ণাশান্তি হয় না, বরং নিরন্তর তৃষ্ণা বর্দ্ধিত হয় ১।৪।১৩০ ; এবং অতৃপ্তিবশতঃ বিধির নিন্দা করে ১।৪।১৩১-৩২ ; এবং প্রেমগন্ধহীনতার ভাব জন্মায় ২।১।৪০ ; এবং সুখবাসনা না থাকিলেও কোটিগুণ সুখ জন্মে ১।৪।১৫৬-৬৬ ; কিন্তু তাহাতে যদি সেবার বিঘ্ন হয়, তাহা হইলে সেই সুখকেও ধিক্কার দেয় ১।৪।১৭১ ; প্রেমের প্রভাবে গোপীগণ কৃষ্ণের মনের বাসনা জানিতে পারেন, পরিপাটীর সহিত প্রেমসেবা করিতে পারেন ১।৪।১৭৫ ; এবং শ্রীকৃষ্ণের সহায়, গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী, প্রিয়া, শিষ্যা, সখী ও দাসীস্বরূপ হয়েন ১।৪।১৭৪ ; গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধা স্বীয় প্রেমপ্রভাবে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ১।৪।১৭৬ ; এবং এই প্রেমের প্রভাবেই শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের সুখের একমাত্র হেতু, অন্য গোপীগণ রসপুষ্টির সহায়তামাত্র করেন ১।৪।১৭৭-৭৮ ; ২।৮।৮২-৮৮ ; ২।৮।১৬৩-৬৪ ; এই প্রেমের প্রভাবেই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী ১।৪।১৯৫-২০৫ ; এবং এই প্রেমের প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-গন্ধেও শ্রীরাধা উন্মত্তার ন্যায় হইয়া পড়েন ১।৪।২০৭-১১ ; এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও কোটিগুণ অধিক সুখ পাইয়া থাকেন ১।৪।২১২-১৫ ; এই প্রেম শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে বশীভূত এবং চির-ঋণী করিয়া রাখে ১।৪।১৫১-২২ ; রাধাপ্রেম অন্যনিরপেক্ষ ২।৮।৭৭-৮৮ ; শ্রীরাধার প্রেমের প্রভাবেই রাধাকৃষ্ণের বিলাসের মহত্ত্ব এবং কৃষ্ণের ধীর-ললিতত্ব ২।৮।১৪৬-৪৭ ; প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তেই এই প্রেমের চরম-মহত্ত্বের বিকাশ ২।৮।১৫০-৫১ ; এবং রাধাপ্রেমের সাধ্যাবধিত্ব ২।৮।১৫৭ ; শ্রীরাধার প্রেম শ্রীকৃষ্ণবিরহ-কালে তাঁহাকে দিব্যোন্মাদগ্রস্তা করে, তাঁহার ভ্রমময় চেষ্টা, প্রলাপময় বাদ স্ফুরিত করে ২।২।২-৪ ; এই প্রেম যেন বিষামৃতে একত্র-মিলন, বাহে বিষজ্বালা, ভিতরে আনন্দ ২।২।৪৪-৪৫ ; শ্রীকৃষ্ণরূপাদির নিষেবণ ব্যতীত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিষ্ফলতার জ্ঞান জন্মায় ২।২।২৬-৩১ ; এবং কৃষ্ণের রূপাদি আস্বাদনের জন্য বলবতী লালসা জন্মায় ৩।১৫।১৩-২১ ; ৩।১৫।৫৬-৬০ ; ৩।১৫।৬২-৬৭ ; রাধাপ্রেম শ্রীকৃষ্ণকেও রাধাভাব-কান্তি অঙ্গীকার করাইয়াছে ১।৪।২২২-২৩ ; রাধাপ্রেমই শ্রীকৃষ্ণের মদন-মোহনত্ব-সাধক ২।১৭।১৫ শ্লো।

রাধা অপেক্ষা নিজের উৎকর্ষসম্বন্ধে কৃষ্ণের বিচার ১।৪।২০৬-১৬।

রাধার উৎকর্ষসম্বন্ধে কৃষ্ণের বিচার ১।৪।১৯৫-২০৫।

রাধাকুণ্ডের মহিমা ২।১৮।৫-১০।

রাধাকৃষ্ণ একই স্বরূপ, একাত্মা ১।৪।৪৯ ; ১।৪।৮৫।

রাধাকৃষ্ণের বিলাসমহত্ত্ব ২।৮।১৪৬-৫৬।

রাধাকৃষ্ণের লীলারস দাস্য-বাৎসল্যাদি ভাবের অগোচর ২।৮।১৬২।

রাধাঠাকুরাণীর পাচিত অন্নের মাধুর্য্যাদি ৩।৬।১১৪-১৫।

রাধাপ্রেমের অন্যাপেক্ষাহীনতা ২।৮।৭৭-৮৮।

রাবণকর্ত্তৃক মায়াসীতা হরণের বিবরণ ২।৯।১৭৬-৭৯ ; ২।৯।১৮৫-৯১।

রামকেলিতে প্রভুর সহিত রূপ-সনাতনের মিলন ২।১।১৭১-২১০।

রামচন্দ্রখানের বিবরণ ৩।৩।৭৪-১৫৬।

রামচন্দ্রপুরীর বিবরণ, মাধবেন্দ্রপুরীকর্ত্তৃক উপেক্ষাদি ৩।৮।৬-২৬ ; ৩।৮।৩০ ; ৩।৮।৩৬-৮৯।

রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে প্রভুর ভিক্ষা-সঙ্কোচন ৩।৮।৩৮-৮১।

রামদাস বিপ্রকর্ত্তৃক প্রভুর ভিক্ষাদান-প্রসঙ্গ ২।৯।১৬৪-৮২ ; ২।৯।১৮৫-২০১।

রামনাম তারক, কৃষ্ণনাম পারক ৩।৩।২৪৪।

রায়রামানন্দ-প্রসঙ্গ ঃ ভবানন্দরায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ২।১০।৪৮ ; রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে রাজমহিন্দার রাজা ৩।৯।১২০ ; গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরে তাঁহার বসতি ২।৭।৬১ ; শূদ্র ২।৭।৬২ ; ২।৮।১৯ ; রসিক ভক্ত, পাণ্ডিত্য ও

৩।১।৮৬-৯১; শ্রীরূপের সহিত মিলনের জন্য সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-স্বরূপাদির সহিত হরিদাসঠাকুরের কুটীরে প্রভুর আগমন, শ্রীরূপের গুণকীর্ত্তন ৩।১।৯২-৯৬; ভক্তদের সহিত শ্রীরূপের মিলন, তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীরূপকৃত, "প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ"-শ্লোক এবং "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী"-শ্লোকের আস্বাদন ৩।১।৯৭-১০৮; সকলে মিলিয়া শ্রীরূপের লিখিত নাটকদ্বয়ের কতিপয় শ্লোকের আস্বাদন ও প্রশংসা ৩।১।১০৯-৫০; প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীরূপের দ্বারা সকল ভক্তের চরণবন্দনা ৩।১।১৫১-৫৩; রসতত্ত্ব-বিচারে যোগ্যপাত্র মনে করিয়া প্রভু যে নিজেই শ্রীরূপে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন এবং ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্ত্তনের আদেশ দিয়াছেন, তাহা প্রভু নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন ৩।১।৮০-৮১; ৩।১।১৪১; ব্রজলীলা-প্রেমরস বর্ণনের শক্তিলাভের নিমিত্ত প্রভু নিজেই শ্রীরূপের প্রতি বর দেওয়ার জন্য ভক্তদের নিকটে প্রভুর ইচ্ছা জ্ঞাপন ৩।১।১৪২-৪৪; হরিদাসঠাকুরকর্ত্তৃক শ্রীরূপের ভাগ্যের প্রশংসা ৩।১।৮৯-৯০; ৩।১।১৫৪-৫৫; প্রভুর সঙ্গে দোলযাত্রাদি দর্শন ৩।১।১৫৯; দোলযাত্রার পরে-- তাঁহাতে পুনরায় শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক বৃন্দাবনে যাওয়ার এবং অবস্থানের, ব্রজের রসশাস্ত্র-নিরূপণের, লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের এবং কৃষ্ণসেবা রস ভক্তি প্রচার করার আদেশ দিয়া প্রভু শ্রীরূপকে বিদায় দিলেন ৩।১।১৬০-৬৪; ভক্তদের নিকটে বিদায় লইয়া গৌড়পথে শ্রীরূপ বৃন্দাবনে আসেন ৩।১।১৬৫; শ্রীরূপগোস্বামিকৃত গ্রন্থের নাম ২।১।৩১-৩৬; ৩।৪।২১৫-১৭; শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন আ-সিন্ধুনদী আর হিমালয়, বৃন্দাবন-মথুরাদিতীর্থে ভক্তি ও সদাচার প্রচার করিয়াছেন, শাস্ত্রদৃষ্টে লুপ্ততীর্থের উদ্ধার করিয়াছেন, বৃন্দাবনে শ্রীমূর্ত্তির সেবা-প্রচার করিয়াছেন ১।১০।৮২-৮৮; রঘুনাথদাসগোস্বামী বৃন্দাবন গেলে নিজের ভাই করিয়া তাঁহাকে রাখিয়াছেন ১।১০।৯৪; অসাধারণ বৈরাগ্য ও ভক্তিনিষ্ঠা ২।১৯।১১২-১৯।

রূপগোস্বামীর গোপালদর্শন-প্রসঙ্গ ২।১৮।৪০-৪৮।

রূপ-সনাতনের আচরণ, বৃন্দাবনে ২।১৯।১১২-১৯।

রূপ-সনাতন-নামের প্রকাশ, প্রভুকর্ত্তৃক ২।১।১৯৫।

রূপ-সনাতনের নিত্যপার্ষদত্ব-খ্যাপন, প্রভুকর্ত্তৃক ২।১।২০১।

ল ল ল

লক্ষ্মী: লক্ষ্মী ও গোপী-তত্ত্বতঃ অভিন্ন ২।৯।১৩৯; লক্ষ্মীর কৃষ্ণসঙ্গ-কামনা ও তপস্যা ২।৯।১০৫-১১১; ২।৯।১৩০-৩৪; তপস্যা করিয়াও লক্ষ্মী কৃষ্ণসঙ্গ পায়েন নাই ২।৮।১৮৬; ২।৯।১১২-১৪; লক্ষ্মীর কৃষ্ণসঙ্গ না পাওয়ার হেতু ২।৯।১১৭-২৬; তবে লক্ষ্মী গোপীদ্বারা কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ করেন ২।৯।১৪০; লক্ষ্মীদেবীর মানের প্রকার ২।১৪।১২৬-৩১।

লীলাবতার: কৃষ্ণের স্বাংশ ২।২০।২১১-১৩; ২।২০।২৫৪-৫৬; কলিতে ভগবান্ লীলাবতার করেন না ২।৬।৯৭ ("স্বাংশভেদ" দ্রষ্টব্য)।

লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব ৩।২।৫; লোক-নিস্তারের ত্রিবিধ উপায় ৩।২।২-৫—সাক্ষাৎ দর্শন ৩।২।৬-১১; আবেশ ৩।২।১১-৩১; এবং আবির্ভাব ৩।২।৩২-৭৭।

শ শ ল

শক্তি: কৃষ্ণের অনন্তশক্তি, তাতে তিন প্রধান—চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি ২।৮।১১৬; ২।২০।১০২-৩; ২।২০।১২৯; চিচ্ছক্তির নামান্তর অন্তরঙ্গাশক্তি, স্বরূপশক্তি ১।২।৮৪; স্বরূপশক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা; মায়াশক্তির অপর নাম বহিরঙ্গাশক্তি; এবং জীবশক্তির অপর নাম তটস্থাশক্তি ১।২।৮৬; ২।৮।১১৭; কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দময় বলিয়া তাঁহার **স্বরূপশক্তিরও** তিনটী রূপ—আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী এবং চিদংশে সম্বিৎ (বা জ্ঞান) ১।৪।৫৪-৫৫; ২।৬।১৪৪-৪৫; ২।৮।১১৮-১৯; হ্লাদিনী হইল আনন্দদায়িনীশক্তি; হ্লাদিনীদ্বারা কৃষ্ণ নিজেও আনন্দ অনুভব করেন, ভক্তগণকেও আনন্দ দান করেন ১।৪।৫২-৫৩; ২।৮।১২০-২১; হ্লাদিনীর সার অংশই প্রেম ১।৪।৫৯; ২।৮।১২২; সন্ধিনীর সার অংশের নাম শুদ্ধসত্ত্ব, যাহাতে ভগবানের সত্তার বিশ্রাম ১।৪।৫৬; শ্রীকৃষ্ণের পরিকরস্থানীয় মাতা-পিতাদি

গোবর্দ্ধনদাসের মুদ্রা ও লোক প্রেরণ, লোকের প্রতি শিবানন্দের উপদেশ ৩৬।২৫৫-৫৮; জ্যেষ্ঠ পুত্র চৈতন্যদাসের প্রভুর সহিত মিলন, প্রভুর নিমন্ত্রণ, চৈতন্যদাসকর্তৃক প্রভুর নিমন্ত্রণ ৩,৬।১৩৯-৫৮; তিনপুত্রের সহিত সপত্নীক নীলাচলে গমন ৩।১২।৭; শাস্তিচ্ছলে নিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপাপ্রাপ্তি ৩।১২।১৭-৩১; শিবানন্দের তিন পুত্রের সহিত প্রভুর মিলন, কনিষ্ঠপুত্রের পুরীদাস নামের রহস্য ৩।১২।৪৩-৪৮; পুরীদাসের প্রতি প্রভুর কৃপা ৩।১২।৪৯; শিবানন্দের স্ত্রী-পুত্র যত দিন নীলাচলে থাকিবেন, তত দিন তাঁহাদিগকে প্রভুর অবশেষ দেওয়ার জন্য গোবিন্দর প্রতি প্রভুর আদেশ ৩।১২।৫২; শিবানন্দের গৃহে জগদানন্দের উপস্থিতি ও চন্দনাদি তৈল প্রস্তুত করণ ৩।১২।১০১-২; ছোটপুত্র পুরীদাসের সহিত সপত্নীক শিবানন্দের নীলাচল-গমন, পুরীদাসের প্রতি প্রভুর কৃপা ৩।১৬।৬০-৭০।

শিবানন্দের তিনপুত্রের নাম ঃ চৈতন্যদাস, রামদাস, কর্ণপূর ১।১০।৬০; কর্ণপূরের অপর নাম পরমানন্দ দাস, পুরীদাস ৩।১২।৪৪-৪৮।

শিক্ষাগুরু-তত্ত্ব—"গুরুতত্ত্ব"-দ্রষ্টব্য।

শুদ্ধভক্ত : শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধিময় কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ীসেবার অভিলাষী ভক্ত ১।৪।২৪; কৃষ্ণসেবাব্যতীত স্বসুখার্থ সালোক্যাদি চাহেন না ১।৪।১৭২; নিজের দুঃখভোগের ভাগী নিজেই হয়েন, প্রেমধনের জন্যই ভজন করেন ৩।৯।৬৭-৭৫; শুদ্ধভক্তের প্রার্থনা ৩।২০।২৪-২৯।

শুদ্ধভক্তি : লক্ষণ—অন্যবাঞ্ছা, অন্য পূজা ও জ্ঞান-কর্ম্মাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ২।১৯।১৪৭-৫০; শুদ্ধভক্তির ফল প্রেমপ্রাপ্তি ২।১৯।১৪৯; শুদ্ধভক্তির অন্তরায়—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাসনা, শুভাশুভ-কর্ম্ম ১।৫।৫০-৫২; ২।১৯।১৫০; বৈষ্ণব-অপরাধ, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির বাসনা, নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটী, জীব-হিংসা ২।১৯।১৩৮-৪৩।

শেষ : ক্ষীরোদশায়ীর অংশ, ভূ-ধারণকারী, সহস্রবদনে কৃষ্ণগুণকীর্ত্তনকারী ১।৫।১০০-৭; শক্ত্যাবেশ-অবতার, কৃষ্ণের স্ব-সেবনশক্তির আবেশ ২।২০।৩১০।

শ্রদ্ধা ঃ কৃষ্ণভক্তিদ্বারাই সর্ব্বকর্ম্মকৃত হয়, এইরূপ সুদৃঢ় নিশ্চিত বিশ্বাস ২।২২।৩৭; শ্রদ্ধাবান্ জনই ভক্তির অধিকারী ২।২২।৩৮; শ্রদ্ধাভেদে ভক্তভেদ ২।২২।৩৮-৪১ ("ভক্ত" দ্রষ্টব্য)।

শ্রীকান্তসেন-প্রসঙ্গ : শিবানন্দ সেনের ভাগিনেয় ৩।১২।৩৩; শিবানন্দসেনের প্রতি নিত্যানন্দের কৃপাশাস্তিতে মনোদুঃখ, একাকী প্রভুর নিকটে গমন ৩।১২।৩৩-৪০; প্রভুর কৃপাপাত্র ৩।২।৩৬; এক বৎসর রথযাত্রার পূর্ব্বেই নীলাচলে গমন, দুইমাস অবস্থান, প্রত্যাবর্ত্তন-সময়ে গৌড়ীয় ভক্তদের সেই বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে না আসিবার জন্য শ্রীকান্তের যোগে প্রভুর সংবাদ প্রেরণ, শ্রীকান্ত কর্ত্তৃক সেই সংবাদের বিজ্ঞপ্তি ৩।২।৩৭-৪৪।

শ্রীজীবগোস্বামি-প্রসঙ্গ : শ্রীরূপ-সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅনুপম বল্লভের পুত্র, মহাপণ্ডিত ৩।৪।২১৮; নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশ গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করেন ৩।৪।২১৯; ৩।৪।২২৩-২৫; এবং বহু ভক্তি-শাস্ত্র প্রচার করেন এবং ভক্তিসিদ্ধান্তের সার দেখাইয়াছেন ২।১।৩৭-৩৮; ৩।৪।২১৯; ৩।৪।২২৬; তাঁহার রচিত কয়েকখানা গ্রন্থের নাম—শ্রীভাগবতসন্দর্ভ, গোপালচম্পূ ২।১।৩৮-৪০; ৩।৪।২২০-২১; ইনি কবিরাজ গোস্বামীর একতম শিক্ষাগুরু ছিলেন ১।১।১৮-১৯; ৩।৪।২২১; ৩।২০।৮৮।

শ্রীবাসপণ্ডিত-প্রসঙ্গ ঃ পঞ্চতত্ত্বের অন্তর্গত ভক্ততত্ত্ব—শ্রীবাসাদি কোটি কোটি ভক্ত, শুদ্ধভক্ত ১।৭।১৪; শ্রীবাস হইলেন প্রভুর প্রধানভক্ত ১।১।২০; মহাপ্রভুর পার্ষদ ও লীলার সহায় ১।৫।১২৩-২৪; প্রভুর উপাঙ্গ ১।৬।৩৪; শ্রীচৈতন্যের দাস্যভাবে উন্মত্ত ১।৬।৪৫-৪৬; প্রভুর পূর্ব্বে অবতীর্ণ ১।১৩।৫১,৫৩; প্রভুর আবির্ভাব-তিথিতে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষ্যে উল্লাস ১।১৩।১০১; প্রভুর জাতকর্ম্ম-নির্ব্বাহে জগন্নাথ মিশ্রের সহায়ক ১।১৩।১০৭; গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে তাঁহার গৃহে প্রভুর এক বৎসর রাত্রিতে কীর্ত্তন ১।১৭।৩০; দ্বারে কপাট দিয়া কীর্ত্তন হইত বলিয়া বহির্ম্মুখগণ

প্রবেশ করিতে পারিত না ; তাই শ্রীবাসকে দুঃখ দেওয়ার জন্য তাহাদের চেষ্টা ১।১৭।৩২ ; তাঁহাকে অপমানিত করার উদ্দেশ্যে চাপাল-গোপলকর্তৃক তাঁহার গৃহসম্মুখে ভবানীপূজার সজ্জা করণ ১।১৭।৩৩-৪০ ; প্রভুর আদেশে চাপাল-গোপাল শ্রীবাসের শরণ গ্রহণ করিলে পর কৃপা ১।১৭।৫৫ ; প্রভুর আদেশে শ্রীবাসকর্তৃক বৃহৎ-সহস্র নাম পঠন ১।১৭।৮৪ ; তাহাতে প্রভু নৃসিংহের ভাবে আবিষ্ট হইয়া ধাবিত হইলে লোকসমূহের ভীতি, তাহাতে প্রভুর অপরাধের ভীতি-জ্ঞাপন, শ্রীবাসকর্তৃক সেবা ও ভীতিভাবের অপনয়ন ১।১৭।৮৫-৯২ ; শ্রীবাসগৃহে নিতাই-গৌরের কীর্ত্তন-সময়ে শ্রীবাসের পুত্র-বিয়োগ-সংবাদ গোপন, মৃতপুত্রের মুখে প্রভুকর্তৃক তত্ত্বকথার প্রকাশ, দুই প্রভু কর্তৃক শ্রীবাসের পুত্রত্ব অঙ্গীকার ১।১৭।২২০-২২ ; শ্রীবাসের নিকটে আবেশে প্রভুর বংশী-যাচ্ঞা, শ্রীবাসকর্তৃক বৃন্দাবনলীলা বর্ণন ১।১৭।২২৬-৩৩ ; প্রভুর সন্ন্যাসান্তে শান্তিপুরে প্রভুর সহিত মিলন ২।৩।১৫০ ; শান্তিপুরে প্রভুকে ভিক্ষা করাইবার ইচ্ছা, শচীমাতার আগ্রহে নিবৃত্ত ২।৩।১৬৫-৬৯ ; প্রভুর নীলাচল হইতে গৌড়ে আগমনের সময়ে কুমারহট্টে স্বগৃহে প্রভুর সহিত মিলন ২।১৬।২০২ ; রামকেলিতে প্রভুর উপস্থিতিতে রূপসনাতনের সঙ্গে মিলন ২।১।২০৫ ; প্রভুর দর্শনের জন্য রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বৎসর নীলাচলে গমন ২।১।২৪১-৪২ ; কোনও বৎসরে স্বীয় পত্নী মালিনীর সহিত গমন ২।১৬।২১ ; এবং কোনও কোনও বৎসরে শ্রীবাসের চারি ভাই এবং মালিনীরও গমন ৩।১২।২০ ; নীলাচলে এক সময়ে অপর ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভুর গুণকীর্ত্তন, শ্রবণে প্রভুর রোষ ২।১।২৫৫-৫৭ ; তৎকালে বহুসংখ্যক লোক "জয় কৃষ্ণচৈতন্য" বলিয়া কোলাহল করিয়া উঠিলে ভঙ্গীপূর্ব্বক শ্রীবাসের উক্তি ২।১।২৫৮-৬৭ ; নীলাচলে গুণ্ডিচা-মার্জ্জনে ও তদনন্তর ভোজনলীলায় প্রভুর সঙ্গী ২।১২।১৫৪ ; বেঢ়াকীর্ত্তনে নৃত্যাদি ২।১১।২১১ ; ৩।১০।৫৬-৫৮ ; রথযাত্রাকালে প্রভুর সহিত কীর্ত্তন ২।১৩।৩১,৩৭,৭৩ ; ৩।৭।৫৭-৫৮ ; ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভুর জলকেলি সময়ে গদাধরের সঙ্গে জলকেলি ২।১৪।৭৯ ; লক্ষ্মীদেবীর সম্পদ-সম্বন্ধে স্বরূপদামোদরের সহিত রঙ্গ-কোন্দল ২।১৪।১৯০-২১৪ ; স্বরূপদামোদর শ্রীবাসের প্রাণসম প্রিয় ২।১০।১১৫ ; শ্রীবাসাদি চারি ভ্রাতার মূল্যক্রীত বলিয়া প্রভুর উক্তি ২।১১।১৩০-৩১ ; তাঁহার গৃহে প্রভুর নিত্য নর্ত্তনের প্রতিশ্রুতি ২।১৫।৪৬-৪৭ ; নীলাচলে শ্রীবাসকর্ত্তৃক প্রভুর নিমন্ত্রণ ২।১৫।৫৫-৫৬ ; ৩।১০।১৩৬-৩৭ ; গোবিন্দের নিকটে প্রভুর জন্য ভক্ষ্যদ্রব্য দান ৩।১০।১১৬ ; নীলাচলে সনাতন গোস্বামীর সহিত মিলন ৩।৪।১০৩-৫ ; ছোট হরিদাসের ত্রিবেণী-প্রবেশের কথা প্রভুর নিকটে জ্ঞাপন ৩।২।১৫৮-৬২ ; মাতার জন্য শ্রীবাসের সঙ্গে প্রভুর বস্ত্রপ্রেরণ, সন্ন্যাস-গ্রহণ করাতে মাতার সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন বলিয়া মায়ের চরণে অপরাধ খণ্ডনের জন্য শ্রীবাসের সঙ্গে প্রভুর প্রার্থনা জ্ঞাপন, মাতৃগৃহে প্রভুর ভোজনের কথা মাতার নিকটে জানাইবার উদ্দেশ্যে প্রভুকর্তৃক শ্রীবাসের নিকটে ভোজন-বিবরণ-কথন ২।১৫।৪৮-৬৭ ।

শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপাদি : "ভাগবত" দ্রষ্টব্য ।

শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত প্রভুর মিলন ২।৯।২৫৭-৭৪ ।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গীতাধ্যায়ী-বিপ্রের প্রসঙ্গ ২।৯।৮৭-১০১ ।

শ্রীরূপগোস্বামি-প্রসঙ্গ : "রূপগোস্বামি-প্রসঙ্গ" দ্রষ্টব্য ।

শ্রীসনাতনগোস্বামি-প্রসঙ্গ ঃ "সনাতনগোস্বামি-প্রসঙ্গ" দ্রষ্টব্য ।

শ্রুতিগণের কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির বিবরণ ২।৮।১৮০-৮২ ; ২।৯ ১১৬-২৩ ।

ষ স

ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের চিচ্ছক্তির বিলাস ২।৬।১৪৭ ; ২।২১।৭৯ ।

ষাঠীর মাতার প্রসঙ্গ ঃ সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী, প্রভুর মহাভক্ত, স্নেহেতে জননী ২।১৫।১৯৮ ; প্রভুর জন্য রান্না ২।১৫।১৯৯-২০১ ; জামাতা অমোঘকর্তৃক প্রভুর নিন্দা-শ্রবণে আক্ষেপ ২।১৫।২৪৯-৫০ ; অমোঘের আচরণ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত সার্ব্বভৌমের আলাপ ২।১৫।২৫৭-৬১ ; এবং উভয়ের উপবাস ২।১৫।২৬৬ ।

ষড়ৈশ্বর্য্যের অন্ত কেহ পায় না ২।২১।৭ ; ২।২১।১১-৮১।

স স

সংবিৎ (বা সম্বিৎ)—“শক্তি” দ্রষ্টব্য।

সকল জীব উদ্ধারপ্রাপ্ত হইলেও সূক্ষ্মজীবে পুনরায় জগৎ পূর্ণ হয় ৩।৩।৭২-৮১।

সখীতত্ত্ব : “গোপীতত্ত্ব” দ্রষ্টব্য ; শ্রীরাধার কায়ব্যূহ ২।৮।১২৬ ; শ্রীরাধারূপ কৃষ্ণ-প্রেম-কল্পলতার পল্লব-পুষ্প-পাতা ২।৮।১৬৯ ; সখীদেরই রাধাকৃষ্ণের লীলায় অধিকার, তাঁহারাই লীলার বিস্তার ও পুষ্টি সাধন করিয়া আস্বাদন করেন ২।৮।১৬৩-৬৫ ; কৃষ্ণের সহিত নিজেদের লীলাতে সখীদের মন নাই, কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা-সংঘটিত করিতে পারিলেই তাঁহাদের আনন্দ ২।৮।১৬৭-৭০ ; তথাপি শ্রীরাধা তাঁহাদের সহিত কৃষ্ণের সঙ্গম করান ২।৮।১৭১-৭৩ ; সখীদের কৃষ্ণপ্রেম কামগন্ধহীন ১।৪।১৩৯-৭৫ ; ২।৮।১৭৪-৭৬।

সখ্যরতি : লক্ষণ—শান্তের কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা এবং কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণাত্যাগ, দাস্যের সেবন এবং গৌরববুদ্ধিহীন বিশ্বাসময় সেবন ; কৃষ্ণের সহিত সমান-সমান ভাব ২।২৯।১৮১-৮৪ ; ১।৪।২২ ; সখ্যরতি অনুরাগসীমা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয় ২।২৩।৩৫ ; ২।২৪।২৬ ; ব্রজে শ্রীদামাদি এবং দ্বারকায় ভীমার্জ্জুনাদি শ্রীকৃষ্ণের সখ্যভাবের ভক্ত ২।১৯।১৬৩ ; ব্রজের সখ্যরতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন, দ্বারকার রতি ঐশ্বর্য্যপ্রধান ২।১৯।১৬৬ ; ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রাধান্যে রতি সঙ্কোচিত হয় ২।১৯।১৬৭ ; ২।১৯।১৭০ ; ব্রজের কেবলারতি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিলেও তাহাকে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে করে না, কৃষ্ণের সহিত নিজ সম্বন্ধের কথা ভুলে না ২।১৯।১৬৭ ; ২।১৯।১৭২ ; সখ্যরতি হইল সখ্য রসের স্থায়িভাব ২।১৯।১৫৪ ; ইহার সহিত বিভাব-অনুভাবাদির মিলন হইলে রসে পরিণত হয় ২।১৯।১৫৪-৫৬।

সগর্ভ যোগী ২।২৪।১০৬।

সৎসঙ্গের মহিমাসূচক ভক্ত-ব্যাধের বিবরণ ২।২৪।১৫১-২০২।

সত্যভামার মান ২।১৪।১৩৬।

সনাতনগোস্বামি-প্রসঙ্গ : গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের প্রধান মন্ত্রী, সাকর মল্লিক ২।২০।২৯০ ; ২।১।১৭৪ ; প্রভুর সহিত মিলনের পূর্ব্বেই প্রভুর নিকটে পত্রপ্রেরণ, উত্তর প্রাপ্তি ২।১।১৯৬-৯৭ ; রামকেলিতে প্রভুর আগমনে হুসেন সাহের মনোভাব-সম্বন্ধে শ্রীরূপের সহিত আলোচনা ২।১।১৭২ ; এবং ছদ্মবেশে দুই ভাইয়ের প্রভুর নিকটে গমন, প্রথমে নিত্যানন্দপ্রভু ও হরিদাস-ঠাকুরের সঙ্গে, পরে তাঁহাদের কৃপায় প্রভুর সহিত মিলন, দৈন্য-আর্ত্তি প্রকাশ ২।১।১৭২-৯৩ ; প্রভুর কৃপা, রূপ-সনাতনের প্রতি কৃপা করার জন্য ভক্তবৃন্দের নিকট প্রভুর আবেদন ২।১।১৯৪-২০৩ ; ভক্তবৃন্দের সহিত মিলন ২।১।২০৪-৬ ; রামকেলি-ত্যাগের জন্য প্রভুর নিকটে নিবেদন, বৃন্দাবন যাওয়ার রীতি-সম্বন্ধে প্রভুকে উপদেশ ২।১।২০৭-১০ ; রামকেলি হইতে গৃহে গমন ২।১।২১২ ; বিষয়ত্যাগের উপায় উদ্ভাবন, চৈতন্যচরণ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ ২।১৯।২-৪ ; অসুখের ছল করিয়া রাজকার্য্যে অনুপস্থিতি, স্বগৃহে পণ্ডিতদের সঙ্গে ভাগবত-আলোচনা ২।১৯।১২-১৬; হুসেনসাহকর্ত্তৃক রাজবৈদ্য প্রেরণ, বৈদ্য বলিলেন—সনাতনের কোনও অসুখ নাই ২।১৯।১৯ ; সনাতনের ভাগবত-বিচারের সভায় হঠাৎ হুসেন সাহের আগমন, রাজকার্য্যে যোগদানের জন্য সনাতনকে অনুরোধ, সনাতনের অসম্মতি, সনাতনের সহিত রাজার কঠোর ব্যবহার, সনাতনের বন্ধন ২।১৯।১৭-২৬ ; উড়িষ্যায় যুদ্ধযাত্রাকালে গৌড়েশ্বরের সঙ্গে যাওয়ার জন্য সনাতনকে পুনরায় অনুরোধ, সনাতনের অসম্মতি, সনাতন কারারুদ্ধ ২।১৯।২৭-২৯ ; শ্রীরূপের বৃন্দাবন-গমন-কালে শ্রীরূপের লিখিত পত্র-প্রাপ্তি, পত্রে মুদির নিকটে গচ্ছিত টাকার সাহায্যে কারামুক্তির এবং বৃন্দাবনযাত্রার অনুরোধ ২।১৯।৩১-৩৪ ; কারারক্ষীকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া সনাতনের পলায়ন, গড়িদ্বার-পথ ত্যাগ করিয়া অন্য পথে গমন, এক ভৌমিকের সহায়তায় পাতড়া-পর্ব্বত পার ২।২০।৩-৩২ ; সঙ্গের ভৃত্য ঈশানকে বিদায় দিয়া ছেঁড়া কাঁথা ও করোয়া লইয়া একাকী গমন, পথে হাজিপুরে

স্বীয় ভগিনীপতি শ্রীকান্তের প্রদত্ত ভোট কম্বল গ্রহণ, কতদিন পরে বারাণসীতে উপস্থিতি ২।২০।৩৩-৪৪ ; চন্দ্রশেখরের গৃহে প্রভুর সহিত মিলন ও দৈন্য প্রকাশ, প্রভুর কৃপা ২।২০।৪৪-৫৯ ; প্রভুর প্রশ্নে স্বীয় কারামুক্তির কাহিনী প্রকাশ ; প্রভুকর্তৃক রূপ ও অনুপমের সঙ্গে প্রয়াগে মিলনের এবং তাঁহাদের বৃন্দাবন-গমনের সংবাদ জ্ঞাপন ২।২০।৬০-৬৩ ; তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের সহিত মিলন, প্রভুর আদেশে চন্দ্রশেখর সনাতনকে ভদ্র করাইয়া গঙ্গাস্নান করান ২।২০।৬৩-৬৫ ; চন্দ্রশেখর প্রদত্ত নূতন বস্ত্র গ্রহণে অসম্মতি, শুনিয়া প্রভুর আনন্দ, সনাতনকে লইয়া ভিক্ষার্থ প্রভুর তপনমিশ্রের গৃহে গমন, মিশ্র প্রদত্ত নূতন বস্ত্র গ্রহণ না করিয়া পুরাতন বস্ত্র যাচ্ঞা, মিশ্রপ্রদত্ত পুরাতন বস্ত্রদ্বারা কৌপীন বহির্বাস করণ ২।২০।৬১-৭৩ ; মহারাষ্ট্রী বিপ্রের সহিত মিলন, কাশীতে অবস্থানকালে সর্ব্বদা সেই বিপ্রের গৃহে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ অস্বীকার, মাধুকরী করার ইচ্ছা প্রকাশ, তাহাতে প্রভুর আনন্দ ২।২০।৭৪-৭৭ ; সনাতনের ভোটকম্বল প্রভুর ভাল লাগিতেছে না বুঝিতে পারিয়া এক গৌড়িয়াকে ভোট দিয়া তাহার কাঁথা গ্রহণ, তাহাতে প্রভুর অত্যন্ত আনন্দ ২।২০।৭৭-৮৯ ; কাশীতে দুই মাস পর্য্যন্ত নানাবিধ তত্ত্ববিষয়ে প্রভুর নিকট শিক্ষা গ্রহণ ২।২০।৯২-২।২৩।৬০ ; সনাতন যাহা শিক্ষা পাইলেন, চিত্তে তাহা স্ফুরিত হওয়ার জন্য প্রভুর নিকটে বর-প্রাপ্তি ২।২৩।৬১-৬৬ ; প্রভুর মুখে "আত্মারাম"-শ্লোকের একষষ্টি প্রকার অর্থ শ্রবণ ২।২৪।২-২২৭ ; প্রভুর মুখে ভাগবতের-স্বরূপ শ্রবণ ২।২৪।২২৮-৩৫ ; মথুরার লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা-বৈষ্ণবাচারের প্রচার, ভক্তিরসের বিচার এবং ভক্তি-স্মৃতি-শাস্ত্র-প্রচার করার জন্য প্রভুর আদেশ প্রাপ্তি ২।২৩।৫৩-৫৫ ; প্রভুর নিকটে বৈষ্ণব-স্মৃতির দিগ্‌দর্শন-প্রাপ্তি ২।২৪।২৩৬-৫৬ ; যখন সনাতন লিখিবেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত স্ফুরণ করাইবেন বলিয়া আশীর্ব্বাদ লাভ ২।২৪।২৫৭ ; প্রকাশানন্দ সরস্বতীর শেষ পরিবর্ত্তন দিনে বিন্দুমাধব-অঙ্গনে প্রভুর প্রেমাবেশ-নর্ত্তন-কালে চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র এবং পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়ার সঙ্গে সনাতন কর্ত্তৃক নামসঙ্কীর্ত্তন ২।২৫।৫৪ ; বৃন্দাবন গমনের জন্য এবং সেস্থানে কান্থা-করঙ্গিয়া কাঙ্গাল-ভক্তদের পালনের জন্য সনাতনের প্রতি প্রভুর আদেশ ২।২৫।১৩৫-৩৬ ; প্রয়াগ হইয়া সনাতনের মথুরায় গমন, মথুরায় সুবুদ্ধি রায়ের সহিত মিলন, এবং তাঁহার মুখে শ্রীরূপ ও অনুপমের বার্ত্তা শ্রবণ ২।২৫।১৬২-৬৫ ; বন ভ্রমণ, বৈরাগ্য, মথুরামাহাত্ম্য-শাস্ত্র সংগ্রহ, লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার ২।২৫।১৬৬-৬৭ ; মথুরা হইতে ঝারি-খণ্ডের পথে সনাতনের নীলাচলে আগমন, পথে কভু উপবাস, কভু চর্ব্বণ, গাত্রে কণ্ডুর উদ্ভব ৩।৪।২-৪ ; সনাতনের নির্ব্বেদ, ভজনের অযোগ্য অপবিত্র অস্পৃশ্য—এবং জগন্নাথমন্দিরে প্রবেশের পক্ষে, মন্দিরের নিকটে যাওয়ার পক্ষেও অযোগ্য—দেহ তাঁহার, এইরূপ বিচার ; রথে জগন্নাথ দর্শন করিয়া প্রভুর অগ্রে রথচক্রের নীচে দেহত্যাগের সঙ্কল্প ৩।৪।৫-১১ ; নীলাচলে হরিদাস ঠাকুরের বাসায় উপস্থিতি, সেস্থলে প্রভুর সহিত মিলন, স্বীয় কণ্ডুরসা প্রভুর অঙ্গে লাগিবে বলিয়া প্রভুর আলিঙ্গন-চেষ্টায় দূরে পলায়ন, বলপূর্ব্বক প্রভুকর্ত্তৃক আলিঙ্গন, প্রভুর অঙ্গে কণ্ডুক্লেদ সংলগ্ন ৩।৪।১২-২০ ; প্রভুকর্ত্তৃক ভক্তগণের সহিত সনাতনের মিলন ৩।৪।২১-২২ ; প্রভুর সহিত ইষ্টগোষ্ঠী, প্রভুকর্তৃক শ্রীরূপের নীলাচলে আগমনের এবং গৌড়ে অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তির সংবাদ জ্ঞাপন, সনাতনকর্তৃক অনুপমের ভক্তিনিষ্ঠার কথা জ্ঞাপন এবং প্রভুকর্ত্তৃক মুরারিগুপ্তের ভক্তিনিষ্ঠার কথা জ্ঞাপন ৩।৪।২৩-৫১ ; নিত্য গোবিন্দদ্বারায় এবং স্বয়ং প্রভু কর্তৃক মহাপ্রসাদ দান ৩।৪।৪৯ ; ৩।৪।৫২ ; অন্তর্য্যামি-প্রভুকর্ত্তৃক সনাতনের দেহত্যাগের সঙ্কল্পের অবগতি, প্রভুর নিষেধ, দেহত্যাগে কৃষ্ণ মিলে না, মিলে ভজনে, দেহত্যাগ তমোধর্ম্ম—ইত্যাদি উপদেশ, সনাতনের প্রতি ভজনের উপদেশ, শ্রেষ্ঠ ভজনাঙ্গের উল্লেখ ৩।৪।৫৩-৬৬ ; সনাতনের দেহ প্রভুর নিজের সম্পত্তি, সনাতনের নিকটে গচ্ছিত, এই দেহদ্বারা প্রভু প্রয়োজনীয় কার্য্য করাইবেন;—ইত্যাদি প্রভুর উক্তি, দেহত্যাগ-বিষয়ে সনাতনকে নিষেধ করার জন্য হরিদাস ঠাকুরকেও প্রভুর উপদেশ ৩।৪।৬৮-৮৭ ; সনাতন ও হরিদাসের মধ্যে প্রভুর উক্তি সম্বন্ধে আলোচনা, পরস্পর পরস্পরের সৌভাগ্যের প্রশংসা ৩।৪।৮৮-৯৯ ; যমেশ্বর টোটায় নিমন্ত্রণ-প্রসঙ্গে প্রভুকর্তৃক সনাতনের পরীক্ষা, জগন্নাথের সেবকগণ দৈবাৎ তাঁহাকে স্পর্শ করিলে তাঁহারা সেবাবিষয়ে অপবিত্র হইবেন, এই আশঙ্কায় জগন্নাথমন্দিরের নিকটস্থ সোজা এবং ছায়াচ্ছন্ন পথে না গিয়া জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যাহ্নে সমুদ্রতীরের তপ্তবালুকাময় পথে সনাতনের যমেশ্বরে গমন, পায়ে ফোস্কা ও ব্রণ, ইত্যাদি—সনাতন কর্ত্তৃক মর্য্যাদারক্ষণে প্রভুর আনন্দ ৩।৪।১১০-২৯ ; প্রভু বলপূর্ব্বক সনাতনকে আলিঙ্গন করেন বলিয়া, তাহাতে প্রভুর অঙ্গে কণ্ডুরসা লাগে বলিয়া সনাতনের দুঃখ, জগদানন্দ-পণ্ডিতের নিকটে

সনাতনকর্তৃক দুঃখ জ্ঞাপন, রথযাত্রার পরে বৃন্দাবন গমনের জন্য সনাতনের প্রতি জগদানন্দের উপদেশ ৩।৪।১৩০-৩৯ ; এই উপদেশের কথা শুনিয়া জগদানন্দের প্রতি প্রভুর ক্রোধ ও তিরস্কার, সনাতনের গুণ-মহিমা কীর্ত্তন ৩।৪।১৪০-৫৫ ; সনাতনকর্তৃক জগদানন্দের সৌভাগ্যের প্রশংসা এবং প্রভুর গৌরবস্তুতিতে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা খ্যাপন ৩।৪,১৫৬-৫৯ ; তাহাতে প্রভুর লজ্জা অনুভব, বহিরঙ্গবুদ্ধিতেই যে প্রভু সনাতনের প্রশংসা করেন নাই, তাহা জ্ঞাপন, সনাতনকে প্রভুর লাল্যজ্ঞান এবং নিজেকে সনাতনের লালক-জ্ঞান, সনাতনের দেহ অপ্রাকৃত, পার্ষদদেহ, প্রথম দিনেই প্রভু সনাতনের দেহে চতুঃসমের গন্ধ পাইয়াছেন প্রভুকর্তৃক এইরূপ উক্তি এবং সনাতনকে পুনরায় আলিঙ্গন, তাহাতে সনাতনের কণ্ডু দূর হইল, সুবর্ণের তুল্য অঙ্গের সৌন্দর্য্য জন্মিল ৩।৪।১৬০-৯২ ; রথযাত্রা দর্শন ; প্রভু কর্ত্তৃক গৌড়ীয় এবং নীলাচলবাসী ভক্তদের সহিত সনাতনের মিলন-সাধন ৩।৪।১০০-৭ ; হরিদাসের সঙ্গে সর্ব্বদা প্রভুর গুণকথা ৩।৪।১৯৭ ; দোলযাত্রা দর্শন ৩।৪।১০৯ ; দোলযাত্রার পরে প্রভুকর্তৃক সনাতনের বিদায়, বৃন্দাবনে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ ৩।৪।১৯৮ ; প্রভু যে-পথে বৃন্দাবন গিয়াছেন, বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের নিকটে তাহা জানিয়া লইয়া সেই পথে বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন ৩।৪।১৯৯-২০৪ ; বৃন্দাবনে জগদানন্দ পণ্ডিতের সহিত মিলন, সনাতন কর্তৃক জগদানন্দের সর্ব্বসমাধান, জগদানন্দকর্ত্তৃক সনাতনের নিমন্ত্রণ, পণ্ডিতের চৈতন্যপ্রেম পরীক্ষার্থ সনাতনকর্ত্তৃক কোনও সন্ন্যাসিপ্রদত্ত রক্তবস্ত্র শিরে ধারণ, তাহা প্রভুপ্রদত্ত বস্ত্র মনে করিয়া জগদানন্দের আনন্দ, পরে তাহা অন্য সন্ন্যাসিপ্রদত্ত জানিয়া ক্রোধ,-ইত্যাদি ৩।১৩।৪৩-৬০ ; জগদানন্দের সঙ্গে প্রভুর জন্য ভেট প্রেরণ ৩।১৩।৬৫-৬৭ ; জগদানন্দের যোগে জ্ঞাপিত প্রভুর ইচ্ছানুসারে দ্বাদশাদিত্যটিলায় প্রভুর জন্য এক মঠ সংস্কার করিয়া রাখিয়া তাহার সম্মুখভাগে এক ছাওনিতে সনাতনের বাস ৩।১৩।৬৪ ; ৩।১৩।৬৮-৯ ; প্রভুর উপদেশ অনুসারে বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার, কৃষ্ণসেবা প্রচার, ভক্তিগ্রন্থ প্রচার ৩।৪।২০৮-১০ ; রঘুনাথদাস গোস্বামী বৃন্দাবন গেলে নিজ ভাই করিয়া তাঁহার পালন ১।১০।৯৩ ; তাঁহার মুখে প্রভুর কথা শ্রবণ ১।১০।৯৫ ; অদ্ভুত বৈরাগ্য ও ভজননিষ্ঠা ২।১৯।১১৫-১৯।

সনাতনগোস্বামিপ্রণীত কতিপয় গ্রন্থের নামঃ হরিভক্তিবিলাস, ভগবতামৃত, দশমটিপ্পনী, দশমচরিত ইত্যাদি ২।১।৩০-৩১ ; ৩।৪।২১০-১৩।

সনাতন-শিক্ষাঃ প্রভুর নিকটে সনাতনের তিনটী প্রশ্ন—জীবের স্বরূপ কি, জীবের ত্রিতাপ-জ্বালা কেন, কিসে জীবের হিত হইবে ২।২০।৯৬ ; প্রভুর উত্তর—জীব কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি, নিত্যদাস ২।২০।১০১ ; কৃষ্ণকে ভুলিয়া জীব অনাদিকাল হইতে বহির্ম্মুখ বলিয়া জীবের মায়াবন্ধন ও সংসার-যন্ত্রণা ২।২০।১০৪-৫ ; ২।২২।১০-১২ ; কৃষ্ণোন্মুখ হইলে, কৃষ্ণভজন করিলেই জীবের কৃষ্ণসেবা প্রাপ্তি হয়, মায়াবন্ধন ছুটিয়া যায় ২।২০।১০৬ ; ২।২২।১৮ ; কৃষ্ণই যে ভজনীয়, তাহা দেখাইবার জন্য সম্বন্ধতত্ত্বের উপদেশ, কৃষ্ণই সম্বন্ধ-তত্ত্ব, সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার ২।২০।১২৭-৩৩৪ ; কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের বিচার ২।২১।২-১২৪ ; আত্মারাম-শ্লোকের অর্থও সম্বন্ধ-তত্ত্ব-বিচারের অঙ্গ ২।২৪।২-২৩৪ ; জীবের স্বরূপ-জ্ঞানের স্ফুরণের জন্য এবং জীবের স্বরূপে অবস্থিতি লাভের জন্য একমাত্র কর্ত্তব্য ভক্তির সাধন ২।২২।৩-৫৪ ; এই সাধন-ভক্তিই অভিধেয় ; সাধনভক্তির অঙ্গাদির বিবরণ ২।২২।৫৫-৭৮ ; সাধন-ভক্তির ফলে চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হয় ; কৃষ্ণসেবা প্রাপ্তির জন্য প্রেমই মুখ্য প্রয়োজন ; প্রয়োজনতত্ত্বের বিবরণ ২।২৩।২-৬০ ; গোলোকের স্থিতি, মৌষল-লীলা, কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান, কেশাবতার, মহিষীহরণাদি সম্বন্ধে ভাগবতের গূঢ় সিদ্ধান্তও প্রভু সনাতনকে জানাইয়াছেন ২।২৩।৫৭-৬০।

সনাতনের রক্তবস্ত্র-প্রসঙ্গ ৩।১৩।৪৪-৬০ ; রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবেরে পরিতে না জুয়ায় ৩।১৩।৬০।

সন্ধিনীঃ "শক্তি" দ্রষ্টব্য।

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ও আচরণ ২।৩।৬৭ ; ২।৩।৭১ ; ২।৬।১৭৪ ; ২।৭।২২ ; ২।১১।৬-৮ ; ২।১২।২০-২১ ; ২।১২।৪৪-৪৫ ; ৩।৮।৬১-৬৩ ; ৩।৮।৭৭-৮৮।

প্রভুর দেহে অদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকার দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌম বিচার করিলেন—নিত্যসিদ্ধ ভক্তেই এই বিকার সম্ভব, মনুষ্যের দেহে ইহা দেখা যাইতেছে—ইহা বড়ই চমৎকার ২।৬।৮-১১; পরে গোপীনাথ আচার্য্যের সঙ্গে প্রভুর সঙ্গী নিত্যানন্দাদি আসিয়া উপস্থিত হয়েন, সার্ব্বভৌম স্বীয় পুত্র চন্দনেশ্বরকে সঙ্গে দিয়া তাঁহাদিগকে জগন্নাথ দর্শনে পাঠান ২।৬।১৪-৩২; তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে তাঁহাদের উচ্চ নামসঙ্কীর্ত্তনে বেলা তৃতীয় প্রহরে প্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি, তখন সার্ব্বভৌম সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করান ২।৬।৩৫-৪৫; সার্ব্বভৌমের নিজের ভোজনের পরে গোপীনাথাচার্য্যের সঙ্গে প্রভুর নিকটে আগমন, গোপীনাথাচার্য্যের নিকটে প্রভুর পরিচয় পাইয়া সার্ব্বভৌম আনন্দিত হইলেন ২।৬।৪৬-৫৪; সার্ব্বভৌম তখন প্রভুর সঙ্গে আলাপ করেন, তাঁহার মাতৃষ্বসাগৃহে প্রভুর বাসা ঠিক করিয়া দেন ২।৬।৫৪-৬৫; মুকুন্দদত্তের উপস্থিতিতে গোপীনাথাচার্য্যের সঙ্গে প্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমের নাম, সম্প্রদায়াদি সম্বন্ধে সার্ব্বভৌমের আলোচনা, প্রভুর সন্ন্যাসধর্ম্ম রক্ষণ সম্বন্ধে সার্ব্বভৌমের চিন্তা, বেদান্ত শুনাইয়া প্রভুকে বৈরাগ্য-অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইবার ইচ্ছা এবং প্রভুর ইচ্ছা থাকিলে তাঁহাকে পুনরায় উত্তমসম্প্রদায়ে যোগপট্ট দেওয়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ; গোপীনাথাচার্য্যকর্ত্তৃক প্রভুর ভগবত্তার কথা প্রকাশ এবং এই প্রসঙ্গে তাঁহার সার্ব্বভৌমের সহিত ও তদীয় শিষ্যের সহিত বাদানুবাদ ২।৬।৬৬-১০১; গোপীনাথাচার্য্যদ্বারা গণসহিত প্রভুর নিমন্ত্রণ ২।৬।১০২; প্রভুর সহিত জগন্নাথদর্শন, স্বগৃহে প্রভুকে বেদান্ত পড়াইতে আরম্ভ, অষ্টম দিবসে প্রভুর সঙ্গে মায়াবাদভাষ্য সম্বন্ধে আলোচনা, প্রভু কর্ত্তৃক মায়াবাদ ভাষ্য খণ্ডন এবং স্বমত স্থাপন, ভট্টাচার্য্যের বিস্ময় ২।৬।১১০-৬১; প্রভু কর্ত্তৃক সার্ব্বভৌমের নিকটে আত্মারাম-শ্লোকের ব্যাখ্যা, শুনিয়া সার্ব্বভৌমের বিস্ময় এবং প্রভুর কৃপায় পরিবর্ত্তন, কৃষ্ণজ্ঞানে প্রভুর শরণগ্রহণ, প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহাকে চতুর্ভুজরূপ প্রদর্শন, সার্ব্বভৌমকর্ত্তৃক স্তুতি, প্রভুর আলিঙ্গনে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছা, প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহার স্থৈর্য্যসাধন ২।৬।৬৮-৯৫; একদিন প্রত্যূষে প্রভুকর্ত্তৃক সার্ব্বভৌমকে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ দান, স্নান-সন্ধ্যা-দন্তধাবনাদি করার পূর্ব্বেই সার্ব্বভৌমকর্ত্তৃক তাহা ভোজন, প্রভুর উল্লাস ২।৬।১৯৬-২১২; সার্ব্বভৌমের সমস্ত অভিমানের খণ্ডন, পরমবৈষ্ণবত্ব, শাস্ত্রের ভক্তিব্যাখ্যা ২।৬।২১৩-১৫; প্রভুর নিকটে দৈন্য জ্ঞাপন, তাঁহার ইচ্ছায় প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ ভক্তিসাধনের উপদেশ ও হরের্নাম-শ্লোকের ব্যাখ্যা, সার্ব্বভৌমের বিস্ময় প্রকাশ ২।৬।২১৬-২৩; জগদানন্দ ও দামোদরের সঙ্গে, প্রভুর নিমিত্ত উত্তম মহাপ্রসাদ এবং প্রভুর মহিমাসূচক স্বরচিত দুইটী শ্লোক প্রেরণ ২।৬।২২৪-২৯; প্রভুই তাঁহার জপ-ধ্যান ২।৬।২৩০-৩২; প্রভুর নিকটে ভাগবতের ব্রহ্মস্তবের "তত্তেঽনুকম্পাম্"-শ্লোকের "মুক্তিপদে" স্থলে "ভক্তিপদে" পাঠ বদলাইয়া আবৃত্তি-এসম্বন্ধে প্রভুর সহিত আলোচনা সত্ত্বেও "ভক্তিপদে"-পাঠেই তাঁহার উল্লাস ২।৬।২৩৩-৫৩; প্রভুর দক্ষিণ গমনের প্রাক্কালে তাঁহার সহিত প্রভুর কৃষ্ণকথা এবং দক্ষিণগমনের আদেশ প্রার্থনা, সার্ব্বভৌমের আর্ত্তি, তাঁহার অনুরোধে প্রভুর যাত্রা কয়েকদিন স্থগিত, স্বগৃহে প্রভুর নিমন্ত্রণ ২।৭।৪০-৫১; প্রভুর দক্ষিণযাত্রাকালে প্রভুর জন্য কৌপীন-বহির্ব্বাস-দানাদি, গোদাবরীতীরে রায়রামানন্দের সহিত মিলনের জন্য নিবেদন ২।৭।৫৩-৬১; রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত প্রভুসম্বন্ধে আলোচনা, কাশীমিশ্রের গৃহে প্রভুর বাসা নির্ণয় ২।১০।২-২১; দক্ষিণ হইতে প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তনের পরে মিলন, সার্ব্বভৌমাদির নিকটে প্রভুকর্ত্তৃক তীর্থভ্রমণ-কাহিনীর বিবৃতি ২।৭।৩১৫-৩০; নীলাচলবাসী বৈষ্ণবদের অনুরোধে প্রভুর সহিত তাঁহাদের মিলন-সংঘটন ২।৬।২২-৬০; স্বরূপদামোদরের সহিত মিলন ২।১০।১২৪; ঈশ্বরপুরীর সেবক গোবিন্দ সম্বন্ধে সার্ব্বভৌমের সহিত প্রভুর আলোচনা ২।১০।১২৭-৪১; প্রভুকর্ত্তৃক ব্রহ্মানন্দভারতীর চর্ম্মাম্বর দূরীকরণ-বিষয়ে প্রভু ও ভারতীর পরস্পরের স্তুতিকোন্দলে ভারতীর ইচ্ছায় সার্ব্বভৌমের মধ্যস্থতা ২।১০।১৪৬-৭৫; প্রভুর নিকটে প্রভুর সহিত মিলনের জন্য প্রতাপরুদ্রের উৎকণ্ঠা জ্ঞাপন, প্রভুর প্রত্যাখ্যান ২।১১।২-১০; প্রতাপরুদ্রের নিকটে প্রভুর রাজার সহিত মিলনে অসম্মতির কথা জ্ঞাপন, রাজার আর্ত্তি, গোপীনাথাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রভুর দর্শনে আগত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পরিচয়, তাঁহাদের বাসা-প্রসাদাদির ব্যবস্থা ২।১১।৩২-১০৯; দূর হইতে প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন-দর্শন ২।১১।১১০-১৫; প্রভুর বাসায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সহিত মিলন ২।১১।১১৯; প্রভুর সহিত মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত প্রতাপরুদ্রকর্ত্তৃক কটক হইতে সার্ব্বভৌমের নিকটে পত্রপ্রেরণ, প্রভুর ভক্তদের সহযোগিতায় মিলন-সংঘটনের চেষ্টা করিতে অনুরোধ, ভক্তবৃন্দের নিকটে পত্র প্রদর্শন, রাজার আর্ত্তি দেখিয়া সকলের বিস্ময় ও

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম—ভার হরণ নহে ; ইহা বিষ্ণুর কাজ ১।৪।৭।

স্বরূপ দামোদরের প্রসঙ্গ : পূর্ব্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য, পূর্ব্বাশ্রমে নবদ্বীপে প্রভুর চরণে অবস্থিতি ২।১০।১০১ ; প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণে উন্মত্ত হইয়া কাশীতে গিয়া চৈতন্যানন্দের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ ২।১০।১০২-৩ ; বেদান্ত পড়িয়া অন্যকে পড়াইবার জন্য গুরুর আদেশ ২।১০।১০৩ ; কিন্তু তিনি কায়মনে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গুরুর আদেশ নিয়া নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হয়েন ২।১০।১০৪-২২ ; নীলাচলস্থিত প্রভুর পার্ষদ-গণের সঙ্গে মিলন ২।১০।১২৩-২৫ ; নিভৃতে বাসাঘর ২।১০।১২৬ ; নীলাচলে রামানন্দ রায়ের সহিত মিলন ২।১১।২৪ ; প্রভুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া গৌড়ীয় ভক্তদের অভ্যর্থনার্থ মালা-প্রসাদ দান ; অদ্বৈতাচার্য্যের নিকটে গোবিন্দের পরিচয় দান ২।১১।৬৩-৭০ ;২।১৬।৪০ ; গৌড়ীয় ভক্তদের প্রসাদ-ভোজনে পরিবেশন ২।১১।১৮৬-৯২ ; গুণ্ডিচামার্জন-লীলার সঙ্গী ২।১২।১০৬ ; ২।১২।১২২-২৬ ; ২।১২।১৩৮ ; গুণ্ডিচামার্জ্জনান্তে সপরিকর প্রভুর প্রসাদ-ভোজনে পরিবেশন ২।১২।১৬০-৭৩ ; পরিবেশনান্তে প্রসাদ ভোজন ২।১২।১৯১ ; জগন্নাথের নেত্রোৎসবে প্রভুর সঙ্গে জগন্নাথদর্শনে গমন ও দর্শন ২।১২।২০৫ ; রথযাত্রাকালে কীর্ত্তন ২।১৩।৩১-৩৫ ; ২।১৩।৭৩ ; ২।১৩।১০১-৯ ; বলগণ্ডিস্থানের নিকটবর্ত্তী উদ্যানে ভোজনকালে পরিবেশন ২।১৩।৩৮-৯ ; ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবরে প্রভুর জলকেলি-লীলায় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সঙ্গে জলকেলি ২।১৪।৭৮ ; আইটোটাতে প্রভুর সহিত কীর্ত্তন ২।১৪।৯৯ , হোরাপঞ্চমীর দিনে জগন্নাথকর্ত্তৃক রথযাত্রায় লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে না নেওয়ার হেতু ও লক্ষ্মীদেবীর রোষের হেতু সম্বন্ধে প্রভুর সহিত ইষ্টগোষ্ঠী ২।১৪।১১৪-২৫ ; প্রভুর নিকট গোপী-মানের কথা বর্ণন ২।১৪।১২৬-৮৯ ; লক্ষ্মীর সম্পৎ এবং বৃন্দাবনের সম্পৎ-সম্বন্ধে শ্রীবাসের সহিত প্রেমকোন্দল ২।১৪।১৯০-২১৪ ; সার্ব্বভৌমগৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ ২।১৫।১৯৩ ; ২।১৫।১৯৬ ; প্রভুর সঙ্গে গৌড়ে গমন ২।১৬।১২৭ ; ঝারিখণ্ড পথে বৃন্দাবন গমন বিষয়ে স্বরূপ রামানন্দের সহিত প্রভুর পরামর্শ ২।১৭।২-১৯ ; প্রভুর গমনের পরে প্রভুর আদেশ অনুসারে প্রভুর অনুসন্ধান হইতে সকলকে নিবৃত্ত-করণ ২।১৭।২২ ; বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে প্রভুর সহিত মিলন ২।২৫।১৮০ ; প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ গৌড়ে প্রেরণ ৩।১।৮ ; শ্রীরূপ-রচিত "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ" শ্লোকের আস্বাদন ৩।১।৭৭-৮২ ; প্রভুর সহিত শ্রীরূপের নাটকের আস্বাদন ৩।১।৯২-১৫৪ ; গোপাল ভট্টাচার্য্যের মুখে বেদান্ত শ্রবণের জন্য ভগবান্ আচার্য্যের প্রস্তাবের আলোচনা ৩।২।৮৮-৯৯ ; ছোট হরিদাসের প্রতি কৃপা করার জন্য প্রভুকে প্রার্থনা ৩।২।১১৪-২৪ ; ছোট হরিদাসকে আশ্বাস দান ৩।২।১৩৬-৩৯ ; ছোট হরিদাসের দেহত্যাগ সম্বন্ধে গোবিন্দাদির মন্তব্যের উত্তর দান ৩।২।১৫১-৫৭ ; নীলাচলে সনাতনের সহিত মিলন ৩।৪।১০৪ ; বঙ্গদেশীয় কবিকৃত নাটকের আলোচনা ৩।৫।৯২-১৪৬ ; প্রভুকর্ত্তৃক রঘুনাথ দাসকে স্বরূপের হাতে অর্পণ এবং পুত্র-ভৃত্যরূপে তাঁহাকে অঙ্গীকার করার জন্য প্রভুর আদেশ প্রাপ্তি, স্বরূপের স্বীকৃতি ৩।৬।১৯৯-২০৩ ; প্রভুর চরণে রঘুনাথের কৃত্যসম্বন্ধে প্রার্থনা জ্ঞাপন, তাঁহার হস্তে রঘু-নাথের পুনঃ সমর্পণ ২।৬।২২৬-২৮ ; প্রভুর জিজ্ঞাসায় রঘুনাথের সিংহদ্বার ত্যাগের এবং ছত্রে ভিক্ষার সংবাদ জ্ঞাপন ৩।৬।২৭৭-৮০ ; গোবর্দ্ধনশিলার অর্চ্চনের জন্য রঘুনাথকে উপকরণ দান ৩।৬।২৯৩ ; শিলাকে খাজাসন্দেশ দেওয়ার জন্য রঘুনাথের প্রতি উপদেশ, স্বরূপের আদেশে গোবিন্দকর্ত্তৃক তাহার সমাধান ৩।৬।২৯৭-৯৯ ; রঘুনাথদাসকে—পঁচাগন্ধে তেলেঙ্গাগাভীগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত গলিত মহাপ্রসাদ ভোজন করিতে দেখিয়া তাহার কিছু চাহিয়া লইয়া স্বরূপকর্ত্তৃক ভোজন ও প্রশংসা ; গোবিন্দের নিকটে রঘুনাথের এই আচরণের কথা শুনিয়া প্রভুও একদিন আসিয়া ঐরূপ প্রসাদের একগ্রাস গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় গ্রাস গ্রহণ করার সময় স্বরূপ কর্ত্তৃক বাধা দান ৩।৬।৩০৮-১১ ; বল্লভ-ভট্টের নিকটে প্রভুকর্ত্তৃক স্বরূপের ব্রজের মধুর-রস-জ্ঞানের প্রশংসা ৩।৭।২৯-৩৪ ; বল্লভভট্টকর্ত্তৃক সগণ-প্রভুর নিমন্ত্রণে পরিবেশন ৩।৭।৫৩ ; গোপীনাথ পট্টনায়কের উদ্ধারের নিমিত্ত অপর ভক্তদের সহিত প্রভুর নিকটে নিবেদন ৩।৯।৩৫-৩৭ ; জগন্নাথ-মন্দিরে প্রভুর বেঢ়াকীর্ত্তনে কীর্ত্তন ৩।১০।৫৬-৭৫ , প্রভুর ভোজনকালে রাঘবের ঝালির দ্রব্য পরিবেশন ৩।১০।১২৮ ; হরিদাসের নির্য্যানকালে নামকীর্ত্তন ৩।১১।৪৮ ; হরিদাসঠাকুরের দেহের সংকারের উদ্যোগ ৩।১১।৬০ ; হরিদাসের তিরোভাব-উৎসবের জন্য প্রসাদ-ভিক্ষার্থী প্রভুকে ঘরে পাঠাইয়া স্বয়ং প্রসাদ আনয়ন ৩।১১।৭২-৭৮ ;

এবং ভোজনকালে পরিবেশন ৩।১১।৮২-৮৩; জগদানন্দের তুলীগাণ্ডুতে প্রভুকে শয়ন করাইবার নিমিত্ত স্বরূপের নিকটে জগদানন্দের নিবেদন, প্রভু তাহা উপেক্ষা করিলে, জগদানন্দের দুঃখ হইবে বলিয়া প্রভুর নিকটে নিবেদন ৩।১৩।৮-১৪; প্রভুর জন্য কলার শরলার ওড়ন-পাড়ন প্রস্তুত, প্রভুকর্ত্তৃক তাহা অঙ্গীকার ৩।১৩।১৬-১৮; জগদানন্দের বৃন্দাবন গমনের নিমিত্ত প্রভুর আজ্ঞা সংগ্রহ ৩।১৩।২৩-৩২; নীলাচলে রঘুনাথ ভট্টের সহিত মিলন ৩।১৩।১০৩; প্রভুর দীর্ঘাকৃতি ধারণ-লীলায় প্রভুর অনুসন্ধান, সিংহদ্বারের নিকটে প্রাপ্তি, প্রভুর কাণে কৃষ্ণনামের উচ্চারণ করিয়া প্রভুর চেতনা-সম্পাদন এবং ঘরে আনয়ন ৩।১৪।৫১-৭৩; চটক-পর্ব্বত-দর্শনে গোবর্দ্ধন-শৈল-জ্ঞানে প্রভুর প্রেমাবেশজনিত অদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকারে স্বরূপাদির বিহ্বলতা, রোদন, প্রভুর কাণে উচ্চসঙ্কীর্ত্তন, অর্দ্ধবাহ্য-স্ফূর্ত্তিতে প্রভুর প্রলাপ-বচন-শ্রবণ ৩।১৪।৭৯-১০৬; রাসে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে গোপীদের যেভাব হইয়াছিল, সমুদ্রতীর-বর্ত্তী উদ্যানে সেই ভাবাবিষ্ট প্রভুর ইতস্ততঃ কৃষ্ণানুসন্ধান-সময়ে মূর্চ্ছিত প্রভুর চেতনা-সম্পাদন এবং প্রভুর প্রলাপোক্তি শ্রবণ ৩।১৫।২৬-৭০; এবং প্রভুর আদেশে গীতগোবিন্দের পদ গান ৩।১৫।৭১-৭৮; প্রভুপ্রদত্ত ফেলালবের আস্বাদন ৩।১৬।৯৯; প্রভুর কূর্ম্মাকৃতি-ধারণ-লীলায় প্রভুর সেবা ৩।১৭।২-২৯; সমুদ্র-পতন-লীলায় প্রভুর অন্বেষণ ও সেবা, এবং প্রভুর মুখে কৃষ্ণ-জলকেলিবিষয়ে প্রলাপোক্তি-শ্রবণ ৩।১৮।২৩-১১৬; প্রভুর নিকটে অদ্বৈতাচার্য্যের প্রেরিত তর্জ্জার অর্থ জিজ্ঞাসা, শুনিয়া স্বরূপের বিমনা-ভাব ৩।১৯।১৬-২৮; কৃষ্ণ-বিরহোন্মত্ত প্রভুর সেবা ৩।১৯।৫২-৫৩; মুখ-সংঘর্ষণ-লীলায় প্রভুর সেবা ৩।১৯-৫৫-৬১; প্রভুর নিকটে শঙ্কর পণ্ডিতের শয়নের ব্যবস্থা ৩।১৯।৬৩-৬৪; প্রভুর মুখে শিক্ষাষ্টক-শ্লোকের আস্বাদন কথা শ্রবণ ৩।২০।৭-৫১; রাত্রিদিন কৃষ্ণপ্রেম বিহ্বল, পাণ্ডিত্যের অবধি, নির্জ্জনে বাস করিতেন, কৃষ্ণরস-তত্ত্ব-বেত্তা, দেহ-প্রেমরূপ ২।১০।১০৭-৯; মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ২।১০।১০৯; এবং দ্বিতীয় কলেবর ২।১১।৬৫; প্রভুকে শুনাইবার জন্য কেহ গ্রন্থ, গীত বা শ্লোক আনিলে প্রথমে স্বরূপদামোদর, তাহাতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কোনও কথা বা রসাভাস আছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিতেন; কোনও দোষ না থাকিলে প্রভুতে শুনাইতেন ২।১০।১১০-১২; ৩।৫।৯২-৯৫; শাস্ত্রে বৃহস্পতিতুল্য, সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম ২।১০।১১৪; গূঢ়রস-বিচারে-যোগ্যপাত্র শ্রীরূপকেও গূঢ়রসের বিষয় উপদেশ দেওয়ার জন্য স্বরূপের প্রতি প্রভুর আদেশ ২।১।৬৫-৬৮; প্রভুর বিরহদশায় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গীতগোবিন্দের পদ শুনাইয়া প্রভুর আনন্দ বিধান করিতেন ২।১০।১১৩; ২।২।৬৬; ৩।৬।৫-৯; ৩।১১।১২-১৪; ৩।১৫।১১-১২; ৩।১৭।৪; ৩।১৯।৫১; ৩।২০।২-৩; স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভু নিজের ইন্দ্রিয় আবিষ্ট করিয়া তাঁর গীতাদি আস্বাদন করিতেন ২।১৩।১৫৬; স্বরূপের কায়-বাক্য-মনও প্রভুতে আবিষ্ট ছিল ২।১৩।১৫৫; তাই প্রভুর মনের ভাব তিনি জানিতে পারিতেন ২।১৩।১০৭; ২।১৩।১১৬; ৩।১৫।৭১; ৩।১৭।৪; ৩।১৭।৫৮; ভাবাবেশে প্রভুও স্বরূপকে নিজ সখী মনে করিতেন ৩।১৯।৩২, এবং সেই-ভাবে নিজের মনের কথাও তাঁহার নিকটে ব্যক্ত করিতেন ৩।১৪।৩৮; ৩।১৫।১০-১২; ৩।১।৩২-৩৩; সর্ব্বদা প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিতেন ১।১০।১৯০; প্রভুর মরমীভক্ত ১।১০।১২৩; প্রভুর শেষলীলার কড়চাকর্ত্তা ১।১৩।১৫; ১।১৩।৪৪; ২।২।৭৩; ২।৮।২৬৩; ৩।৩।২৫৬; ৩।১৪।৬-৯।

স্বরূপদামোদরের মুখে বৃন্দাবন-সম্পদ-কথা ২।১৪।২০৫-১৩।

স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ ২।২০।২৯৫-৯৮।

স্বরূপ-শক্তি বা চিচ্ছক্তি: "শক্তি" দ্রষ্টব্য।

স্বাংশভেদ: দুই রকম—পুরুষাবতার এবং লীলাবতার; সঙ্কর্ষণ হইলেন পুরুষাবতার, আর মৎস্যাদিক লীলাবতার ২।২০।২১১-১২; পুরুষাবতার ত্রিবিধ ২।২০।২১৭; কারণাব্ধিশায়ী বা প্রথম পুরুষ ২।২০।২৩০; গর্ভোদশায়ী বা দ্বিতীয় পুরুষ ২।২০।২৫০; এবং ক্ষীরোদকশায়ী বা তৃতীয় পুরুষ, জগতের পালনকর্ত্তা ২।২০।২৫৩; ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সঙ্কর্ষণ-বলরাম হইতে প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি ২।২০।২১৮-২৮; সঙ্কর্ষণের স্থিতি পরব্যোমে ২।২০।২২৮; সঙ্কর্ষণই কারণাব্ধিশায়ী পুরুষরূপে অবতীর্ণ ২।২০।২২৯; কারণাব্ধিশায়ী—কারণসমুদ্রে বা বিরজাতে অবস্থান করেন, দৃষ্টিদ্বারা শক্তিসঞ্চার করিয়া সাম্যাবস্থাপন্না মায়াতে শক্তিসঞ্চার করিয়া মায়াকে বিক্ষুব্ধা করেন, তাহাতে জীবরূপ বীর্য্য সমর্পণ

করেন, তাহাতে মহত্তত্ত্বের উদ্ভব, মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার এবং দেবতেন্দ্রিয়-ভূতের প্রকাশ, সর্ব্বতত্ত্বের মিলনে অনন্তব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ; এই কারণার্ণবস্বামী হইলেন সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী ২।২০।২২৯-৪০ ; তিনিই দ্বিতীয় পুরুষরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া নিজাঙ্গ স্বেদ-জলে অর্দ্ধেক ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিয়া তাহাতে শয়ন করেন এবং গর্ভোদকশায়ী নামে পরিচিত হয়েন ; ইঁহার নাভিপদ্ম হইতেই ব্যষ্টিজীব-স্রষ্টা ব্রহ্মার উদ্ভব ; ইনিই ব্রহ্মারূপে ব্যষ্টিসৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে জগৎ-পালন এবং রুদ্ররূপে সৃষ্টি সংহার করেন ; ইনি হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্য্যামী, সহস্রশীর্ষা, মায়ার আশ্রয় হইয়াও মায়াতীত ২।২০।২৪১-৫১ ; ইনিই আবার তৃতীয়পুরুষ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে ব্যষ্টিজীবের অন্তর্য্যামী এবং জগতের পালনকর্ত্তা ২।২০।২৫২-৫৩ ; আর স্বাংশের দ্বিতীয়ভেদ লীলাবতার অসংখ্য—মৎস্য, কূর্ম্ম, রঘুনাথ, নৃসিংহ, বামন, বরাহাদি ২।২০।২৫৫-৫৬।

হ হ হ

হরি-শব্দের অর্থ ঃ বহু অর্থ ; দুই মুখ্যতম—সর্ব্ব-অমঙ্গল-হরণকারী এবং প্রেমদান করিয়া মনোহরণকারী ২।২৪।৪৪ ; যে কোনও প্রকারে স্মরণ করিলেই চারিবিধ পাপ নষ্ট হয় ২।২৪।৪৫ ; ভক্তিবাধক কর্ম্মাবিদ্যা নষ্ট হয়, প্রেমের উদয় হয় ২।২৪।৪৬ ; দেহেন্দ্রিয়-মন হরণ করে চারিপুরুষার্থ ছাড়ায় ২।২৪।৪৭-৪৮।

হরিদাস-ঠাকুর প্রসঙ্গ ঃ ম্লেচ্ছ যবনকুলে আবির্ভাব ৩।১১।২৯ ; প্রভুর পূর্ব্বে আবির্ভাব ১।১৩।৫১-৫৩ ; নিজগৃহ ত্যাগ করিয়া বেনাপোলের নির্জ্জন বনমধ্যে কুটীর করিয়া অবস্থান, তুলসীসেবা, রাত্রিদিনে তিনলক্ষ নাম কীর্ত্তন, ব্রাহ্মণের ঘরে ভিক্ষা-নির্ব্বাহ, প্রভাবে সকল লোকের পূজ্য ৩।৩।৯১-৯৩ ; তাহাতে দেশাধ্যক্ষ রামচন্দ্রখানের ঈর্ষ্যা, হরিদাসকে অপমানিত করার চেষ্টা, অনুসন্ধানেও দোষ না পাইয়া দোষ-সৃষ্টির জন্য এক সুন্দরী যুবতী বেশ্যাকে হরিদাসের নিকটে রাত্রিতে প্রেরণ ৩।১১।৯৪-১০০ ; রাত্রিতে সুবেশা বেশ্যার হরিদাস-সমীপে গমন, ক্রমাগত তিনরাত্রি হরিদাসের মুখে নামকীর্ত্তন-শ্রবণে তাহার চিত্তের পরিবর্ত্তন, হরিদাসের চরণে আত্মসমর্পণ, সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুণ্ডিত মস্তকে একবস্ত্রে তাঁহার কুটীরে বসিয়া নাম-কীর্ত্তনের উপদেশ প্রাপ্তি, বেশ্যাকর্ত্তৃক এই উপদেশ পালন, হরিদাসের বেণাপোল ত্যাগ ৩।৩।১০১-৩৫ ; সপ্তগ্রামের নিকটে চান্দপুরে আগমন, বলরাম আচার্য্যের গৃহে অবস্থান, নির্জ্জনে পর্ণশালায় নামকীর্ত্তন, বালক রঘুনাথ দাসের সহিত স্বীয় পর্ণশালায় মিলন ও তাঁহার প্রতি কৃপা ৩।৩।১৫৭-৬৩ ; বলরাম আচার্য্যের অনুরোধে হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের সভায় গমন, সভাপণ্ডিতদের অনুরোধে নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, তাঁহার মুখে নামাভাসেও মুক্তির কথা শুনিয়া হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের আরিন্দা গোপাল চক্রবর্ত্তীর ক্রোধ, তৎকর্ত্তৃক হরিদাসের অবজ্ঞা ও তাহার পরিণাম কর্ম্মচ্যুতি ও কুষ্ঠব্যাধি-প্রাপ্তি ৩।৩।১৬৪-২০০ ; বিপ্রের কুষ্ঠব্যাধির কথা শুনিয়া দুঃখিতচিত্তে হরিদাসের চান্দপুর ত্যাগ ও শান্তিপুরে আগমন, গঙ্গাতীরে নির্জ্জন গোফায় নামকীর্ত্তন, অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহ, অদ্বৈত আচার্য্যপ্রদত্ত শ্রাদ্ধপাত্র-ভোজন, কৃষ্ণাবতারের উদ্দেশ্যে তাঁহার নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও অদ্বৈতাচার্য্যের কৃষ্ণপূজা, উভয়ের ভক্তিতে শ্রীচৈতন্যের অবতার ৩।৩।২০১-১৩ ; বেণাপোলের বেশ্যার ন্যায় স্বয়ং মায়া-দেবীকর্ত্তৃক হরিদাসের পরীক্ষা, তিনরাত্রির পরে হরিদাসের নিকটে কৃষ্ণনাম দীক্ষা প্রার্থনা, হরিদাসকর্ত্তৃক নাম-সঙ্কীর্ত্তনের উপদেশ ৩।৩।২১৪-৪৭ ; যবনকর্ত্তৃক তাড়ন ১।১০।৪৩ ; প্রভুর আবির্ভাব-দিনে অদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্গে আনন্দে এবং ঠারেঠোরে শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে প্রভুর আবির্ভাবের কথা জ্ঞাপন ১।১৩।৯৮-১০০ ; প্রভুর মহাপ্রকাশ-সময়ে প্রভুর প্রসাদ-প্রাপ্তি ১।১৭।৬৭ ; কাজীদমন-লীলার দিন নগর-কীর্ত্তনে প্রথম সম্প্রদায়ে নৃত্য ১।১৭।১৩০ ; এক ব্রাহ্মণীর স্পর্শে প্রভু গঙ্গায় পতিত হইলে নিত্যানন্দ-হরিদাসকর্ত্তৃক উত্তোলন ১।১৭।২৩৬-৩৮ ; সন্ন্যাসান্তে কাটোয়া হইতে প্রভু শান্তিপুর গেলে প্রভুর সহিত মিলন, প্রভুর সহিত এক সঙ্গে প্রসাদ পাওয়ার জন্য প্রভু-কর্ত্তৃক আহ্বান, হরিদাসের অসম্মতি ২।৩।৫৮-৬০ ; আচার্য্যগৃহে প্রভুর অবশেষ প্রাপ্তি ২।৩।১০৩-৪ ; অদ্বৈতগৃহে সন্ধ্যায় প্রভুর কীর্ত্তনে নৃত্য ২।৩।১০০ ; ২।৩।১২৮ ; প্রভুর নীলাচল-গমনোদ্যোগে প্রভুর চরণে হরিদাসের আর্ত্তি, প্রভু তাঁহাকে নীলাচলে নিবেন বলিয়া আশ্বাস ২।৩।১৯০-৯৪ ; দাক্ষিণাত্য হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদে আনন্দ ২।১০।৭৯ ; গৌড়ীয়-

ভক্তদের সহিত নীলাচলে গমন ২।১১।৭৫ ; গম্ভীরায় না গিয়া দণ্ডবৎ হইয়া রাজপথে অবস্থান, প্রভুপ্রেরিত ভক্তদের কথাতেও প্রভুর নিকটে যাইতে অসম্মতি ২।১১।১৪৬-৫৩ ; রাজপথে প্রভুর সহিত মিলন, প্রভুর আলিঙ্গনে দৈন্য প্রকাশ, প্রভু-কর্তৃক তাঁহার ভুবন-পাবনত্ব মহিমার প্রকাশ, প্রভুকর্ত্তৃক এক উদ্যানে তাঁহার বাসস্থান দান এবং প্রসাদপ্রাপ্তির ব্যবস্থা-করণ ২।১১।১৭০-৭৯ ; বৈষ্ণবদের সহিত মিলন ২।১১।১৮০ ; গোবিন্দদ্বারা আনীত প্রসাদগ্রহণ ২।১১।১৯০ ; গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলার পরে উদ্যান-ভোজনের সময়ে ভিতরে যাইয়া ভক্তদের সঙ্গে প্রসাদ-গ্রহণের জন্য প্রভুকর্ত্তৃক আহূত হইলে দৈন্যবশতঃ হরিদাস অসম্মতি—এবং শেষে বাহিরে বসিয়া প্রসাদ পাওয়ার ইচ্ছা—জ্ঞাপন করেন এবং পরে গোবিন্দ-প্রদত্ত প্রভুর অবশেষ ভোজন করেন ২।১২।১৫৭-৫৭ ; ২।১২।১৯৮ ; ৩।১।৫৭-৫৭ ; রথযাত্রাকালে কীর্ত্তনে নর্ত্তন ২।১৩।৩৪ ; ২।১৩।৪০ ; ৩।৭।৫৮ ; রথযাত্রাকালে প্রভুর নৃত্যে হরিদাসকর্তৃক "হরিবোল, হরিবোল" ধ্বনির উচ্চারণ ২।১৩।৮২ ; প্রভুর সঙ্গে গৌড়ে গমন ২।১৬।১২১ ; এবং রামকেলিতে শ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গে মিলন ২।১।১৭৩ এবং প্রভুর নিকটে তাঁহাদের আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন ২।১।১৭৪ ; পরে প্রভুর সঙ্গে গৌড় হইতে নীলাচলে আগমন ২।১৬। ২৪৮ ; তদবধি নীলাচলেই অবস্থান ১।১০।১২৪-২৫ ; বৃন্দাবন হইতে প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তনের পরে প্রভুর সঙ্গে মিলন ২।২৫।১৭৬-৮১ ; জগন্নাথের উপলভোগ দেখার পরে প্রভু প্রতিদিন আসিয়া হরিদাসের সহিত মিলিত হয়েন এবং মন্দিরে প্রাপ্ত-প্রসাদ দেন ৩।১।৪২ ; ৩।১।৫৪ ; নীলাচলে শ্রীরূপের সহিত হরিদাসের মিলন ৩।১।৪০-৪১ ; প্রভুর সহিত শ্রীরূপের মিলন সংঘটন, পরে তিনজনে ইষ্টগোষ্ঠী ৩।১।৪২-৪৮ ; ৩।১।৫৫ ; শ্রীরূপলিখিত "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী" শ্লোক প্রভুর মুখে শুনিয়া উল্লাস, নৃত্য ও প্রশংসা ৩।১।৮১-৯০ ; প্রভু ও ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীরূপের নাটক-শ্লোকের আস্বাদন ৩।১।৯২-১৫৪ ; হরিদাসকর্ত্তৃক শ্রীরূপের ভাগ্যের প্রশংসা এবং শ্রীরূপের সহিত কৃষ্ণকথার আলাপন ৩।১।১৫৪-৫৭ ; প্রভুর জিজ্ঞাসায় কলিকালে "হারাম"-শব্দের উচ্চারণজনিত নামাভাসে যবনের, প্রভুর প্রচারিত উচ্চসঙ্কীর্ত্তন-শ্রবণে স্থাবর-জঙ্গমাদির উদ্ধারের কথা এবং সমস্ত জীবের উদ্ধারের জন্য বাসুদেবদত্তের প্রার্থনা প্রভুকর্ত্তৃক অঙ্গীকৃত হওয়াতেও জীবের উদ্ধার হইবে, সে কথা প্রভুর নিকটে খ্যাপন, প্রভু যত দিন মর্ত্ত্যে প্রকট থাকিবেন, তত দিন পর্য্যন্ত যে স্থাবরজঙ্গমাদি সমস্ত জীবই মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে যাইবে এবং সূক্ষ্ম জীবে পুনরায় কর্ম্ম উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাদের দ্বারা যে ব্রহ্মাণ্ড পূর্ব্ববৎ পূর্ণ হইবে—এই তথ্যের প্রকাশ এবং প্রভুর মহিমা খ্যাপন ৩।৩।৪৮-৮১ ; নীলাচলে শ্রীসনাতনের সহিত মিলন ৩।৪।১২-১৪ ; প্রভুর সহিত সনাতনের মিলন-সংঘটন এবং তিনজনে ইষ্টগোষ্ঠী ৩।৪।১৫-৪৬ ; দেহত্যাগের সঙ্কল্প হইতে সনাতনকে নিবৃত্ত করার জন্য প্রভুর আদেশ-প্রাপ্তি এবং সনাতনের প্রতি প্রভুর কৃপার প্রশংসা ৩।৪।৮২-৮৬ ; সনাতনের ভাগ্যের প্রশংসা ৩।৪।৮৮-৯৩ ; এবং সনাতনকর্ত্তৃকও হরিদাসের ভাগ্যের প্রশংসা, নামের মহিমা খ্যাপন, নামের আচার ও প্রচার করণরূপ-ভাগ্যের প্রশংসা ৩।৪।৯৪-৯৮ ; সনাতনের সঙ্গে একসঙ্গে স্থিতি ও কৃষ্ণকথার আস্বাদন ৩।৪।৯৯ ; এবং প্রভুর মহিমা-কথনরূপ আস্বাদন ৩।৪।১৯১ ; প্রভুর নিকটে সনাতনের দৈন্য জ্ঞাপন এবং জগদানন্দের উপদেশের কথা বর্ণনাদি শ্রবণ, এবং তৎপ্রসঙ্গে প্রভুকর্ত্তৃক সনাতনের প্রতি জগদানন্দের উপদেশের কথা শুনিয়া জগদানন্দের উদ্দেশ্যে প্রভুর রোষ-বাণী শ্রবণ এবং তৎপ্রসঙ্গে প্রভুকর্ত্তৃক সনাতনের প্রশংসাবাক্য শ্রবণ ৩।৪।১৪০-৭২ ; প্রভুকর্ত্তৃক সনাতনের প্রশংসাকে প্রভুর বাহ্য প্রতারণা আখ্যা দান, ইহা বাস্তবিক প্রভুর দীনদয়ালুতা-গুণ বলিয়া প্রকাশ ৩।৪।১৭৩-৭৪। শুনিয়া প্রভুকর্ত্তৃক সনাতন ও হরিদাসের সম্বন্ধে প্রভুর বাস্তব-মনোভাব— (তাঁহাদের প্রতি লাল্যজ্ঞান এবং নিজের প্রতি তাঁহাদের লালক-জ্ঞান) প্রকাশ এবং বৈষ্ণবের দেহের অপ্রাকৃতত্ব খ্যাপন ৩।৪।১৭৫-৯০ ; প্রভুর লীলারহস্য খ্যাপন ৩।৪।১৯৩-৯৭ ; শেষসময়ে একদিন শায়িত অবস্থায় মন্দ মন্দ নামকীর্ত্তন, সংখ্যাসঙ্কীর্ত্তন পূর্ণ হইতেছে না বলিয়া গোবিন্দকর্ত্তৃক আনীত মহাপ্রসাদের বন্দনা ও একরঞ্চমাত্র ভোজন করিয়া উপবাস ৩।১১।১৫-১৯ ; এই সংবাদ শুনিয়া পরদিন প্রভুর আগমন, কুশল জিজ্ঞাসা ; হরিদাসকর্ত্তৃক নামসঙ্কীর্ত্তন পূর্ণ না হওয়ার কথা প্রকাশ ; ৩।১১।২০-২২ ; প্রভু বলিলেন—"তুমি সিদ্ধদেহ, সাধনে আগ্রহ কেন ? লোক নিস্তারের জন্যই তোমার অবতার ; জগতে নামের মহিমাও প্রচার করিয়াছ ; বিশেষতঃ এখন বৃদ্ধ হইয়াছ ; নাম-সংখ্যা কমাইয়া দাও।" ৩।১১।২৩-২৫ ; উত্তরে হরিদাসের দৈন্যোক্তি—"আমি, নীচজাতি,

নিন্দ্যকলেবর, অধম, পামর, হীনকর্ম্মে রত, অস্পৃশ্য, অদৃশ্য" ইত্যাদি বলিয়া প্রভুর কৃপার মহিমা খ্যাপন ৩।১১।২৫-২৯; শেষকালে বলিলেন—"প্রভু, আমার মনে হইতেছে, তুমি শীঘ্রই লীলা সম্বরণ করিবে; তাহা যেন আমাকে দেখিতে না হয়; কৃপা করিয়া তোমার সাক্ষাতে আমার দেহ পাতিত করিবে; তোমার চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, নয়নে তোমার চন্দ্রবদন দেখিতে দেখিতে এবং তোমার কৃষ্ণচৈতন্য-নাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিব—ইহাই আমার ইচ্ছা; কৃপা করিয়া আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ কর।" ৩।১১।৩০-৩৫; প্রভুকর্ত্তৃক হরিদাসের প্রার্থনা অঙ্গীকার ৩।১১।৩৬; প্রভুকে ছাড়িয়া যাওয়া হরিদাসের উচিত নয়—প্রভুর এইরূপ উক্তিতে হরিদাসের দৈন্য প্রকাশ এবং আগামী দিনে আসিয়া দর্শন দেওয়ার প্রার্থনা ৩।১১।৩৭-৪২; পরের দিন ভক্তবৃন্দের সহিত হরিদাসের কুটীরে প্রভুর আগমন, নৃত্যকীর্ত্তন, স্বীয় প্রার্থনার অনুরূপভাবে হরিদাসের নির্য্যানপ্রাপ্তি ৩।১১।৪৪-৫৫; হরিদাসের দেহ কোলে লইয়া প্রভুর নৃত্য, বিমানে চড়াইয়া সমুদ্রতীরে হরিদাসের দেহ আনয়ন, সমুদ্রজলে স্নাপন, প্রসাদী চন্দন, ডোর-কড়ার-বস্ত্রাদিদ্বারা হরিদাসের দেহের মণ্ডন, বালুকায় গর্ত্ত করিয়া সমাধিদান, সর্ব্বাগ্রে প্রভুকর্ত্তৃক আপন-শ্রীহস্তে বালুদান, উপরে পিণ্ডা-করণ, পিণ্ডার চৌদিকে আবরণ দান, হরিধ্বনি-কোলাহল ৩।১১।৪৪-৭১; প্রভুকর্ত্তৃক হরিদাসের বিজয়োৎসব ৩।১১।৭২-৮৮; প্রভুকর্ত্তৃক ভক্তবৃন্দকে বরদান—যিনি হরিদাসের বিজয়োৎসব দর্শন করিয়াছেন, যিনি তাহাতে নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়াছেন, যিনি হরিদাসকে বালু দিয়াছেন, যিনি হরিদাসের মহোৎসবে ভোজন করিয়াছেন—তাঁহারই অচিরে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইবে ৩।১১।৮৯—৯২; প্রভুকর্ত্তৃক হরিদাসের গুণকীর্ত্তন ৩।১১।৪৯-৫১; ৩।১১।৯৩-৯৬; "জয় জয় হরিদাস" বলিয়া সকলের কীর্ত্তন, প্রেমাবেশে প্রভুর নৃত্য ৩।১১।৯৭-৯৮; প্রভু হরিদাসের দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করাইয়াছেন ৩।৫।৮৩; প্রভু বলিয়াছেন—"হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি। তাঁহা বিনু রত্নশূন্য হইল মেদিনী॥" ৩।১১।৯৬।

হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধন-দাসের সহিত হরিদাসের মিলন-প্রসঙ্গ ৩।৩।১৫৭-২০১।

হোরাপঞ্চমীলীলা ২।১৪।১০৪-২১৮; হোরা পঞ্চমীতে লক্ষ্মীদেবীর ব্যবহার ২।১৪।১২৬-৩১; ২।১৪।১৯৩-২০০; হোরাপঞ্চমী উপলক্ষে স্বরূপদামোদরকর্ত্তৃক ব্রজদেবীদিগের মানের বিবৃতি ২।১৪।১৩৮-৮৯।

হ্লাদিনী: "শক্তি" দ্রষ্টব্য।

ক্ষ ক্ষ

ক্ষীরচোরা গোপীনাথের বিবরণ: রেমুণাতে প্রসিদ্ধ শ্রীবিগ্রহ ২।৪।১১১; ভক্তবাৎসল্যবশতঃ গোপীনাথ শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর নিমিত্ত স্বীয় ভোগের একপাত্র ক্ষীর চুরি করিয়া ধড়ার আঁচলে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং স্বীয় সেবকের দ্বারা তাহা পুরীগোস্বামীকে দেওয়াইয়াছিলেন ২।৪।১১১-৩৭

টীকাতে বিশেষভাবে আলোচিত বিষয়ের সূচী

অ　　　　　　　　　　অ

ব ব

ম

ল ল

শ শ

হ হ

পাত্র-পরিচয়

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত পাত্র-সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাত্রসূচীতে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাঁহাদের বিশেষ পরিচয় এস্থলে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর, দ্বাদশ-গোপাল প্রভৃতি গ্রন্থাবলম্বনে এস্থলে একশত ছাব্বিশ জন পাত্রের পরিচয় লিখিত হইল। ইঁহাদের পূর্ব্বলীলার পরিচয় গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

অচ্যুতানন্দ। শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর জ্যেষ্ঠপুত্র। শ্রীজীবের বৈষ্ণব-বন্দনার এবং গৌরগণোদ্দেশ দীপিকার মতে শ্রীল গদাধর পণ্ডিতগোস্বামীর শিষ্য। ঈশ্বর-আবেশে মহাপ্রভু যখন তাঁহার পূজার উপহার লইয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে আসিবার জন্য রামাই পণ্ডিতকে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তখন রামাইর মুখে প্রভুর সংবাদ শুনিয়া অচ্যুতানন্দ অবিরাম ক্রন্দন করিয়াছিলেন; তিনি তখন "পরম বালক।" প্রভুর সন্ন্যাসের পরে জনৈক সন্ন্যাসীর প্রশ্নে শ্রীঅদ্বৈত যখন বলিয়াছিলেন—শ্রীচৈতন্যগোসাঞির গুরু হইলেন কেশব ভারতী, তখন অত্যন্ত দুঃখিত অন্তরে অচ্যুতানন্দ পিতাকে বলিয়াছিলেন,—"শ্রীচৈতন্য জগদ্গুরু, অন্য কেহ তাঁহার গুরু হইতে পারে না।" তখন তাঁহার বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর। ১৪৩১ শকে প্রভুর সন্ন্যাস। ইহাতে মনে হয়, আনুমানিক ১৪২৭ কি ১৪২৮ শকে অচ্যুতানন্দের আবির্ভাব। তিনি আজন্ম শ্রীচৈতন্যচরণ সেবা করিয়াছেন। জন্মস্থান শান্তিপুর; প্রভুর চরণ আশ্রয় করিয়া নীলাচলে বাস করিতেন। মনে হয়, তিন প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পরে তিনি শান্তিপুরে আসিয়া বাস করেন; ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়, শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুরের খেতুরীর মহোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি শ্রীজাহ্নবামাতাগোস্বামিনীর সহিত স্বীয় ভক্তবৃন্দকে লইয়া শান্তিপুর হইতে খেতুরীতে গিয়াছিলেন। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের অনুগতদের মধ্যে দৈবদুর্ব্বিপাকে কেহ কেহ পরে অন্যমতাবলম্বী হইয়া মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া মানিতেন না; কিন্তু অচ্যুতানন্দ ছিলেন মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত; তাই কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"অচ্যুতের যেই মত, সেই মত সার। আর যত মত—সব হৈল ছার-খার॥" ইনি ব্রজলীলায় অচ্যুতানাম্নী গোপী ছিলেন।

অদ্বৈতাচার্য্য। ভক্তিকল্পতরুর একটী প্রধান স্কন্ধ। পঞ্চতত্ত্বের একতম। প্রভু। শ্রীহট্ট জেলার লাউড়-গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে আবির্ভূত। পিতার নাম কুবের পণ্ডিত; মাতার নাম নাভা দেবী; ইঁহার পিতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ। দুই পত্নী—শ্রীসীতাদেবী ও শ্রীশ্রীদেবী। তাঁহার এই কয় পুত্রের নাম শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দৃষ্ট হয়—অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল এবং বলরাম; পুত্রস্বরূপ শাখা—জগদীশ। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত শ্রীস্বরূপ-দামোদরের মতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য হইলেন মহাবিষ্ণুর (কারণার্ণবশায়ীর) অবতার, ভক্ত-অবতার; গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার মতে সদাশিব—যিনি ব্রজে আবেশরূপত্ব হেতু ব্যূহ বলিয়া প্রসিদ্ধ। উভয় স্বরূপই তাঁহাতে বিদ্যমান। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর শিষ্য। তিনি স্বীয় আবির্ভাব-স্থান লাউড় হইতে নবহট্টে, তারপর শান্তিপুরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন; নবদ্বীপেও তাঁহার এক বাড়ী ছিল। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাঁহার আবির্ভাব। তিনি ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেন। তখন নবদ্বীপে যে কয়জন বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহার সভায় মিলিত হইয়াই সকলে ভক্তিকথা শুনিতেন। মহাপ্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপও সেই সভায় যাইতেন; শিশু নিমাইও দাদাকে ডাকিবার জন্য মধ্যে মধ্যে যাইতেন। জগতের বহির্ম্মুখতা-দর্শনে শ্রীঅদ্বৈতের অত্যন্ত দুঃখ হয়, তিনি ভাবিলেন—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া যদি প্রেমভক্তি দান করেন, তাহা হইলেই জগতের মঙ্গল হইতে পারে। তাই শ্রীকৃষ্ণকে অবতারিত করার উদ্দেশ্যে তিনি ভক্তিভরে গঙ্গাজল-তুলসী দিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতে লাগিলেন এবং প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রেম-হুঙ্কারেই মহাপ্রভুর আবির্ভাব। তিনি মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-

লীলার সহচর। হরিদাস ঠাকুরের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল; হরিদাস যখন শান্তিপুরে যায়েন, তখন তাঁহার জন্য গঙ্গাতীরে এক নির্জ্জন গোফা করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নিজ গৃহে আহার করাইতেন। স্বীয় পিতৃশ্রাদ্ধ-সময়ে তিনি হরিদাসকেই শ্রাদ্ধপাত্র খাওয়াইয়াছিলেন; তিনি বলিতেন—হরিদাসকে খাওয়াইলে কোটি-ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল হয়। শাস্ত্র-বাক্যকেই তিনি সকলের উপরে স্থান দিতেন। তিনি গৌড়ীয় ভক্তদের লইয়া প্রতি বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য নীলাচলে যাইতেন। মহাপ্রভু তাঁহাতে গুরুবুদ্ধি করিতেন; তিনি কিন্তু নিজেকে শ্রীচৈতন্যের দাস বলিয়া মনে করিতেন। মহাপ্রভুর নিকটে শাস্তিরূপ কৃপা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এক সময়ে ভক্তির উপরে জ্ঞানের মাহাত্ম্যও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; ফলে তাঁহার অভীষ্ট শাস্তিরূপ কৃপাও মহাপ্রভুর নিকটে পাইয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসের পরে মহাপ্রভু সর্ব্বাগ্রে শ্রীঅদ্বৈতের শান্তিপুরের গৃহে আসিয়াই প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অতি দীর্ঘকাল প্রকট ছিলেন। মহাপ্রভুর অপ্রকটের কয়েক বৎসর পরে তিনি অপ্রকট হয়েন। (“মূলগ্রন্থের বিষয়-সূচীতে”-“অদ্বৈতপ্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য)।

অনুপম বল্লভ। শ্রীরূপগোস্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর। পিতার নাম কুমারদেব; যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ। রাম-কেলিতে প্রভুর সহিত মিলনের পরে শ্রীরূপগোস্বামী যখন দেশে যায়েন, তখন অনুপমও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সহিত বৃন্দাবনে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীরূপ যখন পশ্চিমে যাত্রা করেন, তখনও অনুপম সঙ্গে ছিলেন; প্রয়াগে প্রভুর সহিত মিলন হয়; শ্রীরূপের সঙ্গে তিনি বৃন্দাবন যায়েন এবং শ্রীরূপের সঙ্গেই গৌড়দেশ হইয়া নীলাচলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন হইতে রওনা হয়েন; কিন্তু গৌড়ে আসিলেই তাঁহার গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়। ইনি শ্রীরামচন্দ্রের ঐকান্তিক ভক্ত ছিলেন। ইঁহার ভক্তিনিষ্ঠার কথা শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন; অন্ত্যলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে তাহা দ্রষ্টব্য। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী ইঁহারই পুত্র।

অমোঘ। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জামাতা; কুলীন; কিন্তু নিন্দক। সার্ব্বভৌম-গৃহে প্রভুর ভোজনকালে প্রভুর সাক্ষাতে প্রচুর পরিমাণ অন্ন দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—“এই অন্নে দশ-বার জন তৃপ্ত হইতে পারে; এক সন্ন্যাসী এত অন্ন ভোজন করিতেছেন?” তাহাতে রুষ্ট হইয়া সার্ব্বভৌম লাঠি লইয়া তাড়া করিলে অমোঘ পলাইয়া যায়েন। রাত্রিতে তাঁহার বিসূচিকা হয়; প্রভুর কৃপায় প্রাণে বাঁচেন এবং কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া প্রভুর ভক্তমধ্যে গণ্য হয়েন।

অভিরাম ঠাকুর। “রামদাস অভিরাম” দ্রষ্টব্য।

আচার্য্যনিধি। মহাপ্রভুর পূর্ব্বে আবির্ভাব। প্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণসঙ্গী কৃষ্ণদাসের নিকটে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া পরমোল্লাসে আচার্য্যরত্ন, গদাধরপণ্ডিত, পণ্ডিত বক্রেশ্বরাদির সহিত নীলাচলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ইনি অদ্বৈতাচার্য্যের নিকটে গিয়াছিলেন। প্রতিবৎসর রথযাত্র উপলক্ষে প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত নীলাচলে যাইতেন এবং গুণ্ডিচামার্জনাদিতে যোগ দিতেন। বল্লভ-ভট্টের নিকটে প্রভু আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি পণ্ডিত-গদাধরাদি কর্ত্তৃক জগতে কৃষ্ণনাম-প্রেম-প্রচারের প্রশংসা করিয়াছেন। প্রভুর ভোজনের জন্য গোবিন্দের নিকটে দ্রব্যাদিও দিতেন এবং নীলাচলে প্রভুর নিমন্ত্রণও করিতেন।

শ্রীগ্রন্থের ২।১০।৮০, ২।১২।১৫৪, ৩।৭।৩৭, ৩।১০।৩, ৩।১০।১১৭ এবং ৩।১০।১৩৬ পয়ারের প্রত্যেক পয়ারেই ইঁহার নামের সহিত আচার্য্যরত্নের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং আচার্য্যনিধি এবং আচার্য্যরত্ন যে দুই পৃথক্ ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আচার্য্যরত্ন। চন্দ্রশেখর আচার্য্য। গৌরগণোদ্দেশদীপিকার মতে পদ্ম-শঙ্খ-আদি নবনিধির একতম। শচীদেবীর ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইঁহারই গৃহে দেবীভাবে মহাপ্রভুর নৃত্যাভিনয় হইয়াছিল। প্রভুর গৃহত্যাগের দিন তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্পের কথা যে পাঁচজনের নিকটে জানাইবার জন্য প্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দকে বলিয়াছিলেন, চন্দ্রশেখর-আচার্য্য তাঁহাদের একজন। প্রভুর সন্ন্যাসের সময়ে কাটোয়াতে ইনিই প্রভুর সন্ন্যাস-

গ্রহণ-সম্বন্ধীয় কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন এবং নিত্যানন্দকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ইনিই অদ্বৈতাচার্য্যকে প্রভুর গঙ্গাতীরে আগমনের সংবাদ জানাইয়া নবদ্বীপে গিয়া প্রভুর সন্ন্যাসের কথা জানাইয়া শচীমাতা এবং অন্য ভক্তবৃন্দকে প্রভুর দর্শনের জন্য শান্তিপুরে লইয়া আসিয়াছিলেন। প্রতিবৎসরে রথযাত্রা উপলক্ষে প্রভুর দর্শনের জন্য নীলাচলে যাইতেন।

ঈশান। শচীমাতার গৃহ-ভৃত্য। শচীদেবীর সেবায় নিরত ছিলেন। ইনি অত্যন্ত দীর্ঘায়ুঃ ছিলেন। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য এবং শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর উভয়েই অতিবৃদ্ধ ঈশানকে নবদ্বীপে দর্শন করিয়াছিলেন; ইনিই উভয়কে নবদ্বীপে প্রভুর লীলাস্থলীসমূহ দর্শন করান।

আরও দুই ঈশানের কথা শ্রীগ্রন্থে দৃষ্ট হয়; একজন শ্রীপাদ সনাতনের সেবক (২।২০।২২-২৪) এবং অপর জন শ্রীরূপের সঙ্গী (২।১৮।৪৬)।

ঈশ্বরপুরী। কুমারহট্টে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভাব। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীর শিষ্য। তীর্থ-ভ্রমণকালে শ্রীমন্নিত্যানন্দ যখন পশ্চিম ভারতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের সহিত মিলিত হয়েন, তখন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীও সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন। পরস্পরের মিলনে শ্রীমন্নিত্যানন্দ এবং শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমাবেশ দর্শনে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীও প্রেমাবিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের নির্য্যানসময়ে ইনি অতি যত্নসহকারে গুরুসেবা করিয়াছিলেন—স্বহস্তে মলমূত্র মার্জ্জন করিয়াছিলেন, কৃষ্ণনাম-কৃষ্ণলীলা-কৃষ্ণশ্লোক শ্রবণ করাইয়াছিলেন; ইহাতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বর দিয়াছিলেন—"কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন।" তদবধি ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর। ইনি ভক্তিকল্পতরুর পুষ্ট অঙ্কুর। ইনি একবার নবদ্বীপে আসিয়া অদ্বৈত-গৃহে উপনীত হইয়াছিলেন; মুকুন্দের মুখে কৃষ্ণচরিত গান শুনিয়া ইনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। অলক্ষিত ভাবে কিছুকাল নবদ্বীপে ছিলেন। একদিন প্রভু অধ্যাপন হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন, পথে পুরীপাদের সহিত সাক্ষাৎ; প্রভু তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজগৃহে আনিয়া ভিক্ষা করাইলেন এবং ভিক্ষান্তে কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করিলেন। কয়েকমাস তিনি নবদ্বীপে গোপীনাথ আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রভুও নিত্য তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। পুরীগোস্বামী গদাধরপণ্ডিতকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তাঁহাকে স্বরচিত "কৃষ্ণলীলামৃত"-গ্রন্থ পড়াইয়াছিলেন; প্রভুকে পরম-পণ্ডিত জানিয়া পুরীগোস্বামী তাঁহাকে তাঁহার "কৃষ্ণলীলামৃতে"র দোষ-গুণ বিচার করিতে বলিয়াছিলেন; প্রভু বলিলেন—"ভক্তের বর্ণনমাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ॥···তোমার যে প্রেমের বর্ণন। ইহাতে দূষিবেক কোন্ সাহসিক জন॥" যাহা হউক, প্রভু প্রতিদিন দুইচারিদণ্ড পুরীগোস্বামীর সহিত তাঁহার গ্রন্থের বিচার করিতেন। প্রভু যখন গয়ায় গিয়াছিলেন, তখন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষাগ্রহণ-লীলার অভিনয় করেন।

উদ্ধারণ দত্ত। সপ্তগ্রামে সুবর্ণবণিক-কুলে আবির্ভূত; পিতার নাম শ্রীকর, মাতা ভদ্রাদেবী; তাঁহার এক পুত্রের নাম পাওয়া যায়—শ্রীনিবাস। নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য এবং অন্তরঙ্গ পার্ষদ। গৌরগণোদ্দেশদীপিকার মতে ব্রজের সুবাহু গোপাল; ইনি দ্বাদশ গোপালের একতম। ইনি নবহট্টের নৈ-নামক রাজার দেওয়ান ছিলেন; ইঁহার নাম-অনুসারে ঐস্থানে উদ্ধারণপুর নামে একটী গ্রাম আছে। ইনি শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বিপুল ঐশ্বর্য্য ও স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইনি শ্রীমন্নিত্যানন্দের সঙ্গেই থাকিতেন। পানিহাটিতে দাসগোস্বামীর দণ্ডমহোৎসব-সময়েও ইনি শ্রীমন্নিত্যানন্দের সঙ্গে ছিলেন।

কমলাকর পিপ্পলাই। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের পিপ্পলাই শাখাভুক্ত ব্রাহ্মণ। হুগলীজেলার অন্তর্গত মাহেশ ইঁহার শ্রীপাট। দ্বাদশ গোপালের একতম; ব্রজের মহাবল-গোপাল। সুন্দরবনের নিকটবর্ত্তী খালিজুলি-গ্রামে ইঁহার আবির্ভাব। শ্রীনিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত। ইনি ব্রজবালকের ভাবে আবিষ্ট থাকিতেন। ধ্রুবানন্দ-নামক জনৈক নিষ্কিঞ্চন ভক্ত নীলাচলস্থিত শ্রীজগন্নাথের আদেশে মাহেশে শ্রীজগন্নাথ প্রতিষ্ঠিত করেন; বৃদ্ধাবস্থায় তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশেই কমলাকর-পিপ্পলাইয়ের হস্তে জগন্নাথের সেবার ভার অর্পণ করেন। কমলাকর কাহাকেও কিছু না বলিয়া

উদাসীন ভাবে গৃহত্যাগ করিয়া মাহেশে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। আত্মীয়-স্বজন অনেক অনুসন্ধানের পর মাহেশে আসিয়া তাঁহাকে পায়েন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিধিপতির অনুনয়-বিনয়েও তিনি গৃহে ফিরিয়া যাইতে সম্মত না হওয়ায় নিধিপতিই পরিজনবর্গকে লইয়া খালিজুলি-গ্রাম ত্যাগ করিয়া মাহেশে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

কমলাকরের পুত্রের নাম চতুর্ভুজ; চতুর্ভুজের দুই পুত্র—নারায়ণ ও জগন্নাথ; নারায়ণের পুত্র জগদানন্দ; জগদানন্দের পুত্র রাজীবলোচন। রাজীবলোচনের সময়ে অর্থাভাবে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবার বিশেষ অসুবিধা হয়। কথিত আছে, তখন কোনও কারণে ঢাকার নবাব খানে ওয়ালিশ শা বাঙ্গলা ১০৬০ সালে জগন্নাথদেবকে ১১৮৫ বিঘা জমি দান করেন; তাহাতে সেবার অসুবিধা দূর হয়। কেহ কেহ বলেন—বাঙ্গালার ইতিহাসে খানে ওয়ালিশ শা নামে কোনও নবাবের নাম পাওয়া যায় না; ১০৬০ সালে বাঙ্গালার নবাব ছিলেন সুলতান সুজা। মুর্শিদাবাদের কোনও নবাব নাকি নদীবক্ষে বিপন্ন হইয়া জগন্নাথদেবের মন্দিরে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন; এজন্য তিনিই জগন্নাথদেবের সেবার জন্য ১১৮৫ বিঘা জমি দান করেন।

কমলাকান্ত বিশ্বাস। অদ্বৈতশাখা। অদ্বৈতাচার্য্যের কিঙ্কর। অদ্বৈতাচার্য্যের ব্যবহারিক বিষয়ের ভার ইঁহার উপরেই ছিল। শ্রীমদদ্বৈতের সঙ্গে তিনি একবার নীলাচলে গিয়াছিলেন; তখন রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকটে এক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন—"অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরতত্ত্ব; কিন্তু দৈবাৎ তাঁহার কিছু ঋণ হইয়াছে; তিনশত টাকা পাওয়া গেলে ঋণ শোধ করা যায়।" এই পত্রখানা সম্ভবতঃ প্রতাপরুদ্রের হস্তগত হওয়ার পূর্ব্বেই মহাপ্রভুর হস্তগত হয়; পত্র পড়িয়া মহাপ্রভুর অত্যন্ত দুঃখ হয়; তিনি বলিলেন—"পত্রে আচার্য্যকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে, তাহাতে দোষের কিছু নাই; যেহেতু, 'আচার্য্য দৈবত ঈশ্বর।' কিন্তু ঈশ্বরের দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া ভিক্ষা চাওয়া হইয়াছে; ইহা অন্যায়; দণ্ড করিয়া কমলাকান্তকে শিক্ষা দিব।" প্রভু কমলাকান্তের "দ্বারমানা" করিলেন; শুনিয়া কমলাকান্ত বিশেষ দুঃখিত হইলেন; কিন্তু ইহাও প্রভুর কৃপা মনে করিয়া অদ্বৈতাচার্য্য আনন্দিত হইলেন; এবং কমলাকান্তকে বলিলেন—"প্রভু তোমাকে দণ্ড দিয়াছেন, তুমি পরম ভাগ্যবান্।" অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর নিকটে আসিয়া কিছু ওলাহন দিলেন—"আমাকেও তুমি যে অনুগ্রহ কর নাই, কমলাকে তাহাই করিলে?" শুনিয়া প্রভু হাসিলেন এবং কমলাকান্তকে ডাকাইলেন। ইহাতেও অদ্বৈতাচার্য্য আবার ওলাহন দিলেন—"কমলাকে দর্শন দিলে কেন? আমাকে তুমি দুই রকমে বিড়ম্বিত করিতেছ।" প্রভু কমলাকান্তকে উপদেশ দিয়া বলিলেন—"যাহাতে আচার্য্যের লজ্জা-ধর্ম্ম হানি হইতে পারে, এরূপ আচরণ তোমার পক্ষে সঙ্গত নয়। কখনও রাজধন প্রতিগ্রহ করা উচিত নয়। বিষয়ীর অন্নে চিত্ত মলিন হয়, মলিন চিত্তে কৃষ্ণ-স্মরণ হয় না; কৃষ্ণ-স্মরণব্যতীত জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়। আর কখনও এরূপ কাজ করিও না।" শুনিয়া অদ্বৈতাচার্য্য অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

কর্ণপূর। কবি কর্ণপূর। প্রকৃত নাম পরমানন্দদাস সেন। প্রভু পরিহাস করিয়া পুরীদাস বলিতেন। শিবানন্দসেনের কনিষ্ঠ পুত্র। কাঞ্চনপল্লীতে (কাঁচড়াপড়ায়) আবির্ভাব। গুরুর নাম শ্রীনাথ।

শিবানন্দ সেন একবার তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে লইয়া নীলাচলে গিয়াছিলেন; তখন প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"এবার তোমার যে পুত্র জন্মিবে, তাহার নাম পুরীদাস রাখিও।" ইহার পরেই নীলাচলে শিবানন্দের এই পুত্র মাতৃগর্ভে আসেন; দেশে ফিরিয়া আসিলে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েন। পরে শিবানন্দ যখন এই বালককে প্রভুর সহিত মিলিত করাইলেন, প্রভু বালকের মুখে নিজের পাদাঙ্গুষ্ঠ দিয়া কৃপা করিয়াছিলেন। বালকের বয়স যখন সাত বৎসর, তখন শিবানন্দ তাঁহাকে লইয়া নীলাচলে যাইয়া প্রভুর সহিত মিলাইয়াছিলেন। বালক যখন প্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন, প্রভু বার বার তাঁহাকে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করার জন্য আদেশ করিলেন; কিন্তু বালক কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেন না, শিবানন্দসেনের চেষ্টা সত্ত্বেও না। প্রভু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"আমি জগতে স্থাবর-জঙ্গমাদিকে পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম লওয়াইলাম, কিন্তু এই বালককে পারিলাম না।" তখন স্বরূপ-দামোদর বলিলেন—

"প্রভু, আমার মনে হয়, তুমি ইঁহাকে যে কৃষ্ণনাম-মন্ত্র উপদেশ করিয়াছ, বালক তাহা মনে মনে জপিতেছেন, মুখে প্রকাশ করিতেছেন না।" এই ঘটনার পরে একদিন প্রভু বালককে বলিলেন—"পঢ় পুরীদাস।" বালক তৎক্ষণাৎ একটী শ্লোক রচনা করিয়া প্রকাশ করিলেন—"শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণো রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম। বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি।" শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন; কারণ পুরীদাস তখন "সাত বৎসরের বালক, নাহি অধ্যয়ন।" বালকের শৈশবে প্রভু যে তাঁহার মুখে স্বীয় পাদাঙ্গুষ্ঠ দিয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন, তাহারই প্রভাবে বোধহয় এই শ্লোকের প্রকাশ।

ইনি পিতা শিবানন্দসেনের সঙ্গে নীলাচলে যাইতেন; তখন প্রভুর অনেক নীলাচল-লীলা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন; পিতার মুখেও অনেক লীলার কথা শুনিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে এসমস্ত লীলাসম্বন্ধে বহু কথা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কয়েকখানা গ্রন্থের নাম—আর্য্যাশতক, অলঙ্কার-কৌস্তভ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ। ভক্তিসম্পদে, পাণ্ডিত্যে এবং কবিত্বে তিনি সকলেরই আদর ও সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন। কর্ণপুর হইল তাঁহার কবিত্ব-রসের পরিচায়ক নাম। কবিরাজ-গোস্বামী স্বীয় গ্রন্থে কর্ণপূরের গ্রন্থের বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কবিকর্ণপূরের "পরমানন্দদাস"-নাম সম্বন্ধে এবং "পুরীদাস" বলিয়া প্রভুর তাঁহাকে উপহাস করা সম্বন্ধে একটু আলোচনা দরকার। বলা বাহুল্য, কবিকর্ণপূর প্রভুর নিত্যদাস; তিনি জীবতত্ত্ব নহেন। তাঁহার পিতামাতাও জীবতত্ত্ব নহেন। কর্ণপূর তাঁহার গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকাতে তাঁহার পিতামাতার ব্রজলীলার স্বরূপের নামও লিখিয়াছেন—পিতা শিবানন্দসেন ছিলেন পূর্ব্বলীলায় বীরাদূতী এবং মাতা ছিলেন বিন্দুমতী। ভক্তজনোচিত দৈন্য বশতঃই নিজের ব্রজলীলার নাম প্রকাশ করেন নাই। নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শিবানন্দের যোগে প্রভুর নিত্যদাস কর্ণপূরের আবির্ভাব খুবই স্বাভাবিক। শিবানন্দসেনের প্রতি—"এবার তোমার যেই হইবে কুমার। ৩।১২।৪৬॥"—প্রভুর এই বাক্যে কর্ণপূরের আবির্ভাবের ইঙ্গিতই প্রভু দিয়াছেন; এই ইঙ্গিতের পরেই মাতৃগর্ভে কর্ণপূরের আবির্ভাব। ৩।১২।৪৭॥ প্রভু শিবানন্দের এই পুত্রের নাম রাখিতে বলিলেন—পুরীদাস। এতদ্ব্যতীত কর্ণপূরের নাম সম্বন্ধে প্রভুর অন্য কোনও আদেশ শ্রীগ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। তাঁহার আবির্ভাবের পরে শিবানন্দ তাঁহার নাম রাখিলেন—পরমানন্দদাস; তাহাও প্রভুর আজ্ঞাতেই রাখিয়াছেন বলিয়াই শ্রীগ্রন্থ বলেন। "প্রভুর আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দ-দাস॥ ৩।১২।৪৮॥" প্রভু আদেশ করিলেন "পুরীদাস"-নাম রাখিতে; শিবানন্দ নাম রাখিলেন—পরমানন্দদাস। ইহাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়, প্রভু যখন "পুরীদাস"-নাম রাখার কথা বলিয়াছেন, তখনই শিবানন্দ মনে করিয়াছেন—"পরমানন্দদাস" নাম রাখার কথাই প্রভু বলিয়াছেন; তাই বলা হইয়াছে—"প্রভুর আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দদাস॥" শিবানন্দের এইরূপ মনে করার হেতুও আছে। তাহা এই। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীর শিষ্য শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরীগোস্বামীকে প্রভু গুরুবৎ মান্য করিতেন। প্রভু এবং প্রভুর পরিকরগণও কখনও তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতেন না; তাঁহাকে পুরীগোসাঞিই বলিতেন; নীলাচলে "পুরীগোসাঞি" বলিলে শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী ব্যতীত অপর কাহাকেও বুঝাইত না। শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী সম্বন্ধে "পুরী" এবং "পরমানন্দপুরী" একার্থবাচক শব্দই ছিল। তাই প্রভু যখন "পুরীদাস" বলিলেন, তখন শিবানন্দ যে "পরমানন্দদাসই" বুঝিয়াছিলেন, ইহা অস্বাভাবিক নহে। ইহাই প্রভুরও অভিপ্রেত ছিল বলিয়া মনে হয়। যিনি লীলারসকথা বর্ণন করিবার জন্য আবির্ভূত হইতেছেন, প্রেমরসমূর্ত্তি শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী গোস্বামীর নামের সঙ্গে তাঁহার নামের সংযোগ করিয়া, তাঁহার "পরমানন্দদাস" নাম রাখিয়া প্রভু যে তাঁহাকে পুরীগোস্বামীর চরণে অর্পণ করার ইচ্ছা পোষণ করিবেন, ইহা খুবই স্বাভাবিক। প্রভু যে "পুরীদাস" বলিয়া কর্ণপূরকে পরিহাস করিতেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি প্রভুর স্নেহ এবং করুণাই প্রকাশ পাইত; শ্রীপাদ পুরীগোস্বামীর কৃপাধারা তাঁহার মস্তকে বর্ষিত হউক—প্রভুর এই ইচ্ছাই যেন তাঁহার পরিহাসের মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল। প্রভুর পরিহাসের "পুরীদাস"-শব্দের অন্তর্গত "পুরী"-শব্দ শ্রীপাদ

পরমানন্দপুরীকেই বুঝায়; "প্রভু আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমাদন্দদাস"—এই উক্তিই তাহার প্রমাণ। ইহা পরমানন্দ দাসের প্রতি প্রভুর আশীর্ব্বাদই, পরিহাসচ্ছলে আশীর্ব্বাদ—ঠাট্টা নহে।

কানাঞি খুঁটিয়া। নীলাচলবাসী; উৎকলদেশীয় ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণজন্মযাত্রা-লীলাভিনয়ে ইনি নন্দবেশ ধারণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীনন্দমহারাজের ভাবে আবিষ্ট হইয়া গোপবেশধারী প্রভুর নমস্কারও গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং "আবেশে বিলাইল ঘরে যত ছিল ধন।"

কানুঠাকুর। নিত্যানন্দশাখা। পুরুষোত্তদাস ঠাকুরের পুত্র। মাতার নাম জাহ্নবাদেবী। কথিত আছে—পুরুষোত্তমদাস যখন সুখসাগরে থাকিতেন ("পুরুষোত্তমদাস" দ্রষ্টব্য), তখন সে স্থানে এক যোগী পুরুষ বহুকাল যাবৎ ধ্যাননিমগ্ন অবস্থায় ছিলেন; তাঁহার দেহ মৃত্তিকায় আবৃত হইয়া গিয়াছিল। জনৈক কুম্ভকার মৃত্তিকা-খনন-কালে উক্ত যোগীর স্কন্ধে আঘাত করে। তাহাতে ধ্যানভঙ্গ হইলে তিনি পুরুষোত্তমদাসের গৃহে অতিথি হয়েন। তখন জাহ্নবাদেবীর সেবাযত্নে পরিতুষ্ট হইয়া যোগিবর তাঁহাকে পুত্রপ্রাপ্তির বর দান করেন এবং বলেন—"মা, আমিই তোমার পুত্র হইয়া জন্মিব; আমার স্কন্ধদেশের এই অস্ত্রাঘাত দেখিয়া চিনিতে পারিবে; কিন্তু কাহারও নিকটে একথা প্রকাশ করিলে তুমি বাঁচিবেনা।" যথাসময়ে জাহ্নবার পুত্র জন্মিল; শিশুর স্কন্ধদেশে চিহ্ন দেখিয়া আনন্দে তিনি হাসিয়া উঠিলেন। ধাত্রী হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার আগ্রহাতিশয্যে জাহ্নবাদেবী যোগিবরের পূর্ব্বকথা প্রকাশ করিলেন; তখন তিনি দেহ ত্যাগ করিলেন। তখন শিশুর বয়স মাত্র ১২ দিন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু এই সংবাদ জানিয়া খড়দহ হইতে আসিয়া মাতৃহারা শিশুকে নিয়া, শ্রীশ্রীজাহ্নবা-মাতাগোস্বামিনীর হস্তে অর্পণ করেন; তিনি পুত্রস্নেহে শিশুকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতেই শিশুর কৃষ্ণভক্তি দর্শন করিয়া নিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার নাম রাখিলেন—শিশু কৃষ্ণদাস। জাহ্নবামাতা গোস্বামিনী যখন বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন 'শিশুকৃষ্ণদাসও" তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। সে স্থানে "শিশুকৃষ্ণদাসের" অদ্ভুত ভাবাদি দর্শনে শ্রীজীবগোস্বামি-প্রমুখ মহাত্মাগণ তাঁহার নাম রাখেন "ঠাকুর কানাই"। কথিত আছে—বৃন্দাবনে ঠাকুর কানাই যখন কীর্ত্তনানন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ডাইন পায়ের নূপুরটী হারাইয়া যায়। তখন তিনি বলিলেন—"যেস্থানে নূপুর পড়িয়াছে, আমি সেই স্থানে বাস করিব।" যশোহর জেলার "বোধখানা" গ্রামে নাকি নূপুর পড়িয়াছিল। তখন তিনি বোধখানায় আসিয়া বাস করেন।

বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে ঠাকুর কানাইয়ের জ্যেষ্ঠপুত্রের সন্তানগণ বোধখানাতেই থাকেন; কিন্তু অন্যান্য পুত্রগণ বোধখানা ত্যাগ করিয়া নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভাজনঘাট নামক গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

কানুঠাকুরের পিতা পুরুষোত্তমদাস ঠাকুর, পুরুষোত্তমদাসের পিতা সদাশিব কবিরাজ, সদাশিব কবিরাজের পিতা কংসারিসেন—এই তিন পুরুষ এবং কানুঠাকুর, এই চারিপুরুষই গৌরপরিকর-ভুক্ত ছিলেন।

কালাকৃষ্ণদাস। শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ। নিত্যানন্দশাখা। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী আকাইহাটে শ্রীপাট। ইনি মহাপ্রভুর দক্ষিণ-যাত্রার সঙ্গী; প্রভুর কৌপীন ও জলপাত্র বহন করিতেন। দক্ষিণ-ভ্রমণ সময়ে প্রভুর সঙ্গে ইনি যখন মল্লারদেশে গিয়াছিলেন, তখন সেই স্থানের বামাচারী ভট্টমারী সন্ন্যাসিগণ "স্ত্রীধন" দেখাইয়া ইঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। তাহাতে ইনি প্রভুকে ত্যাগ করিয়া ভট্টমারীদের নিকটে গিয়াছিলেন; প্রভু তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনেন; নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে তাঁহাকে সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দাদি পরমর্শ করিয়া প্রভুর আগমন-বার্ত্তা জানাইবার জন্য কৃষ্ণদাসকে গৌড়দেশে পাঠান। তাঁহার মুখে প্রভুর নীলাচলে আগমনের কথা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈতাদি গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রভুর দর্শনের জন্য রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচলে আসেন। ইনি দ্বাদশগোপালের একতম; ব্রজের লবঙ্গ সখা।

কালিদাস। কায়স্থ, সপ্তগ্রামে শ্রীপাট। রঘুনাথ দাসগোস্বামীর জ্ঞাতি খুড়া। বৈষ্ণবের পদরজে এবং বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে ইঁহার অচলা নিষ্ঠা ছিল। ইনি সাক্ষাদ্‌ভাবে বা কৌশলে পরিচিত সকল বৈষ্ণবেরই পদরজঃ ও

অধরামৃত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছু উপহার লইয়া তিনি বৈষ্ণব-গৃহে যাইতেন। তাঁহার নিকটে বৈষ্ণবের জাতিবিচার ছিল না। এক সময়ে তিনি ভূমিমালী-জাতীয় বৈষ্ণব ঝড়ুঠাকুরের গৃহে একটী ঠোঙ্গায় করিয়া কতকগুলি আম লইয়া গিয়াছিলেন। যাইয়া ঝড়ুঠাকুরকে এবং তাঁহার পত্নীকে প্রণাম করিয়া কতক্ষণ কৃষ্ণকথার আলাপন করিয়া চলিয়া আসিতেছিলেন। ঝড়ুঠাকুরও তাঁহার অনুগমন করিয়া কতদূর পর্য্যন্ত যাইয়া তাঁহারই অনুরোধে গৃহে ফিরিয়া আসেন। তিনি চক্ষুর অন্তরালে গেলে যে স্থান দিয়া তিনি যাতায়াত করিয়াছিলেন, কালিদাস সেই স্থানের ধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিলেন এবং জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়া দেখিলেন, ঝড়ুঠাকুর এবং তাঁহার পত্নী কৃষ্ণ-নিবেদিত আম খাইয়া চোষা আটি ও বল্কল আস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিলেন। কালিদাস গোপনে আস্তাকুড় হইতে সেই চোষা আটি-আদি লইয়া চুষিতে লাগিলেন এবং প্রেমাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার এই বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টাদিতে নিষ্ঠার ফলে, যখন তিনি নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভুর অসাধারণ কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। প্রভু যখন শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করিতেন, সিংহদ্বারের নিকটে আসিয়া প্রথমে পাদ-প্রক্ষালন করিয়া তার পরে মন্দির-প্রাঙ্গণে যাইতেন। প্রভুর এই পদজল কেহ যেন স্পর্শও না করে—এইরূপই ছিল গোবিন্দের প্রতি প্রভুর আদেশ। একদিন প্রভু পাদপ্রক্ষালন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহারই সাক্ষাতে কালিদাস ক্রমে ক্রমে তিন অঞ্জলি পাদোদক গ্রহণ করিলেন, প্রভু তাঁকে নিষেধ করিলেন না; তিন অঞ্জলি গ্রহণের পরে নিষেধ করিলেন। ইহার পরে প্রভু নিজেই গোবিন্দদ্বারা তাঁহাকে নিজের ভুক্তাবশেষও দেওয়াইয়াছিলেন। ইনি ব্রজলীলায় ছিলেন পুলিন্দতনয়া মল্লী।

কাশীমিশ্র। উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ। রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু ও জগন্নাথের সেবার অধ্যক্ষ। ইঁহারই গৃহস্থিত গম্ভীরায় মহাপ্রভু অবস্থান করিতেন। মহাপ্রভুর প্রিয়সেবক। ইনি প্রভুতে সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে চতুর্ভুজ-রূপ দেখাইয়াছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র যখন নীলাচলে থাকিতেন, তখন প্রতিদিন মধ্যাহ্নে ইঁহার গৃহে আসিয়া ইঁহার পাদসম্বাহনাদি করিতেন এবং ইঁহার মুখে জগন্নাথের সেবার বিবরণ শুনিতেন। ইঁহারই মধ্যস্থতায় এবং কৌশলে গোপীনাথ-পট্টনায়ক বড়রাজপুত্রকর্ত্তৃক চাঙ্গে-চড়ান হইতে উদ্ধার লাভ করেন। দ্বাপরলীলায় ইনি ছিলেন মথুরাবাসিনী শ্রীকৃষ্ণবল্লভা সৈরিন্ধ্রী।

কাশীশ্বর গোসাঞি। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শিষ্য; ইনি শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। নির্যান-সময়ে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী মহাপ্রভুর সেবা করার নিমিত্ত তাঁহাকে আদেশ করেন; তদনুসারে কিছু তীর্থভ্রমণ করিয়া, প্রভুর দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে, নীলাচলে প্রভুর সহিত মিলিত হয়েন এবং প্রভুর সেবা করিতে থাকেন। তিনি অত্যন্ত বলবান্ ছিলেন। প্রভু যখন জগন্নাথ-দর্শনে যাইতেন, তখন ইনি প্রভুর অগ্রভাগে থাকিয়া লোক-ভীড় নিবারণ করিতেন। ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভুর ভোজন-কালে ইনি একজন পরিবেশকের কাজ করিতেন। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন ভৃঙ্গার নামক শ্রীকৃষ্ণ-ভৃত্য।

কৃষ্ণদাস রাজপুত। মথুরাবাসী, রাজপুত। প্রভু যখন ব্রজমণ্ডলে গিয়াছিলেন, তখন একদিন প্রভু বৃন্দাবনে আমলিতলাতে বসিয়া নামকীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণদাস রাজপুত প্রভুর দর্শন পায়েন; দর্শনজনিত প্রেমাবেশে প্রভুকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—"গত রাত্রিতে আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছি; প্রভু, তোমাকে দেখিয়া আমার সেই স্বপ্ন প্রত্যক্ষ হইল।" প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন; তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; পরে প্রভুর সঙ্গে মথুরার অক্রূরঘাটে আসিয়া প্রভুর অবশেষ পাইলেন। তদবধি স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া তিনি প্রভুর সঙ্গেই রহিলেন। প্রভু যখন মথুরা ত্যাগ করিয়া প্রয়াগে আসিয়াছিলেন, তখন ইনিও প্রভুর সঙ্গে আসিয়াছিলেন এবং পথে প্রভু যখন প্রেমাবিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন ম্লেচ্ছ পাঠকগণকর্ত্তৃক প্রভুর অন্য সঙ্গীদের সহিত ইনিও বন্দী হইয়াছিলেন এবং স্বীয় কৌশলে ও নির্ভীকতায় প্রভুর মূর্চ্ছা ভঙ্গের পূর্ব্বেই নিজেকে এবং সঙ্গীদিগকে বন্ধনমুক্ত করাইয়াছিলেন। ইনি প্রভুর সঙ্গে প্রয়াগ হইতে আড়েলগ্রামে বল্লভ-ভট্টের গৃহেও গিয়াছিলেন। প্রয়াগ হইতে প্রভু তাঁহাকে নিজগৃহে পাঠাইয়াছেন।

কেশবছত্রী। গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের কর্ম্মচারী। মহাপ্রভু যখন রামকেলিতে গিয়াছিলেন, তখন হুসেন শাহ ইঁহাকে প্রভুর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, যবনের অত্যাচার-ভয়ে ইনি প্রভুর মহিমা খর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন—একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসীমাত্র; তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন; হু'চারজন ইঁহাকে দেখিতে আসে; ইঁহার হিংসায় কোনও লাভ নাই। হুসেন সাহ অবশ্য তাঁহার কথায় বিশেষ আস্থা স্থাপন করেন নাই।

কেশব-ভারতী। প্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমের গুরু। প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে ইনি একবার নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন; তখন প্রভু তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে ভিক্ষা করাইয়া তাঁহার নিকটে সন্ন্যাস প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভারতী বলিয়াছিলেন—"তুমি অন্তর্য্যামী ঈশ্বর; যাহা করাও, তাহাই করিব; আমি ত স্বতন্ত্র নই।" তার পরে প্রভু গৃহত্যাগ পূর্ব্বক কাটোয়াতে যাইয়া ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলার অভিনয় করেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পরে প্রভু যখন কীর্ত্তনাবেশে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে কেশব-ভারতীকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন, তখন ভারতীও প্রেমাবিষ্ট হইয়া দণ্ডকমণ্ডলু দূরে ফেলিয়া দিয়া "হরি হরি" বলিয়া নৃত্য করিতে এবং ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন; সন্ন্যাসের দিন সমস্ত রাত্রি এইভাবে নৃত্যকীর্ত্তন চলিল। প্রভাতে ভারতীর নিকটে বিদায় লইয়া প্রভু কাটোয়া ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন ভারতী বলিলেন—"আমিও তোমার সঙ্গে যাইব; সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে তোমার সঙ্গে থাকিব।" প্রভুও তাঁহাকে অগ্রে করিয়া কাটোয়া ত্যাগ করিলেন (শ্রীচৈতন্যভাগবত)। ইনি দ্বাপর-লীলায় সান্দীপনী মুনি ছিলেন।

গঙ্গাদাসপণ্ডিত। ইনি মহাপ্রভুর ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে প্রভু যখন তাঁহার ছাত্রদিগকে পড়াইতেছিলেন না, তখন ছাত্রগণ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকটে যাইয়া তাঁহাদের অবস্থা জানাইলে তাঁহাদের পড়াইবার জন্য ইনি প্রভুকে আদেশ করিয়াছিলেন। ইনি পরে প্রভুর একান্ত ভক্ত হইয়াছিলেন। নীলাচল হইতে গৌড়ে আগমন করিয়া প্রভু যখন রামকেলি হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আসিয়াছিলেন, তখন আচার্য্য শচীমাতাকে শান্তিপুরে আনয়নের জন্য নবদ্বীপে দোলা পাঠাইয়াছিলেন। সেই সময়ে গঙ্গাদাস পণ্ডিতও শচীমাতার সঙ্গে প্রভুর দর্শনের জন্য শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন। পূর্ব্বলীলায় ইনি ছিলেন শ্রীরঘুনাথের গুরু বশিষ্ঠ মুনি।

গঙ্গাদাসবিপ্র। শ্রীনিত্যানন্দশাখা। প্রভুর মহাপ্রকাশের সময়ে ইনি যখন প্রভুর নিকটে আসিয়াছিলেন, তখন প্রভু ইঁহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমার কি মনে পড়ে, যে দিন তুমি যবন রাজার ভয়ে নিশাভাগে সপরিবারে পলায়নের উদ্দেশ্যে গঙ্গাঘাটে আসিয়া রাত্রিশেষপর্য্যন্ত খেয়াঘাটে কোনও নৌকা না পাইয়া, যবনে তোমার পরিবারকে স্পর্শ করিবে আশঙ্কা করিয়া, ভগবানের চিন্তা করিতে করিতে গঙ্গায় প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, সেই দিন তৎক্ষণাৎ নৌকা লইয়া এক জন লোক তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়া তোমাকে গঙ্গাপার করিয়া দিয়াছিল এবং তুমি তাহাকে একটী টাকা এবং একটী জোড় বক্‌সিস্ দিতে চাহিয়াছিলে? আমিই নৌকা লইয়া তোমাকে পার করিয়া আবার স্বীয় বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলাম। মনে পড়ে তোমার সে-কথা?" শুনিয়া গঙ্গাদাস মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। তদবধি তিনি প্রভুর একান্ত ভক্ত। যেদিন জগাই-মাধাই শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে তাড়া করিয়াছিলেন, প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে সেইদিন শ্রীবাসপণ্ডিত ও গঙ্গাদাস প্রভুর নিকটে তাঁহাদের পরিচয় দিয়াছিলেন। পরে জগাই-মাধাইর উদ্ধারের পরে প্রভু যে দিন রুদ্ধদ্বার গৃহে তাঁহাদের দুইজনকে লইয়া বসিয়াছিলেন, অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সহিত সেই দিনও সেই স্থানে গঙ্গাদাস উপস্থিত ছিলেন। কীর্ত্তনান্তে গঙ্গাগর্ভে প্রভুর জলকেলি-রঙ্গেও ইনি থাকিতেন। চন্দ্রশেখরের গৃহে প্রভুর অভিনয়-কালে এবং কাজীদমনের দিন নগরকীর্ত্তনেও গঙ্গাদাস ছিলেন। শ্রীধরের গৃহে জলপান-ব্যাপারে প্রভুর ভক্তবাৎসল্য দেখিয়া অন্যান্য ভক্তদের সহিত গঙ্গাদাসও প্রেমাবেশে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের সংবাদ পাইয়া ইনি অঝোর নয়নে কান্দিয়াছিলেন। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রভুর দর্শনের জন্য নীলাচলেও যাইতেন।

গদাধরদাস। শ্রীচৈতন্যশাখা। শ্রীমন্নিত্যানন্দের প্রতি প্রভু যখন গৌড়ে প্রেমভক্তিপ্রচারের আদেশ দিয়াছিলেন, তখন বাসুদেব, মাধব, রামদাসাদি ভক্তের সঙ্গে গদাধরদাসকেও নিত্যানন্দ-প্রভুর সঙ্গে দিয়াছিলেন ; তদবধি তিনি নিত্যানন্দ-সঙ্গী। নবদ্বীপেই থাকিতেন। ভক্তিরত্নাকরের মতে, মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরে তিনি নবদ্বীপ হইতে কাটোয়ায়, পরে কাটোয়া হইতে গঙ্গাতীরে এঁড়িয়াদহ গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইনি সকলকেই হরিনাম করিতে উপদেশ দিতেন। এক দিন রাত্রিকালে কীর্ত্তন করিতে করিতে তিনি কীর্ত্তন-বিরোধী কাজীর গৃহে উপস্থিত হইয়া হরিনাম করার জন্য কাজীকে অনুরোধ করেন। কাজী বলিলেন—"কাল হরিনাম করিব।" তখন প্রেমোৎফুল্ল হইয়া গদাধর বলিলেন—"আর কালি কেনে। এইত বলিলা হরি আপন বদনে।" ইঁহার গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ মাধবঘোষের দ্বারা দানকেলি কীর্ত্তন করাইয়াছিলেন। নিত্যানন্দপ্রভুর প্রচার-সঙ্গী হইলেও গদাধরদাস গোপীভাব-পূর্ণ ছিলেন। প্রভুর আদেশে নীলাচল হইতে নিত্যানন্দের সঙ্গে গৌড়ে আসিবার সময়ে পথিমধ্যে গদাধরদাস শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া "দধি কে কিনিবে" বলিয়া অট্ট অট্ট হাস্য করিয়াছিলেন। গোপীভাবে আবিষ্ট হইয়া গঙ্গাজলের কলস মাথায় করিয়া "কে কিনিবে গো-রস" বলিয়া ডাকিয়া ফিরিতেন। নীলাচল হইতে প্রভু যখন পানিহাটীতে আসিয়াছিলেন, তখন প্রভুর দর্শনের জন্য গদাধরদাস সে স্থানে আসিলে প্রভু তাঁহার মস্তকে চরণ তুলিয়া দিয়াছিলেন। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন শ্রীরাধার বিভূতিরূপা চন্দ্রকান্তি। তাই বোধ হয় রাধাভাবের আবেশ।

গদাধরপণ্ডিতগোস্বামী। পঞ্চতত্ত্বের শক্তি-তত্ত্ব। চট্টগ্রামের বেলেটী গ্রামে আবির্ভাব। পিতার নাম শ্রীমাধব-মিশ্র ; মাতা শ্রীমতী রত্নাবতী। কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বাণীনাথ। অধ্যয়নের জন্য অল্প বয়সেই নবদ্বীপে আসেন। গদাধর পণ্ডিত শ্রীলপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শিষ্য। একসময়ে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন ; গদাধরের সর্ব্বদাই বৈষ্ণব-দর্শনে আনন্দ ; মুকুন্দদত্ত গদাধরকে বিদ্যানিধির নিকটে লইয়া গেলেন। দিব্য খট্টার উপরে, দিব্য চন্দ্রাতপের নীচে সুবেশ বিদ্যাধর বসিয়া আছেন—যেন রাজপুত্র ; চারিপাশে সুদৃশ্য বালিশ, দিব্য বাটায় পান, তাম্বূলরাগে অধর রক্তবর্ণ, সেবক ময়ূরের পাখা লইয়া ব্যজন করিতেছে, দিব্য গন্ধে গৃহ আমোদিত। গদাধর এসকল বিলাসের চিহ্ন দেখিয়া বিদ্যানিধির বৈষ্ণবতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইলেন। মুকুন্দ তাহা বুঝিতে পারিয়া বিদ্যানিধির প্রকৃত পরিচয় প্রকটিত করার উদ্দেশ্যে সুমধুর সুরে শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটী শ্লোক উচ্চারণ করিলেন—"অহো বকী যং স্তনকালকূট-মিত্যাদি"। শ্লোক শুনামাত্র অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবে বিভূষিত হইয়া বিদ্যানিধি অস্থির ভাবে গর্জ্জন করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে হস্তপদ বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন, আসবাব-পত্র চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল, ভূমিতে পড়িয়া কতক্ষণ গড়াগড়ি দিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। দেখিয়া গদাধর আত্মধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, বিদ্যানিধির চরণে তিনি যে অপরাধ করিয়াছেন, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেই তাহার খণ্ডন সম্ভব। মুকুন্দের নিকটে স্বীয় মনের কথা প্রকাশ করিলেন ; মুকুন্দ তাহা বিদ্যানিধির নিকটে প্রকাশ করিলে বিদ্যানিধিও সন্তুষ্টচিত্তে সম্মতি দিলেন। পরে প্রভুর অনুমতি লইয়া গদাধর বিদ্যানিধির নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন। গদাধর ছিলেন মহাপ্রভুর মরমী সঙ্গী। প্রভুর প্রায় সমস্ত লীলার সহচর। সন্ন্যাস গ্রহণান্তে প্রভু যখন নীলাচলে যায়েন, দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে গদাধর নবদ্বীপেই থাকেন। দক্ষিণদেশ ভ্রমণের পরে প্রভু যখন নীলাচলে ফিরিয়া আসেন, তখন গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে গদাধর নীলাচলে যায়েন, আর ফিরিয়া আসেন নাই। প্রভু তাঁহাকে গোপীনাথের সেবায় নিয়োজিত করেন। প্রভু যখন নীলাচল হইতে গৌড়ে যাত্রা করিলেন, প্রভুর নিষেধসত্ত্বেও গদাধর প্রভুর সঙ্গে চলিলেন ; প্রভু পুনঃ পুনঃ নিষেধ করাতে প্রভুর সঙ্গে না থাকিয়া পৃথক্ ভাবে চলিতে লাগিলেন। কটকে আসিয়া প্রভু তাঁহাকে ডাকাইয়া অনেক বুঝাইলেন ; কিন্তু গদাধরকে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনে সম্মত করাইতে পারিলেন না। তখন প্রভু বলিলেন—আমার সুখ যদি চাও গদাধর, তাহা হইলে নীলাচলে ফিরিয়া যাও, গোপীনাথের সেবা কর ; "আমার শপথ যদি আর-কিছু বল।" ইহা বলিয়াই প্রভু নৌকায় উঠিলেন, গদাধর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভুর আদেশে সর্ব্বভৌম-

ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে নীলাচলে লইয়া আসিলেন। প্রভুকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ উপেক্ষিত হইয়া বল্লভ-ভট্ট নীলাচলে গদাধরের নিকটে যাইয়া গদাধরের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে স্বকৃত কৃষ্ণনামের অর্থাদি শুনাইতেন। ভট্টের পাণ্ডিত্য ও আভিজাত্যের কথা ভাবিয়া গদাধর তাঁহাকে নিষেধ করিতে পারেন না; অথচ প্রভুর গণের ভয়েও ভীত। পরে বল্লভ-ভট্টের প্রতি প্রভুর কৃপা হইলে তিনি গদাধরের নিকটে কিশোর-গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ব্রজলীলায় গদাধর পণ্ডিত ছিলেন শ্যামসুন্দর-বল্লভা বৃন্দাবনলক্ষ্মী (শ্রীরাধা); ললিতাও তাঁহাতে প্রবিষ্ট (১।১।২৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। গদাধরে আবার রুক্মিণীদেবীর ভাবও আছে (৩।৭।১২৮)।

গরুড় পণ্ডিত। শ্রীচৈতন্যশাখা। ব্রাহ্মণ। শ্রীপাট—নবদ্বীপ, আকনা। নামের বলে সর্পবিষও ইঁহার উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার মতে ইনি ছিলেন—গরুড়।

গুণরাজ খান। কুলীনগ্রামবাসী। নাম মালাধর বসু; গৌড়েশ্বরের প্রদত্ত উপাধি গুণরাজ খান। ইঁহারই পুত্র লক্ষ্মীনাথ বসু—উপাধি সত্যরাজ খান; লক্ষ্মীনাথের পুত্র রামানন্দ বসু। গুণরাজখান প্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি বাংলা পয়ারাদি ছন্দে "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম ও ১১শ স্কন্ধের আখ্যায়িকাংশের এবং ১১শ স্কন্ধের তাত্ত্বিকাংশের তাৎপর্য্যানুবাদ দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ই বোধহয় শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বপ্রথম বঙ্গানুবাদ; অবশ্য ইহা আক্ষরিক অনুবাদ নহে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের উক্তি হইতে জানা যায়, ১৩৯৫ শকে এই গ্রন্থের লেখা আরম্ভ হয় এবং ১৪০২ শকে শেষ হয়। এই গ্রন্থে একটী উক্তি আছে এইরূপ—"নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।" প্রভু ইহা দেখিয়া বলিয়াছেন—"এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ॥" প্রভু ইহাও বলিয়াছেন—কুলীনগ্রামের যে কুক্কুর, সেও প্রভুর প্রিয়; অন্য জনের কথা তো দূরে। গুণরাজ খান অত্যন্ত ধনশালী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ছিলেন।

গোপাল। অদ্বৈতাচার্য্য-পুত্র। ইনি একবার নীলাচলে প্রভুর গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলায় প্রভুর আদেশে নৃত্য করিতে করিতে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দেখিয়া অদ্বৈতাচার্য্য বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, নৃসিংহের মন্ত্র পড়িয়া জলের ঝাপ্টা মারিতে লাগিলেন; তাহাতেও গোপালের চেতনা ফিরিয়া না আসায় আচার্য্য ও ভক্তবৃন্দ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন প্রভু তাঁহার বুকে হাত দিয়া "উঠহ গোপাল বলি উচ্চস্বরে কৈল।" তখন গোপাল উঠিয়া হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

গোপালভট্ট গোস্বামী। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী বেঙ্কটভট্টের পুত্র। দক্ষিণ-ভ্রমণ-কালে প্রভু যখন বেঙ্কট ভট্টের গৃহে চাতুর্ম্মাস্য-কাল অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন গোপালভট্ট প্রাণ ভরিয়া প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন। ইনি স্বীয় পিতৃব্য প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নিকটে দীক্ষিত। ভক্তিরত্নাকরের মতে, পিতামাতার অপ্রকটের পরে তাঁহাদের আদেশেই গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গে মিলিত হয়েন। শ্রীরূপ-সনাতন নীলাচলে প্রভুর নিকটেও তাঁহার আগমন-সংবাদ জানাইয়াছিলেন এবং প্রভুও তাঁহাদের জানাইয়াছিলেন—তাঁরা যেন গোপাল ভট্টকে নিজেদের ভাই বলিয়া মনে করেন। ইনিই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধারমণ-শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাস রচনা করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ভাগবত-সন্দর্ভে লিখিয়াছেন—গোপালভট্ট প্রাচীন বৈষ্ণবদের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া একখানি তত্ত্বগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে তত্ত্বাদি কোনও স্থলে যথাক্রমে, কোনও স্থলে বা ক্রমভঙ্গভাবে, আবার কোনও স্থলে বা খণ্ড খণ্ড ভাবে লিখিত ছিল। শ্রীজীব তৎসমস্তেরই পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহার ভাগবতসন্দর্ভ (ষট্সন্দর্ভ) লিখিয়াছেন। গোপাল ভট্ট গোস্বামী "সৎক্রিয়াসার-দীপিকা"-নামক একখানি গ্রন্থও লিখিয়াছেন এবং কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা লিখিয়াছিলেন বলিয়াও শুনা যায়। ভক্তিরত্নাকর বলেন—কবিরাজগোস্বামীর গ্রন্থে গোপালভট্ট গোস্বামীর কোনও প্রসঙ্গ লিখিতে তিনি কবিরাজ গোস্বামীকে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইনি কবিরাজ-গোস্বামীর ছয় জন শিক্ষাগুরুর মধ্যে একজন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ইঁহার শিষ্য। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার মতে ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন শ্রীঅনঙ্গ মঞ্জরী, কাহারও কাহারও মতে শ্রীগুণমঞ্জরী।

গোপীনাথ আচার্য্য। শ্রীচৈতন্যশাখা। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভগিনীপতি। নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ। পরে নীলাচলে সার্ব্বভৌম-গৃহে থাকিতেন। নবদ্বীপে থাকিতেই প্রভুর সঙ্গে পরিচয় ছিল। ইনি প্রথম হইতেই প্রভুকে স্বয়ং-ভগবান্ বলিয়া জানিতেন। প্রভু সঙ্গীদের ছাড়িয়া সর্ব্বপ্রথমে একাকী জগন্নাথমন্দিরে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথ-দর্শনে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার পরে প্রভুর সঙ্গী শ্রীনিত্যানন্দাদি মন্দির-সম্মুখে উপনীত হইলে লোকমুখে প্রভুর সার্ব্বভৌমগৃহে অবস্থিতির কথা জানিয়া যখন সার্ব্বভৌম-গৃহের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তখনই দৈবাৎ গোপীনাথ আচার্য্য সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়েন এবং প্রভুর সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়া সংজ্ঞাহীন প্রভুর দর্শন করান এবং সার্ব্বভৌমের সহিত তাঁহাদের মিলন করান। সার্ব্বভৌম তখনও প্রভুর ভগবত্তার পরিচয় পায়েন নাই। গোপীনাথ প্রভুর ভগবত্তা প্রতিপাদনের জন্য সার্ব্বভৌমের সঙ্গে অনেক বিচার-তর্ক করিয়াছিলেন এবং পরে বলিয়াছিলেন—সার্ব্বভৌমের প্রতি যখন প্রভুর কৃপা হইবে, তখন তিনি প্রভুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। প্রভুর কৃপায় মায়াবাদী সার্ব্বভৌম যখন প্রভুর পরমভক্ত হইয়া পড়িলেন, তখন গোপীনাথের আর আনন্দের সীমা ছিলনা। গোপীনাথ প্রভুর নবদ্বীপেরও সঙ্গী এবং নীলাচলেরও সঙ্গী। নীলাচলে ইনি নানাভাবে প্রভুর সেবা করিয়াছেন। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন রত্নাবলী সখী।

গোপীনাথ পট্টনায়ক। রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা এবং ভবানন্দ রায়ের পুত্র। ইনি রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে মালজাঠ্যাদণ্ডপাটের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এক সময়ে রাজার প্রাপ্য দুইলক্ষ টাকা তাঁহার নিকটে বাকী পড়ায় তিনি একটু বিপন্ন হইয়াছিলেন। রাজা টাকা চাহিলে তিনি বলিলেন—"এখন নগদ টাকা দিতে পারিব না; আমার কতকগুলি ভাল ঘোড়া আছে, মূল্য ধরিয়া তাহা রাজ-সরকারে নেওয়া হউক; বাকী টাকা আস্তে আস্তে দিব"। বড় রাজপুত্র ঘোড়ার ভাল মূল্য জানিতেন। রাজা কয়েকজন পাত্র-মিত্রের সঙ্গে বড় রাজপুত্রকে পাঠাইলেন, ঘোড়ার মূল্য স্থির করার জন্য। কিন্তু তাঁহার সহিত গোপীনাথের কিছু অপ্রীতি ছিল; তাই তিনি ঘোড়ার অনেক কম মূল্য ধরিলেন; তাহাতে গোপীনাথ তাঁহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। রাজপুত্র রুষ্ট হইয়া গোপীনাথকে বাঁধিলেন, তাঁহার ভাই বাণীনাথকেও সবংশে বাঁধিয়া আনাইলেন এবং গোপীনাথকে খড়্গের উপরে ফেলিয়া দেওয়ার জন্য চাঙ্গে চড়াইলেন। গোপীনাথের সেবক তাঁহার অজ্ঞাতসারেই এই সকল সংবাদ প্রভুর গোচরীভূত করিল; প্রভু কিন্তু উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া রাজার প্রাপ্য না দেওয়ার জন্য গোপীনাথকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কাশীমিশ্রের নিকটে প্রভু বলিলেন—তিনি নীলাচল ত্যাগ করিয়া আলালনাথে চলিয়া যাইবেন; যেহেতু, নীলাচলে থাকিলে বিষয়ীর কথা শুনিতে হয়। কাশীমিশ্র রাজার নিকটে সমস্ত জানাইলে রাজা গোপীনাথের নিকটে প্রাপ্য দুই লক্ষ টাকা মাপ করিয়া দিলেন এবং গোপীনাথের বেতন দ্বিগুণ করিয়া তাঁহাকে মালজাঠ্যাদণ্ডপাটে পাঠাইলেন। কি-ভাবে রাজবিষয় করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে প্রভু গোপীনাথকে উপদেশ দিলেন। গোপীনাথের নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল; তাঁহার সহোদর রামানন্দ ও বাণীনাথকে প্রভু যেমন বিষয় ছাড়াইয়াছেন, তেমনি তাঁহাকেও বিষয় ছাড়াইবার প্রার্থনা জানাইলেন। প্রভু বলিলেন—পাঁচ ভাইই যদি বিষয় ছাড়, কুটুম্ব-ভরণ হইবে কিরূপে? প্রভু ভবানন্দরায়কে নিজ মুখে বলিয়াছেন—"তুমি পাণ্ডু, তোমার পত্নী কুন্তী; তোমার পঞ্চপুত্র পঞ্চ পাণ্ডব।" সুতরাং গোপীনাথ পট্টনায়ক ছিলেন পঞ্চ পাণ্ডবের একজন।

গোবিন্দ। নীলাচলে প্রভুর অঙ্গসেবক। শূদ্র। ইনি পূর্ব্বে ছিলেন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেবক। অন্তর্দ্ধান-সময়ে পুরীগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা করিবার জন্য গোবিন্দকে আদেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি প্রভুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়েন—দক্ষিণ হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে। "গুরুর সেবক মান্যপাত্র, তাহাদ্বারা অঙ্গসেবা সঙ্গত হয়না"—প্রভু এইরূপ বিবেচনা করিয়া সার্ব্বভৌমের পরামর্শ চাহিলে সার্ব্বভৌম বলিয়াছিলেন—"গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করা উচিত নয়।" প্রভু তখন গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া স্বীয় সেবার অধিকার দিলেন। গোবিন্দ প্রভুর পাদসংবাহনাদি অঙ্গসেবা করিতেন, প্রভুর আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন, ভক্তগণ প্রভুর আহারের জন্য যে সমস্ত দ্রব্য দিতেন, তৎসমস্ত রাখিতেন এবং সুযোগমত প্রভুকে দিতেন। প্রভুর জন্য চন্দনাদিতৈল এবং তুলীগণ্ডু

জগদানন্দ গোবিন্দের নিকটেই দিয়া ছিলেন। গোবিন্দের সেবার মহিমা অদ্ভুত। মধ্যাহ্ন-আহারের পরে প্রভু গম্ভীরায় শয়ন করিলে গোবিন্দ প্রতিদিনই প্রভুর অঙ্গসেবাদি করেন, প্রভু ঘুমাইলে নিজে আসিয়া আহার করেন। একদিন প্রভু এক ভঙ্গী করিলেন। বেঢ়াকীর্ত্তনের দিন। প্রাতঃকাল হইতে বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত প্রভু নৃত্যকীর্ত্তনাদি করিয়াছেন। সুতরাং সেই দিন অঙ্গসেবার প্রয়োজন আরও বেশী। কিন্তু প্রভু ভিক্ষার পরে গম্ভীরার দ্বার জুড়িয়া শুইয়া পড়িলেন ; ভিতরে যাওয়ার পথ নাই। গোবিন্দের পুনঃ পুনঃ আবেদন সত্ত্বেও প্রভু সরিলেন না, বলিলেন—"আমার নড়াচড়ার শক্তি নাই।" তখন গোবিন্দ নিজের বহির্ব্বাসখানা প্রভুর অঙ্গের উপরে দিয়া প্রভুকে ডিঙ্গাইয়া ভিতরে গেলেন এবং প্রভুর পাদসংবাহনাদি করিলেন ; প্রভু নিদ্রিত হইলেন। নিদ্রাভঙ্গে দেখেন, গোবিন্দ প্রভুর পদপ্রান্তে বসিয়া আছেন। বলিলেন—"এখনও এখানে ? তোর খাওয়া হয় নাই ?" উত্তর—না, প্রভু। "কেন ?" "বাহিরে যাব কিরূপে ?" "ভিতরে আসিলে কিরূপে ? যেভাবে আসিয়াছ, সেভাবে গেলেনা কেন ?" গোবিন্দ মুখে কিছু বলিলেন না ; মনে মনে বলিলেন—"মোর সেবা সে নিয়ম। অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন॥ সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি। স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি॥" প্রভু যখনই গম্ভীরা হইতে বাহিরে যাইতেন, জলপাত্র লইয়া গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। জগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশের পূর্ব্বে প্রভুর পাদ প্রক্ষালন করাইয়া দিতেন। দর্শনের সময়েও নিকটে থাকিতেন। এক দিন এক উড়িয়া স্ত্রীলোক দর্শনাবেশে প্রভুর কাঁধে পা রাখিয়া গুরুড়-স্তম্ভ ধরিয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন, গোবিন্দ তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন। এক দিন সমুদ্রস্নানে যাওয়ার সময় এক দেবদাসীকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত গীতগোবিন্দের গান দূর হইতে শুনিয়া প্রভু যখন বাহ্যস্মৃতি হারাইয়া সিজের কাঁটার উপর দিয়া ছুটিতেছিলেন, কাঁটার আঘাতে অঙ্গ রুধিরাক্ত হইতেছিল, গোবিন্দ তখন প্রভুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"প্রভু, স্ত্রীলোকে গান করে।" তখন প্রভুর বাহ্যস্মৃতি হইল, বলিলেন—"গোবিন্দ, আজ তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচাইয়াছ ; স্ত্রীলোকের স্পর্শ হইলে আমি বাঁচিতামনা। তুমি সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করিবে।" আর এক দিন চটক পর্ব্বত দর্শনে গোবর্দ্ধন-জ্ঞানে প্রভু যখন প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন—গোবিন্দ তখন প্রভুর চোখে-মুখে জলের ছিটা দিয়া সময়োচিত সেবা করিয়াছিলেন। রাত্রিকালে প্রভু গম্ভীরায় শয়ন করিলে গোবিন্দ বাহিরে দ্বারে শয়ন করিতেন ; কাম দুখানা যেন খাড়া করিয়া রাখিতেন প্রভুর দিকে। ইনিই প্রভুর আদেশে প্রত্যহ হরিদাস ঠাকুরকে মহাপ্রসাদ দিয়া আসিতেন এবং অপর যে কেহ প্রভুর অবশেষ প্রার্থী বা যে কাহাকেও অবশেষ দেওয়া প্রভুর ইচ্ছা, তাঁহাকে প্রভুর অবশেষ দিতেন। গোবিন্দের ভাগ্যের তুলনা গোবিন্দের ভাগ্যই। ব্রজলীলায় গোবিন্দ ছিলেন ভঙ্গুর-নামক শ্রীকৃষ্ণভৃত্য।

গোবিন্দ কবিরাজ। নিত্যানন্দশাখা (১।১১।৪৮)। কেহ কেহ মনে করেন, ইনিই শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ। কিন্তু তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তাহার হেতু এই। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য গোবিন্দ কবিরাজ শ্রীনিত্যানন্দের সম-সাময়িক নহেন, নিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রকটের অনেক পরে তাঁহার আবির্ভাব। শ্রীনিবাস আচার্য্যও নিত্যানন্দ প্রভুর দর্শন পায়েন নাই। বিশেষতঃ, আচার্য্যপ্রভু হইলেন শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামীর শিষ্য ; শ্রীপাদ গোপালভট্ট ছিলেন প্রবোধানন্দ সরস্বতীর শিষ্য এবং শ্রীচৈতন্যশাখাভুক্ত (১।১০।১০৩), শ্রীনিত্যানন্দশাখাভুক্ত ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য্যকে এবং শ্রীনিবাস-আচার্য্যের শিষ্য গোবিন্দ কবিরাজকে—শিষ্যপরম্পরাক্রমেও—শ্রীনিত্যানন্দ-শাখার অন্তর্ভুক্ত বলা যায় না। অন্য গণভুক্ত কোনও কোনও ভক্তকে মহাপ্রভু নাম-প্রেম-প্রচারার্থে শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে দিয়াছিলেন ; উভয় গণেই তাঁহাদের নাম আছে ; কিন্তু শ্রীপাদ গোপালভট্ট তাঁহাদেরও অন্তর্ভুক্ত নহেন। সুতরাং কোনও দিক দিয়াই শ্রীপাদ গোপালভট্টকে এবং তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য্যাদিকে নিত্যানন্দশাখাভুক্ত বলা চলেনা। আরও একটী কথা বিবেচ্য। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য গোবিন্দ কবিরাজের নাম যদি নিত্যানন্দশাখাভুক্তরূপে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত হইত, তাহা হইলে কি শ্রীনিবাস আচার্য্যের নাম উল্লিখিত হইতনা ? তাঁহার উল্লেখ কোথাও নাই। এসমস্ত কারণে মনে হয়—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য গোবিন্দ কবিরাজ হইতেছেন নিত্যানন্দশাখাভুক্ত গোবিন্দ কবিরাজ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।

গোবিন্দ ঘোষ। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। বাসুদেব ঘোষ ও মাধব ঘোষ ইঁহারই সহোদর। ইঁহাদের কীর্ত্তনে গৌর-নিত্যানন্দ নৃত্য করিতেন। কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী কুলাই গ্রামে আবির্ভাব। নীলাচলে রথযাত্রাদিকালে ইঁহারা তিন সহোদরই কীর্ত্তন করিতেন। রামকেলি যাইবার পথে প্রভু গোবিন্দ ঘোষকে অগ্রদ্বীপে রাখিয়া যায়েন; অগ্রদ্বীপে ইনি গোপীনাথ-বিগ্রহের সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। গোবিন্দ ঘোষের একমাত্র পুত্রের দেহত্যাগ হইলে ইনি শোকবিহ্বল হইয়া পড়েন। গোপীনাথ জানাইলেন—তিনিই তাঁহার পুত্রকে স্বচরণে লইয়া গিয়াছেন। তখন গোবিন্দ ঘোষ বলিলেন—আমার শ্রাদ্ধ করিবে কে? গোপীনাথ বলিলেন—তোমার শ্রাদ্ধ আমি করিব। বস্তুতঃ ঘোষঠাকুরের শ্রাদ্ধবাসরে গোপীনাথের দ্বারাই শ্রাদ্ধ করান হইয়াছিল এবং এখনও ঘোষঠাকুরের তিরোভাব-তিথিতে গোপীনাথের দ্বারাই শ্রাদ্ধ করান হয়। গোবিন্দ ঘোষ পদকর্ত্তাও ছিলেন। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন কলাবতী, বিশাখারচিত গীত গান করিতেন।

গোবিন্দ দত্ত। খড়দহের নিকটে সুখচর গ্রামে শ্রীপাট। নবদ্বীপে প্রভুর কীর্ত্তনের সঙ্গী, মূল গায়ক। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বৃহদ্বৈষ্ণব-তোষণীর সূচনায় বাসুদেব দত্ত, গোবিন্দ ও মুকুন্দের বন্দনা করিয়াছেন। "শ্রীবাসুদেব দত্তঞ্চ শ্রীগোবিন্দং মুকুন্দকম্।" ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন, গোবিন্দ দত্ত ছিলেন বাসুদেব দত্ত ও মুকুন্দ দত্তের সহোদর। ইনি পূর্ব্বলীলায় ছিলেন বৈকুণ্ঠমণ্ডলে—পুণ্ডরীকাক্ষ।

গৌরীদাস পণ্ডিত। দ্বাদশ গোপালের এক গোপাল। ব্রজের সুবলসখা। নবদ্বীপ হইতে পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী শালিগ্রামে আবির্ভাব। পিতা শ্রীকংসারি মিশ্র (ঘোষাল), মাতা শ্রীমতী কমলাদেবী। কংসারি মিশ্রের ছয় পুত্র—দামোদর, জগন্নাথ, সূর্য্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহচৈতন্য। গৌরীদাস হইলেন চতুর্থ পুত্র। ছয় ভ্রাতাই পরম বৈষ্ণব। গৌরীদাস শৈশব হইতেই বিষয়ে অনাসক্ত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ লইয়া শালিগ্রাম হইতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী অম্বিকায় আসিয়া নির্জ্জনে সাধন-ভজনে রত থাকেন। পরে প্রভুর ইচ্ছায় বিবাহ করেন; পত্নীর নাম শ্রীমতী বিমলাদেবী। তাঁহার দুই পুত্র—বলরামদাস ও রঘুনাথদাস। গৌরীদাস সখ্যভাবের উপাসক; শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য। সুবলমঙ্গল-গ্রন্থ হইতে জানা যায়—শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপে আসিবার সময়ে হরিনদী গ্রামে আসিয়া নৌকায় উঠেন এবং নিজেরাই বৈঠাদ্বারা নৌকা বাহিয়া গঙ্গা পার হয়েন; কিন্তু নবদ্বীপে না গিয়া বৈঠা হাতেই অম্বিকায় গৌরীদাসের গৃহে আসিয়া গৌরীদাসকে বৈঠা দিয়া বলিলেন—"এই বৈঠা লও; জীবকে ভবনদী পার কর।" প্রভু গৌরীদাসকে স্বহস্তলিখিত একখানি শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতাও দিয়াছিলেন (ভক্তিরত্নাকর)। এই বৈঠা এবং গীতা এখনও অম্বিকায় আছেন। সন্ন্যাসের পরে প্রভু যখন শান্তিপুরে আসেন, তখন অভিমানভরে গৌরীদাস তাঁহার দর্শনে যায়েন নাই। প্রভু নিজেই শ্রীনিতাইয়ের সহিত অম্বিকায় আসিলেন; গৌরীদাসের অভিমান দূর হইল। গীতকল্পতরুর পদ হইতে জানা যায়, গৌরীদাস তখন প্রেমাবেশে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন—"তোমাদের আর ছাড়িয়া দিব না; তোমরা দুইভাই এখানেই থাক।" প্রভু বলিলেন—"গৌরীদাস, আমাদের প্রতিমূর্ত্তির সেবা কর।" গৌরীদাস কাঁদিতেই লাগিলেন। পরে প্রভু বলিলেন—"নবদ্বীপ হইতে নিম্ববৃক্ষ আনিয়া আমাদের বিগ্রহ প্রস্তুত কর।" গৌরীদাস তাহাই করিলেন। প্রভু বলিলেন—"আমরা দুইজন; আর দুই বিগ্রহ; তোমার বিশ্বাসের জন্য আমরা চারিজন এক সঙ্গে আহার করিব।" গৌরীদাস পরমানন্দে রন্ধন করিলেন। দুই বিগ্রহসহ দুই মহাপ্রভু এবং দুই নিত্যানন্দ একসঙ্গে বসিয়া আহার করিলেন। এই চারিজনের মধ্যে দুইজন—মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ—অম্বিকায় রহিলেন এবং দুইজন—মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ—নীলাচলে গেলেন। এই দুই শ্রীবিগ্রহ এখনও অম্বিকায় বিরাজিত।

গৌরীদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যাদ্বয়কে (শ্রীশ্রীবসুধা-জাহ্নবাকে) শ্রীমন্নিত্যানন্দ বিবাহ করেন। গৌরীদাসের পুত্রের কন্যাকে হৃদয়চৈতন্য বিবাহ করেন। হৃদয়চৈতন্য গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য; শ্রীল শ্যামানন্দঠাকুর হৃদয়চৈতন্যের শিষ্য।

চন্দ্রশেখর আচার্য্য। "আচার্য্যরত্ন" দ্রষ্টব্য।

ছোট হরিদাস। নীলাচলে মহাপ্রভুকে নিত্য কীর্ত্তন শুনাইতেন। ইনি ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে প্রভুর ভিক্ষার জন্য বৃদ্ধা তপস্বিনী মাধবীদাসীর নিকট হইতে ভাল চাউল চাহিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া প্রভু তাঁহাকে বর্জ্জন করেন। শুনিয়া তিনি স্নানাহার ত্যাগ করেন। স্বরূপদামোদরাদি এবং পরমানন্দপুরী গোস্বামীও তাঁহাকে কৃপা করার জন্য প্রভুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েন নাই। "বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। প্রভু বোলে তার মুখ না করোঁ দর্শন॥" পরম করুণ প্রভু অবশ্যই কৃপা করিবেন—স্বরূপাদির মুখে এই ভরসা পাইয়া ছোট হরিদাস স্নানাহার করেন। এক বৎসর পর্য্যন্ত আশায় আশায় অপেক্ষা করিয়াও প্রভুর কৃপা না পাইয়া হরিদাস কাহাকেও কিছু না বলিয়া প্রয়াগে চলিয়া যায়েন এবং গৌর-চরণ প্রাপ্তির সঙ্কল্প করিয়া ত্রিবেণীতে দেহ বিসর্জ্জন করেন। পরে অদৃশ্য দেহে কীর্ত্তন করিয়া নীলাচলে প্রভুকে শুনাইতেন; এই কীর্ত্তন অপরেও শুনিত। বিশেষ বিবরণ অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১০১-৬৪ পয়ারে দ্রষ্টব্য।

জগদানন্দ পণ্ডিত। ব্রাহ্মণ। কাঞ্চনপল্লীতে আবির্ভাব। প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত। পূর্ব্বলীলায় সত্যভামা। সন্ন্যাসের পরে প্রভু যখন শান্তিপুর হইতে নীলাচলে আসেন, তখনই ইনি প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে আসিয়াছিলেন। নীলাচলেই সাধারণতঃ থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে প্রভুর আদেশে নবদ্বীপে আসিতেন। ইনি প্রভুকে সর্ব্বদা সুখে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। শীতকালে প্রভুর তিন বেলা স্নান, কলার শরলাতে প্রভুর শয়ন ইত্যাদি জগদানন্দের সহ্য হইত না। একবার তিনি যখন গৌড়ে আসিয়াছিলেন, শিবানন্দসেনের গৃহে এক কলস চন্দনাদি তৈল প্রস্তুত করিয়া নীলাচলে আনিয়া প্রভুর ব্যবহারের জন্য গোবিন্দের নিকটে দিয়াছিলেন। প্রভু তাহা অঙ্গীকার করেন নাই জানিয়া অভিমান ভরে তৈল কলস আনিয়া প্রভুর সাক্ষাতেই ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেলেন এবং ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া রহিলেন। তৃতীয় দিবসে প্রভু তাঁহার দ্বারে গিয়া ডাকিয়া বলিলেন—"পণ্ডিত উঠ; আজ তুমি নিজে রান্না করিয়া আমাকে ভিক্ষা দিবে; আমি এখন জগন্নাথ দর্শনে যাইতেছি; মধ্যাহ্নে আসিব।" জগদানন্দ তখন উঠিয়া রন্ধন করিলেন, মধ্যাহ্নে প্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন এবং প্রভুর আগ্রহে নিজেও আহার করিলেন। আর একবার প্রভুর জন্য "তুলীগাণ্ডু" প্রস্তুত করিয়া গোবিন্দের নিকটে দিয়াছিলেন; প্রভু তাহা অঙ্গীকার না করায় অত্যন্ত দুঃখ পাইলেন। সনাতন গোস্বামী যখন নীলাচলে, তখন তাঁহার অঙ্গে ছিল কণ্ডু। প্রভু জোর করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন। তাঁর কণ্ডুরসা প্রভুর অঙ্গে লাগে; তাতে সনাতনের মনে অত্যন্ত কষ্ট হইত। তিনি জগদানন্দ পণ্ডিতের পরামর্শ চাহিলেন। তিনি সনাতনকে বলিলেন—"রথযাত্রা দেখিয়া তুমি বৃন্দাবনে চলিয়া যাও।" প্রভু সনাতনের মুখে ইহা শুনিয়া জগদানন্দ মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া জগদানন্দের উদ্দেশ্যে অনেক তিরস্কার করিয়াছিলেন। প্রভুর আদেশ লইয়া তিনি একবার বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। সনাতনের নিকটে থাকিতেন; সনাতনই তাঁহার সব সমাধান করিতেন। এক দিন তিনি সনাতনকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পাক শেষ না হইতেই সনাতন আসিলেন—মস্তকে একখানা লাল কাপড় বাঁধিয়া। জগদানন্দ মনে করিয়াছিলেন—উহা প্রভুর দেওয়া কাপড়। কিন্তু সনাতনের মুখে শুনিলেন যে, উহা অন্য সন্ন্যাসীর দেওয়া; তখন ক্রোধে জগদানন্দ ভাতের হাঁড়ী লইয়া সনাতনকে মারিতে গিয়াছিলেন। সনাতন যখন বলিলেন—পণ্ডিতের গৌরপ্রীতি পরীক্ষা করার জন্যই তিনি অন্য সন্ন্যাসীর দেওয়া কাপড় মাথায় বাঁধিয়াছেন, পণ্ডিতের গৌরপ্রীতি দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছেন, ঐ কাপড় কাহাকেও দিয়া দিবেন, যেহেতু "রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবেরে পরিতে না যুয়ায়"—তখন পণ্ডিত নিরস্ত হইলেন, ভাতের হাঁড়ী রাখিয়া দিলেন। প্রভুতে পণ্ডিতের গাঢ় প্রীতি বশতঃ প্রভু ও জগদানন্দে প্রায় সর্ব্বদাই "খট্‌মটি" লাগিত। জগদানন্দ যখন পরিবেশন করিতেন, তখন ভয়ে প্রভু অতিরিক্ত মাত্রায়ও আহার করিতেন—না খাইলে হয়তঃ জগদানন্দ রাগ করিয়া উপবাস করিবেন।

জগদীশ পণ্ডিত। ব্রাহ্মণ। শ্রীচৈতন্যশাখা। ইহার সহোদরের নাম হিরণ্য। জগদীশ পণ্ডিতের আবির্ভাব প্রভুর পূর্ব্বে। জগতের বহির্ম্মুখতা দেখিয়া যাঁহারা মনে দুঃখ পাইতেন এবং তৎকালে যাঁহারা অদ্বৈতের সভায়

কৃষ্ণকথা শুনিতে যাইতেন, জগদীশ পণ্ডিত তাঁহাদের মধ্যে একজন। একবার একাদশীর দিনে জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য পণ্ডিত নানাবিধ উপচারে বিষ্ণুর নৈবেদ্য প্রস্তত করিয়াছিলেন। প্রভু তখন শিশু। শৈশবে কেহ হরিনাম করিলেই প্রভুর কান্না থামিত ; কিন্তু এই দিন কিছুতেই থামে না। অনেক সাধ্য-সাধনার পরে বলিলেন—"জগদীশ হিরণ্য বিষ্ণু-নৈবেদ্য করিয়াছে ; যদি আমাকে প্রাণে বাঁচাইতে চাও, তবে সেই নৈবেদ্য আনিয়া দাও।" সকলে ভাবিলেন—ইহা কি সম্ভব ? যাহাহউক, জগদীশ-হিরণ্য একথা শুনিয়া ভাবিলেন—"আমাদের ঘরে যে বিষ্ণু-নৈবেদ্য প্রস্তত হইয়াছে, এই শিশু তাহা কিরূপে জানিল ? এই পরম সুন্দর শিশুটীর দেহে নিশ্চয়ই গোপাল অধিষ্ঠিত আছেন ; সেই গোপালই নৈবেদ্য খাইতে চাহিতেছেন।" পরমানন্দে তাঁহারা নৈবেদ্য লইয়া জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে আসিলেন এবং শিশুকে খাওয়াইলেন এবং বলিলেন—"বাপ খাও উপহার। সকল কৃষ্ণের স্বার্থ হইল আমার॥" পূর্ব্বলীলায় জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য পণ্ডিত ছিলেন যজ্ঞপত্নী।

জগাই-মাধাই। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার মতে জগন্নাথ ও মাধব ; বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয় এবং বিজয়ই স্বেচ্ছায় জগন্নাথ ও মাধবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সদ্‌ব্রাহ্মণবংশে নবদ্বীপে আবির্ভাব। ইঁহাদের বংশের পূর্ব্ব-পুরুষগণ সকলেই সদাচারসম্পন্ন ছিলেন ; কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ এই দুইজন শৈশব হইতেই দুষ্কর্ম্মে রত ছিলেন। তাঁহারা স্বজনকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দুর্জ্জনের সঙ্গেই থাকিতেন। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও মদ্যপান, গোমাংস-ভক্ষণ, চুরি-ডাকাতি, পরগৃহদাহ-আদি দুষ্কর্ম্মে এই দুই ভাই সর্ব্বদা রত থাকিতেন। এমন কোনও দুষ্কর্ম্ম ছিলনা, যাহা ইঁহারা করিতেন না। সর্ব্বদা মদ্যপাদি দুর্জ্জনের সঙ্গেই থাকিতেন, কখনও ভক্তসঙ্গ হইতনা ; তাই সৌভাগ্য-ক্রমে ইঁহাদের মধ্যে বৈষ্ণব-নিন্দা-জনিত অপরাধ ছিলনা। লোকে ইঁহাদের অত্যাচারের ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। দুই ভাই মদ্যপানে বিভোর হইয়া কখনও কখনও রাস্তায় গড়াগড়ি দিতেন, পরস্পর পরস্পরকে কিল-চড়-লাথি দিতেন, পরস্পরের প্রতি অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিতেন। এই অবস্থাতেই শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীল হরিদাসঠাকুর তাঁহাদিগকে দেখিলেন। প্রভুর আদেশে নিত্যানন্দও হরিদাস নগরে কৃষ্ণনাম-প্রচারে বাহির হইয়াছিলেন। দুর হইতে তাঁহারা দেখিলেন—দুইজন লোক রাস্তায় পড়িয়া "কিলাকিলি গালাগালি" করিতেছে। লোকের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারা এই দুইজনের পরিচয় পাইলেন। তখন করুণ-হৃদয় নিত্যানন্দ জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধারের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন—"পাতকী তারিতে প্রভু কৈলা অবতার। এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর॥ * * ॥ এ-দুইয়েরে প্রভু যদি অনুগ্রহ করে। তবে সে প্রভাব দেখে সকল সংসারে॥" পতিত-পাবন নিত্যানন্দ তখন তাঁহার প্রচার-সঙ্গী হরিদাসকে বলিলেন—"হরিদাস, যে সকল যবন তোমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল, তুমি তাহাদেরও মঙ্গল কামনা করিয়াছিলে। তুমি যদি এই দুইজনের মঙ্গল কামনা কর, তাহা হইলেই ইহাদের উদ্ধার হইতে পারে ; তোমার সঙ্কল্প প্রভু পূর্ণ করিবেনই।" হরিদাস বলিলেন—"তোমার ইচ্ছাই প্রভুর ইচ্ছা ; আমাকে ভাণ্ডাইতেছ কেন ?" তখন শ্রীনিতাই হরিদাসকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া উভয়ে জগাই-মাধাইয়ের দিকে যাইয়া একটু দুর হইতে বলিলেন—"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥ তোমা-সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার। হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার॥" শুনিয়া জগাই-মাধাই একটু মাথা তুলিয়া চাহিলেন এবং উঠিয়া "ধর ধর" বলিয়া নিত্যানন্দ-হরিদাসকে ধরিবার জন্য ছুটিলেন ; তাঁহারাও "রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে পলায়ন করিলেন ; দুর্ব্বৃত্তদ্বয় তাঁহাদের ধরিতে পারিলেন না। নিত্যানন্দ-হরিদাস প্রভুর নিকটে উপনীত হইয়া সমস্ত বিবৃত করিলেন। প্রভু তখন ভক্তবৃন্দের সহিত কৃষ্ণকথার আলাপন করিতেছিলেন। গঙ্গাদাস ও শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভুর নিকটে জগাই-মাধাইয়ের বংশের এবং দুষ্কর্ম্মের পরিচয় দিলেন। শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"জানোঁ জানোঁ সেই দুই বেটা। খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা॥" রঙ্গীয়া নিত্যানন্দ বলিলেন—"প্রভু, খণ্ড খণ্ড কর ; কিন্তু এই দুইজন থাকিতে আমি আর কোথাও যাইব না। কিসের জন্য তুমি এত বড়াই কর ; যাহারা ধার্ম্মিক, তাহারা তো নিজেদের স্বভাবে কৃষ্ণ-নাম করিয়া থাকে। তুমি এই দুই জনকে যদি

ভক্তিদান করিতে পার, তবেই জানিব—তুমি পতিত-পাবন।" প্রভু হাসিয়া বলিলেন—"শ্রীপাদ, তুমি যখন ইহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছ, তখন শীঘ্রই কৃষ্ণ তাহাদের মঙ্গল করিবেন।" হরিদাসের নিকটে সমস্ত শুনিয়া অদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন—"চিন্তা নাই; দুই তিন দিনের মধ্যেই জগাই-মাধাই ভক্তগোষ্ঠীতে আসিবে।" ইহার পরে একদিন রাত্রিকালে শ্রীনিত্যানন্দ নগর-ভ্রমণ করিয়া আসিতেছেন, এমন সময় জগাই-মাধাই তাঁহাকে দেখিয়াই—"কেরে, কেরে" বলিয়া ডাকিলেন; নিতাই বলিলেন—"আমি অবধূত।" অমনি মাধাই ক্রুদ্ধ হইয়া মুটকী তুলিয়া নিত্যানন্দের মাথায় মারিলেন; মুটকীর আঘাতে নিত্যানন্দের মাথা হইতে রক্তের ধারা পড়িতে লাগিল; তিনি গোবিন্দ স্মরণ করিলেন। মাধাই আবার মারিতে উদ্যত হইলে, নিত্যানন্দের মাথায় রক্ত দেখিয়া জগাই তাঁহার হাত ধরিলেন এবং বলিলেন—"কেনে হেন করিলে, নির্দ্দয় তুমি দৃঢ়। দেশান্তরী মারিয়া কি হৈবা তুমি বড়॥ এড় অবধূতে না মারিহ আর। সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্ ভাল বা তোমার॥" রাস্তার লোক গিয়া প্রভুর নিকটে এই সংবাদ জানাইলে পার্ষদবৃন্দের সহিত প্রভু ছুটিয়া আসিলেন। তখনও "নিত্যানন্দের অঙ্গে সব রক্ত বহে ধারে। হাসে নিত্যানন্দ সেই দু'য়ের ভিতরে॥" মহাজনগণ ঠিক কথাই বলিয়াছেন—"অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দরায়। অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥" যাহা হউক, প্রাণাধিক নিত্যানন্দের অঙ্গে রক্ত দেখিয়া প্রভু ক্রোধে আত্মহারা হইলেন, প্রভুর নিজের অঙ্গে যদি মাধাই রক্তধারা বহাইতেন, তাহা হইলেও বোধ হয় এত ক্রুদ্ধ হইতেন না। ক্রোধে প্রভু "চক্র চক্র" বলিয়া ঘন ঘন ডাকিতে লাগিলেন, দুরাচার জগাই-মাধাইকে যেন তখনই সংহার করিবেন। চক্র আসিয়া উপনীত হইল; সকলেই চক্র দেখিলেন, জগাই-মাধাইও দেখিলেন। ভক্তবৃন্দ প্রমাদ গণিলেন; আর বোধহয় মনে মনে বলিলেন—"এ তো চক্রের যুগ নয় প্রভু, কেন চক্রকে ডাকিতেছ; তোমার অঙ্গ-উপাঙ্গই তো চক্রের অধিক কাজ করিতে সমর্থ। অন্যান্য যুগে তো চক্রাদি দ্বারা অসুরদিগকে প্রাণে মারিয়াছ; কিন্তু এবার তো তুমি প্রভু কাহাকেও প্রাণে মারিতে আস নাই, এবার তুমি আসিয়াছ—আপামর-সাধারণকে প্রেমভক্তি দিয়া কৃতার্থ করিতে; তোমার দর্শন-মাত্রেই মহা অসুরেরও অসুরত্ব সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় দূরীভূত হইয়া যায়, মহা-অসুরও সদ্য মহাভাগবত হইয়া প্রেমাবেশে হাসে, কান্দে, নাচে, গায়। তাই ভাবি, প্রভু তুমি চক্রকে ডাকিতেছ কেন?" নিত্যানন্দও জানেন, এ তো চক্রের যুগ নয়; বিশেষতঃ, চক্র তো এই দুইটী জীবকে সংহার করিবে; কিন্তু এদের প্রাণবিনাশ তো পরম-করুণ শ্রীনিতাইয়ের অভিপ্রেত হয়; ইহারা প্রেমভক্তির অধিকারী হইয়া, এখন যেমন অস্পৃশ্য প্রাকৃত মদ্য পান করিয়া উন্মত্ত হয়, প্রেমভক্তিরূপ মদিরা-পানে তেমনি যেন প্রেমোন্মত্ত হইয়া ভক্তবৃন্দের সহিত হাসে, কান্দে, নাচে, গায়—ইহাই শ্রীনিতাইচাঁদের অভিপ্রায়। কিন্তু প্রভুর মন যদি চক্রের দিকে থাকে, তাহাহইলে চক্র তো তাহার প্রভাব বিস্তার করিবেই, এই দুই হতভাগ্যকে সংহার করিবেই। তাই পরম করুণ নিত্যানন্দ প্রভুর মনের ভাব ফিরাইবার জন্য বলিলেন—"মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই। দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই॥" পাছে জগাইকে রক্ষা করিয়া প্রভু চক্রদ্বারা মাধাইকে মারেন, তাই শ্রীনিতাই আরও বলিলেন—"মোরে ভিক্ষা দেহ' প্রভু এ দুই শরীর। কিছু দুঃখ নাহি মোর—তুমি হও স্থির॥" অক্রোধ-পরমানন্দ শ্রীনিত্যানন্দের করুণার প্রবল স্রোতঃ প্রভুর মনের গতিকে ফিরাইয়া দিল, প্রভু ভাগ্যবান্ জগাইকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"কৃষ্ণ কৃপা করু তোরে। নিত্যানন্দ রাখিয়া কিনিলি তুঞি মোরে॥ যে অভীষ্ট চিত্তে দেখ—তাহা তুমি মাগ। আজি হৈতে হউ তোর প্রেমভক্তিলাভ॥" তৎক্ষণাৎ জগাই প্রেমভরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন "প্রভু বলে—জগাই উঠিয়া দেখ মোরে। সত্য আমি প্রেমভক্তি দান দিল তোরে॥" উঠিয়া ভাগ্যবান্ জগাই দেখিলেন—প্রভু বিশ্বম্ভর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ। জগাই আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; প্রভু তাঁহার বক্ষঃস্থলে স্বীয় শ্রীচরণ ধারণ করিলেন; সুকৃতি জগাইর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, শ্রীচরণ ধারণ করিয়া অঝোর নয়নে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। দুই প্রভুর করুণার স্রোতোবেগ চক্রকে ফিরাইয়া বোধহয় চক্রধরের হাতেই লইয়া আসিল; চতুর্ভুজরূপ প্রকটিত করিয়া প্রভু বোধহয় তাহাই দেখাইলেন। যাহাহউক, জগাইয়ের প্রতি দুই প্রভুর কৃপা দেখিয়া মাধাইয়ের চিত্তও পরিবর্ত্তিত হইল; তিনি প্রভুর

চরণে পতিত হইয়া নিবেদন করিলেন—"দুই জনে একঠাঞি কৈল প্রভু পাপ। অনুগ্রহ কেনে প্রভু কর দুই ভাগ॥ মোরে অনুগ্রহ কর—লও তোর নাম। আমারে উদ্ধার করিবারে নাহি আন॥" প্রভু বলিলেন—"তোর উদ্ধার নাই; তুই নিত্যানন্দের অঙ্গে রক্তপাত করিয়াছিস্; আমা হইতেও নিত্যানন্দের দেহ বড়।" "তাহা হইলে কি উপায় হইবে প্রভু, আমাকে কৃপা করিয়া উপদেশ কর।" "মাধাই, নিত্যানন্দের চরণে শরণ লও।" মাধাই নিত্যানন্দের চরণে পতিত হইয়া কাকুতি জানাইতে লাগিলেন। তখন রঙ্গীয়া প্রভু বলিলেন—"শুন নিত্যানন্দ রায়। পড়িল চরণে—কৃপা করিতে যুয়ায়॥ তোমার অঙ্গেতে যেন কৈল রক্তপাত। তুমি সে ক্ষমিতে পার—পড়িল তোমাত॥" নিতাই তো পূর্বেই প্রভুর নিকটে জগাই এবং মাধাই—উভয়ের শরীর ভিক্ষা চাহিয়াছেন; তাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। তথাপি প্রভুর কথা শুনিয়া বলিলেন—"প্রভু কি বলিব মুঞি। বৃক্ষদ্বারে কৃপা কর সেহ শক্তি তুঞি॥ কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত। সব দিলুঁ মাধাইরে—শুনহ নিশ্চিত॥ মোর যত অপরাধ—নাহি তার দায়। মায়া ছাড়, কৃপা কর, তোমার মাধাই॥" "তোমার মাধাই" বলিয়া শ্রীনিতাই মাধাইকে প্রভুর চরণেই সমর্পণ করিয়া প্রভু যেন তাঁহাকে অঙ্গীকার করেন—এই অভিপ্রায়ই জানাইলেন। প্রভু বিশ্বম্ভর বলিলেন—"যদি ক্ষমিলা সকল। মাধাইরে কোল দেহ, হউক সফল॥" নিতাইয়ের গৌর-প্রীতি এবং গৌরের নিতাই-প্রীতি—কেবল ভক্তদেরই অনুভববেদ্য। আর ভাগ্যবান্ মাধাই উভয়ের প্রীতির হিল্লোলে বাহিত হইয়া যেন একবার প্রভুর চরণে, একবার নিতাইর চরণে যাইতেছেন। প্রভুর "মাধাইরে কোল দেহ"—বাক্যে প্রভু বোধ হয় জানাইলেন—"নিতাই, তুমি যাকে কৃপা করিয়া অঙ্গীকার কর, একমাত্র সেই ভাগ্যবান্ই আমার কৃপার পাত্র। তুমি কোল দিয়া মাধাইকে আত্মসাৎ কর, তাহা হইলেই মাধাইর সর্বার্থ লাভ হইবে।" শ্রীনিতাই মাধাইকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন; তখন "মাধাইর হইল সর্ববন্ধন মোচন॥ মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিলা। সর্বশক্তি সমন্বিত মাধাই হইলা॥"

প্রভু জগাই-মাধাইকে বলিলেন—"তোমরা আর পাপকার্য্য করিওনা; আর যদি পাপ না কর, তাহা হইলে তোমাদের কোটি জন্মের পাপেরও আর দায় থাকিবে না।" তাঁহারা বলিলেন—"আর নারে বাপ।" তখন প্রভু ভক্তবৃন্দকে বলিলেন—"এই দুইজনকে আমার বাড়ীতে তুলিয়া লও; ইহাদের সহিত কীর্ত্তন করিব; ইহাদিকে আজ ব্রহ্মার দুর্লভ বস্তু দিব।" ভক্তবৃন্দ তাঁহাদিগকে লইয়া প্রভুর অঙ্গনে গেলেন; দ্বারে কপাট পড়িল। প্রভুর কৃপায় জগাই-মাধাই দুই প্রভুর স্তব করিলেন। শুনিয়া ভক্তবৃন্দ বিস্মিত হইলেন। প্রভু বলিলেন—"এ দুই মদ্যপ নহে আর। আজি হৈতে এই দুই সেবক আমার॥ সবে মিলে অনুগ্রহ কর এ দু'য়েরে। জন্মে জন্মে আর যেন আমা না পাসরে॥ যেরূপে যাহার ঠাঁই আছে অপরাধ। ক্ষমিয়া এ দুই প্রতি করহ প্রসাদ॥" জগাই-মাধাই বৈষ্ণবদের চরণে পতিত হইলেন। প্রভু বলিলেন—জগাই-মাধাই উঠ। "তো-সবার যত পাপ মুঞি নিলুঁ সব। সাক্ষাতে দেখহ ভাই এই অনুভব॥" তাঁদের শরীরে আর পাপ নাই, ইহা বুঝাইবার জন্য প্রভু "কালিয়া-আকার" হইয়া গেলেন। তার পর সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। আর "যার অঙ্গ পরশিতে রমা ভয় পায়। সে প্রভুর অঙ্গ-সঙ্গে মদ্যপ নাচয়॥" নৃত্যকীর্ত্তনান্তে সকলে মিলিয়া গঙ্গায় জলকেলি করিলেন। তীরে উঠিয়া প্রভু সকলকে মালা-প্রসাদ-চন্দন দিয়া বিদায় লইলেন; আর "জগাই-মাধাই সমর্পিল সবা-স্থানে। আপন গলার মালা দিল দুই জনে॥"

সেই হইতে জগাই-মাধাই পরম ভাগবত হইলেন। প্রত্যহ উষাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জ্জনে প্রত্যহ দুইলক্ষ নাম জপ করিতেন। আর "আপনারে ধিক্কার করয়ে অনুক্ষণ। নিরবধি কৃষ্ণ বলি করয়ে ক্রন্দন॥"

এক দিন শ্রীনিত্যানন্দকে নিভৃতে পাইয়া অনেক স্তবস্তুতির পরে মাধাই বলিলেন—"তোমার অঙ্গে আমি আঘাত করিয়াছি; আমার কি গতি হইবে প্রভু।" শ্রীনিতাই বলিলেন—"শিশুপুত্র মারিলে কি বাপে দুঃখ পায়। এই মত তোমার প্রহার মোর গায়॥" আবার মাধাই বলিলেন—"অনেক জীবের হিংসা করিয়াছি; তাঁদের চিনিওনা, চিনিতে পারিলে তাঁদের চরণে অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিতে পারিতাম। এখন আমি কি করিব প্রভু, দয়া

করিয়া উপদেশ দাও।" তখন শ্রীনিতাই বলিলেন—"গঙ্গাঘাটের সেবা কর, মার্জ্জন কর। লোক সুখে স্নান করিবে, তখন তোমাকে সকলে আশীর্ব্বাদ করিবে। সকলকে বিনীত ভাবে নমস্কার করিয়া অপরাধের ক্ষমা চাহিবে; তাহা হইলেই তোমার অপরাধ দূর হইবে।" মাধাই তাহাই করিতে লাগিলেন। যাঁহারা গঙ্গাস্নানে আসেন, সকলকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করেন, আর বলেন—"জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত কৈলুঁ অপরাধ। সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ॥"

তপন মিশ্র। ব্রাহ্মণ। আদি নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে, পদ্মাতীরবর্ত্তী কোনও এক গ্রামে। ইনি সাধ্য-সাধন-নির্ণয়ের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুই করিতে পারেন নাই। পরে পূর্ব্ববঙ্গ-ভ্রমণ-কালে অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিত যখন মিশ্রের গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন মিশ্র একদিন রাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখিলেন—মূর্ত্তিমান্ এক দেব তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "তুমি নিমাই পণ্ডিতের নিকটে যাও; তিনি তোমার সাধ্যসাধন-তত্ত্ব বলিয়া দিবেন। নিমাই পণ্ডিত মনুষ্য নহেন, নররূপে সাক্ষাৎ ভগবান্।" সেই দেব অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইলে তপন মিশ্র কাঁদিতে লাগিলেন। পরে প্রভুর নিকটে আসিয়া চরণে পতিত হইয়া করযোড়ে সাধ্য সাধনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু কলির যুগধর্ম্ম হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের কথা বলিয়া মিশ্রকে ষোলনাম-বত্রিশ অক্ষরাত্মক তারকব্রহ্ম নাম উপদেশ করিয়া বলিলেন—"সাধ্যসাধনতত্ত্ব যে কিছু সকল। হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥" আর বলিলেন—"সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে। সাধ্য-সাধনতত্ত্ব জানিবা সে তবে॥" মিশ্র নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন; আর প্রভুর সঙ্গে নবদ্বীপে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রভু তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন—"তুমি শীঘ্র বারাণসীতে যাও, সেই স্থানেই আমার সঙ্গে তোমার মিলন হইবে—"কহিমু সকল তত্ত্ব সাধ্য-সাধন॥" পরে প্রভু মিশ্রকে আলিঙ্গন করিলেন; প্রভুর স্পর্শে মিশ্র প্রেম-পুলকিত হইলেন। ইহার পরে তপন মিশ্র সপরিবারে কাশীতে যায়েন। ঝারিখণ্ড-পথে প্রভুর বৃন্দাবন-গমন-কালে কাশীতে তপন মিশ্রের সহিত প্রভুর মিলন হয়; বৃন্দাবন-গমনের সময় প্রভু কাশীতে অল্প কয় দিন মাত্র ছিলেন; প্রত্যাবর্ত্তনের সময় দুইমাসের কিছু অধিক কাল ছিলেন। প্রত্যেক বারেই প্রভু তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা করিতেন; চন্দ্রশেখর-বৈদ্যের গৃহে বাস করিতেন। তপন মিশ্রাদির আগ্রহে কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের উদ্ধারের জন্য প্রভুর কৃপা উদ্বুদ্ধ হয়। বিন্দুমাধব-মন্দিরে যে দিন প্রকাশানন্দ-সরস্বতী-প্রমুখ সন্ন্যাসীদিগকে প্রভু কৃতার্থ করেন, সেই দিন তপন মিশ্র সেস্থানে ছিলেন। তপন মিশ্রেরই পুত্র শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী।

দময়ন্তী। রাঘবপণ্ডিতের ভগিনী। পানিহাটীতে শ্রীপাট। শ্রীচৈতন্যশাখা। ব্রজলীলায় গুণমালা। ইনি প্রভুর প্রতি অত্যন্ত স্নেহবতী ছিলেন। প্রভুর জন্য বারমাসের উপযোগী নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ঝালি ভরিয়া রাঘবের সঙ্গে প্রতি বৎসর নীলাচলে পাঠাইতেন। প্রভুও ভক্তের প্রীতিরস-সিঞ্চিত দ্রব্য বারমাস উপভোগ করিতেন।

দামোদর পণ্ডিত। ব্রাহ্মণ। ব্রজলীলার প্রখরা শৈব্যা; কোনও কার্য্যবশতঃ সরস্বতীও তাঁহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। সন্ন্যাসের পরে প্রভু যখন শান্তিপুর হইতে নীলাচলে আসেন, তখনই দামোদর পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে আসিয়াছিলেন। নীলাচল হইতে প্রভু যখন গৌড়ে আসিয়াছিলেন, তখন দামোদরও সঙ্গে ছিলেন এবং প্রভুর সঙ্গেই পুনরায় নীলাচলে গিয়াছিলেন। ইনি প্রভুতে অত্যন্ত প্রীতিমান্ ছিলেন। ইঁহার লোকাপেক্ষা-হীনতায় এবং অন্যনিরপেক্ষতায় প্রভু অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিতেন। প্রভু নিজমুখেই বলিয়াছেন—"তাঁহার গণের মধ্যে দামোদরের মত নিরপেক্ষ কেহ নাই; নিরপেক্ষ হইতে না পারিলে কৃষ্ণ-ভজন হয় না।" ইনি প্রভুর উপরে পর্য্যন্ত বাক্যদণ্ড করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এক সুন্দরী যুবতী বিধবা ব্রাহ্মণীর শিশুপুত্র প্রত্যহ প্রভুর নিকটে আসিত; প্রভুতে শিশুর অত্যন্ত প্রীতি ছিল। প্রভুও তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। দামোদর ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। বালককে অনেক নিষেধ করিলেন; কিন্তু স্নেহের আকর্ষণে বালক নিত্যই প্রভুর

নিকটে আসে। এক দিন দামোদর অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া প্রভুকে বলিলেন—"এই বালকের প্রতি প্রীতি দেখাও কেন? জান এই বালক কে?" "কে এই বালক, দামোদর?"—"এই বালক এক বিধবার পুত্র। যদিও সেই বিধবা পরম-তপস্বিনী, সাধ্বী; তথাপি তাঁর একটী দোষ এই—তিনি সুন্দরী, যুবতী। লোকের কানাকানি কথার অবসর দাও কেন?" প্রভু দামোদরের নিরপেক্ষতা দেখিয়া বহু প্রশংসা করিলেন। প্রভুর প্রতি তাঁহার স্নেহাধিক্য বশতঃই তিনি প্রভুকে বাক্যদণ্ড করিয়াছিলেন। প্রভু মনে করিলেন—"দামোদর যেরূপ নিরপেক্ষ, তাহাতে যদি তাঁহাকে নবদ্বীপে পাঠান যায়, তাঁহার সাক্ষাতে কেহই স্বতন্ত্র আচরণ করিতে পারিবেনা।" প্রভু তাঁহাকে নবদ্বীপে মায়ের নিকটে পাঠাইলেন। কাহারও সামান্য অসঙ্গত আচরণ দেখিলেও দামোদর বাক্যদণ্ড দ্বারা সংশোধন করিতেন। ইহার পর হইতে রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে গৌড়ীয় ভক্তদের সহিত তিনি নীলাচলেও আসিতেন।

দেবানন্দ (ভাগবতী)। কুলিয়া গ্রামবাসী। সর্ব্বগুণযুক্ত। পরম সুশান্ত; জ্ঞানবান্, তপস্বী, আজন্ম উদাসীন, সন্ন্যাসীর ন্যায় ব্রতধর; কিন্তু ভক্তিহীন, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী; শ্রীমদ্‌ভাগবতের অধ্যাপনা করিতেন; কিন্তু ভক্তিহীন বলিয়া ভাগবতের মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেন না। একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁহার গৃহসন্নিকট দিয়া যাইতেছিলেন; ভাগবতব্যাখ্যা হইতেছে শুনিয়া তাঁহার সভায় গিয়া বসিলেন। ভাগবতের শ্লোক শুনিয়াই শ্রীবাস প্রেমাবিষ্ট হইলেন, তাঁহার অঙ্গে অশ্রু-কম্পপুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল; তিনি উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন এবং বিহ্বল হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। দেবানন্দের শিষ্যগণ ভক্তিহীন বলিয়া তাঁহার আচরণের মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না; তাহারা মনে করিল, শ্রীবাসের ক্রন্দনে তাহাদের অধ্যয়নের ক্ষতি হইতেছে; তাই তাহারা তাঁহাকে লইয়া বাহিরে রাখিয়া দিল। শ্রীবাসের একটু জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে মনে দুঃখ পাইয়া চলিয়া আসিলেন এবং বিরলে বসিয়া ভাগবত আলোচনা করিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ যখন শ্রীবাসকে বাহিরে নিয়া ফেলিয়া রাখিল, তখন দেবানন্দ তাহাদিগকে নিবারণ করেন নাই; তাই তাঁহার অপরাধ হইল। এই ঘটনা ঘটিয়াছে প্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে। প্রভু একদিন নগর-ভ্রমণে বাহির হইলে হঠাৎ দেবানন্দের দেখা পাইলেন, তখনই শ্রীবাসের নিকটে তাঁহার অপরাধের কথা প্রভুর মনে পড়িল। শ্রীবাসের প্রতি তাঁহার শিষ্যদের আচরণ এবং তাহাতে তাঁহার বাধা না দেওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া প্রভু ক্রোধবশে দেবানন্দকে তিরস্কার করিলেন। দেবানন্দ লজ্জিত হইলেন; কিছু বলিলেন না। দেবানন্দ প্রভুর ভগবত্তায় বিশ্বাস করিতেন না। এক দিন প্রেমময়-কলেবর বক্রেশ্বর-পণ্ডিত দেবানন্দের ভক্তিবশে তাঁহার গৃহে রহিলেন এবং প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন; অশ্রু, কম্প, স্বেদ, হাস্য, পুলক, হুঙ্কার, বৈবর্ণ্য, আনন্দমূর্চ্ছাদি বিকার তাঁহার দেহে প্রকাশ পাইল। দেবানন্দ মুগ্ধচিত্তে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন, মাটিতে পড়িয়া যাওয়ার সময় আপন কোলে ধরিয়া রাখিলেন, বক্রেশ্বরের অঙ্গধূলা লইয়া নিজের সর্ব্বাঙ্গে মাখিলেন। বক্রেশ্বরের কৃপায় মহাপ্রভুতে দেবানন্দের বিশ্বাস জন্মিল। প্রভু যখন কুলিয়ায় আসিয়াছিলেন, তখন দেবানন্দ যাইয়া প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ-প্রণিপাত করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া এক পাশে বসিয়া রহিলেন। প্রভুও তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন; তাঁহার পূর্ব্বের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া প্রভু তাঁহাকে লইয়া বিরলে বসিলেন এবং বক্রেশ্বর-পণ্ডিতের সেবা করিয়াছেন বলিয়াই যে প্রভু দেবানন্দের প্রতি প্রীত হইয়াছেন, তাহা বলিয়া বক্রেশ্বরের মহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন। দেবানন্দ প্রভুর চরণে স্বীয় দৈন্য জ্ঞাপন করিলেন। প্রভু তাঁহার নিকটে ভাগবতের স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন এবং ভাগবতের ভক্তিমূলক ব্যাখ্যান করিতে উপদেশ দিলেন। তদবধি দেবানন্দ পরম-ভাগবত। ইনি দ্বাপর-লীলায় নন্দ-মহারাজের সভাপণ্ডিত ভাগুরিমুনি ছিলেন।

ধনঞ্জয় পণ্ডিত। দ্বাদশ গোপালের একতম। ব্রজের বসুধাম সখা। নিত্যানন্দশাখা॥ চট্টগ্রামের জাড়-গ্রামে আবির্ভাব। পিতার নাম শ্রীপতি বন্দোপাধ্যায়, মাতা কালিন্দীদেবী। ধনঞ্জয়ের পিতা অত্যন্ত ধনী ছিলেন; তিনি হরিপ্রিয়ানাম্নী এক অসামান্য রূপলাবণ্যবতীর সহিত ধনঞ্জয়ের বিবাহ দেন। বিবাহের পরে ধনঞ্জয়

কিছুকাল বিলাসী হইয়া পড়েন। পরে সংসার-ত্যাগের জন্য তাঁহার বাসনা জন্মে; কিন্তু একথা কাহারও নিকটে প্রকাশ না করিয়া তীর্থভ্রমণের ছলে বাহির হইয়া পড়েন। ধনঞ্জয় বর্দ্ধমান জেলার শীতলগ্রামে আসিয়া তত্রত্য লোকদিগকে হরিনাম মহামন্ত্র দান করেন। পরে নবদ্বীপে আসিয়া প্রভু এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া কিছুকাল কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া থাকেন। পরে আবার শীতলগ্রামে আসেন এবং সেস্থানে হইতে বৃন্দাবনে যাত্রা করেন। পথে বর্ত্তমান মেমারী ষ্টেশনের নিকটে সাঁচড়া-পাঁচড়া গ্রামে কিছুকাল অবস্থান করেন; পরে স্বীয় সহযাত্রী শিষ্যকে সেস্থানে সেবা প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যায়েন। বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া বর্ত্তমান বোলপুরের নিকটে জলন্দিগ্রামে শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশ করিয়া শীতলগ্রামে ফিরিয়া আসেন এবং শ্রীমন্-মহাপ্রভুর সেবা প্রকাশ করেন। শীতলগ্রামেই তিনি তিরোভাব প্রাপ্ত হয়েন।

নকুল ব্রহ্মচারী। শ্রীপাট—কালনার নিকটবর্ত্তী পিয়ারীগঞ্জ। নৃসিংহের উপাসক। পূর্ব্ব নাম ছিল প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী; স্বীয় উপাস্য নৃসিংহদেবে তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি দেখিয়া প্রভু তাঁহার নাম রাখেন নৃসিংহানন্দ (১।১০।৫৫-১৬)। প্রভুর প্রতিও তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি ছিল। প্রভু যখন গৌড়পথে বৃন্দাবন-গমনের উদ্দেশ্যে নীলাচল হইতে কুলিয়ায় আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন নৃসিংহানন্দ মনে মনে প্রভুর জন্য পথ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন—রত্নবাঁধা পথ, তাহার উপরে নির্বৃন্ত-পুষ্পের শয্যা, পথের দুই দিকে পুষ্প-বকুলের শ্রেণী, মধ্যে মধ্যে পথের দুই পার্শ্বে দিব্য পুষ্করিণী, তাতে রত্নবাঁধা ঘাট, প্রফুল্ল কমল, সুধাসম জল, নানা পক্ষীর কোলাহল, সর্ব্বত্র শীতল সমীরণ। এইভাবে তিনি কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত পথ প্রস্তুত করিলেন; কিন্তু তার পরে আর তাঁর মন অগ্রসর হয় না। তখন তিনি বলিলেন—প্রভুর এবার বৃন্দাবনে যাওয়া হইবে না; কানাইর নাটশালা হইতেই প্রভু ফিরিয়া আসিবেন। বাস্তবিক তাহাই হইয়াছিল। একবার অম্বিকাতে তাঁহার দেহে প্রভুর আবেশ হইয়াছিল। আবিষ্ট অবস্থায় তিনি গ্রহগ্রস্তের ন্যায় হাসেন, কাঁদেন, নাচেন, গান করেন—যেন উন্মত্ত; দেহে অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক বিকার; সঘন হুঙ্কার; ঠিক প্রভুর মতই গৌরকান্তি, সর্ব্বদা প্রেমাবেশ। দর্শনের জন্য সর্ব্ব গৌড়দেশের লোক উপস্থিত। সকলকেই তিনি কৃষ্ণনাম উপদেশ করেন। তাঁহার দর্শনেই লোক কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্তপ্রায় হয়। শিবানন্দসেন এসব শুনিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল পরীক্ষা করিতে। শিবানন্দ মনে করিলেন—"আমি লুকাইয়া থাকিব; যদি আমার নাম ধরিয়া ব্রহ্মচারী আমাকে ডাকাইয়া নেন এবং যদি আমার ইষ্টমন্ত্র বলিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলেই বুঝিব, সর্ব্বজ্ঞ প্রভুর আবেশ তাঁহাতে হইয়াছে।" ব্রহ্মচারী এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। নকুল ব্রহ্মচারীর সাক্ষাতে প্রভুর আবির্ভাবও হইত। শিবানন্দসেনের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত একবার রথযাত্রার কয়েকমাস পূর্ব্বে নীলাচলে গিয়াছিলেন; ফিরিবার সময়ে প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—"সকলকে বলিও, এবার যেন কেহ নীলাচলে না আসেন; আমিই গৌড়ে যাইব। পৌষ-মাসে তোমার মামা শিবানন্দের গৃহে ভিক্ষা করিব। জগদানন্দ যে স্থানে আছে, আমার জন্য রান্না করিবে।" শুনিয়া শিবানন্দ ও জগদানন্দ প্রায় সমস্ত পৌষমাস অপেক্ষা করিলেন, প্রভু আসেন না। মাসের অল্প বাকী থাকিতে নৃসিংহানন্দ শিবানন্দের গৃহে উপস্থিত হইলেন; সমস্ত শুনিয়া বলিলেন—"চিন্তা নাই; তিন দিনের মধ্যে আমি প্রভুকে আনিব।" তিনি ধ্যানস্থ হইলেন; বাস্তবিক, তাঁহার ভক্তির প্রভাবে তৃতীয় দিনে প্রভু আবির্ভাবে আসিয়া নৃসিংহানন্দের পাচিত অন্নাদি গ্রহণ করিলেন, নৃসিংহানন্দ তাহা দেখিলেন। শিবানন্দ অবশ্য দেখেন নাই; কিন্তু পরের বৎসরে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে শিবানন্দ যখন নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখন প্রভু নিজেই গত পৌষে তাঁহার গৃহে ভোজনের কথা উল্লেখ করিয়া শিবানন্দের সন্দেহ দূর করিলেন। যেখানে প্রীতি, সেখানে প্রভু না আসিয়া থাকিতে পারেন না।

নন্দন আচার্য্য। ব্রাহ্মণ। নবদ্বীপের চতুর্ভুজ পণ্ডিতের পুত্র। প্রভুর কীর্ত্তনের সঙ্গী। নানাতীর্থ ভ্রমণ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে ইঁহার গৃহেই অবস্থান করেন এবং ইঁহার গৃহেই নিত্যানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর ও ভক্তবৃন্দের মিলন হয়। একবার ঈশ্বর-আবেশে প্রভু শ্রীবাসের ভ্রাতা রামাই-পণ্ডিতকে শ্রীঅদ্বৈতের

নিকটে পাঠাইয়াছিলেন এবং বলিয়া দিয়াছিলেন, অদ্বৈতাচার্য্য যেন তাঁহার পূজার জন্য উপকরণাদি লইয়া সস্ত্রীক আসেন। শ্রীঅদ্বৈত এই সংবাদ শুনিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া পূজোপকরণাদি লইয়া সস্ত্রীক আসিলেন বটে; কিন্তু প্রভুর নিকটে না গিয়া প্রভুর পরীক্ষার্থ নন্দন আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া রহিলেন এবং রামাই-পণ্ডিতকে বলিলেন—"তুমি গিয়া প্রভুকে বলিও, অদ্বৈত আসিলেন না।" অন্তর্য্যামী প্রভু কিন্তু রামাইর মুখে কিছু শুনার পূর্ব্বেই বলিলেন—"অদ্বৈত আমাকে পরীক্ষা করিতে নন্দনাচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া আছেন; যাও রামাই, তাঁকে শীঘ্র আসিতে বল।" পরে অদ্বৈত আসিয়া প্রভুর বন্দনাদি করিলেন; প্রভু তাঁহার মস্তকে চরণ ধারণ করিয়া অদ্বৈতের মনের গোপনীয় অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। আর একবার প্রভু নিজেই নন্দন আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া ছিলেন। একদিন কীর্ত্তন হইতেছে; কিন্তু প্রভু আনন্দ পাইতেছেন না; প্রভু বলিতেছেন—কেন এমন হইল। অদ্বৈত বলিলেন—"সকলকে তুমি প্রেম দিতেছ; বাদ পড়িলাম আমি, আর শ্রীবাস। আমি তোমার প্রেম শোষণ করিয়াছি।" প্রেমহীন দেহ রাখিয়া কোনও লাভ নাই বলিয়া প্রভু গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন; নিত্যানন্দ-হরিদাস ধরিয়া উঠাইলেন। প্রভু বলিলেন—"আমি নন্দনাচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া থাকিব; কাহাকেও তোমরা বলিও না।" নন্দনাচার্য্য নানাভাবে প্রভুর সেবা করিলেন; তাঁহার সঙ্গে কৃষ্ণ-কথারসে প্রভু সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিলেন। প্রাতঃকালে অদ্বৈতের মনে কষ্ট দিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহাকে কৃপা করার ইচ্ছা হইল। নন্দন আচার্য্যকে বলিলেন—"একেলা শ্রীবাসকে ডাকিয়া আন।" শ্রীবাস আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভু অদ্বৈতাচার্য্যের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীবাস বলিলেন—"কালি আচার্য্য উপবাস করিয়াছেন; সকলেই দুঃখিত।" শুনিয়া কৃপার্দ্রচিত্তে প্রভু অদ্বৈতাচার্য্যের নিকটে গিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন।

কাজীদমনের দিন কীর্ত্তনে এবং শ্রীধরের গৃহে প্রভুর ভক্তবাৎসল্য-প্রকটনের সময়েও নন্দন আচার্য্য ছিলেন। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত ইনি নীলাচলে যাইতেন।

নন্দাই। শ্রীচৈতন্যশাখা। ইনি নীলাচলে গোবিন্দের আনুগত্যে প্রভুর সেবা করিতেন। প্রভুর সঙ্গে গৌড়েও আসিয়াছিলেন। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন জলসংস্কারকারী বারিদ।

নরহরিদাস। নরহরি সরকার ঠাকুর। ব্রজের মধুমতী সখী। শ্রীখণ্ডে বৈদ্যবংশে আবির্ভাব। প্রভুর অতি প্রিয় ভক্ত। প্রভুর দর্শনের জন্য রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচলে যাইতেন। রথযাত্রাকালে এবং বেঢ়াকীর্ত্তনকালে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতেন। নীলাচল হইতে বিদায় গ্রহণকালে প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"নরহরি, রহ আমার ভক্তগণ সনে।" ব্রজের মধুমতীর ভাবে ইনি গৌরবর্ণ কৃষ্ণজ্ঞানে প্রভুর প্রতি নাগর-ভাব পোষণ করিতেন।

নারায়ণী। শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃকন্যা। প্রভু যখন শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তনাদি ও নানা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তখন নারায়ণীর বয়স ছিল মাত্র চারি বৎসর। প্রভু একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"নারায়ণী, কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদ।" অমনি প্রভুর কৃপায় নারায়ণী—"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভু কৃপা করিয়া এই ভাগ্যবতী বালিকাকে নিজের চর্ব্বিত তাম্বুলরূপ অবশেষও দিয়াছিলেন। "চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র" বলিয়া তাঁহার খ্যাতি হইয়াছিল। প্রেমবিলাস-গ্রন্থের মতে নারায়ণীর স্বামী ছিলেন—কুমারহট্টবাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠ দাস। নারায়ণীর একমাত্র সন্তান ছিলেন—শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, যিনি শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা করিয়াছেন। প্রেমবিলাস গ্রন্থ বলেন—বৃন্দাবন দাস যখন গর্ভে, তখনই নারায়ণী পতি-হারা হইয়াছিলেন এবং তখন পিতৃহীনা গর্ভবতী ভ্রাতৃকন্যা নারায়ণীকে শ্রীবাস পণ্ডিত নিজ গৃহে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপ ত্যাগ করিলে শ্রীবাসও নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া কুমার হট্টে বাস করিতেছিলেন এবং তিনি নারায়ণীকে স্বগ্রামেই পাঠাইয়াছিলেন। ব্রজলীলায় নারায়ণী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট-ভোজনকারিণী কিলিম্বিকা—অম্বিকার ভগিনী।

কোনও কোনও আধুনিক সমালোচক বলিতে চাহেন—বৃন্দাবন দাস বিধবা নারায়ণীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন; তাঁহারা বলেন, চারি বৎসর বয়সে নারায়ণী যখন মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেন, তখন তিনি বিধবা ছিলেন। এই উক্তির সমর্থনে তাঁহারা মুরারি গুপ্তের কড়চার একটী উক্তির উল্লেখ করেন। "শ্রীবাস-ভ্রাতৃ-তনয়াঽভর্ত্তৃকা

মধুরদ্যুতিঃ। হরেঃ প্রাপ্য প্রসাদঞ্চ রৌতি নারায়ণী শুভা॥—হরির (গৌর হরির) কৃপা লাভ করিয়া শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা মধুরদ্যুতি মঙ্গলময়ী 'অভর্ত্তৃকা' নারায়ণী ক্রন্দন করিতেছেন।" এই শ্লোকে নারায়ণীকে "অভর্ত্তৃকা" বলা হইয়াছে; সমালোচকগণ "অভর্ত্তৃকা"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—বিধবা, ভর্ত্তা (স্বামী) নাই যাহার। মূল শব্দটী হইল—অভর্ত্তৃক, স্ত্রীলিঙ্গে অভর্ত্তৃকা হইয়াছে। অভর্ত্তৃক-শব্দ হইল অপুত্রক-শব্দের ন্যায়। অ-শব্দ অভাব-বাচক। অপুত্রক-শব্দে, যাহার পুত্রের অভাব, তাহাকেই বুঝায়; তদ্রূপ, অভর্ত্তৃকা শব্দেও যাহার ভর্ত্তার অভাব, সেই নারীকে বুঝায়। এই অভাব দুই রকমের হইতে পারে—এক, যাহার ভর্ত্তা ছিল, পরে মরিয়া গিয়াছে, তাহারও ভর্ত্তার অভাব; আর, যাহার ভর্ত্তা এখনও কেহ হয় নাই, তাহারও ভর্ত্তার অভাব। তাহা হইলে অভর্ত্তৃকা-শব্দে বিধবাও বুঝাইতে পারে, অবিবাহিতা কুমারীও বুঝাইতে পারে। সুতরাং নারায়ণী যে বিধবাই ছিলেন, কুমারী ছিলেন না—মুরারি গুপ্তের—"অভর্ত্তৃকা"-শব্দ হইতে তাহা নিশ্চিতরূপে বুঝা যায় না। বরং, অপুত্রক-শব্দে যেমন সাধারণতঃ যাহার পুত্র জন্মে নাই, তাহাকেই বুঝায়; তদ্রূপ "অভর্ত্তৃকা"-শব্দেও যাহার এখনও কেহ ভর্ত্তা হয় নাই, যে নারী কুমারী, তাহাকেই বুঝাইতে পারে। চারি বৎসর বয়সে নারায়ণীর বৈধব্য-সূচক অন্য কোনও উক্তি পাওয়া না গেলে, কেবলমাত্র "অভর্ত্তৃকা-শব্দ হইতেই তাঁহাকে বিধবা বলা সঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না; বিশেষতঃ, মুরারি গুপ্তের শ্লোকে অভর্ত্তৃকা-স্থলে "অভ্রাতৃকা"-পাঠও যখন দৃষ্ট হয় (প্রভুপাদ অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার সম্পাদিত শ্রীচৈতন্য ভাগবতের পরিশিষ্টে "শ্রীলঠাকুর বৃন্দাবন দাস"-প্রসঙ্গে যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে "অভ্রাতৃকা"—পাঠ আছে)। কিন্তু চারি বৎসর বয়সে নারায়ণীর বৈধব্যসূচক কোনও উক্তি কোথায়ও পাওয়া যায় না, সমালোচক-গণও তাহা দেখাইতে পারেন নাই। বরং প্রেমবিলাস হইতে জানা যায়—"বৃন্দাবন দাস যবে আছিলেন গর্ভে। তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠ দাস চলি গেল স্বর্গে॥" নারায়ণীর চারি বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বৃন্দাবন দাস তাঁহার গর্ভে আসিয়া-ছিলেন এবং সেই সময়েই নারায়ণী বিধবা হইয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান অস্বাভাবিক। সুতরাং প্রেমবিলাসের উক্তি হইতে বুঝা যায়—প্রভুর কৃপা লাভের পরেই বৈকুণ্ঠদাসের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল; প্রভুর কৃপা লাভের সময়ে তিনি কুমারী ছিলেন। যাহা হউক, সমালোচকগণের কেহ কেহ প্রেমবিলাসের উল্লিখিত উক্তিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন; কিন্তু প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করার সমর্থনে কোনও প্রমাণ বা যুক্তি তাঁহারা দেখান নাই। তাঁহাদের যুক্তি বোধ হয় এই যে—চারিবৎসর বয়সেই নারায়ণীকে মুরারিগুপ্ত যখন বিধবা বলিয়াছেন, তখন প্রেমবিলাসের উক্তি প্রক্ষিপ্ত না হইয়া পারেনা। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অন্যকোনও উক্তির সমর্থন না পাইলে মুরারিগুপ্তের "অভর্ত্তৃকা" শব্দের অর্থ যে "বিধবাই"—কুমারী নহে, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না; সুতরাং প্রেমবিলাসের উক্তিকে বিনা যুক্তিতে প্রক্ষিপ্ত বলাও সঙ্গত হয় না। কোনও কোনও সমালোচক তাঁহাদের সিদ্ধান্তের সমর্থনে প্রাচীন পদকর্ত্তা উদ্ধবদাসের একটী পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। পদটী এই। "প্রভুর চর্ব্বিত পান, স্নেহবশে কৈলা দান, নারায়ণী ঠাকুরাণী-হাতে। শৈশবে বিধবা ধনী, সাধ্বীসতীশিরোমণি, সেবন করিল সে চর্ব্বিতে॥" এই পদটীর যথাশ্রুত অর্থে মনে হইতে পারে—প্রভুর চর্ব্বিত তাম্বূল সেবন করার সময়েই (অর্থাৎ চারি বৎসর বয়সেই) নারায়ণী বিধবা ছিলেন; কিন্তু পদের শব্দগুলির বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে—ইহাই পদকর্ত্তার অভিপ্রেত নহে। তিনি লিখিয়াছেন—শৈশবে বিধবা হইলেও নারায়ণী-ছিলেন "স্বাধ্বী সতী-শিরোমণি।" চারিবৎসর বয়সেই যিনি বিধবা এবং তাহার পরে যিনি সন্তানের জননী হইয়াছেন, তাঁহাকে "সাধ্বী সতী-শিরোমণি" বলা হাস্যাস্পদ ব্যাপার; আবার, চারিবৎসর বয়সের কোনও বালিকাকে "সাধ্বী সতী-শিরোমণি" বলারও সার্থকতা কিছু থাকিতে পারেনা; যৌবন-বিকাশের পূর্ব্বে কোনও রমণীকে সাধ্বী বা অসাধ্বী, কিম্বা সতী বা অসতী বলার অবকাশই হইতে পারে না। নারায়ণীর পরবর্ত্তী জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই উদ্ধবদাস তাঁহাকে "সাধ্বী সতীশিরোমণি" বলিয়াছেন। প্রশ্ন ইহতে পারে, উদ্ধবদাস নারায়ণীকে "শৈশবে বিধবা" বলিলেন কেন? এক্ষণে দেখিতে হইবে—"শৈশবে বিধবা ধনী"-বাক্যের তাৎপর্য্য কি? এই তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হইলে পদকর্ত্তা উদ্ধবদাস-সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন। যাঁহারা

পদকর্ত্তাদের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, উদ্ধবদাস ছিলেন শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য। রাধামোহন ঠাকুর ছিলেন শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীরও পরবর্ত্তী। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের তিরোভাবের অনেক পরে তাঁহার আবির্ভাব। সুতরাং তিনি যখন উক্ত পদটী লিখিয়াছিলেন, তখন তিনি নারায়ণী এবং তাঁহার পুত্র বৃন্দাবনদাস সম্বন্ধে সমস্তই জানিতেন। প্রভু নারায়ণীকে কৃপা করিয়াছিলেন সন্ন্যাসগ্রহণের কয়েক মাস পূর্ব্বে, ১৪৩১ শকের প্রথমার্দ্ধে বা ১৪৩০ শকের শেষ ভাগে। তখন যদি নারায়ণীর বয়স চারিবৎসর হয়, তাহাহইলে ১৪৪০ শকের পূর্ব্বে, অর্থাৎ নারায়ণীর চৌদ্দ-পনর বৎসর বয়সের পূর্ব্বে, তাঁহার সন্তান-সম্ভাবনা মনে করা যায়না। প্রেমবিলাসের উক্তি স্বীকার করিলে বুঝিতে হইবে—চৌদ্দ-পনর বৎসর বয়সেই নারায়ণী বিধবা হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের সমাপ্তিকাল বিবেচনা করিলেও মনে হয় ১৪৪০ শকের কাছাকাছি কোনও সময়েই বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জন্ম হইয়াছিল। সুতরাং নারায়ণীর চৌদ্দ, পনর, বা ষোল বৎসর বয়সের সময়েই বৃন্দাবনদাসের জন্ম এবং ঐ বয়সেই নারায়ণী বিধবা হইয়াছিলেন। যাঁহারা নারায়ণীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা বা প্রীতি পোষণ করেন, তাঁহারা পনর ষোল বৎসর বয়সে বৈধব্য-প্রাপ্তা নারায়ণীকে যে "শৈশবে বিধবা" বলিবেন, ইহা অস্বাভাবিক নহে। এখনও লোকসমাজে, স্নেহের পাত্রী কোনও পঞ্চদশী বা ষোড়শী রমণীকে, তাহার বৈধব্য-দর্শনে, শিশু বা বালিকা বলিতে দেখা যায়। উদ্ধবদাসও এই ভাবেই নারায়ণীকে "শৈশবে বিধবা" বলিয়াছেন। নারায়ণীর পক্ষে প্রভুর অসাধারণ-কৃপাপ্রাপ্তির কথা বলিতে যাইয়াই তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের কথা সম্ভবতঃ পদকর্ত্তার মনে পড়িয়াছিল; তাই খেদের সহিত তিনি বলিয়াছেন—এমন ভাগ্যবতী যে নারী, তাঁহার কপালে কি এই ছিল, অতি অল্পবয়সে বিধবা হইলেন! এই বৈধব্য তাঁহার কোনও পাপাচরণের ফলও নহে; যেহেতু তিনি ছিলেন—সাধ্বী সতী শিরোমণি। এইরূপ অর্থ না করিলে "শৈশবে বিধবা" এবং "সাধ্বী সতীশিরোমণি" বাক্যদ্বয়ের অর্থসঙ্গতি করা সম্ভব হয় বলিয়া মনে হয় না। কেবল "শৈশবে বিধবা"-বাক্যটীই গ্রহণ করিব, "সাধ্বী সতীশিরোমণি"—বাক্যটীকে উপেক্ষা করিব—ইহা কোনও কাজের কথা নয়। এ-সমস্ত কারণে আমাদের মনে হয়—চারিবৎসর বয়সে নারায়ণীর বৈধব্যের কথা পদকর্ত্তা উদ্ধবদাসের উদ্ধৃত পদদ্বারা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে সমর্থিত হয় না।

আরও একটী কথা বিবেচ্য। তৎকালীন বৈষ্ণব-সমাজে নারায়ণী ছিলেন অসাধারণ সম্মানের পাত্রী: তিনি স্বীয় মাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকর কিলিম্বিকার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। যদি তিনি ব্যভিচারিণী হইতেন, বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহাকে এইরূপ সম্মান দিতেন না। তাঁহার পুত্র বৃন্দাবনদাস কর্তৃক শ্রীচৈতন্যভাগবত লেখার সময়েও যে নারায়ণীর নামে বৈষ্ণব-সমাজ মস্তক অবনত করিতেন, শ্রীচৈতন্যভাগবতের "অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে যাঁর ধ্বনি। চৈতন্যের অবশেষপাত্র নারায়ণী"-এই উক্তিই তাহার প্রমাণ; তিনি যদি চরিত্রহীনা, ভ্রষ্টা হইতেন, তাহা হইলে ইহা সম্ভব হইত না। মহাপ্রভুর তিরোভাবের ১৩/১৪ বৎসর পূর্ব্বেই বৃন্দাবনদাসের জন্ম হইয়াছিল; সেই সময়ে বৈষ্ণব-সমাজে কাহারও ব্যভিচার উপেক্ষিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই ছিলনা। অধিকন্তু, যিনি মহাপ্রভুর এমন কৃপার অধিকারীণী, যিনি শ্রীবাসপণ্ডিতের ভ্রাতৃসুতা, তিনি যে স্বীয় পিতৃবংশের মর্য্যাদার কথা এবং মহাপ্রভুর কৃপার কথা এবং তাঁহার প্রতি প্রভুর পার্ষদবৃন্দের কৃপার কথা ভুলিয়া গিয়া এমন ভাবে ব্যভিচারের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি একটী জারজ সন্তানের জননী হইলেন, একথা বিশ্বাস করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, বৃন্দাবনদাস যদি নারায়ণীর অপগর্ভজাত সন্তান হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার শ্রীচৈতন্য ভাগবতে তিনি তাঁহার জননী নারায়ণীর মহিমার কথা এত উচ্চ কণ্ঠে কীর্ত্তন করিতে সাহস পাইতেন না, "শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নাম নারায়ণী॥", "অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।", 'চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী'॥"—এ সকল কথা একাধিক বার লিখিতে পারিতেন না; প্রভুর কৃপা লাভের সময়ে নারায়ণী যদি বিধবাই হইতেন, তাহা হইলে "চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত-চরিত" বলিয়া বৃন্দাবন দাস তাঁহার বয়সের উল্লেখ করিতে এবং"—বৃন্দাবন-দাস। অবশেষ পাত্র-নারায়ণী-গর্ভজাত॥"—বলিয়া নিজেকে তাঁহার পুত্র বলিয়া পরিচিত করিতেও সঙ্কোচ অনুভব করিতেন। তৃতীয়তঃ, শ্রীচৈতন্যভাগবত আলোচনা করিলেই জানা যায়—

বৃন্দাবনদাসের অসামান্য শাস্ত্রজ্ঞান ছিল; সুতরাং অনুমান করা যায়, তিনি বিশিষ্ট অধ্যাপকদের নিকটেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তিনি যদি নারায়ণীর জারজ সন্তানই হইতেন, তাহা হইলে কোনও অধ্যাপক তাঁহাকে নিজ টোলে শিক্ষা দিতেন কিনা সন্দেহ। সেই সময়ে সত্যকাম-জাবালের যুগ ছিল না, ছিল হুসেনসাহ-সুবুদ্ধিরায়ের যুগ, যখন ব্রাহ্মণ-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ধনাঢ্য কোনও বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের মুখে কেহ বলপূর্ব্বক অহিন্দুর স্পৃষ্ট জল দিলেও সেই ব্রাহ্মণকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া দেশান্তরী হইতে হইত এবং প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত তপ্ত ঘৃত খাইয়া প্রাণত্যাগ করার জন্য আদিষ্ট হইতে হইত। আরও একটী কথা বিবেচ্য। মামগাছী গ্রামে গৌর-পার্ষদ বাসুদেব দত্তের একটী সেবা আছে; প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—মামগাছী-গ্রামবাসিগণ তাঁহার নিকটে বলিয়াছেন যে, বাসুদেব দত্তই নারায়ণীর হাতে তাঁহার শ্রীবিগ্রহ-সেবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। নারায়ণী যদি বাস্তবিক ভ্রষ্টা হইতেন, তাহা হইলে তিনি সমাজকর্ত্তৃক পরিত্যক্তাই হইতেন; জারজ-সন্তানের মাতা এবং সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা কোনও রমণীকে যে গৌরপার্ষদ বাসুদেব দত্ত তাঁহার শ্রীবিগ্রহসেবার দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। অবশ্য বাসুদেবদত্ত পরম-উদার ছিলেন; তিনি সমস্ত জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত সমস্ত জীবের পাপের বোঝা গ্রহণ করিয়া নরক-গমনের প্রার্থনাও প্রভুর চরণে জানাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি যে ভজনাঙ্গের ব্যাপারে শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণের প্রশ্রয় দিবেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। তিনি ছিলেন পরম ভাগবত, নৈষ্ঠিক ভক্ত। তিনি জানিতেন—শাস্ত্রানুসারে অর্চ্চনমার্গে আচার অবশ্যপালনীয়। চরিত্রহীনা জারজ-সন্তানের মাতার উপরে তিনি কিছুতেই তাঁহার শ্রীবিগ্রহের সেবার দায়িত্ব অর্পন করিতে পারেন না এবং তদ্দ্বারা সমাজে ব্যভিচারেরও প্রশ্রয় দিতে পারেন না। ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিয়া সমাজের অকল্যাণ-সাধন উদারতার পরিচায়ক নহে। এরূপ কোনও রমণীর সেবা জন-সাধারণেরও সহানুভূতি লাভ করিতে পারে না; অথচ বাসুদেবদত্তের এই সেবা পরবর্ত্তী কালে "নারায়ণীর সেবা"-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; ইহাতেই বুঝা যায়—নারায়ণীর প্রতি জনসাধারণের কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল। নারায়ণী ভ্রষ্টা হইলে কখনও ইহা সম্ভব হইত না।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে আমাদের মনে হয়, চারিবৎসর বয়সে নারায়ণীদেবীর বৈধব্যের সমর্থক কোনও প্রমাণই নাই; সুতরাং মুরারিগুপ্তের "অভর্তৃক"-শব্দের "বিধবা"-অর্থ বিচারসহ নহে, "কুমারী"-অর্থই গ্রহণীয়। নারায়ণী দেবী চিরকালই যে "সাধ্বী সতীশিরোমণি" ছিলেন, তাহার প্রতিকূল কোনও প্রমাণই নাই, অনুকূল প্রমাণ যথেষ্ট আছে।

নিত্যানন্দ প্রভু। নামান্তর—নিতাই, নিত্যানন্দ, অবধূত। ব্রজের বলরাম। রাঢ়দেশে বীরভূম-জেলার অন্তর্গত একচক্রাগ্রামে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অনুমান আট দশ বৎসর পূর্ব্বে নিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব। পিতা—হাড়াই পণ্ডিত বা হাড়াই ওঝা; মাতা—পদ্মাবতীদেবী। বাল্যকালে সমবয়স্ক শিশুদের সঙ্গে নিত্যানন্দ যে খেলা খেলিতেন, তাহা ছিল অদ্ভুত; সাধারণ শিশুগণ যে সকল খেলা খেলে, নিত্যানন্দের খেলা সেইরূপ ছিল না। তিনি শিশুদের লইয়া ভগবানের লীলাসমূহের অভিনয় করিতেন; তাহাও দু'য়েকটী লীলা নহে, বহু বহু লীলার অভিনয় খেলা করিতেন। লোকে দেখিয়া বিস্মিত হইত। এত লীলার কথা এই শিশু কিরূপে জানিল? যে দিন মহাপ্রভু নবদ্বীপে আবির্ভূত হইলেন, সেইদিন শ্রীনিত্যানন্দ একচক্রাগ্রামে এক ভীষণ অদ্ভুত হুঙ্কার করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন বার বৎসর, তখন একদিন এক সন্ন্যাসী হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে আসিলেন; তিনি রাত্রিতেও রহিলেন, হাড়াই পণ্ডিতের সঙ্গে কৃষ্ণকথার আলাপনে রাত্রি যাপন করিলেন। প্রাতঃকালে তিনি বলিলেন—"আমি একটী ভিক্ষা চাই।" হাড়াই পণ্ডিত বলিলেন—"যাহা চাহেন, বলুন; আমি দিব।" সন্ন্যাসী বলিলেন—"আমার সঙ্গে কোনও ব্রাহ্মণ নাই; তোমার এই জ্যেষ্ঠপুত্রটীকে আমার সঙ্গে নিতে চাই; কিছু দিন থাকিয়া চলিয়া আসিবে।" স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে পদ্মাবতীদেবীর সম্মতি লইয়া হাড়াই পণ্ডিত প্রাণাধিক প্রিয় নিত্যানন্দকে সন্ন্যাসীর হস্তে অর্পণ করিলেন। এই ছলে নিত্যানন্দ

বাহির হইলেন। বিশবৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের নানাতীর্থে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মথুরামণ্ডলে আসিলেন। কৃষ্ণলীলার স্মৃতিতে বিভোর হইয়া অধিকাংশ সময় বাহ্যজ্ঞানশূন্য ভাবেই তিনি মথুরায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার মনে তিনি জানিতে পারিলেন, তাঁহার প্রাণকানাই গৌররূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু তখনও আত্মপ্রকাশ করেন নাই। তিনি যখন আত্মপ্রকাশ করিবেন, তখনই যাইয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবেন, এরূপ সঙ্কল্প করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ মথুরায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রভু যখন নবদ্বীপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দ মথুরা ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে উপনীত হইলেন এবং নন্দনাচার্য্যের গৃহে আসিয়া উঠিলেন। সর্ব্বজ্ঞ প্রভুও নিত্যানন্দের আগমনের কথা জানিতে পারিয়া আগমনের কয়েক দিন পূর্ব্বে ভক্তমণ্ডলীর নিকটে বলিয়াছিলেন—"দুই তিন দিনের মধ্যেই কোনও এক মহাপুরুষ নবদ্বীপে আসিবেন।" তারপর একদিন প্রাতঃকালে প্রভু স্বীয় ভক্তবৃন্দের নিকটে বলিলেন—"কাল রাত্রিতে আমি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়াছি। এক তালধ্বজ রথ আসিয়া আমার গৃহদ্বারে দাঁড়াইল; তাহার পশ্চাতে এক প্রকাণ্ডশরীর মহাপুরুষ; তাঁহার স্কন্ধদেশে একটী স্তম্ভ, বামহস্তে বেত্রবান্ধা কাণাকুম্ভ, পরিধানে ও মস্তকে নীলবস্ত্র, বামশ্রুতিমূলে একটী কুণ্ডল; যেন সাক্ষাৎ হলধর। দশ বার, বিশ বার বলিলেন—এই বাড়ী কি নিমাঞি পণ্ডিতের? আমি সন্ত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কে? তিনি বলিলেন—"এই ভাই হয়ে। তোমার আমার কালি হবে পরিচয়ে॥" বলিতে বলিতেই প্রভু হলধর-ভাবে আবিষ্ট হইয়া গর্জ্জন করিলেন। স্থির হইয়া বলিলেন—"আমি পূর্ব্বে যে এক মহাপুরুষ আসিবেন বলিয়াছিলাম, তিনি নিশ্চয়ই আসিয়াছেন। শ্রীবাস ও হরিদাস তোমরা উভয়ে খুঁজিয়া দেখ।" তাঁহারা উভয়ে বাহির হইলেন; সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন—তাঁহারা কোথাও কোনও মহাপুরুষকে দেখিতে পাইলেন না। প্রভু বলিলেন—"আইস আমার সঙ্গে সবে দেখি গিয়া।" সকলকে লইয়া প্রভু নন্দন আচার্য্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন—যেন কোটিসূর্য্যসম এক মনোরম বিগ্রহ, 'ধ্যানসুখে পরিপূর্ণ, হাসয়ে সদায়।' সকলে তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন। নিত্যানন্দ "আপন-ঈশ্বর" গৌরসুন্দরকে চিনিলেন, অপলক দৃষ্টিতে প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রভুর ইঙ্গিতে শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনাত্মক "বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারম্"—ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন। শুনিয়া নিত্যানন্দ আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভুর আদেশে শ্রীবাস পুনঃ পুনঃ সেই শ্লোক উচ্চারণ করিতে লাগিলেন; নিত্যানন্দের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, অশ্রুবিগলিত নেত্রে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, কখনও বা—"জোড়ে জোড়ে লাফ" দিতে লাগিলেন। সকলেই ধরিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু কেহ ধরিতে পারিলেন না; তখন প্রভু তাঁহাকে কোলে করিলেন; প্রভুর কোলে শ্রীনিত্যানন্দ নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে অশ্রুবিগলিত-নেত্রে নিতাই-গৌর পরস্পরে আলাপ করিলেন। প্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে লইয়া শ্রীবাসের গৃহে আসিলেন; শ্রীবাসের গৃহেই শ্রীনিত্যানন্দ ব্যাসপূজা করিলেন। ব্যাসপূজার পূর্ব্ব দিন রাত্রিতে নিত্যানন্দ শ্রীবাসের গৃহে স্বীয় দণ্ডকমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। শুনিয়া প্রভু আসিলেন; ভাঙ্গা দণ্ডকমণ্ডলু ও নিত্যানন্দকে লইয়া গঙ্গাস্নানে গেলেন; প্রভু নিত্যানন্দের দণ্ডকমণ্ডলু গঙ্গায় ভাসাইয়া দিলেন। এইরূপেই গৌর-নিত্যানন্দের মিলন হইল। গৌরকে ছাড়িয়া নিতাই আর কোথাও যায়েন নাই। প্রভুর সমস্ত নবদ্বীপ-লীলারই শ্রীনিতাই সঙ্গী। জগাই-মাধাই-উদ্ধার-লীলাতেও শ্রীনিতাই-ই প্রধান কাণ্ডারী (জগাই-মাধাই দ্রষ্টব্য)। শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন শ্রীগৌরের অন্তরঙ্গ; আবার শ্রীগৌরও হইলেন শ্রীনিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ। ব্রজের কানাই-বলাই। যে দিন শেষ রাত্রিতে প্রভু সন্ন্যাসার্থ গৃহ ত্যাগ করিলেন, সেই দিন পূর্ব্বাহ্নেই তাঁহার সঙ্কল্পের কথা শ্রীনিত্যানন্দকে জানাইয়াছিলেন। গৃহত্যাগের সংবাদ জানিয়া শ্রীনিতাই কাটোয়ায় আসিয়া উপনীত হইলেন, সন্ন্যাসান্তে প্রভুকে লইয়া শান্তিপুরে আসিলেন; শান্তিপুর হইতে প্রভুরই সঙ্গে নীলাচলে গেলেন। প্রভু যখন দক্ষিণ যাত্রা করেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দ নীলাচলেই ছিলেন। দক্ষিণদেশ হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রভুর দর্শনের জন্য নীলাচলে গেলেন। চাতুর্ম্মাস্যের পরে প্রভুর আদেশে তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়ে

আসেন। প্রভু তাঁহাকে বলিয়া ছিলেন—“শ্রীপাদ! তুমি প্রতি বর্ষে নীলাচলে আসিও না; গৌড়ে থাকিয়া তুমি আচণ্ডালে অনর্গল নাম-প্রেম বিতরণ করিবে। গৌড়ে তোমাদ্বারাই আমি আমার এই কার্য্যটী করাইব।” প্রভুর প্রতি প্রীতিবশতঃ প্রভুর নিষেধ সত্ত্বেও শ্রীনিত্যানন্দ নীলাচলে যাইতেন; ফিরিয়া আসিয়া ভক্তবৃন্দের সহিত গ্রামে গ্রামে নাম-প্রেম বিতরণ করিতেন। এই ভাবে নাম-প্রেম-বিতরণের নিমিত্ত ভ্রমণ-কালেই পাণিহাটীতে শ্রীরঘুনাথ দাসের প্রতি কৃপা করিয়াছিলেন।

প্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ গৌরীদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ সহোদর সূর্য্যদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা জাহ্নবাদেবী ও বসুধাদেবীকে বিবাহ করেন। শ্রীচৈতন্য-ভক্তিমণ্ডপের মূলস্তম্ভ শ্রীবীর চন্দ্র গোস্বামী শ্রীনিত্যানন্দের পুত্র; তাঁহার এক কন্যাও ছিলেন—শ্রীমতী গঙ্গামাতা। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের অল্প কয়েক বৎসর পরে শ্রীনিত্যানন্দও অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হয়েন। (মূলগ্রন্থের বিষয়-সূচীতে “নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য)।

ভক্তিরত্নাকরের মতে, তীর্থভ্রমণ-কালে পশ্চিমাঞ্চলে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর গুরুদেব শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতির সহিত শ্রীমন্নিত্যানন্দের মিলন হয় এবং তখন শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতির নিকটে শ্রীনিত্যানন্দ দীক্ষা গ্রহণ করেন। আবার, শ্রীজীব-গোস্বামীর বৈষ্ণব-বন্দনা গ্রন্থে দেখা যায়—মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য সঙ্কর্ষণপুরী, সঙ্কর্ষণপুরীর শিষ্য শ্রীনিত্যানন্দ। কেহ কেহ আবার শ্রীনিত্যানন্দকে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্যও বলেন।

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী। শচীমাতার পিতা; মহাপ্রভুর মাতামহ। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পিতা মহেশ্বর বিশারদের সমাধ্যায়ী। আদি নিবাস শ্রীহট্টে; পরে নবদ্বীপে বেলপুকুরিয়াতে বাস করিতেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল; তিনি মহাপ্রভুর কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দ্বাপর লীলায় ইনি ছিলেন গর্গাচার্য্য।

নৃসিংহানন্দ। “নকুল ব্রহ্মচারী” দ্রষ্টব্য।

পরমানন্দ দাস। “কবিকর্ণপূর” দ্রষ্টব্য।

পরমানন্দ পুরী। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। ত্রিহুতে আবির্ভাব। ভক্তিকল্পতরুর মধ্যমূল। প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণ-সময়ে ঋষভ-পর্ব্বতে ইঁহার সঙ্গে প্রভুর মিলন হয়; প্রভু তাঁহাকে নীলাচলে বাস করার জন্য বলেন। পরমানন্দপুরী ঋষভ-পর্ব্বত হইতে নীলাচল হইয়া নবদ্বীপে আসেন। শচীমাতার গৃহে বিশ্রাম করিলেন এবং ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। সেস্থানেই যখন শুনিলেন—প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন দ্বিজ কমলাকান্তকে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভু তাঁহার জন্য কাশীমিশ্রের গৃহে এক নিভৃতস্থানে বাসা ও সেবার জন্য একজন কিঙ্কর ঠিক করিয়া দিলেন। নীলাচল হইতে প্রভুর সঙ্গে ইনি গৌড়েও আসিয়াছিলেন। গৌড় হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে নীলাচলেই থাকিতেন। প্রভু ইঁহার প্রতি গুরুবুদ্ধি পোষণ করিতেন। ইনি দ্বাপরলীলায় ছিলেন উদ্ধব।

পরমানন্দ মহাপাত্র। নীলাচলবাসী। জগন্নাথের সেবক। প্রভুর পরম ভক্ত।

পরমেশ্বর দাস। শ্রীনিত্যানন্দ শাখা। দ্বাদশ গোপালের একতম। ব্রজের অর্জ্জুন সখা। কাউ-গ্রামে আবির্ভাব। পরে খড়দহে আসিয়া বাস করেন। জাহ্নবামাতা গোস্বামিনীর আদেশে হুগলী জেলার তড়া আটপুরে আসিয়া শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথের সেবা প্রকাশ করেন। জাহ্নবা মাতার সঙ্গে ইনি খেতুরীর মহোৎসবে এবং বৃন্দাবনেও গিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে ইনি প্রভুর নাম-প্রেম-প্রচার-লীলার সঙ্গী ছিলেন। ইঁহার অনেক অলৌকিকী শক্তি ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

পরমেশ্বর মোদক। নবদ্বীপবাসী মিষ্টান্ন-বিক্রেতা। প্রভুর বাল্যকাল হইতেই প্রভুর প্রতি তাঁহার স্নেহ ছিল। বাল্যকালে প্রভু বার বার তাঁহার গৃহে যাইতেন; তিনিও প্রভুকে প্রত্যেকবারেই “দুগ্ধখণ্ড-মোদকাদি” দিতেন। তিনি একবার তাঁহার পত্নী ও পুত্র মুকুন্দকে লইয়া প্রভুর দর্শনের জন্য নীলাচলে গিয়াছিলেন। দণ্ডবৎ করিয়া প্রভুকে বলিলেন—“পরমেশ্বরা মুঞি।” প্রভু বলিলেন—“পরমেশ্বর! কুশল তো? আসিয়াছ, ভাল হইয়াছে।” সরল-

প্রাণ পরমেশ্বর বলিলেন—“প্রভু, মুকুন্দার মাতাও আসিয়াছে।” মুকুন্দার মাতার নাম শুনিয়া প্রভু সঙ্কুচিত হইলেন; কিন্তু পরমেশ্বর মোদকের প্রীতির বশীভূত হইয়া নীরব রহিলেন, কিছু বলিলেন না।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। “বিদ্যানিধি” এবং “প্রেমনিধি” বলিয়াও খ্যাত। ব্রজলীলায় শ্রীরাধিকার পিতা বৃষভানু মহারাজ। ইঁহার পত্নী রত্নাবতী ছিলেন ব্রজলীলায় শ্রীরাধিকার জননী কীর্ত্তিদা। চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত হাট-হাজারী থানার নিকটবর্ত্তী মেখলা গ্রামে বিদ্যানিধির আবির্ভাব। পিতার নাম—বাণেশ্বর; মাতার নাম - গঙ্গা-দেবী। বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বিদ্যানিধি চট্টগ্রামের চক্রশালার জমিদার ছিলেন। নবদ্বীপেও তাঁহার এক বাড়ী ছিল। মাঝে মাঝে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতেন। তাঁহার বাহিরের আচরণে তাঁহাকে খুব বিলাসী বলিয়া মনে হইত; কিন্তু ভিতরে তিনি ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমে ভরপূর। তাঁহার নবদ্বীপে অবস্থিতিকালে মুকুন্দ দত্ত যখন গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে তাঁহার নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন, তখনকার ঘটনা হইতেই বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যানিধির কিরূপ গাঢ় প্রীতি ছিল (গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী দ্রষ্টব্য)। এই ঘটনার পরেই গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বিদ্যানিধি নিজে ছিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য। গঙ্গার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ভক্তি ছিল; পাদস্পর্শ-ভয়ে গঙ্গাস্নান করিতেন না; গঙ্গাতে লোকে কুলকুচো করে, দন্তধাবনাদি করে দেখিলে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইত; তাই রাত্রিকালে আসিয়া গঙ্গাদর্শন করিতেন। গঙ্গাজল পান করিয়া তবে তিনি দেবার্চ্চনাদি করিতেন।

মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে নিজের ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করেন, তখন পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধির জন্য তিনি “পুণ্ডরীক বাপ” বলিয়া কান্দিয়াছিলেন। “পুণ্ডরীক আরে মোর বাপরে বন্ধুরে। কবে তোমা দেখিব আরে রে বাপরে॥” নবদ্বীপের ভক্তগণ তখনও বিদ্যানিধির স্বরূপ জানিতেন না। প্রভুকে “পুণ্ডরীক” বলিয়া কান্দিতে দেখিয়া তাঁহারা প্রথমে মনে করিলেন—প্রভু বোধহয় “পুণ্ডরীক”-শব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই মনে করিতেছেন। কিন্তু প্রভু মাঝে মাঝে “বিদ্যানিধিও” বলিতেন; তখন তাঁহারা মনে করিলেন—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বোধহয় কোনও ভক্তের নামই হইবে। পরে প্রভুর নিকট তাঁহারা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির পরিচয় পাইলেন। প্রভু একথাও বলিলেন—তিনি শীঘ্রই নবদ্বীপে আসিবেন। বাস্তবিক প্রভুর আকর্ষণেই বিদ্যানিধি নবদ্বীপে আসিলেন; আসিয়াও গুপ্ত ভাবেই ছিলেন, কেবল মুকুন্দদত্ত জানিলেন; মুকুন্দদত্তের বাড়ীও ছিল চট্টগ্রামে। পুণ্ডরীক একদিন রাত্রিকালে একাকী প্রভুর গৃহে আসিলেন; প্রভুকে দেখিয়াই প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দণ্ডবৎ করার অবকাশও পাইলেন না। ক্ষণকাল পরে চেতনা লাভ করিয়া হুঙ্কার গর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং “কৃষ্ণরে, পরাণ মোর, কৃষ্ণ, মোর বাপ। মুঞি অপরাধীরে কতেক দেহ’ তাপ॥ সর্ব্বজগতের বাপ উদ্ধার করিলা। সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলা॥” বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভুও তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাকে কোলে করিলেন “পুণ্ডরীক বাপ” বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন প্রভুর সঙ্গের ভক্তগণ বুঝিলেন—ইনিই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি এবং ইনি প্রভুর প্রিয়তম ভক্ত। প্রভু বলিলেন—“আজি শুভ প্রভাত আমার। আজি মহামঙ্গল সে বাসি আপনার॥ নিদ্রা হৈতে আজি উঠিলাম শুভক্ষণে। দেখিলাম ‘প্রেমনিধি’ সাক্ষাৎ নয়নে॥” বিদ্যানিধি তখনও প্রভুর কোলে অচেতন। যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখনই তিনি প্রভুকে নমস্কার করিলেন। জগাই-মাধাইর উদ্ধারের পরে প্রভু যখন নিজগৃহে তাঁহাদের লইয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে নৃত্যকীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং পরে যখন গঙ্গায় জলকেলি করিয়াছিলেন, তখনও বিদ্যানিধি প্রভুর সঙ্গে ছিলেন।

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রভুর দর্শনের জন্য বিদ্যানিধি নীলাচলেও যাইতেন। তখনও প্রভু তাঁহাকে “বাপ বাপ” বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বাস্তবিক রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর বাপই তো পুণ্ডরীকরূপ বৃষভানুরাজ। স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে তাঁহার সখ্যভাব ছিল, তাঁহারই সঙ্গে জগন্নাথ-দর্শনে যাইতেন। ওড়ন-ষষ্ঠীতে সেবক-পাণ্ডাগণ চিরাচরিত প্রথা অনুসারে জগন্নাথকে “মাড়ুয়া বসন” দিয়া থাকেন; তাহা দেখিয়া বিদ্যানিধির মনে একটু সন্দেহ হইয়াছিল—

"পাণ্ডারা কি আচার জানেনা? জগন্নাথকে মাড়যুক্ত বস্ত্র দেয় কেন?" রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রিতাবস্থায় জগন্নাথ ও বলদেব আসিয়া দুই জনে বিদ্যানিধির দুই গণ্ডে চপেটাঘাত করিয়া তাঁহার গাল ফুলাইয়া দিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে স্বরূপ-দামোদর আসিয়া বিদ্যানিধিকে ডাকিলেন—"উঠ, চল, জগন্নাথদর্শনে যাই।" বিদ্যানিধি তখনও বিছানায়; বলিলেন—"সখা, ভিতরে আস।" স্বরূপ ভিতরে গিয়া বিদ্যানিধির দুই গণ্ডের অবস্থা দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বিদ্যানিধি সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন; আর বলিলেন—"জগন্নাথের সেবকদের আচার-জ্ঞান-সম্বন্ধে কটাক্ষ করিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, জগন্নাথ-বলরামের হাতে তাহার শাস্তিরূপ কৃপা লাভ করিয়াছি; ধন্য হইয়াছি।"

পুরন্দর আচার্য্য। শ্রীচৈতন্যশাখা। মহাপ্রভু ইঁহাকে "পিতা" বলিতেন। প্রভুর দর্শনের জন্য নীলাচলেও যাইতেন।

পুরন্দর পণ্ডিত। নিত্যানন্দশাখা। প্রভু যখন পাণিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে গিয়াছিলেন তখন ইনি প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি গৌড়ে নাম-প্রেম-প্রচারের আদেশ হইলে নিত্যানন্দ যখন নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিতেছিলেন, তখন পুরন্দর-পণ্ডিতও সঙ্গে ছিলেন; পথিমধ্যে ইনি অঙ্গদের ভাবে আবিষ্ট হইয়া গাছে উঠিয়া লাফ দিয়া পড়িয়াছিলেন। খড়দহে ইঁহার শ্রীপাট। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর খড়দহে বসতি-স্থাপনের পূর্ব্ব হইতেই খড়দহে ইঁহার দেবসেবা ছিল। নাম-প্রেম-প্রচারার্থ শ্রীনিত্যানন্দের দেশ-ভ্রমণের সময়ে তিনি পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়েও আসিয়াছিলেন।

পুরীগোসাঞি। "পরমানন্দ পুরী" দ্রষ্টব্য।

পুরীদাস। "কর্ণপূর" দ্রষ্টব্য।

পুরুষোত্তম আচার্য্য। "স্বরূপ-দামোদর" দ্রষ্টব্য।

পুরুষোত্তম দাস। নিত্যানন্দশাখা। দ্বাদশগোপালের অন্যতম। ব্রজের দাম-সখা। নাগর পুরুষোত্তম বলিয়াও খ্যাত। নদীয়া জেলার বালীডাঙ্গা গ্রামে আবির্ভাব। পিতা সদাশিব কবিরাজ। বৈদ্য। বালীডাঙ্গা বা বেলডাঙ্গা গ্রাম নষ্ট হইয়া গেলে সুখসাগরে শ্রীপাট স্থানান্তরিত হয়। সুখসাগরে জাহ্নবামাতারও শ্রীবিগ্রহ ছিলেন। সুখসাগরও গঙ্গা-গর্ভে গেলে জাহ্নবামাতার শ্রীবিগ্রহাদির সহিত পুরুষোত্তমদাসের শ্রীবিগ্রহ সাহেবডাঙ্গা বেড়িগ্রামে আনীত হয়েন। বেড়িগ্রামও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার শ্রীবিগ্রহ চাকদহের নিকটবর্ত্তী চান্দুড়গ্রামে আসেন।

কেহ কেহ বলেন—সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তমদাস ছিলেন ব্রজের স্তোককৃষ্ণ সখা। কিন্তু গৌর-গণোদ্দেশ দীপিকা স্পষ্টকথাতেই বলিয়া গিয়াছেন—সদাশিবের পুত্র বৈদ্যবংশোদ্ভব নাগর পুরুষোত্তম ব্রজে দাম-নামক গোপ ছিলেন। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকাতে আর এক জন পুরুষোত্তমদাসের নাম পাওয়া যায়, তিনি ছিলেন ব্রজের স্তোককৃষ্ণ সখা; কিন্তু তিনি যে সদাশিব কবিরাজের পুত্র, একথা গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় লিখিত হয় নাই। সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তমই নাগর পুরুষোত্তম, একথাও গৌর-গণোদ্দেশ বলিয়াছেন।

যাহাহউক, পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরের পত্নীর নাম ছিল জাহ্নবাদেবী। তাঁহার গর্ভেই কানুঠাকুরের আবির্ভাব। ("কানু ঠাকুর" দ্রষ্টব্য)।

পুরুষোত্তম পণ্ডিত। ব্রজের স্তোককৃষ্ণ। দ্বাদশ গোপালের একতম। নবদ্বীপে ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত। পিতা—রত্নাকর। ইনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর "মহাভৃত্য মর্ম্ম" ছিলেন।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী। অতিশয় প্রভাব-প্রতিপত্তি-শালী কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসী। ইঁহার বহু সহস্র সন্ন্যাসী শিষ্য ছিলেন। "নামে মাত্র সন্ন্যাসী, ভাবক, লোক-প্রতারক" প্রভৃতি বলিয়া ইনি সর্ব্বদাই মহাপ্রভুর নিন্দা করিতেন। শুনিয়া তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর বৈদ্য, পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া প্রভৃতি প্রভুর কাশীবাসী ভক্তগণ প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা পাইতেন। বৃন্দাবন যাওয়ার পথে প্রভু যখন কাশীতে ছিলেন, তখন এক মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ প্রভুর দর্শনেই

প্রভুর স্বরূপ অনুভব করিয়া কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সভায় একদিন প্রভুর মহিমার কথা বলিলে সরস্বতী তখনও প্রভুর নিন্দা করিয়া বিপ্রকে বলিলেন—"এখানে আসিয়া বেদান্ত শুন; চৈতন্যের নিকটে যাইওনা, উচ্ছৃঙ্খল লোকের সঙ্গে ইহকাল পরকাল নষ্ট হয়।" শুনিয়া মহারাষ্ট্রী বিপ্র প্রাণে বড় আঘাত পাইলেন। তিনি ভাবিলেন—"যদি কোনও রকমে এই সন্ন্যাসীদিগকে প্রভুর দর্শন করাইতে পারি, তাহা হইলে দর্শনের প্রভাবেই ইঁহারা বুঝিতে পারিবেন, প্রভু কি বস্তু; তখন আর নিন্দাদি করিবেননা, প্রভুর পদানত না হইয়া পারিবেন না। কিন্তু কি রূপে এই দর্শনের ব্যবস্থা করা যায়? সন্ন্যাসীদের সঙ্গভয়ে প্রভু তো কোথাও নিমন্ত্রণও অঙ্গীকার করেন না।" বৃন্দাবন হইতে প্রভু যখন কাশীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন প্রভুকে পূর্ব্বে কিছু না জানাইয়াই কেবল তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া মহারাষ্ট্রী বিপ্র একদিন সশিষ্য প্রকাশানন্দকে নিজের গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। পরে প্রভুর নিকটে আসিয়া চরণে পতিত হইয়া প্রভুকেও নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে প্রভু নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রভু বিপ্রের গৃহে গিয়া দেখিলেন—সন্ন্যাসীরা পূর্ব্বেই আসিয়াছেন। পাদপ্রক্ষালন করিয়া প্রভু পাদপ্রক্ষালনের স্থানেই বসিয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসিগণ দেখিয়াও বোধ হয় তাচ্ছিল্যভরেই কিছু বলিলেন না। তখন প্রভু এক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন—তিনি যেন শতসূর্য্যসম-কান্তিময়। দেখিয়া সন্ন্যাসিগণ সকলেই করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া প্রভুকে তাঁহাদের মধ্যে আসার জন্য আহ্বান করিলেন; প্রভু কিন্তু আসেন না। তখন প্রকাশানন্দ নিজে যাইয়া খুব শ্রদ্ধার সহিত প্রভুর হাতে ধরিয়া আনিয়া সভামধ্যে বসাইলেন। তারপর ইষ্টগোষ্ঠী চলিতে লাগিল। সরস্বতীপাদ বলিলেন—"কেন তুমি আমাদের সঙ্গ করনা? কেন তুমি ভাবুক লোকদের সঙ্গে নৃত্য কীর্ত্তন কর? কেন তুমি বেদান্ত পড়না? বেদান্ত পড়া যে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।" প্রভু বলিলেন—"আমি তোমাদের সঙ্গের অযোগ্য। আমি মূর্খ; তাই আমার গুরুদেব বলিলেন—'বেদান্তে তোমার কাজ নাই; তুমি কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর।' তাই আমি কৃষ্ণনাম জপ করি। কিন্তু জপিতে জপিতে আমার কি রকম এক অবস্থা হইল—কখনও হাসি, কখনও কাঁদি, কখনও নাচি; ঠিক যেন উন্মত্ত। গুরুকে জানাইলাম। 'গুরুদেব, আমি কি পাগল হইলাম?' তিনি বলিলেন—'না, তুমি পাগল হও নাই; ভাগ্যবশে কৃষ্ণকীর্ত্তনের ফলে তোমার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইয়াছে। তুমিও ধন্য, আমিও ধন্য। যাও, ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন কর।' তাই আমি বেদান্ত পড়িনা। ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তন করিয়া বেড়াই।" শুনিয়া প্রকাশানন্দ বলিলেন—"তোমার প্রেম লাভ হইয়াছে, সে তো উত্তম কথা। মূর্খ বলিয়া বেদান্ত হয়তো পড়িতে না পার; কিন্তু শুনিতে তো পার? বেদান্ত শুনও না কেন?" তখন প্রভু বলিলেন—"যদি মনে দুঃখ না নাও, তবে বলি আমি কেন বেদান্ত শুনিনা।" সন্ন্যাসিগণ বলিলেন—"আমরা কোনও দুঃখ মনে করিবনা, তুমি বল।" তখন প্রভু শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ-ভাষ্যের দোষ দেখাইতে লাগিলেন। শ্রীপাদ শঙ্কর শ্রুতির মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া লক্ষণা বা গৌণীবৃত্তিতে অর্থ করিয়াছেন; তাহাতেই তাঁহার ভাষ্যে নানা দোষের উদ্ভব হইয়াছে। প্রভু প্রধান প্রধান কয়েকটী বেদান্তসূত্রের মুখ্যার্থ করিয়া শুনাইলেন এবং শ্রীপাদ শঙ্করের মায়াবাদ-ভাষ্যের দোষও দেখাইলেন। শুনিয়া প্রকাশানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন। প্রভুকে সঙ্গে করিয়া তাঁহারা মহারাষ্ট্রী বিপ্রের গৃহে ভিক্ষা করিলেন। তারপর নিজেদের আশ্রমে যাইয়া প্রভু-কৃত সূত্রার্থের আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিলেন, প্রভু যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাই বেদান্তসূত্রের বাস্তব অর্থ; শঙ্করাচার্য্য যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা বিচারসহ নহে। একদিন এইরূপ আলোচনা হইতেছে, এমন সময় প্রভু স্নান করিয়া বিন্দুমাধব-দর্শনে গিয়াছেন। বিন্দুমাধব-দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়াছেন। তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর-বৈদ্য, সনাতন গোস্বামী-আদিও সঙ্গে ছিলেন; তাঁহারা নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন; শতসহস্র দর্শনার্থী লোক কীর্ত্তনে যোগ দিল। কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া সশিষ্য প্রকাশানন্দ বিন্দুমাধবের অঙ্গনে ছুটিয়া আসিলেন। স্বয়ং প্রকাশানন্দও কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, তাঁহার দেহে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি। প্রভুর বাহ্যস্মৃতি নাই। কতক্ষণ পরে বাহ্যস্মৃতি ফিরিয়া আসিলে কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া প্রকাশানন্দকে নমস্কার করিলেন। পূর্ব্ব-নিন্দাজনিত অপরাধ

ক্ষমাপনের জন্য প্রকাশানন্দ প্রভুর চরণে পতিত হইলেন। তারপর তিনি প্রভুর মুখে সমস্ত বেদান্তসূত্রের মুখ্যার্থ শুনিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। প্রভু বলিলেন—"বেদান্তসূত্রকার হইতেছেন ব্যাসদেব; শ্রীমদ্ভাগবতকারও ব্যাসদেব। বেদান্তের ভাষ্যরূপেই তিনি শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলেই বেদান্তসূত্রের মুখ্য অর্থ উপলব্ধি করা যায়। তুমি শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা কর।" সেই দিনই প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও তাঁহার শিষ্যবর্গের চরম পরিবর্ত্তন সাধিত হইল; তাঁহারা সকলে প্রভুর শরণাপন্ন হইয়া নিজেদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন।

প্রতাপরুদ্র। গজপতি। গঙ্গাবংশীয়। উড়িষ্যাদেশের স্বাধীন রাজা। পিতা পুরুষোত্তম দেব। কটকে রাজধানী ছিল। মধ্যে মধ্যে পুরীতেও বাস করিতেন। পরমভক্ত; জগন্নাথের সেবক। পূর্ব্বলীলায় ইন্দ্রদ্যুম্ন। মহাপ্রভুর গুণাবলীর কথা শুনিয়া প্রভুর সহিত মিলনের জন্য ইনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েন; মিলন সংঘটনের জন্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও রায়রামানন্দকে অনেক অনুনয় বিনয় করেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শন নিষিদ্ধ বলিয়া প্রভু সম্মত হয়েন নাই। কৃপা না পাইলে তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভিখারী হইবেন, প্রাণও ত্যাগ করিবেন—সার্ব্বভৌমের নিকটে লিখিত পত্রে ইহাও জানাইয়াছিলেন। এই পত্র দেখিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দাদি প্রভুর নিকটে গিয়া রাজার কথা জানাইলেন। তাহাতেও প্রভুর সম্মতি মিলিলনা। রাজার প্রাণ রক্ষার জন্য শ্রীনিত্যানন্দ তখন প্রভুর একখানা বহির্ব্বাস প্রভুর অনুমোদনক্রমেই সার্ব্বভৌমের যোগে রাজার নিকট পাঠাইলেন। বহির্ব্বাস পাইয়া রাজা নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং প্রভুজ্ঞানেই তাহার পূজা করিতে লাগিলেন। পরে রায় রামানন্দও রাজার সহিত মিলনের জন্য প্রভুকে নিবেদন করিলেন। প্রভু তাহাতেও সম্মত হইলেন না; তবে রাজার পুত্রের সহিত মিলনের জন্য অনুমতি দিলেন। রাজপুত্রকে দর্শন করিয়া কৃষ্ণস্মৃতিতে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া রাজপুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন; রাজপুত্র প্রেমাবিষ্ট হইলেন; সেই রাজপুত্রকে দর্শন ও আলিঙ্গন করিয়া রাজাও প্রেমাবিষ্ট হইলেন। সন্ন্যাস-আশ্রমের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত বাহিরে কঠোরতা দেখাইলেও প্রভু অন্তরে রাজার প্রতি কৃপার্দ্র ছিলেন। রথযাত্রাকালে রাজার হীনসেবা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। রাজার মাহাত্ম্য-প্রকটনের জন্য রাজার স্পর্শে নিজেকে ধিক্কারও দিয়াছিলেন। পরে সার্ব্বভৌমের পরামর্শে রাজবেশ ছাড়িয়া বৈষ্ণবের বেশে রাসপঞ্চাধ্যায়ীর শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে বলগণ্ডিস্থানের নিকটবর্ত্তী উদ্যানে রাজা যখন ভাবাবিষ্ট প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন, তখন প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গনও করিয়াছেন। প্রভু যখন নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিবার পথে কটকে গিয়াছিলেন, তখনও রাজা প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, প্রভুর গৌড়-গমনের পথে সর্ব্বপ্রকারের সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। মহাপ্রভু অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইলে রাজা প্রতাপরুদ্র অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়েন। তাঁহার চিত্তের সান্ত্বনার জন্য কবিকর্ণপূরের শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক লিখিত হয়। মূলগ্রন্থের বিষয়সূচীতে "প্রতাপরুদ্র (গজপতি)-প্রসঙ্গ" দ্রষ্টব্য।

প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী। "নকুল ব্রহ্মচারী" দ্রষ্টব্য।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র। নীলাচলবাসী ব্রাহ্মণ। এক সময়ে ইঁহার কৃষ্ণকথা-শ্রবণের ইচ্ছা হওয়ায় প্রভুর নিকটে আসিয়া সেই ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। প্রভু তাঁহাকে রায় রামানন্দের নিকটে পাঠান। মিশ্র গিয়া রায় রামানন্দের দেখা পাইলেন না; রায়ের ভৃত্যের মুখে শুনিলেন—তিনি নিভৃত উদ্যানে দুইজন সুন্দরী যুবতী দেবদাসীকে নিজকৃত জগন্নাথবল্লভ-নাটকের অভিনয় শিক্ষা দিতেছেন। রায় যখন গৃহে ফিরিয়া আসিয়া ভৃত্যের মুখে মিশ্রের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া মিশ্রের নিকটে আসিলেন, তখন অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে দেখিয়া মিশ্র নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না, রায়ের দর্শনমাত্র করিতে আসিয়াছেন বলিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে মিশ্র প্রভুর নিকটে যাইয়া পূর্ব্বদিনের বৃত্তান্ত জানাইলেন। প্রভু রায় রামানন্দের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তখনই আবার রায়ের নিকটে মিশ্রকে পাঠাইলেন এবং বলিলেন—"আমি তোমাকে পাঠাইয়াছি, একথা রায়কে বলিও।" মিশ্র গেলেন।

রায় রামানন্দের নিকটে কৃষ্ণকথা শুনিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন, প্রেমে নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরে প্রভুর নিকটে আসিয়া স্বীয় কৃতার্থতার কথা জানাইলেন।

বক্রেশ্বর পণ্ডিত। শ্রীচৈতন্যশাখা। ব্রাহ্মণ। গৌরগণোদ্দেশের মতে ইনি দ্বারকাচতুর্ব্ব্যূহান্তর্গত চতুর্থব্যূহ অনিরুদ্ধ; প্রকাশ-বিশেষে শশিরেখাও ইঁহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর মতে—বক্রেশ্বর পণ্ডিতে ব্রজের তুঙ্গবিদ্যা নিত্য অবস্থান করেন। মহাপ্রভুর কীর্ত্তনসঙ্গী। প্রভুর বড় প্রিয় ভক্ত। নৃত্যে ইঁহার পরম আনন্দ। এক সময়ে একাদিক্রমে চব্বিশ প্রহর নৃত্য করিয়াছিলেন। ইঁহার নৃত্যকালে স্বয়ং মহাপ্রভুও কীর্ত্তন করিতেন। এক সময় প্রভুর চরণ ধরিয়া ইনি বলিয়াছিলেন—"প্রভু, আমাকে দশ সহস্র গন্ধর্ব্ব দাও; তারা কীর্ত্তন করিবে, আমি নৃত্য করিব; তাহা হইলেই আমার সুখ হইবে।" প্রভুও বলিয়াছিলেন—"তুমি মোর পক্ষ এক শাখা। আকাশে উড়িতাম যদি পাঙ আর পাখা॥" বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গ-প্রভাবেই ভাগবতী দেবানন্দের চিত্তের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এবং দেবানন্দ প্রভুর নিকট হইতে ভাগবতের ভক্তিপ্রতিপাদক অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন ("দেবানন্দ"-দ্রষ্টব্য)। প্রভুর জগাই-মাধাইকে কৃপা করার সময়ে, কাজীদমনের দিন নগরকীর্ত্তনে, শ্রীধরের গৃহে ভক্তবাৎসল্য-প্রকটনের সময়েও বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে ছিলেন। রথযাত্রাকালে নীলাচলে যাইতেন এবং তৎকালীন প্রভুর লীলায় যোগ দিতেন। ইঁহার শিষ্য শ্রীগোপাল গুরু এবং গোপাল গুরুর শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী।

বড়বিপ্র-ছোটবিপ্র। বিদ্যানগরের দুই ব্রাহ্মণ তীর্থ ভ্রমণে গিয়াছিলেন। একজন বয়স্ক কুলীন, পণ্ডিত এবং ধনী; তিনি বড়বিপ্র। আর একজন যুবক, অকুলীন, মূর্খ এবং দরিদ্র; তিনি ছোটবিপ্র। বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তাঁহারা বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীগোপালদেবের মন্দিরের নিকটে বাস করিতে লাগিলেন। তীর্থপথে ছোটবিপ্র খুব শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত বড়বিপ্রের সেবা করিয়াছিলেন; তাহাতে বড়বিপ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। যখন তাঁহারা বৃন্দাবনে, তখন একদিন বড়বিপ্র ছোটবিপ্রকে বলিলেন—"তুমি আমার যেরূপ সেবা করিয়াছ, পুত্রও পিতার এইরূপ সেবা করে না। আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি তোমাকে আমার কন্যা দান করিব।" শুনিয়া ছোটবিপ্র বলিলেন—"কোনও উদ্দেশ্য নিয়া আমি আপনার সেবা করি নাই; ব্রাহ্মণের সেবায় শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হয়েন; তাই আমি আপনার সেবা করিয়াছি। আমি আপনার কন্যার যোগ্য পাত্র নহি; যেহেতু, আপনি কুলীন, আমি অকুলীন; আপনি পণ্ডিত, আমি মূর্খ; আপনি ধনী, আমি দরিদ্র।" বড়বিপ্র বলিলেন—"তা হউক, আমি তোমাকে কন্যা দিব।" ছোটবিপ্র বলিলেন—"আপনার স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়-স্বজন বাধা দিবে।" বড়বিপ্র বলিলেন—"আমার কন্যা, আমি দিব; কে বাধা দিবে? তুমি সম্মত হও।" ছোট বিপ্র বলিলেন—"যদি আপনি আমার মত অযোগ্য পাত্রেও কন্যা দান করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শ্রীগোপালদেবের সাক্ষাতেই আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।" তখন উভয়ে শ্রীগোপালদেবের সাক্ষাতে গেলেন। বড়বিপ্র বলিলেন—"গোপালদেব, তুমি জানিও, ইঁহাকে আমি আমার কন্যা দিব।" ছোটবিপ্র বলিলেন—"গোপালদেব, তুমি সাক্ষী থাকিও; তোমার সাক্ষাতে ইনি বলিতেছেন, ইনি আমাকে কন্যা দিবেন। পরে যদি ইঁহার কথার ব্যতিক্রম হয়, তোমাকে সাক্ষী ডাকাইব।" পরে উভয়ে দেশে আসিলেন। বড়বিপ্র তাঁহার স্ত্রীপুত্র জ্ঞাতি-কুটুম্বদিগকে তাঁহার সঙ্কল্পের কথা জানাইলেন; কেহই সম্মতি দিলেন না। স্ত্রীপুত্র বলিলেন—নীচকুলে কন্যা দিলে বিষ খাইয়া মরিব। জ্ঞাতি-কুটুম্বেরা বলিলেন— তোমাকে ত্যাগ করিব। বড়বিপ্র বলিলেন—"তীর্থস্থানে গোপালের সাক্ষাতে ব্রাহ্মণের নিকটে বাক্য দিয়াছি। কিরূপে অন্যথা করি; আমার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। বিশেষতঃ, ছোটবিপ্র দশজনের নিকটে বিচার প্রার্থী হইবে।" তাঁহার পুত্র বলিলেন—"বিচারকালে কে সাক্ষ্য দিবে? সাক্ষী তো প্রতিমা; তাহাও আবার দূরদেশে। আচ্ছা—'আমি কন্যা দিতে বলি নাই'-এরূপ মিথ্যা কথা তুমি না হয় বলিও না। তুমি মাত্র বলিও—'অনেক দিনের কথা, কি বলিয়াছি, আমার মনে নাই।' তাহার পরে যাহা করার, আমি করিব।" এদিকে বড় বিপ্রের কোনও সাড়া-শব্দ না পাইয়া ছোট বিপ্র একদিন তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার

প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। পুত্রের শিক্ষা অনুসারে বড় বিপ্র বলিলেন—"কি বলিয়াছি, মনে নাই।" তখন তাঁর পুত্র ছোট বিপ্রকে তিরস্কার করিয়া লাঠি লইয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। ছোট বিপ্র গ্রামের বিশিষ্ট লোকদের নিকটে যাইয়া সমস্ত জানাইলেন। সকলে একত্রিত হইয়া বড় বিপ্রকে ডাকাইলেন। বড় বিপ্র—পুত্রের শিক্ষানুরূপ কথাই বলিলেন। এই সুযোগ পাইয়া বড়বিপ্রের পুত্র বাক্‌চাতুর্য্য আরম্ভ করিলেন; বলিলেন—"অপনারাই বিচার করুন; আমার ভগিনীর যোগ্য পাত্র এই লোকটী হইতে পারে কিনা। আসল কথা হইতেছে এই—তীর্থপথে আমার পিতার সঙ্গে অনেক টাকা ছিল; তাহাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া এই ধূর্ত্ত লোকটী সমস্ত টাকা তো লইয়াই গিয়াছে, এখন আবার এসব অসম্ভব কথা বলিতেছে।" উপস্থিত লোকদের কেহ কেহ বলিলেন—"তা হইতেও পারে; ধনলোভে কত লোক অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে।" বড়বিপ্র পূর্ব্বেও গোপালের স্মরণ করিয়া প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, তখনও মনে মনে প্রার্থনা করিলেন—"গোপালদেব, এই কৃপা কর, যাতে আমার বাক্যও রক্ষা পায়, স্ত্রীপুত্রও প্রাণে বাঁচে।" ছোট বিপ্র সকলকে বলিলেন—"বড় বিপ্র ধর্ম্মপরায়ণ; পুত্রের শিক্ষাতেই তিনি এখন অন্যরূপ কথা বলিতেছেন। তাঁহার পুত্র যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য নয়। আমার সাক্ষী আছে গোপালদেব।" বড় বিপ্র ও তাঁহার পুত্র বলিলেন—"আচ্ছা, যদি গোপালদেব এখানে আসিয়া সাক্ষ্য দেন, তাহা হইলে তুমি কন্যা পাইবে।" বড় বিপ্র সম্মত হইলেন—যেহেতু তিনি মনে করিয়াছেন—"গোপাল দেব ভক্তবৎসল; কৃপা করিয়া তিনি আসিতেও পারেন; আসিলে আমার ধর্ম্ম রক্ষা হইবে।" তাঁর পুত্র সম্মত হইলেন—যেহেতু তিনি ভাবিলেন—"প্রতিমা কি রূপে আসিবে, আর কিরূপেই বা সাক্ষ্য দিবে।" যাহাহউক, বিচারকেরা বলিলেন—"আচ্ছা, যদি গোপালদেব আসিয়া তোমার কথার সমর্থন করেন, তুমি বড় বিপ্রের কন্যা পাইবে।" তখন এসকল কথা কাগজে লিখিত হইয়া এক মধ্যস্থের নিকটে রক্ষিত হইল। ছোট বিপ্র বলিলেন—"কন্যা পাওয়ার জন্য আমার লোভ নাই; বড়বিপ্রের প্রতিশ্রুতি যাতে রক্ষা পায়, তাহাই আমার কর্ত্তব্য। বড় বিপ্রের পুণ্য-প্রভাবেই আমি গোপালকে আনিব।" ছোট বিপ্র বৃন্দাবনে গিয়া সমস্ত কথা গোপালদেবের চরণে নিবেদন করিয়া বলিলেন—"গোপালদেব, তোমাকে যাইয়া সাক্ষ্য দিতে হইবে। তুমি জান, জানিয়া যে সাক্ষ্য দেয়না, তার পাপ হয়।" পরমকরুণ ভক্তবৎসল গোপাল বলিলেন—"তুমি দেশে যাও; আমি সেস্থানে আবির্ভূত হইয়া সাক্ষ্য দিব।" ছোটবিপ্র বলিলেন—"তাহা হইবে না। তুমি সে স্থানে চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হইয়া সাক্ষ্য দিলেও হইবে না। এই শ্রীবিগ্রহেই তোমাকে যাইতে হইবে।" গোপাল বলিলেন—"আমি যে প্রতিমা; প্রতিমা কি হাঁটিতে পারে?" ছোটবিপ্র বলিলেন—"প্রতিমা কি কথা বলিতে পারে? যে বলে তুমি প্রতিমা, সে মূর্খ। তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন।" গোপালদেব তখন হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, তোমার পেছনে পেছনে আমি যাইব। কিন্তু পেছনের দিকে ফিরিয়া আমাকে যদি দেখ, তাহা হইলে আমি আর অগ্রসর হইব না, সেখানেই থাকিব। আমার নূপুরের শব্দে আমার গমন জানিবে। আর প্রত্যহ এক সের চাউলের অন্ন আমার ভোগে দিবে।" ছোটবিপ্র সম্মত হইয়া পরমানন্দে দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। নিজের গ্রামের নিকটে আসিয়া ভাবিলেন—"একবার দেখি, বাস্তবিক গোপাল আসিয়াছেন কিনা। এখানে তিনি থাকিয়া গেলেও ক্ষতি নাই; সকলকে এখানেই আনিব।" তিনি পেছনের দিকে চাহিবামাত্রই গোপাল হাসিয়া বলিলেন—"আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি; আর আমি যাইব না।" ছোট বিপ্র গোপালকে নমস্কার করিয়া গ্রামে যাইয়া গোপালের আগমন-বার্ত্তা জানাইলেন। বিস্মিত হইয়া সকলে গোপালদর্শনের জন্য উপস্থিত হইলেন। সকলের সাক্ষাতে গোপাল সাক্ষ্য দিলেন। বড় বিপ্র ছোট বিপ্রকে কন্যা দান করিলেন।

গোপালদেব দুই বিপ্রকে বলিলেন—"তোমারা জন্মে জন্মে আমার কিঙ্কর। বর চাও।" তাঁহারা বলিলেন—"প্রভু, যদি বর দিবে, তাহা হইলে এই বর দাও, যেন তোমার ভৃত্যবাৎসল্যের নিদর্শনরূপে তুমি এইস্থানেই থাকিয়া যাইবে।" গোপালদেব রহিয়া গেলেন; নাম হইল সাক্ষীগোপাল। দুই বিপ্রের গ্রামে বিদ্যানগরেই রহিলেন। পরে

উৎকলের রাজা পুরুষোত্তমদেব (প্রতাপরুদ্রের পিতা) সেই দেশ জয় করিয়া স্বরাজ্যে যাওয়ার জন্য গোপালদেবের চরণে প্রার্থনা জানাইলে সাক্ষীগোপাল কটকে আসেন। মহাপ্রভু যখন নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখনও তিনি কটকেই সাক্ষীগোপাল দর্শন করিয়াছেন। এখন আর সাক্ষীগোপাল কটকে নাই, পুরীর নিকটবর্ত্তী এক স্থানে আছেন। এই স্থানেও বড়বিপ্র-ছোটবিপ্রের বংশধরগণই সাক্ষীগোপালের সেবা করিয়া থাকেন।

বড় হরিদাস। কীর্ত্তনীয়া। নীলাচলে প্রভুর নিকটে থাকিতেন। গোবিন্দের সঙ্গে প্রভুর সেবা করিতেন। রথযাত্রায় কীর্ত্তন-কালেও ইনি কীর্ত্তন করিতেন। ইনি হরিদাস ঠাকুর নহেন। হরিদাস-ঠাকুর প্রভুর নিকটে থাকিতেন না, গোবিন্দের সঙ্গে প্রভুর সেবাও করিতেন না। নীলাচলে তিন জন হরিদাস ছিলেন—হরিদাসঠাকুর, বড় হরিদাস ও ছোট হরিদাস।

বলভদ্রভট্টাচার্য্য। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-গমনের সঙ্গী। পণ্ডিত, সাধু, আর্য্য। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কানাইর নাটশালা হইতে শান্তিপুর হইয়া যখন নীলাচলে আসেন, তখন ইনি তীর্থ-ভ্রমণেচ্ছু হইয়া এক বিপ্রভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে আসেন। প্রভু যখন ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবন-যাত্রা করেন, তখন সঙ্গের ভৃত্য-ব্রাহ্মণকে লইয়া ইনি প্রভুর সঙ্গী হয়েন। পথে ইনি অত্যন্ত প্রীতির সহিত প্রভুর সর্ব্ববিধ সেবা করিয়াছিলেন, ভিক্ষা করিয়া রন্ধনাদি করিয়া প্রভুকে ভিক্ষা করাইয়াছিলেন। প্রভুর বৃন্দাবন ও প্রয়াগের লীলা এবং কাশীতে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগের উদ্ধার-লীলাও ইনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে ইনি নীলাচলেই ছিলেন। সনাতনগোস্বামী যখন নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তখন ইঁহার নিকট হইতেই প্রভুর ঝারিখণ্ডপথে বৃন্দাবন-গমনের পথাদির বিবরণ জানিয়া লইয়াছিলেন।

বল্লভ ভট্ট। ত্রৈলঙ্গদেশে আবির্ভাব। ব্রাহ্মণ। পিতা—লক্ষ্মণ-দীক্ষিত। মহাপণ্ডিত। তিনি নাকি তিনবার দিগ্‌বিজয়েও বাহির হইয়াছিলেন। ত্রিশ বৎসর বয়ক্রম-কালে বিবাহ করেন। পত্নীর নাম—মহালক্ষ্মী-দেবী। ইঁহার দুই পুত্র—গোপীনাথ ও বিঠ্‌ঠলেশ্বর। পূর্ব্বলীলায় ইনি ছিলেন শুকদেব। বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে প্রভু যখন প্রয়াগে ছিলেন, তখন বল্লভ ভট্ট থাকিতেন প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী আড়ৈল গ্রামে। তিনি প্রভুকে নিজের বাড়ীতে নিয়া ভিক্ষা করাইয়াছিলেন, প্রভুর পাদোদক সবংশে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে শ্রীমদ্‌ভাগবতের এক টীকা লিখিয়া প্রভুকে শুনাইবার জন্য তিনি নীলাচলে আসেন। প্রভু তাঁহার ভিতরের গর্ব্ব জানিয়া তাঁহাকে কেবল উপেক্ষাই করিয়াছিলেন, টীকাদি শুনেন নাই। পরে ভট্ট চিন্তা করিলেন—প্রভু পূর্ব্বে আমাকে এত কৃপা করিয়াছেন, এখন এরূপ ব্যবহার কেন করিতেছেন। আত্মানুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারিলেন—আমিই বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত ভাল রকমে জানি—এরূপ একটা গর্ব্ব তাঁহার চিত্তে আছে বলিয়াই তাঁহার সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রভু ঐরূপ ব্যবহার করিতেছেন। ইহা বুঝিয়া প্রভুর চরণে শরণাগত হইলেন, প্রভুও কৃপা করিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিলেন।

ইনি পূর্ব্বে ছিলেন বালগোপাল-মন্ত্রে দীক্ষিত। নীলাচলে গদাধর-পণ্ডিতগোস্বামীর সঙ্গের প্রভাবে কিশোর-গোপাল উপাসনার বাসনা চিত্তে জাগ্রত হওয়ায় পণ্ডিত গোস্বামীর নিকটে কিশোর-গোপাল মন্ত্রে-দীক্ষা গ্রহণ করেন। আড়ৈল হইতে তিনি সপরিবারে বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন। সে স্থানে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবা করিতেন। মূলগ্রন্থের বিষয়সূচীতে "বল্লভ-ভট্ট-প্রসঙ্গ" এবং ২।৪।১০৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

বাণীনাথ পট্টনায়ক। শ্রীচৈতন্যশাখা। নীলাচলবাসী। ভবানন্দরায়ের পুত্র এবং রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা। প্রভুর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, প্রায় প্রভুর নিকটেই থাকিতেন। প্রভুর দর্শনার্থ নীলাচলে সমাগত গৌড়ীয় ভক্তদের বাসা ও প্রসাদের সংস্থান বাণীনাথই করিতেন। রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রাপ্য টাকা আদায়ের

জন্য বড় রাজপুত্র যখন গোপীনাথ পট্টনায়ককে চাঙ্গে চড়াইয়াছিলেন, তাঁহার ভাই বলিয়া তখন রাজপুত্র সবংশে বাণীনাথকেও বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু বাণীনাথ তাহাতেও কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত না হইয়া করে সংখ্যা রাখিয়া কৃষ্ণনাম জপ করিতেছিলেন।

বাসুদেব (কুষ্ঠী)। দাক্ষিণাত্যে কূর্ম্মক্ষেত্রবাসী ব্রাহ্মণ। ইঁহার সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ হইয়াছিল; তাহাতে কীটও জন্মিয়াছিল; অঙ্গ হইতে কীট কখনও পড়িয়া গেলে তিনি সেই কীটকে উঠাইয়া তাঁহার অঙ্গে পূর্ব্বস্থানে রাখিয়া দিতেন। এক দিন রাত্রিতে বাসুদেব শুনিতে পাইলেন—সেই স্থানেই কূর্ম্মনামক এক বিপ্রের গৃহে মহাপ্রভু পদার্পণ করিয়াছেন। পরদিন প্রাতঃকালেই তিনি প্রভুর দর্শনের জন্য কূর্ম্মগৃহে যখন আসিলেন, তখন কূর্ম্মমুখে শুনিলেন—প্রভু চলিয়া গিয়াছেন। শুনামাত্রেই বাসুদেব দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন; জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎই প্রভু আবির্ভাবে তাঁহার সাক্ষাতে উপনীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গনমাত্রেই তাঁহার কুষ্ঠ লোপ পাইল, পরমসুন্দর দেহ লাভ হইল। প্রভুর দর্শনে আনন্দ-বিস্ময়ে তিনি প্রভুর স্তব করিয়া বলিলেন—"দয়াময়! আমাকে দেখিয়া আমার গায়ের গন্ধে সকলেই দূরে পলায়ন করে; এ-হেন আমাকে তুমি আলিঙ্গন করিলে! জীবের মধ্যে এরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয় না; তুমি নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র ঈশ্বর। কিন্তু দয়াময়! সকলের অস্পৃশ্য হইয়া ছিলাম ভালই; কোনও অহঙ্কার আমার মনে জাগিতনা। কোনও লোকও আমার নিকটে আসিত না। নির্ব্বিঘ্নে নাম কীর্ত্তন করিতে পারিতাম। কিন্তু প্রভু, এখন যে আমার মনে অভিমান জাগিবে।" শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"তুমি চিন্তা করিওনা; তোমার মনে কোনওরূপ অভিমান জাগিবে না। তুমি নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর; আর কৃষ্ণনাম উপদেশ করিয়া জীবকে উদ্ধার কর! শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই তোমাকে অঙ্গীকার করিবেন।" একথা বলিয়াই প্রভু অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কূর্ম্মবিপ্র এবং বাসুদেব উভয়েই প্রভুর গুণ স্মরণ করিয়া পরস্পরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বাসুদেব ঘোষ। ব্রজলীলার গুণতুঙ্গা; বিশাখা-রচিত গীত কীর্ত্তন করিতেন। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থকুলে আবির্ভূত। গোবিন্দ ঘোষ ও মাধব ঘোষ ইঁহার সহোদর। তিন ভাইই প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। ইঁহাদের কীর্ত্তনে গৌর-নিত্যানন্দ নৃত্য করিতেন। নীলাচলে রথযাত্রাকালে সাত সম্প্রদায়ের একটী সম্প্রদায়ে ইঁহারা কীর্ত্তন করিতেন। গৌড়ে নাম-প্রেম প্রচারের জন্য প্রভু যখন শ্রীমন্নিত্যানন্দকে পাঠাইলেন, তখন এই তিন ভাইকেও প্রভু তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। বাসুদেব ঘোষ যখন গৌর-মহিমা কীর্ত্তন করিতেন, তখন কাষ্ঠ-পাষাণও দ্রবীভূত হইত। প্রভুর দর্শনের জন্য রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বৎসর নীলাচলে যাইয়া চারিমাস অবস্থান করিতেন। ইনি একজন পদকর্ত্তা মহাজনও।

বাসুদেব দত্ত। প্রভুর গায়ক। ব্রজলীলার মধুব্রত নামক গায়ক। চট্টগ্রামের পটীয়া থানার অন্তর্গত চক্রশালায় বৈদ্যকুলে আবির্ভূত। শ্রীমুকুন্দ দত্ত ইঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি পরে কুমারহট্টে (কাঞ্চনপল্লীতে) বাস করিতেন। শ্রীবাসপণ্ডিতের ও শিবানন্দসেনের পরম সুহৃৎ ছিলেন। প্রভুরও অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত ছিলেন। প্রভু বলিতেন—"এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার॥ দত্ত আমা যথা বেচে তথাই বিকাই। সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছু নাই॥ সত্য আমি কহি শুন বৈষ্ণব-মণ্ডল। এ-দেহ আমার বাসুদেবের কেবল॥" নীলাচলে প্রভু বাসুদেব দত্তকে বলিয়াছিলেন—"তোমার ছোট ভাই মুকুন্দ যদিও শিশুকাল হইতে আমার সঙ্গে থাকে, তথাপি তোমাকে দেখিলেই আমার বেশী সুখ জন্মে।" রথযাত্রাকালে ইনিও কীর্ত্তন করিতেন। ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবরের জলকেলিতেও যোগ দিতেন। ইনি অত্যন্ত উদার প্রকৃতি ছিলেন; যে দিন যাহা উপার্জ্জন করিতেন, সেই দিনেই তাহা ব্যয় করিতেন, কিছু সঞ্চয় করিতেন না। কিন্তু তিনি গৃহস্থ মানুষ; সঞ্চয় না থাকিলে কুটুম্বভরণ হইবে কিরূপে? তাই প্রভু শিবানন্দসেনকে বলিয়াছিলেন—"শিবানন্দ, তুমি বাসুদেবের আয়-ব্যয়ের ভার নিবে; সরখেল হইয়া ইঁহার সমস্ত কার্য্য সমাধা করিবে।" একদিন নীলাচলে ইনি প্রভুর নিকটে বলিয়াছিলেন—"প্রভু, জগতের উদ্ধারের জন্য তোমার অবতার। তোমার চরণে একটী প্রার্থনা জানাইতেছি; তুমি ইচ্ছা করিলেই তাহা পূর্ণ হইতে পারে।

জগতের মায়াবদ্ধ জীবের দুঃখ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। প্রভু, সমস্ত জীবের পাপের বোঝা মাথায় লইয়া তাহাদের স্থলবর্ত্তী হইয়া আমি নরক ভোগ করিব; তুমি দয়া করিয়া সকলকে উদ্ধার কর।” শুনিয়া প্রভুর চিত্ত দ্রবীভূত হইল; তাঁহার দেহে অশ্রু-কম্পাদির উদয় হইল; গদ্‌গদ্ স্বরে প্রভু বলিলেন—“বাসুদেব, তোমার এই প্রার্থনা বিচিত্র নহে; তুমি ত প্রহ্লাদ। তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ কৃপা আছে। তুমি যাহা চাহিবে, কৃষ্ণ তাহাই করিবেন; যেহেতু, ভক্তবাঞ্ছাপূর্ত্তিব্যতীত কৃষ্ণের অন্যকৃত্য কিছু নাই। তোমার ইচ্ছামাত্রেই ব্রহ্মাণ্ডের জীব উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে; তোমাকে নরকভোগ করিতে হইবে না।” প্রভু যখন নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিয়াছিলেন, তখন কুমারহট্টে বাসুদেবের গৃহেও পদার্পণ করিয়াছিলেন। দাসগোস্বামীর গুরুদেব যদুনন্দন আচার্য্য ছিলেন ইঁহার বিশেষ অনুগৃহীত। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট মামগাছিতে ইনি শ্রীমদনগোপালের সেবা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; পরে “প্রভুর অবশেষপাত্র” নারায়ণী দেবীর হস্তে এই সেবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাবাচস্পতি। মহেশ্বর বিশারদের পুত্র এবং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা। কুলিয়ার নিকটবর্ত্তী বিদ্যানগরে বাস করিতেন। নীলাচল হইতে প্রভু যখন গৌড়ে আসিয়াছিলেন, তখন প্রভু কয়েক দিন ইঁহার গৃহে বাস করিয়াছিলেন এবং দর্শন দান করিয়া অসংখ্য লোককে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। প্রভু বিদ্যাবাচস্পতিকে “জলব্রহ্মের —(গঙ্গার)” উপাসনা করিতে বলিয়াছিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকার প্রারম্ভে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর বন্দনা হইতে জানা যায়, বিদ্যাবাচস্পতি সনাতনগোস্বামীর গুরু ছিলেন। বিদ্যাবাচস্পতি ব্রজলীলায় ছিলেন তুঙ্গবিদ্যার প্রিয়া সুমধুরানাম্নী গোপী।

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। নবদ্বীপবাসী রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা। প্রভুর প্রথমা পত্নী শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অন্তর্দ্ধানের পরে প্রভু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বিবাহ করেন। শিশুকাল হইতে ইনি পিতৃ-মাতৃ-বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণা ছিলেন; তিনবার গঙ্গাস্নান করিতেন। পতিব্রতা কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে ত্যাগ করিয়াই প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত শচীমাতার সেবা করিতেন।

প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পরে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। ভক্তিরত্নাকর বলেন— “প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা তেজিল নেত্রেতে। কদাচিৎ নিদ্রা হৈলে শয়ন ভূমিতে॥ কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন। কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর শরীর প্রায় ক্ষীণ॥ হরিনাম-সংখ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়। সে তণ্ডুল পাক করি প্রভুকে অর্পয়॥ তাহার কিঞ্চিৎমাত্র করয়ে ভক্ষণ। কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন॥” বৃন্দাবনে যাওয়ার পূর্ব্বে শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর চরণ বন্দনা করিয়াছিলেন, তখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী “অনুগ্রহ করি মাথে দিলা শ্রীচরণ॥ দুই নেত্রে অশ্রুধারা নিরন্তর বহে। গদ্ গদ্ বাক্যে কিছু শ্রীনিবাসে কহে॥ অহে বাপু শ্রীনিবাস আছি পথ চাহিয়া। ভাল কৈলে আইলে সুখ পাইনু দেখিয়া॥ চিরজীবী হইয়া থাকহ পৃথিবীতে। জীবের মঙ্গল হবে তোমার দ্বারাতে॥ এহেন দুর্ল্লভ প্রেমভক্তি বিলাইবা। ভক্তের সর্ব্বস্ব ভক্তিশাস্ত্র প্রচারিবা॥” তারপর দেবী শ্রীনিবাসকে বৃন্দাবনে যাওয়ার আদেশ দিলেন।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা বলেন, সনাতন মিশ্র ছিলেন পূর্ব্বে সত্রাজিৎ রাজা এবং জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ছিলেন তাঁহার কন্যা, ভূ-স্বরূপিণী। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়েও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পৃথিবীর অংশরূপা বলা হইয়াছে। ১।১৬।২৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

বীরভদ্র গোস্বামী (বীরচন্দ্রগোস্বামী)। স্বরূপে সঙ্কর্ষণের ব্যূহ পয়োব্ধিশায়ী নারায়ণ। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্ররূপে বসুধা-মাতার গর্ভে আবির্ভূত; জাহ্নবা-মাতার শিষ্য। ভক্তিকল্পতরুর বর্ণন-প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—“শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি স্কন্ধমহাশাখা। তাঁর উপশাখা যত অসংখ্য তার লেখা॥ ঈশ্বর হইয়া কহায় মহা-ভাগবত। বেদধর্ম্মাতীত হৈয়া বেদধর্ম্মে রত॥ অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা, বাহিরে নির্দ্দম্ভ। চৈতন্যভক্তিমণ্ডপে তেঁহো মূলস্তম্ভ॥ অদ্যাপি যাঁহার কৃপা মহিমা হইতে। চৈতন্য-নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে॥” শ্রীবীরভদ্র গোস্বামীর এক ভগিনী ছিলেন—

নাম শ্রীমতী গঙ্গাদেবী। ভক্তিরত্নাকর বলেন—শ্রীশ্রীজাহ্নবামাতা গোস্বামিনীর ইচ্ছাতে রাজবলহাটের নিকটবর্ত্তী ঝামটপুর গ্রামনিবাসী যদুনন্দন আচার্য্যের দুই কন্যাকে বীরভদ্র গোস্বামী বিবাহ করেন; তাঁহাদের নাম—শ্রীমতী ও শ্রীনারায়ণী। জাহ্নবাদেবী দুই পুত্রবধূকে দীক্ষা দিলেন এবং বীরভদ্র গোস্বামী যদুনন্দন আচার্য্যকে দীক্ষা দিলেন। বীরভদ্রপ্রভুর তিন পুত্র—গোপীজনবল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র। তিনজনই ছিলেন প্রেমভক্তিময়। প্রভু বীরচন্দ্র এক সময়ে খড়দহ হইতে যাত্রা করিয়া সপ্তগ্রাম, শান্তিপুর, অম্বিকা, নবদ্বীপ, শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, কণ্টকনগর ও খেতরী হইয়া এবং সর্ব্বত্র ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক পরমাদরে সম্বর্দ্ধিত হইয়া সকলের সহিত প্রেমাবেশে নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়া, অবশেষে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের শ্রীভূগর্ভ-শ্রীজীবাদি গোস্বামিপ্রমুখ ভক্তবৃন্দ তাঁহার দর্শনে পরমানন্দ উপভোগে করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ভক্তবৃন্দের সহিত দ্বাদশবন ভ্রমণ করিয়াছেন। শ্রীরাধাকুণ্ডে কবিরাজগোস্বামীর সহিত তাঁহার মিলন হয়। রাধাকুণ্ড হইতে বৃন্দাবনে আসিবার কালে কবিরাজ গোস্বামীও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন, কাম্যবন দর্শন করিয়া বৃষভানুপুরে, তারপর নন্দগ্রামে গেলেন এবং অন্যান্য তীর্থস্থান দর্শন করিলেন।

বোরাকুলি গ্রামে শ্রীনিবাস-আচার্য্যের শিষ্য গোবিন্দচক্রবর্ত্তীর গৃহে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদের প্রতিষ্ঠাকালে নরোত্তম দাস ঠাকুরের কীর্ত্তনে প্রভু বীরচন্দ্র প্রেমাবেশে নৃত্য করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম-সংস্থাপন এবং ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা-রক্ষণের জন্য প্রভু বীরচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ ছিল। রাঢ়দেশে কাঁদরা গ্রামে জয়গোপাল-নামে জনৈক কায়স্থ বাস করিতেন; তাঁর বেশ বিদ্যার অহঙ্কার ছিল; কিন্তু তাঁহার গুরুদেব তেমন বিদ্বান্ ছিলেন না বলিয়া জয়গোপাল গুরুর পরিচয় দিতেন না; কেহ তাঁহার গুরুর নাম জিজ্ঞাসা করিলে পরম-গুরুকেই গুরু বলিয়া জানাইতেন। অহঙ্কারবশতঃ তিনি এক সময়ে প্রভু বীরভদ্রের প্রসাদও উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। মহাতেজস্বী প্রভু বীরচন্দ্র জয়গোপালকে বর্জ্জন করিলেন এবং সমগ্র বৈষ্ণবসমাজকেও তাহা জানাইলেন। বৈষ্ণব-সমাজও জয়-গোপালকে বর্জন করিলেন।

বুদ্ধিমন্তখান। নবদ্বীপবাসী। মহাধনী। প্রভুর প্রতি অত্যন্ত প্রীতিসম্পন্ন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত প্রভুর বিবাহের সমস্ত ব্যয়, নিজের ইচ্ছাতেই আনন্দসৎকারে, ইনি বহন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে প্রভুর প্রেমাবেশকে বাৎসল্যবশে শচীমাতা যখন বায়ুব্যাধি বলিয়া মনে করিলেন, তখন ইনি প্রভুর চিকিৎসা করাইয়াছিলেন। চন্দ্রশেখরের গৃহে প্রভু যখন লক্ষ্মীকাচে অভিনয় করিয়াছিলেন, তখন সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম ইনিই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রভুর জলক্রীড়াদিতে এবং কীর্ত্তনেও ইনি সঙ্গী থাকিতেন। প্রভুর দর্শনের জন্য নীলাচলেও যাইতেন। (বুদ্ধিমন্তখান এবং সুবুদ্ধিরায় দুই বিভিন্ন ব্যক্তি)।

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। দ্বাপরের বেদব্যাস। শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃসুতা "শ্রীচৈতন্যের অবশেষ পাত্র" বলিয়া বিখ্যাতা নারায়ণী দেবীর গর্ভে আবির্ভূত। পিতা—বিপ্র বৈকুণ্ঠ দাস। বৃন্দাবনদাস যখন মাতৃগর্ভে, তখনই তিনি পিতৃহারা হয়েন ("নারায়ণী" দ্রষ্টব্য)। পতি-বিয়োগের পরে নারায়ণীদেবী মামগাছি গ্রামে বাসুদেব দত্তের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ-সেবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শৈশব-কালও মামগাছিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তিনি বহুশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতই তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। তিনি শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সর্ব্বশেষ শিষ্য ছিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দের আদেশেই তিনি শ্রীগৌরলীলা-বর্ণনাত্মক শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা করেন। তাঁহার রচিত গীতিপদও পদকল্পতরু-আদি পদসংগ্রহ-গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত যেন শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-লীলারসের এক অপূর্ব্ব অমৃত-ভাণ্ডার। তিনি নিতাইগৌর-লীলারস-স্রোতে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইতে হইতে যাহা আস্বাদন করিয়াছেন, তাহাই যেন ভক্তবৃন্দের জন্য এই গ্রন্থে পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনবাসী ভক্তবৃন্দ এই গ্রন্থ আস্বাদন করিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি গৌরের অন্ত্যলীলা বর্ণন করিতে পারেন নাই বলিয়া ঐরূপ সুমধুরভাবে তাহা বর্ণন

করিবার নিমিত্ত কবিরাজ গোস্বামীকে আদেশ করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ-লীলা বর্ণনে আবিষ্ট হইয়া নিত্যানন্দ-লীলা বর্ণন করিতে করিতে গ্রন্থ-কলেবর বর্দ্ধিত হওয়ায় তিনি আর গৌরের শেষ লীলা বর্ণন করেন নাই।

বৃন্দাবনদাস কোন্ সময়ে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই। অনুমানমাত্র করা যাইতে পারে। অনুমানের ভিত্তিও এইরূপ। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ২৪ বৎসর বয়সে ১৪৩১ শকের মাঘমাসে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন; তাহার পূর্ব্বে প্রায় একবৎসর তিনি শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তন করেন এবং এই সময়ের মধ্যেই তিনি স্বীয় ঈশ্বর-ভাবও প্রকাশ করেন। এই একবৎসর-কাল-মধ্যেই কোনও সময়ে—সম্ভবতঃ ১৪৩১ শকের প্রথমার্দ্ধে বা ১৪৩০ শকের শেষার্দ্ধে—প্রভু নারায়ণীকে কৃপা করিয়াছিলেন। তখন নারায়ণীর বয়স—চারিবৎসরমাত্র। তাঁহার চৌদ্দ-পনর বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বৃন্দাবনদাসের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তাহাতে মনে হয়, ১৪৪০ শকে বা তাহার কাছাকাছি কোনও সময়েই তাঁহার জন্ম। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকাতে বৃন্দাবনদাসকে দ্বাপরের "বেদব্যাস" বলা হইয়াছে। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা লিখিত হইয়াছিল ১৪৯৮ শকে; তাহা গ্রন্থকার কবিকর্ণপূরই লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ১৪৯৮ শকের পূর্ব্বেই যে বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহাই অনুমিত হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন ১৪৯৫ শকে, কেহ কেহ অনুমান করেন ১৪৯৭ শকে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচিত হইয়াছে। এই অনুমান বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না; যেহেতু, দু' একবৎসরেই যে এই গ্রন্থ এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, যাহাতে ১৪৯৮ শকে গ্রন্থকার ব্যাসরূপে স্বীকৃত হইতে পারেন, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে ১৪৭০ শকে (১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে) এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়; তখন বৃন্দাবনদাসের বয়সও হইয়াছিল প্রায় ত্রিশ বৎসর এবং কবিকর্ণপূর যখন তাঁহাকে বেদব্যাস বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহার গ্রন্থের বয়সও হইয়াছিল প্রায় আটাইশ বৎসর।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের লিখিত গ্রন্থের নাম নাকি প্রথমে ছিল "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।" পরে নাকি ইহার নাম "শ্রীচৈতন্যভাগবত" হয়, তাহাও নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই। এসম্বন্ধে কয়েকটী কিম্বদন্তী মাত্র প্রচলিত আছে; সকলগুলি বিচারসহও হয়।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অনেক স্থলে—এমন কি অন্ত্যলীলার সর্ব্বশেষ পরিচ্ছেদেও বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের গ্রন্থকে "চৈতন্যমঙ্গল" বলা হইয়াছে; কোনও স্থলেই "শ্রীচৈতন্যভাগবত" বলা হয় নাই। ইহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-লিখন সমাপ্ত হওয়ার সময় (১৫৩৭ শক) পর্য্যন্তও এই গ্রন্থের নাম ছিল "চৈতন্যমঙ্গল"। বৃন্দাবনবাসী ভক্তবৃন্দ বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের গ্রন্থের "চৈতন্যমঙ্গল"-নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "চৈতন্যভাগবত" রাখিয়াছেন বলিয়া যে একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহারও যে কোনও মূল্য নাই, তাহাও ইহাতে বুঝা যায়। কারণ, বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের গ্রন্থের আলোচনা এবং আস্বাদনের পরেই বৃন্দারণ্যবাসী ভক্তবৃন্দের আদেশে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিত হইয়াছে। যদি তত্রত্য ভক্তবৃন্দ বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম চৈতন্যমঙ্গলের পরিবর্ত্তে চৈতন্যভাগবত রাখিতেন, তাহা হইলে কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার স্বরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহার উল্লেখ করিতেন, অন্ততঃ একটীবারও "চৈতন্যভাগবত" না বলিয়া পুনঃ পুনঃ "চৈতন্যমঙ্গল" বলিতেন না। যাহা হউক, ১৫৩৭ শক পর্য্যন্তও যে এই গ্রন্থের নাম "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" ছিল, কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থই তাহার প্রমাণ।

আবার ইহার প্রতিকূল প্রমাণেরও অভাব নাই। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বহু পূর্ব্বে লিখিত গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকাতে বৃন্দাবনদাস ঠাকুরকে যখন শ্রীমদ্ভাগবত-প্রণেতা বেদব্যাস বলা হইয়াছে, তখন বুঝা যায়, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার লিখন-সময়েও (১৪৯৮ শকে) বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ ভাগবত-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শ্রীলোচনদাস ঠাকুরও তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থকে ভাগবত-আখ্যা দিয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে বন্দনায় তিনি লিখিয়াছেন—"শ্রীবৃন্দাবনদাস বন্দিব এক চিতে। জগত মোহিত যায় ভাগবত-গীতে।" লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

১৪৮২ হইতে ১৪৮৮ শকের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল বলিয়াই সমালোচকগণ মনে করেন। তাহা হইলে ১৪৮২ শকে, অন্ততঃ ১৪৮৮ শকে যে গ্রন্থ "শ্রীচৈতন্য ভাগবত"-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, ১৫৩৭ শকেও কবিরাজ গোস্বামী কেন যে তাহাকে পুনঃ পুনঃ "চৈতন্যমঙ্গলই" বলিয়াছেন, একবারও "চৈতন্যভাগবত" বলেন নাই, তাহার কারণ বুঝা যায় না।

কোনও কোনও সমালোচক অনুমান করেন—"বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম প্রথম হইতেই চৈতন্যভাগবত ছিল—কিন্তু চণ্ডীর মাহাত্ম্যসূচক গান যেমন চণ্ডীমঙ্গল, মনসার মাহাত্ম্যসূচক গান যেমন মনসামঙ্গল, তেমনি শ্রীচৈতন্যের মাহাত্ম্যসূচক বাঙ্গালা বইকে চৈতন্যমঙ্গল নামে অভিহিত করা যায়। এই জন্যই কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনদাসের বইয়ের নাম চৈতন্যমঙ্গল বলিয়াছেন। (শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদারের "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান")।

উল্লিখিত অনুমান সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে গেলে একটী সন্দেহ জাগে এই যে—বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের নাম প্রথম হইতে যদি "শ্রীচৈতন্যভাগবত" থাকিত, কেবল শ্রীচৈতন্যের মাহাত্ম্যসূচক বলিয়াই যদি বৃন্দাবনবাসী বা অন্যস্থানের ভক্তগণ তাহাকে "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" বলিতেন, তাহা হইলে কবিরাজগোস্বামীর গ্রন্থ হইতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ না হইলেও কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাইত।

কবিকর্ণপূর এবং লোচনদাসের উক্তি হইতে মনে হয় বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ প্রথম হইতেই ভাগবত (শ্রীচৈতন্য-ভাগবত) নামে পরিচিত হইয়াছিল। কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থের প্রায় প্রতি পরিচ্ছেদের উপসংহার-পয়ারে লিখিয়াছেন—"চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥", বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কোনও অধ্যায়ের উপসংহার-পয়ারে তেমন ভাবে গ্রন্থের নাম কিছু লেখেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥" এই উক্তিতে গ্রন্থের নাম নাই। তথাপি বোধহয় ভগবৎ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থকেই যখন "ভাগবত" বলা যায়, এবং শ্রীচৈতন্যও যখন ভগবান্, শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধীয় এই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা গ্রন্থকে তৎকালীন বৈষ্ণবগণ যে শ্রীচৈতন্যভাগবত নামে অভিহিত করিবেন, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক। আমরা যে কয়খানি শ্রীচৈতন্যভাগবত দেখিয়াছি, একখানি ব্যতীত তাহাদের সকল খানিতেই প্রতি অধ্যায়ের শেষে উল্লিখিত পয়ারটী দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত গ্রন্থের (৩য় সংস্করণ) আদিখণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের উপসংহার-পয়ারটী অন্যরকম। "চিন্তিয়া চৈতন্যচান্দের চরণ-কমল। বৃন্দাবনদাস গান চৈতন্যমঙ্গল॥" পাদটীকায় সম্পাদক প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—"প্রতি অধ্যায়ের শেষে 'চিন্তিয়া' হইতে 'মঙ্গল" পর্য্যন্ত দুই চরণের পরিবর্ত্তে কোন কোন পুস্তকে এরূপ পাঠও পরিলক্ষিত হয়। যথা,—"শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান'॥" ইহা হইতে বুঝা যায়, অন্যান্য অধ্যায়ের শেষেও প্রভুপাদ "বৃন্দাবনদাস গান চৈতন্যমঙ্গল॥"—এই ভণিতা পাইয়াছেন। তিনি নিজে কিন্তু আদিখণ্ডের প্রথম অধ্যায় ব্যতীত অন্যান্য অধ্যায়ে এই ভণিতা প্রকাশ করেন নাই।

যাহা হউক, বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে প্রথম হইতেই যদি "বৃন্দাবন দাস কহে চৈতন্য মঙ্গল॥"—এই ভণিতাটী অন্ততঃ গ্রন্থের সর্ব্বপ্রথম অধ্যায়েও থাকিয়া থাকে এবং কোনও অধ্যায়ের ভণিতাতেই গ্রন্থকার যখন "চৈতন্যভাগবত বা "ভাগবত" বলিয়া তাঁহার গ্রন্থের নাম ব্যক্ত করেন নাই, তখন কাহারও কাহারও পক্ষে তাঁহার গ্রন্থকে "চৈতন্যমঙ্গল" বলা অস্বাভাবিক নয়। বৃন্দাবনে এই গ্রন্থের যে প্রতিলিপি গিয়াছিল, তাহাতে "বৃন্দাবনদাস গান চৈতন্যমঙ্গল" ভণিতা ছিল বলিয়াই মনে হয়; তাই কবিরাজগোস্বামী সর্ব্বত্র "চৈতন্যমঙ্গল" লিখিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যতীত অপর কোনও চরিতকারের গ্রন্থে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থকে "চৈতন্যমঙ্গল" বলা হইয়াছে বলিয়াও জানি না।

বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের রচিত পদগুলি দেখিলে মনে হয়, তিনি সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। আজকাল কেহ কেহ "বৃন্দাবনদাস" ভণিতায় দু'একটা এমন পদ কীর্ত্তন বা প্রচার করিয়া থাকেন, যাহা প্রামাণ্য কোনও সংগ্রহ-গ্রন্থেও নাই এবং বৃন্দাবনদাসের বা বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিচরণদের সুপরিচিত অভিমত বা সিদ্ধান্তের সহিতও যাহার কোনওরূপ সঙ্গতি নাই। এসকল পদ বৃন্দাবনদাস-নামক অপর কেহই হয়তো লিখিয়া থাকিবেন, কিম্বা অপর

কেহ লিখিয়া তাহাতে প্রামাণ্যত্বের ছাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনদাস-ভণিতা সংযোগ করিয়া থাকিবেন। কেবল বৃন্দাবনদাস কেন, অপরাপর প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাদের নামের ভণিতা সংযুক্ত করিয়াও কোনও কোনও নূতন মত প্রচারেচ্ছু লোক পদরচনা করিয়া গিয়াছেন।

বৃন্দাবনদাস ছিলেন সখ্যভাবের উপাসক ; তিনি ব্রজের কুসুমাপীড় সখার ভাবে আবিষ্ট ছিলেন। এজন্যই গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা বলেন—বৃন্দাবনদাস বেদব্যাস হইলেও কুসুমাপীড় সখা কার্য্যতঃ তাঁহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

বেঙ্কটভট্ট। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক। দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ-সময়ে ইঁহারই আগ্রহে প্রভু ইঁহার গৃহে চাতুর্ম্মাস্যকাল অবস্থান করেন। ইঁহার সঙ্গে প্রভুর সখ্যভাব জন্মিয়াছিল। বেঙ্কট ভট্টের মনে একটা অভিমান ছিল এই যে, তিনি মনে করিতেন—"শ্রীনারায়ণ হয়েন স্বয়ংভগবান্॥ তাঁহার ভজন সর্ব্বোপরি কক্ষা হয়। শ্রীবৈষ্ণব-ভজন এই সর্ব্বোপরি হয়॥" তাঁহার এই গর্ব্ব-খণ্ডনের উদ্দেশ্যে প্রভু একদিন পরিহাসচ্ছলে ভট্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভট্ট! তোমার লক্ষ্মীঠাকুরাণী হইতেছেন পতিব্রতা-শিরোমণি, নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী। আর আমার কৃষ্ণ হইতেছেন গোপ, তিনি গোচারণ করেন। তোমার লক্ষ্মীদেবী সাধ্বী হইয়াও কেন কৃষ্ণসঙ্গম ইচ্ছা করিয়া বৈকুণ্ঠের সুখভোগ ত্যাগ করিয়া ব্রত-নিয়ম-ধারণপূর্ব্বক তপস্যা করিয়াছিলেন ?" ভট্ট বলিলেন—"কৃষ্ণ এবং নারায়ণ স্বরূপতঃ অভিন্ন ; রূপ-লীলা-বৈদগ্ধ্যাদি কৃষ্ণেতে অধিক ; কৌতুকবশতঃ লক্ষ্মী কৃষ্ণসঙ্গ চাহেন, তাহাতে দোষের কিছু নাই ; তাহাতে পাতিব্রত্য নষ্ট হয় না।" প্রভু বলিলেন—"দোষ নাই, তাহা আমি জানি। কিন্তু শাস্ত্র বলেন—লক্ষ্মী কৃষ্ণসঙ্গ পায়েন নাই। ইহার কারণ কি ভট্ট? তপস্যা করিয়া শ্রুতিগণ তো কৃষ্ণসেবা পাইয়াছেন।" ভট্ট বলিলেন—"আমি ক্ষুদ্র জীব ; ইহার কারণ আমি জানি না। তুমিই ইহা জান ; যেহেতু, তুমি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ।" তখন প্রভু ভট্টকে বুঝাইলেন—"কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্। স্বীয় মাধুর্য্যের পরমোৎকর্ষে শ্রীকৃষ্ণ সকলের চিত্তকেই আকর্ষণ করেন ; তাই লক্ষ্মীর চিত্ত তাঁহাতে আকৃষ্ট হইয়াছে। নারায়ণের মাধুর্য্য লক্ষ্মীর চিত্তকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই (ইহাদ্বারা প্রভু নারায়ণ অপেক্ষা কৃষ্ণের উৎকর্ষ—সুতরাং কৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তার কথা জানাইলেন)। আর, ব্রজলোকের ভাবে গোপীদের আনুগত্যে ভজন করিলেই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাওয়া যায় ; অন্য কোনওরূপ ভজনে তাহা পাওয়া যায় না। শ্রুতিগণ গোপী-আনুগত্যে ভজন করিয়া গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইয়াছেন। লক্ষ্মীদেবী সেই ভাবে ভজন করেন নাই ; তিনি লক্ষ্মীদেহেই শ্রীকৃষ্ণসেবা চাহিয়াছিলেন ; তাহা হইতে পারে না। তাই তিনি কৃষ্ণসেবা পায়েন নাই (ইহাদ্বারা লক্ষ্মীনারায়ণের ভজন অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণভজনের উৎকর্ষ দেখান হইল)।" ইহার পরে প্রভু ভট্টের নিকটে বৈষ্ণব-শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন। তাহা হইতেছে এই—"কৃষ্ণ নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ। গোপী-লক্ষ্মী ভেদ নাহি—হয় একরূপ॥ গোপীদ্বারা করে লক্ষ্মী কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ। ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ॥ একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ। একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ॥" শুনিয়া ভট্ট পরমানন্দ লাভ করিলেন, তাঁহার গর্ব্বের অবসান হইল। তিনি প্রভুর চরণে পতিত হইলেন ; প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কৃতার্থ করিলেন। চাতুর্ম্মাস্যের অন্তে প্রভু দক্ষিণে চলিলেন ; ভট্ট সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অনেক যত্নে প্রভু তাঁহাকে বিদায় দিয়া অগ্রসর হইলেন ; প্রভুর বিচ্ছেদে ভট্ট মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

বেঙ্কটভট্টের পুত্রই শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী।

ব্রহ্মানন্দ ভারতী। ভক্তিকল্পতরুর নবমূলের একমূল। দক্ষিণদেশ হইতে প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিলে ব্রহ্মানন্দ ভারতী নীলাচলে উপনীত হয়েন। প্রভুর দর্শনার্থী হইয়া তিনি প্রভুর বাসার দিকে চলিলেন ; মুকুন্দ দত্তের সহিত দেখা হইল ; মুকুন্দের নিকটে প্রভুর দর্শনের ইচ্ছা জানাইলেন ; মুকুন্দদত্ত গিয়া প্রভুর নিকটে বলিলেন—"ব্রহ্মানন্দ ভারতী আইলা তোমার দর্শনে। আজ্ঞা দেহ যদি, তাঁরে আনিয়ে এখানে॥" প্রভু বলিলেন —"গুরু তেঁহো, যাব তাঁর ঠাঞি।" মনে হয়, প্রভু পূর্ব্ব হইতেই ভারতীকে চিনিতেন। প্রভু ভারতীকে গুরুতুল্য

মনে করিতেন; তাই তাঁহার মর্য্যাদারক্ষার্থ তাঁহাকে নিজের নিকটে আসিতে না বলিয়া প্রভু নিজেই সকল ভক্তকে সঙ্গে লইয়া ভারতীর নিকটে গেলেন। দেখিলেন ভারতী মৃগচর্ম্মাম্বর পরিধান করিয়াছেন। প্রভুর মনে দুঃখ হইল। দেখিয়াও যেন দেখেন নাই, এরূপ ভাব দেখাইয়া মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মুকুন্দ! কোথায় ভারতীগোসাঞি?" মুকুন্দ বলিলেন—"ভারতীগোসাঞি তো প্রভু তোমার সাক্ষাতেই বিদ্যমান।" প্রভু বলিলেন—"মুকুন্দ, তুমি অজ্ঞান; এককে অপর মনে করিতেছ। ভারতীগোসাঞি চাম পরিবেন কেন?" শুনিয়া ভারতী মনে বিচার করিলেন—"আমার চর্ম্মাম্বর ইনি পছন্দ করিতেছেন না। ঠিক কথাই। আমি কেবল দম্ভবশতঃই চর্ম্মাম্বর পরিধান করিতেছি; ইহাতে তো সংসার-বন্ধন হইতে উদ্ধার পাইতে পারিব না। আর আমি চর্ম্মাম্বর পরিব না।" প্রভু তাঁহার মনের ভাব জানিতে পারিয়া সুতার বহির্ব্বাস আনাইলেন; ভারতী চর্ম্মত্যাগ করিয়া তাহা পরিধান করিলেন। তখন প্রভু তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। ভারতী তাহাতে সঙ্কোচ অনুভব করিয়া বলিলেন—"লোক-শিক্ষার নিমিত্তই তোমার আচরণ; লোকশিক্ষার নিমিত্তই তুমি আমার চরণ বন্দনা করিয়াছ; আর ইহা করিবে না; আমার ভয় হয়। নীলাচলে এখন দুই ব্রহ্ম—জগন্নাথ অচল শ্যাম-ব্রহ্ম; আর তুমি সচল গৌর-ব্রহ্ম।" প্রভু বলিলেন—"তোমার আগমনে সত্যই এখন নীলাচলে দুই ব্রহ্ম। জগন্নাথ—শ্যামব্রহ্ম; আর ব্রহ্মানন্দ-নামক তুমি গৌরবর্ণ ব্রহ্ম।" সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সে স্থানে ছিলেন। ভারতীগোসাঞি তাঁহাকে বলিলেন—"সার্ব্বভৌম, মধ্যস্থ হইয়া। ইঁহার সহ আমার ন্যায় বুঝ মন দিয়া॥ ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাবে জীব ব্রহ্ম জানি। জীব ব্যাপ্য, ব্রহ্ম ব্যাপক শাস্ত্রেতে বাখানি॥ চর্ম্ম ঘুচাইয়া কৈলে আমার শোধন। দোঁহার বাপ্য-ব্যাপকত্বে এই ত কারণ॥" সার্ব্বভৌম বলিলেন—"ভারতী দেখি তোমার জয়।" তখন প্রভু বলিলেন—"যেই কহ সেই সত্য হয়॥ গুরু শিষ্য ন্যায়ে সত্য শিষ্য পরাজয়॥" এইরূপে প্রেমকোন্দলের পরে ভারতীকে লইয়া প্রভু নিজ বাসায় আসিলেন। তদবধি ভারতীগোসাঞি প্রভুর নিকটেই নীলাচলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়—প্রভু পুনঃ পুনঃই ভারতীকে গুরু এবং নিজেকে তাঁহার শিষ্যও বলিয়াছেন। পরেও সর্ব্বদাই প্রভু তাঁহার প্রতি—পরমানন্দপুরীর প্রতি যেরূপ, তাঁহার প্রতিও সেইরূপ—গুরুবৎ আচরণ করিতেন। ইহাতে অনুমান হয়—পরমানন্দপুরীর ন্যায় ভারতীগোসাঞিও শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ছিলেন; নচেৎ প্রভুর এইরূপ আচরণের তাৎপর্য্য কিছু থাকে না। যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে ইহাও অনুমান করিতে হয় যে, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের নিকটে দীক্ষালাভ করিলেও তিনি ভারতী-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস নিয়াছিলেন। তাই তাঁহার নাম ব্রহ্মানন্দপুরী না হইয়া ব্রহ্মানন্দভারতী হইয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুও শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষা লীলার অভিনয় করিয়া শ্রীপাদ কেশবভারতীর নিকটে সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলার অভিনয় করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দপুরীও একজন আছেন; তিনিও ভক্তিকল্পতরুর নবমূলের এক মূল। কিন্তু ব্রহ্মানন্দপুরী এবং ব্রহ্মানন্দ ভারতী যে দুই পৃথক্ ব্যক্তি, তাহা শ্রীগ্রন্থ হইতেই জানা যায়। "পরমানন্দপুরী আর কেশবভারতী। ব্রহ্মানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দ-ভারতী॥ ১।৯।১১॥"

ভগবান্ আচার্য্য। শ্রীশ্রীগৌরের কলা বলিয়া খ্যাত। হালিসহরে আবির্ভাব। পিতা শতানন্দ খান। শতানন্দখান ছিলেন "বড় বিষয়ী"; কিন্তু ভগবান্ আচার্য্য ছিলেন বিষয়-বিমুখ, বৈরাগ্য-প্রধান; ইনি নীলাচলে গিয়া বাস করেন এবং একান্তভাবে প্রভুর চরণ আশ্রয় করেন। স্বরূপদামোদরের সঙ্গে ইঁহার সখ্যভাব ছিল। ইনি ছিলেন পরম-ভক্ত, পরম-পণ্ডিত, অত্যন্ত উদার-চরিত্র, সরল; "সখ্যভাবাক্রান্ত-চিত্ত গোপ-অবতার।" ইঁহার ছোট ভাই গোপাল ভট্টাচার্য্য কাশীতে বেদান্তের মায়াবাদ-ভাষ্য অধ্যয়ন করিয়া নীলাচলে ইঁহার নিকটে আসিলে ইনি তাঁহাকে প্রভুর সহিত মিলাইয়াছিলেন। গোপালের মুখে বেদান্ত শুনিবার জন্য স্বরূপদামোদরকে অনুরোধ করিলে মায়াবাদ-ভাষ্য শুনিবার জন্য ভগবান্ আচার্য্যের ইচ্ছা হইয়াছে দেখিয়া প্রেমক্রোধে স্বরূপ-দামোদর ইঁহাকে মৃদু তিরস্কার করিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি নিরস্ত হয়েন। আর একবার

ভগবান্ আচার্য্যের পূর্ব্বপরিচিত এক বঙ্গদেশীয় কবি মহাপ্রভুসম্বন্ধে এক নাটক লিখিয়া নীলাচলে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে নাটক শুনাইলেন। এই নাটক শুনিবার জন্য ভগবান্ আচার্য্য স্বরূপদামোদরকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বরূপ সম্মত হইলেন। নাটকের নান্দীশ্লোকের অর্থ কবি যাহা করিয়াছেন, তাহা যে নানাবিধ দোষপরিপূর্ণ, স্বরূপ তাহা দেখাইয়া দিলেন। কবি লজ্জিত হইলেন, ভগবান্ আচার্য্যাদি বিস্মিত হইলেন। ভগবান্ আচার্য্য প্রভুর প্রতি অত্যন্ত প্রীতি পোষণ করিতেন; মধ্যে মধ্যে প্রভুকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজে রান্না করিয়া ভিক্ষা দিতেন। এইরূপ এক নিমন্ত্রণের দিনেই তিনি ভাল চাউল আনিবার জন্য ছোট হরিদাসকে মাধবীদাসীর নিকটে পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহা জানিতে পারিয়া প্রভু ছোট-হরিদাসকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইনি খঞ্জ ছিলেন। যে দিন প্রভু চটকপর্ব্বত দেখিয়া গোবর্দ্ধন-ভ্রমে প্রেমাবেশে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং প্রভুর সঙ্গী গোবিন্দের চীৎকার শুনিয়া স্বরূপদামোদরাদি প্রভুর নিকটে ছুটিয়া গিয়াছিলেন, সেই দিন ইনিও খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সকলের পরে গিয়া প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ভবানন্দরায়। নীলাচলবাসী। রায়রামানন্দের পিতা। ইঁহার পাঁচ পুত্র—রামানন্দরায়, গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, সুধানিধি এবং বাণীনাথ পট্টনায়ক। প্রভু ভবানন্দ রায়কে বলিতেন—"তুমি পাণ্ডু, তোমার পত্নী কুন্তী এবং তোমার পঞ্চপুত্র পঞ্চপাণ্ডব।" ইনি প্রভুতে সম্যক্‌রূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, প্রভুর সেবার নিমিত্ত স্বীয়পুত্র বাণীনাথকে প্রভুর নিকটেই রাখিয়াছিলেন। ইনি রাজা প্রতাপরুদ্রের শ্রদ্ধা ও গৌরবের পাত্র ছিলেন।

ভাগবতাচার্য্য। নাম শ্রীরঘুনাথ, উপাধি ভাগবতাচার্য্য। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বরাহনগরে শ্রীপাট। প্রভু যেবার নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিয়াছিলেন, সেবার নীলাচলে ফিরিয়া যাওয়ার সময়ে বরাহনগরে ইঁহার গৃহে আসিয়াছিলেন। ইনি প্রভুকে দেখিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিতে লাগিলেন; শুনিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া হুঙ্কার, গর্জ্জন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন; বাহ্যস্মৃতিহারা হইয়া রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত এই ভাবে নৃত্যাদির পরে প্রভু একটু সুস্থির হইলে রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"ভাগবত এমত পড়িতে। কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে॥ এতেকে তোমার নাম 'ভাগবতাচার্য্য'। ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য্য॥" তদবধি ইনি ভাগবতাচার্য্য নামে বিখ্যাত। বাঙ্গালা পয়ারাদি ছন্দে ইনি "শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী" নামে একখানা শ্রীমদ্‌ভাগবতের মর্ম্মানুবাদ-গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন শ্বেতমঞ্জরী।

মকরধ্বজকর। পূর্ব্বলীলায় চন্দ্রমুখ নট। পানিহাটীতে কায়স্থ-কুলে আবির্ভূত। অধ্যক্ষ হইয়া ইনি রাঘবের ঝালি নীলাচলে লইয়া যাইতেন। ইনি পানিহাটীর রাঘবপণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। প্রভু ইঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন (পানিহাটীতে)—"সেবিহ তুমি শ্রীরাঘবানন্দ। রাঘব পণ্ডিত প্রতি যে প্রীতি তোমার। সে কেবল সুনিশ্চিত জানিহ আমার॥"

মহেশ পণ্ডিত। ব্রজের মহাবাহু সখা। দ্বাদশগোপালের একতম। মসিপুরে ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভাব। মসিপুর গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইলে বেলেডাঙ্গাতে শ্রীপাট স্থানান্তরিত হয়; তাহাও গঙ্গাগর্ভে লীন হইলে পালপাড়ায় তাহা স্থানান্তরিত হয়।

কেহ কেহ বলেন, ইনি চাকদহের নিকটবর্ত্তী যশড়া-শ্রীপাটের জগদীশ পণ্ডিতের কনিষ্ঠ সহোদর। বন্দ্যঘাটীয় ভট্টনারায়ণের সন্তান।

মহেশ পণ্ডিত নবদ্বীপে এবং নীলাচলে—উভয় স্থানেই প্রভুর সেবা করিয়াছেন।

মাথুর ব্রাহ্মণ। মথুরাবাসী সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণ। সনৌড়িয়ার গৃহে সন্ন্যাসীরা ভিক্ষা করেন না। কিন্তু ইঁহার ভক্তি দেখিয়া শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামী ইঁহাকে শিষ্য করিয়া ইঁহার হাতেও ভিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি

ছিলেন মহা কৃষ্ণপ্রেমী। মথুরাতে প্রভুর সহিত ইঁহার মিলন হয়; উভয়ে উভয়ের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন। মাথুর ব্রাহ্মণ প্রভুকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। বলভদ্রভট্টাচার্য্য রান্না করিলেন; কিন্তু প্রভু এই ব্রাহ্মণের হাতেই ভিক্ষা করিতে চাহিলেন। ব্রাহ্মণ আপত্তি করিলে প্রভু মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীর আচরণের দোহাই দিলেন। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। তদবধি এই ব্রাহ্মণ প্রভুর মথুরাবাসকালীন সঙ্গী। প্রভুকে সঙ্গে করিয়া ব্রজমণ্ডলের তীর্থাদি দর্শন করাইয়াছিলেন। পরে প্রভু যখন প্রয়াগের দিকে যাত্রা করিলেন, তখনও ইনি সঙ্গে ছিলেন। প্রয়াগ হইতে প্রভু ইঁহাকে মথুরায় পাঠাইয়াছিলেন।

মাধবঘোষ। ব্রজের "রসোল্লাসা"; বিশাখাকৃত গীত গান করিতেন। উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থবংশে আবির্ভূত। ইঁহারা তিন সহোদর—গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ। ইঁহারা তিনজনই মধুর কীর্ত্তন করিতে পারিতেন। রথযাত্রাকালের সাত সম্প্রদায়ের কীর্ত্তনে ইঁহারা মূল গায়ন থাকিতেন। ইঁহাদের কীর্ত্তনে নিতাই-গৌর অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিতেন। মাধবঘোষের কীর্ত্তনে শ্রীনিত্যানন্দ নৃত্য করিতেন। প্রভুর আদেশে নাম-প্রেম-প্রচারকার্য্যে যাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গী ছিলেন, মাধবঘোষও ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন।

মাধবীদেবী। নীলাচলবাসী শিখিমাহিতীর ভগিনী। ইনি ছিলেন বৃদ্ধা, তপস্বিনী। প্রভু ইঁহাকে শ্রীরাধিকার গণের মধ্যে গণনা করিতেন। ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে প্রভুর সেবার জন্য ইঁহার নিকট হইতে ভাল চাউল চাহিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া প্রভু লোকশিক্ষার্থ ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন—কলাকেলী।

মাধবেন্দ্রপুরী (মাধবপুরী)। মহাবিরক্ত সন্ন্যাসী। মহাপ্রেম-নিকেতন। শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীপাদ রঙ্গপুরী প্রভৃতি বহু বিরক্ত সন্ন্যাসী এবং শ্রীপাদ অদ্বৈত আচার্য্যও ইঁহার শিষ্য। লৌকিক-লীলায় ইনি হইলেন মহাপ্রভুর পরমগুরু। অযাজক। অযাজিতভাবে দুগ্ধাদি পাইলে আহার করিতেন। নতুবা উপবাসীই থাকিতেন। নির্দ্দিষ্ট কোনও বাসস্থান ছিলনা; তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতেন। একবার ব্রজমণ্ডলে আসিয়া গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিয়া সন্ধ্যাসময়ে গোবিন্দকুণ্ডের তীরে বসিয়া নাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন; তখনও আহার হয় নাই। এক গোপবালকের বেশে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাকে এক ভাণ্ড দুধ দিয়া বলিলেন—"আমি পরে আসিয়া ভাণ্ড নিব; এখন যাই; এই গ্রামেই আমি থাকি; অযাচকদের আহার যোগাই।" পুরীগোস্বামী দুগ্ধ পান করিয়া বালকের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিয়া নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; কিন্তু বালক আসিলেন না। শেষ রাত্রিতে যখন একটু তন্দ্রা আসিল, তখন স্বপ্নে দেখিলেন, সেই বালক আসিয়া মাধবেন্দ্রের হাত ধরিয়া এক কুঞ্জে নিয়া গিয়া বলিলেন—"আমি গোবর্দ্ধনের অধিপতি গোপাল। ম্লেচ্ছের ভয়ে আমার সেবক আমাকে এই কুঞ্জে রাখিয়া গিয়াছে; আর ফিরিয়া আসে নাই। তদবধি আমি এই কুঞ্জে রৌদ্র-বৃষ্টি-শীতে, দাবানলে কষ্ট পাইতেছি। তোমার অপেক্ষায় আছি। তুমি আমাকে এই কুঞ্জ হইতে বাহির করিয়া সেবা প্রতিষ্ঠা কর।" পরদিন ব্রজবাসীদের সহায়তায় মাধবেন্দ্র গোপালকে বাহির করিয়া গোবর্দ্ধনের উপরে সেবা প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিছুকাল সেবার পরে গোপাল আবার স্বপ্নে পুরীগোস্বামীকে বলিলেন—"তুমি আমার অঙ্গের তাপ দূরীকরণের জন্য অনেক সেবা করিয়াছ; কিন্তু আমার অঙ্গের তাপ এখনও সম্যক্‌রূপে দূর হয় নাই। তুমি নিজে যাইয়া মলয়জ চন্দন আনিয়া আমার অঙ্গে লেপন কর। তাহা হইলেই তাপ যাইবে।" পরমানন্দে মাধবেন্দ্র চন্দন আনিতে চলিলেন; শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে উপনীত হইলেন, তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া রেমুণাতে আসিলেন। রেমুণাতে শ্রীগোপীনাথের কি কি ভোগ লাগে জানিয়া লইলেন। শুনিলেন "অমৃতকেলি"—নামক এক অপূর্ব্ব ক্ষীর গোপীনাথকে দ্বাদশ পাত্রে ভোগ দেওয়া হয়। পুরীগোস্বামী মনে ভাবিলেন—"যদি অযাজিতভাবে একটু ক্ষীর পাই, তাহা আস্বাদন করিয়া যদি দেখি যে অতি উত্তম, তাহা হইলে তাহার প্রস্তুত-প্রণালী জানিয়া লইয়া সেইরূপ ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া গোবর্দ্ধনে গোপালের ভোগে দিতে পারি।" এই কথা মনে হওয়া মাত্রেই তিনি আবার ভাবিলেন—"ছি, ছি, আমি না অযাজক বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছি? আমার মনে ক্ষীর পাওয়ার

লালসা কেন ?" নিজেকে ধিক্কার দিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া মন্দির-প্রাঙ্গন ত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী হাটের এক শূন্য ঘরে বসিয়া তিনি নামকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এদিকে সেবক গোপীনাথের শয়ন দিয়া ঘরে গিয়াছেন। গোপীনাথ সেবককে স্বপ্নে বলিলেন—"উঠ, আমি আমার ভক্ত মাধবেন্দ্রের জন্য এক ভাণ্ড ক্ষীর আমার ধড়ার আঁচলে লুকাইয়া রাখিয়াছি। আমার মায়ায় তোমরা জানিতে পার নাই। ক্ষীরভাণ্ড নিয়া মাধবকে দাও।" তৎক্ষণাৎ সেবক জাগিয়া আসিয়া মন্দিরের দ্বার খুলিয়া গোপীনাথের ধড়ার আড়ালে ক্ষীর পাইলেন। কিন্তু মাধবেন্দ্র কোথায়, তাহাতো জানেন না। তাই চীৎকার দিতে দিতে চলিয়াছেন—"কে কোথায় মাধবেন্দ্র আছ ? তোমার জন্য গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করিয়া রাখিয়াছেন। আসিয়া তাহা গ্রহণ কর।" শুনিয়া প্রেমাশ্রুবিগলিত নেত্রে পুরীগোস্বামী বাহির হইয়া আসিলেন; সেবক তাঁহাকে ক্ষীর দিয়া তাঁহার অশ্রুকম্পাদি দেখিয়া ভাবিলেন—"গোপীনাথ যে এতাদৃশ প্রেমিক ভক্তের জন্য ক্ষীর চুরি করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি ?" সেবক তাঁহাকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। অশ্রু-কম্প-পুলকান্বিত দেহে পুরী ক্ষীরপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন; ভাণ্ডটী টুক্রা টুক্রা করিয়া ভাঙ্গিয়া রাখিয়া দিলেন; পরে প্রতিদিন এক এক টুক্রা খাইতেন, আর প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। ক্ষীর গ্রহণ করিয়া তিনি ভাবিলেন—"রাত্রি প্রভাত হইলেই তো এই স্থানে লোক আমার সুখ্যাতি কীর্ত্তন করিবে।" তাই প্রতিষ্ঠার ভয়ে তিনি শেষ রাত্রিতে রেমুণা ত্যাগ করিলেন। তদবধি গোপীনাথের নাম হইল—ক্ষীরচোরা গোপীনাথ।

মাধবেন্দ্র নীলাচলে আসিয়া গোপালের আদেশের কথা জানাইয়া জগন্নাথের সেবকদের সহায়তায় রাজপুরুষদিগের আনুকূল্যে একমণ চন্দন ও বিশ তোলা কর্পূর সংগ্রহ করিয়া চন্দন বহনের জন্য দুই জন লোক সঙ্গে করিয়া আবার রেমুণায় আসিলেন। রাত্রিতে স্বপ্নে গোপালদেব আবার তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন—"তোমার প্রেম পরীক্ষার্থ তোমাকে চন্দন আনিতে বলিয়াছিলাম। তোমার প্রেম দর্শনে অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। সেখানে গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন লেপন কর; তাহাতেই আমার তাপ দূর হইবে। গোপীনাথ ও আমি একই।" সেবকদের সহায়তায় তিনি সমস্ত চন্দন ঘষাইয়া গোপীনাথের অঙ্গে দিলেন। চন্দন শেষ হইলে পুনরায় নীলাচলে গেলেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ যখন তীর্থভ্রমণ করেন, তখন পশ্চিমাঞ্চলে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের সহিত তাঁহার মিলন হইয়াছিল। উভয়ে উভয়ের দর্শনে প্রেম-পরিপ্লুত হইয়াছিলেন।

ইঁহার সিদ্ধি-প্রাপ্তিকালে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ইঁহার প্রাণঢালা সেবা করিয়াছিলেন; তিনিও তুষ্ট হইয়া শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীকে কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। সিদ্ধিপ্রাপ্তি-সময়ে "কৃষ্ণ পাইলামনা, মথুরা পাইলামনা" বলিয়া খেদ করিতে করিতে ইনি অপ্রকট হইয়াছেন। ইনি ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর। যাঁহার সহিতই ইঁহার সম্বন্ধ হইয়াছে, তিনিই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

মাধাই। নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ। "জগাই-মাধাই" দ্রষ্টব্য।

মালিনী। শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহিণী; শ্রীনিত্যানন্দ ইঁহাকে মা ডাকিতেন এবং বাল্যভাবের আবেশে ইঁহার কোলে বসিয়া স্তন্য পান করিতেন; ছোট শিশুকে মা যেমন খাওয়াইয়া দেন, মালিনীও বাল্যভাবাবিষ্ট নিত্যানন্দকে সেই ভাবে অন্নাদি খাওয়াইতেন। একদিন ঠাকুরসেবার একটী ঘৃত রাখার বাটী একটী কাকে লইয়া যাওয়ায় মালিনী দুঃখিতা হইয়া কাঁদিতেছিলেন; নিত্যানন্দ দেখিয়া কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মালিনী ঘটনার কথা বলিলেন। তখন নিত্যানন্দ কাককে ডাকিলেন; কাক আসিলে নিত্যানন্দ বলিলেন—বাটী ফিরাইয়া লইয়া আইস। কাক উড়িয়া চলিল; মালিনী চাহিয়া রহিলেন; কতক্ষণ পরে কাক বাটীটী আনিয়া যথাস্থানে রাখিল। নিত্যানন্দের প্রভাব-দর্শনে মালিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন; পরে মূর্চ্ছাভঙ্গে নিত্যানন্দের স্তব করিলেন। স্তব শুনিয়া নিত্যানন্দ হাসিয়া বাল্যভাবে বলিলেন—"মুঞি করিব ভোজন।" তখন মালিনীর চিত্তেও বাৎসল্যের উদয় হইল, তাঁহার স্তন্য ক্ষরণ হইতে লাগিল; তিনি নিত্যানন্দকে স্তন্য পান করাইলেন।

ইনি স্বামী শ্রীবাস পণ্ডিতের সঙ্গে প্রভুর দর্শনের জন্য নীলাচলেও যাইতেন এবং ঘরে অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া প্রভুকে ভিক্ষা করাইতেন।

মীনকেতন রামদাস। শ্রীনিত্যানন্দের শিষ্য। ব্রজরাখালভাবে আবিষ্ট থাকিতেন; হাতে ব্রজরাখালদের মত বাঁশীও থাকিত। কবিরাজ গোস্বামীর ঝামটপুরের বাড়ীতে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তনে নিমন্ত্রিত হইয়া ইনিও গিয়াছিলেন। সমবেত বৈষ্ণবগণ তাঁহার চরন বন্দনা করিবার সময় প্রেমাবেশে তিনি "কারো উপরেতে চঢ়ে। প্রেমে কারে বংশী মারে, কাহারে চাপড়ে॥" নয়নে অবিচ্ছিন্ন অশ্রুধারা, অঙ্গে পুলক; মুখে "নিত্যানন্দ" বলিয়া হুঙ্কার। গুণার্ণবমিশ্র নামক এক সরলচিত্ত বিপ্র শ্রীমন্দিরে বিগ্রহ-সেবায় ব্যস্ত ছিলেন; তিনি অঙ্গনে আসিয়া মীনকেতনের সম্ভাষা না করায় তিনি বলিয়া উঠিলেন—"এই ত দ্বিতীয় সূত শ্রীরোমহর্ষণ। বলরামে দেখি যে না করিল প্রত্যুদ্গম॥" কিন্তু সেই বিপ্র কৃষ্ণসেবার কাজ করিতেছিলেন বলিয়া মীনকেতন তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইলেন না; তিনি নৃত্য-কীর্ত্তনই করিতে লাগিলেন।

কবিরাজগোস্বামার এক ভ্রাতা ছিলেন; তিনি মহাপ্রভুকে স্বয়ংভগবান্ বলিয়া মানিতেন; কিন্তু নিত্যানন্দে তাঁহার ততটা বিশ্বাস ছিল না। ইহা লইয়া মীনকেতনের সঙ্গে তাঁহার কিছু বাদানুবাদ হইল। মীনকেতন রামদাস ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বাঁশী ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেলেন।

মুকুন্দ দত্ত। ব্রজের মধুকণ্ঠ-নামক গায়ক। চট্টগ্রামের চক্রশালায় বৈদ্যকুলে আবির্ভূত। ইনি বাসুদেব দত্তের ছোট ভাই। চট্টগ্রাম হইতে নবদ্বীপে, পরে কাঁচরাপাড়ায় বাস করেন। প্রভুর সমাধ্যায়ী। প্রভু এবং মুকুন্দের মধ্যে ব্যাকরণের ফাঁকির লড়াই প্রায় লাগিয়াই থাকিত; পরস্পরের প্রতি পরস্পরের গাঢ়প্রীতির ফলেই এইরূপ হইত। মুকুন্দ খুব সুগায়কও ছিলেন; তাঁহার কীর্ত্তনে প্রভুও খুব আনন্দ পাইতেন। কিন্তু প্রভুর মহা প্রকাশের সময় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল। প্রভু সকলকেই ডাকিয়া কৃপা করিতেছেন; কিন্তু মুকুন্দকে ডাকিতেছেন না; ভয়ে মুকুন্দও প্রভুর নিকটে যাইতে সাহস করেন না; কিন্তু অন্তরে অত্যন্ত দুঃখ। শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুর নিকটে যাইয়া মুকুন্দের দুঃখের কথা জানাইয়া বলিলেন—"মুকুন্দ কি অপরাধ করিল তোমাত॥ মুকুন্দ তোমার প্রিয়, মোসভার প্রাণ। কেবা নাহি দ্রবে শুনি মুকুন্দের গান॥ যদি অপরাধ থাকে তার শাস্তি কর। আপনার দাসে কেনে দূরে পরিহর॥" শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"না, না, শ্রীবাস, মুকুন্দের কথা আমার নিকটে বলিবে না। 'ও বেটা যখন যেথা যায়। সেই মত কথা কহি তথাই মিশায়॥' যখন যেখানে যায়, তখন সেখানের মত কথা বলে। 'ভক্তিস্থানে উহার হইল অপরাধ। এতেকে উহার হৈল দরশন-বাধ॥' মুকুন্দ বাহিরে থাকিয়া সব শুনিলেন; শ্রীবাসকে বলিলেন—"প্রভুকে জিজ্ঞাসা কর, কখনও কি তাঁর চরণ দর্শনের সৌভাগ্য হইবে?" বলিয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন—"আর যদি কোটি জন্ম হয়। তবে মোর দরশন পাইবে নিশ্চয়॥" শুনিয়া, যে সময়েই হউক না কেন, প্রভুর চরণ-প্রাপ্তি নিশ্চিত জানিয়া মুকুন্দ "পাইব, পাইব" বলিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলেন, আর বলিলেন—"মুকুন্দেরে আনহ সত্বর।" আরও বলিলেন—"মুকুন্দ, ঘুচিল অপরাধ। আইস, আমারে দেখ, ধরহ প্রসাদ॥" মুকুন্দ প্রভুর চরণে পতিত হইলেন। প্রভু তাঁকে আশ্বাস দিলেন; মুকুন্দ কাঁদিতে লাগিলেন এবং গত চরিত্রের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

শিশুকাল হইতেই মুকুন্দ প্রভুর অন্তরঙ্গ সঙ্গী। প্রভুর সন্ন্যাসের সময়েও কাটোয়াতে ইনি উপস্থিত ছিলেন; কাটোয়া হইতে প্রভুর সঙ্গে ইনিও শান্তিপুরে গিয়াছিলেন এবং শান্তিপুর হইতেও প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে গিয়াছিলেন। প্রভুর কৃপাপ্রাপ্তির পূর্ব্বে প্রভুসম্বন্ধে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মনোভাব জানিয়া মুকুন্দ অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছিলেন। ইনি নীলাচলে প্রভুর কীর্ত্তনাদি সমস্ত লীলাতেই সঙ্গী ছিলেন।

মুকুন্দদাস। ব্রজের বৃন্দাদেবী। শ্রীখণ্ডে বৈদ্যকুলে আবির্ভূত। পিতা নারায়ণদাস। ইনি নরহরি সরকার ঠাকুরের বড় ভাই। ইঁহার পুত্র রঘুনন্দন। মুকুন্দ ছিলেন মহাপ্রেমিক। ব্যবহারে তিনি রাজবৈদ্য ছিলেন।

একদিন ম্লেচ্ছ রাজার উচ্চ টুঙ্গিতে বসিয়া চিকিৎসার কথা বলিতেছেন, এমন সময় রাজার সেবক এক ময়ূরপুচ্ছের আড়ানী আনিয়া রাজার মাথার উপরে ধরিল। ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়া মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হইয়া উচ্চ টুঙ্গী হইতে ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। একেবারে চেতনাহীন; রাজা ভাবিলেন, মুকুন্দ আর জীবিত নাই। রাজা নিজে নামিয়া আসিয়া মুকুন্দের চেতনা সম্পাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মুকুন্দ, কোন্ স্থানে তুমি ব্যথা পাইয়াছ?" "মুকুন্দ কহে অতি বড় ব্যথা নাহি পাই॥" রাজা বলিলেন—কেন তুমি পড়িয়া গেলে? "মুকুন্দ কহে—মোর এক ব্যাধি আছে মৃগী।" রাজা মহা বিজ্ঞ; তিনি বুঝিতে পারিলেন—মুকুন্দ একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ।

রথযাত্রা উপলক্ষে মুকুন্দও নীলাচলে যাইতেন। একদিন প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"মুকুন্দ, রঘুনন্দন তোমার পুত্র; না কি তুমি রঘুনন্দনের পুত্র?" মুকুন্দ বলিলেন—"রঘুনন্দন হইতেই আমাদের কৃষ্ণভক্তি; অতএব রঘুনন্দনই আমার পিতা, আমি তার পুত্র।"শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন—"যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি, সেই গুরু হয়॥"

মুরারিগুপ্ত। পূর্ব্বের হনুমান। শ্রীহট্টে বৈদ্যবংশে, প্রভুরও পূর্ব্বে, আবির্ভূত; পরে নবদ্বীপবাসী হয়েন। শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। ইনি প্রভুর সমস্ত নবদ্বীপলীলার সঙ্গী ও প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচরিত"-নামক কড়চায় মুরারিগুপ্ত প্রভুর নবদ্বীপ লীলা বিশেষভাবে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। ইনিই প্রভুর আদ চরিত-লেখক।

একদিন বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনিয়া প্রভু বরাহভাবে আবিষ্ট হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে মুরারিগুপ্তের গৃহে যাইয়া "শূকর—শূকর" বলিতে লাগিলেন। মুরারি সব দিকে চাহিয়াও শূকর দেখিলেন না। প্রভু মুরারির বিষ্ণুগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—সম্মুখে এক জলপাত্র। তৎক্ষণাৎ তিনি বরাহরূপ ধারণ করিয়া দন্তে জলের গাড়ু তুলিয়া লইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন; চারিটী খুরও প্রকাশিত হইয়াছিল। মুরারিকে বলিলেন—আমার স্তব কর। মুরারির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু তাঁহার নিকটে নিজ তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন।

মহাপ্রকাশের সময় প্রভু মুরারিকে বলিলেন—"মুরারি আমার রূপ দেখ।" মুরারি তৎক্ষণাৎ দেখিলেন—বীরাসনে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্র বসিয়া আছেন; তাঁহার বামে সীতাদেবী, দক্ষিণে লক্ষ্মণ; বানরেন্দ্রগণ চতুর্দ্দিকে স্তব করিতেছেন। দেখিয়া মুরারি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু ডাকিয়া বলিলেন—"আরেরে বানরা। পাশরিলি, তোরে পোড়াইল সীতাচোরা॥" তারপর লঙ্কাবিজয়ে হনুমানের চরিত্র প্রকাশ করিলেন। চেতনা পাইয়া মুরারি কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন—বর চাও। মুরারি বলিলেন—"জন্মে জন্মে যেন তোমার চরণে রতি থাকে; যেখানে যেখানেই সপার্ষদে তোমার অবতার হইবে, সেখানে সেখানেই যেন তোমার দাস হইয়া থাকি—এই বর চাই প্রভু।" প্রভু বলিলেন—তথাস্তু।

একদিন শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করিয়া "গরুড় গরুড়" বলিয়া ডাকিলে গরুড়ের ভাবে আবিষ্ট মুরারিগুপ্ত প্রভুকে স্কন্ধে লইয়া অঙ্গনে বিচরণ করিয়াছিলেন।

একদিন মুরারিগুপ্ত রাত্রিতে আহার করিতে বসিয়া অন্ন লইয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া মাটিতে ফেলিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে প্রভু আসিয়া বলিলেন—"মুরারি, আমার অজীর্ণ রোগ হইয়াছে; ঔষধ দাও।" মুরারি বলিলেন—"অজীর্ণতার হেতু কি? কি খাইয়াছ প্রভু।" প্রভু বলিলেন—"তুমি গত রাত্রে এত অন্ন খাওয়াইয়াছ যে, আমার অজীর্ণরোগ হইয়া গিয়াছে। তোমার জল পান করিলেই আমার রোগ সারিবে।"

এক সময়ে মুরারি ভাবিলেন—"ঈশ্বরের লীলার তথ্য তো নির্ণয় করা যায় না। কখন তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তাহা কেবল তিনিই জানেন। প্রভুও কখন লীলাসম্বরণ করেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহার অন্তর্দ্ধানের দুঃখ সহ্য করিতে পারিব না। আমি তাঁহার পূর্ব্বেই প্রাণ ত্যাগ করিব।" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া মুরারি একখানা ধারালো কাতি তৈয়ার করাইয়া ঘরে লুকাইয়া রাখিলেন; ইহার সাহায্যে রাত্রিতে প্রাণ ত্যাগ করিবেন। অন্তর্য্যামী প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ মুরারির গৃহে ছুটিয়া আসিয়া কৃষ্ণকথা আলাপ করিতে লাগিলেন; পরে মুরারির

সঙ্কল্প যে তিনি জানিতে পারিয়াছেন, তাহা বলিয়া লুক্কায়িত কাতি বাহির করিয়া আনিয়া প্রাণত্যাগ করিতে মুরারিকে নিষেধ করিলেন।

মুরারির ইষ্টনিষ্ঠা জগতে প্রচার করার জন্য প্রভু এক সময়ে এক ভঙ্গী করিয়াছিলেন। প্রভু পুনঃ পুনঃ মুরারিকে বলিলেন—"মুরারি, কৃষ্ণ ভজন কর। কৃষ্ণ রসিক-শেখর, পরম-মধুর।" প্রভু দিনের পর দিন এইরূপ বলাতে প্রভুর প্রতি গৌরব-বুদ্ধিবশতঃ মুরারি শেষে একদিন বলিলেন—"প্রভু, তোমার বাক্য কত লঙ্ঘন করিব, কালি আমাকে দীক্ষা দিও।" সমস্ত রাত্রি মুরারি কাঁদিয়া কাটাইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে আসিয়া বলিলেন—"প্রভু, পারিবনা। সমস্ত রাত্রি চেষ্টা করিয়া দেখিলাম। রঘুনাথের চরণ হইতে মন ছাড়াইয়া আনিতে পারিনা। তোমার বাক্যও লঙ্ঘন করিতে পারিনা। এখন আমার একমাত্র উপায় এই—তোমার আগে যেন আমার দেহত্যাগ হয়; তাহাই কর প্রভু।" প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"সাধু, সাধু গুপ্ত। তুমি সাক্ষাৎ হনুমান; তুমি কেন রঘুনাথের চরণ ত্যাগ করিবে। তোমার ভক্তিনিষ্ঠা দেখিবার জন্যই আমি তোমাকে শ্রীকৃষ্ণভজনের লোভ দেখাইয়াছিলাম।"

প্রভুর দর্শনের জন্য মুরারিগুপ্ত নীলাচলে যাইতেন। একবার দৈন্যভাবে তিনি প্রভুর বাসায় প্রবেশ না করিয়া রাস্তায় পড়িয়াছিলেন। প্রভু লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ভিতরে নেওয়াইলেন। ভিতরে গিয়া তিনি আর্তিভরে দৈন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন—"মুরারি, দৈন্য ত্যাগ কর; তোমার দৈন্যে আমার বুক ফাটিয়া যায়।"

মুরারিচৈতন্যদাস। নিত্যানন্দ শাখা। প্রেমাবেশে ইনি প্রায় সর্ব্বদাই বাহ্যস্মৃতিহারা হইয়া থাকিতেন। বাঘ তাড়াইয়া বনের ভিতরে যাইতেন, কখনও বাঘের গালে চাপড় মারিতেন, কখনও বা বাঘের উপরে উঠিয়া বসিতেন, আবার কখনও বা নির্ভয়ে বাঘের সঙ্গে খেলা করিতেন। একবার এক অজগর সর্পকে কোলে লইয়া বসিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে খেলা করিয়াছিলেন। যিনি সর্ব্বভূতেই ভগবান্‌কে দর্শন করেন, ভগবানের মধ্যে সকল ভূতকেও দর্শন করেন, বিশেষতঃ কৃষ্ণপ্রেম-প্রবাহে যাঁহার চিত্ত হইতে হিংসাদ্বেষাদি সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইয়া গিয়াছে, হিংস্রজন্তু হইতে তাঁহার আবার ভয় কোথায়? ইনি কখনও বা দুই তিন দিন জলে নিমজ্জিত হইয়া থাকিতেন; তাহাতেও তাঁহার কোনও দুঃখ হইত না।

যদুনন্দন আচার্য্য। সপ্তগ্রামবাসী। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের অন্তরঙ্গ শিষ্য। বাসুদেবদত্তের অনুগৃহীত। দাসগোস্বামীর দীক্ষাগুরু। ইনি নিজের অজ্ঞাতসারেই দাস-গোস্বামীর গৃহত্যাগের সহায় হইয়াছিলেন। তাঁহার গৃহস্থিত শ্রীবিগ্রহের সেবক-ব্রাহ্মণ সেবা ছাড়িয়া চলিয়া গেলে তিনি দণ্ডচারি রাত্রি থাকিতে রঘুনাথ দাসের নিকটে আসিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে সাধিয়া আনিবার জন্য রঘুনাথকে বলিলেন; সেবার জন্য আর কোনও ব্রাহ্মণ ছিল না। রঘুনাথের সঙ্গে সেই ব্রাহ্মণের সম্প্রীতি ছিল। তখন রঘুনাথের প্রহরীগণ নিদ্রিত। আচার্য্য রঘুনাথকে লইয়া চলিলেন। আচার্য্যের গৃহের নিকটে আসিলে রঘুনাথ তাঁহাকে বলিলেন—"আপনি গৃহে ফিরিয়া যাউন। আমি ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া দিব। আমাকে অনুমতি করুন।" রঘুনাথ যে কৌশলক্রমে নীলাচলে যাওয়ার অনুমতিই চাহিলেন, যদুনন্দন আচার্য্য তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি রঘুনাথকে অনুমতি দিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। এদিকে রঘুনাথও নীলাচলের দিকে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হইলেন।

রঘুনন্দন। দ্বারকাচতুর্ব্যূহের তৃতীয়ব্যূহ প্রদ্যুম্ন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্মসখারূপে শ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলার সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনিই শ্রীচৈতন্যের অভিন্নতনু রঘুনন্দন। শ্রীখণ্ডে বৈদ্যকুলে আবির্ভূত। পিতা—মুকুন্দদাস; খুল্লতাত—নরহরি সরকার ঠাকুর। ইঁহার কৃষ্ণভক্তির মাহাত্ম্যে ইঁহার পিতা মুকুন্দদাস বলিয়াছিলেন—"রঘুনন্দন হইতেই আমাদের কৃষ্ণভক্তি; সুতরাং রঘুনন্দনই আমার পিতা, আমি তাঁর পুত্র।" মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—"রঘুনন্দনের কার্য্য—শ্রীকৃষ্ণসেবন। কৃষ্ণসেবা বিনা ইঁহার অন্যত্র নাহি মন॥" রঘুনন্দনের গৃহে একটি কদম্ব

বৃক্ষ ছিল; বৎসরের মধ্যে বারমাসই সেই গাছে ফুল ফুটিত; রঘুনন্দন প্রত্যহ দুইটি কদম্বফুল দিয়া তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কর্ণভূষণ রচনা করিতেন।

রঘুনাথদাস গোস্বামী। ব্রজের রসমঞ্জরী; কেহ কেহ ইঁহাকে ব্রজের রতিমঞ্জরী, আবার কেহ কেহ বা ভানুমতীও বলিয়া থাকেন। এই তিন জনের ভাবই তাঁহাতে বিদ্যমান। সপ্তগ্রামে কায়স্থকুলে আবির্ভূত। পিতা—গোবর্দ্ধন দাস; জ্যেঠা—হিরণ্যদাস। বাল্যকালে ইনি হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গ ও কৃপা লাভ করিয়াছিলেন; তাহার ফলেই বাল্য হইতেই ইনি সংসার-বিরক্ত; তাঁহাকে গৃহে আসক্ত করার উদ্দেশ্যে অল্প বয়সেই পিতা-মাতা একটী পরমাসুন্দরী কিশোরীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। প্রভুর চরণ সান্নিধ্যে অবস্থানের উদ্দেশ্যে ইনি বার বার পলাইতে আরম্ভ করেন, বার বারই ধরা পড়েন। পরে পিতা-জ্যেঠা তাঁহাকে প্রহরীবেষ্টিত করিয়া রাখিতেন। সন্ন্যাসের পরে প্রভু দুইবার শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন; দুইবারই রঘুনাথ পিতা-জ্যেঠার অনুমতি লইয়া শান্তিপুরে যাইয়া প্রভুর চরণ দর্শন করেন। দ্বিতীয়বারে প্রভু তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন—"মর্কট বৈরাগ্য ত্যজ লোক দেখাইয়া। যথাযুক্ত বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥" আরও বলিয়াছিলেন—"আমি যখন বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিব, তখন কোনও ছলে তুমি পলাইয়া আমার নিকটে যাইও। পরম-করুণ শ্রীকৃষ্ণ তখন তোমাকে সেই সুযোগ দিবেন।" নিত্যানন্দপ্রভু যখন পানিহাটীতে আসেন, তখন রঘুনাথ তাঁহার দর্শনের জন্য গিয়াছিলেন। প্রভু কৃপা করিয়া রঘুনাথের চিড়ামহোৎসব অঙ্গীকার করিলেন এবং বলিলেন—"শীঘ্রই তুমি নীলাচলে যাইতে সমর্থ হইবে। প্রভু তোমাকে স্বরূপদামোদরের হাতে অর্পণ করিবেন।" ইহার পরে তাঁহার গৃহ-ত্যাগের সুযোগ হইল। নীলাচলে উপনীত হইলেন; প্রভু তাঁহাকে স্বরূপ দামোদরের হস্তে অর্পণ করিলেন। স্বরূপের সঙ্গে তিনি ষোল বৎসর পর্য্যন্ত প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর এবং পরে স্বরূপ দামোদরের অন্তর্দ্ধানের পরে শ্রীবৃন্দাবনে যায়েন এবং কয়েক বৎসর পরে সেস্থানেই অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হয়েন।

রঘুনাথের বৈরাগ্য এবং নিয়ম-নিষ্ঠা ছিল বিস্ময়ের বস্তু।

রঘুনাথদাস স্তবমালা, মুক্তাচরিত প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর পূর্ব্বেই তাঁহার আবির্ভাব বলিয়া মনে হয় (৩।৬।১৬৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

মূলগ্রন্থের বিষয়সূচীতে "রঘুনাথদাসগোস্বামি-প্রসঙ্গ" দ্রষ্টব্য।

রঘুনাথভট্টগোস্বামী। ব্রজের রাগমঞ্জরী। ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। পিতা—তপনমিশ্র, প্রভুর আদেশে যিনি কাশীতে বাস করিতেন। প্রভু যখন কাশীতে গিয়াছিলেন, তখন তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা করিতেন। তখন রঘুনাথভট্টের পক্ষে প্রভুর সেবার সৌভাগ্য মিলিয়াছিল। তিনি প্রভুর দর্শনের উদ্দেশ্যে দুইবার নীলাচলে গিয়াছিলেন; নিজে রন্ধন করিয়া মধ্যে মধ্যে প্রভুকে ভিক্ষা করাইতেন। তিনি রন্ধনে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। প্রথমবারে প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"পিতামাতার সেবা করিবে; বৈষ্ণবের নিকটে ভাগবত পড়িবে। বিবাহ করিবেনা।" তিনি তখন কাশীতে ফিরিয়া আসেন; পিতামাতার অন্তর্দ্ধানের পরে আবার তিনি নীলাচলে যায়েন। তখন প্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠান। মূলগ্রন্থের বিষয়সূচীতে "রঘুনাথভট্ট গোস্বামি-প্রসঙ্গ" দ্রষ্টব্য।

রাঘব পণ্ডিত। ব্রজের ধনিষ্ঠা। পানিহাটীতে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। রাঘব পণ্ডিতের কৃষ্ণসেবার পরিপাটীর ভূয়সী প্রশংসা মহাপ্রভুও করিয়াছেন। যেমন প্রীতি, তেমনি শুচিতা ও শুদ্ধতা। রাঘবের বাড়ীতেও যথেষ্ট নারিকেল গাছ ছিল; তাহাতে নারিকেলও যথেষ্ট হইত। তথাপি যদি তিনি শুনিতেন—কোথাও ভাল নারিকেল পাওয়া যায়, তাহা হইলে যতই খরচ হউক না কেন, তাহা আনাইয়া শ্রীকৃষ্ণসেবায় দিতেন। গরমের দিনে ভাল সুস্বাদু ডাব নারিকেল আনাইয়া প্রথমে জলে বা কর্দ্দমে ডুবাইয়া রাখিয়া তাহা ঠাণ্ডা করিতেন; পরে সুন্দররূপে ধুইয়া শঙ্খাকৃতি করিয়া মুখ কাটিয়া ভোগে দিতেন। ভক্তের প্রীতির দত্ত বস্তু শ্রীকৃষ্ণ আনন্দের সহিতই গ্রহণ করিতেন। কোনও কোনও দিন শ্রীকৃষ্ণ জল খাইয়া শূন্য ডাব রাখিতেন। রাঘব তাহা আনিয়া ডাবের সর বাহির করিয়া কৃষ্ণকে দিতেন; কোনও

কোনও দিন সরের পাত্রও শূন্য দেখা যাইত। একদিন রাঘবের এক সেবক কতকগুলি নারিকেল ভোগের জন্য প্রস্তুত করিয়া একটা পাত্রে করিয়া মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল ; রাঘব সেবার কাজে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা নিতে পারিলেন না। দেখিলেন—সেবক মন্দিরের ভিত্তিতে হাত দিয়া সেই হাতে আবার নারিকেল স্পর্শ করিয়াছে। বলিলেন—মন্দিরের সম্মুখভাগ দিয়া লোক চলাচল করে ; বাতাসে পথের ধূলা উড়াইয়া মন্দিরের ভিত্তিতে আনে। সেই ভিত্তি ধরিয়া তুমি আবার সেই হাতে নারিকেল স্পর্শ করিয়াছ ; ইহা ভোগের অযোগ্য হইয়াছে। ইহা বলিয়া প্রাচীরের উপর দিয়া নারিকেল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। এইভাবে, যে ঋতুতে যে দ্রব্য উপাদেয়, সেই ঋতুতে সেই দ্রব্যই রাঘব প্রীতি, শুচিতা ও পরিপাটীর সহিত শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিতেন। ভোগের জন্য রাঘবের গৃহে যাহাই রন্ধন করা হইত, তাহাই অতি সুস্বাদু হইত। এজন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"রাঘবের ঘরে রান্ধে রাধা-ঠাকুরাণী।" মহাপ্রভু নিত্যই আবির্ভাবে রাঘবের গৃহে আহার করিতেন ; রাঘব কখনও কখনও প্রভুর দর্শন পাইতেন।

মহাপ্রভু নীলাচল হইতে গৌড়ে গিয়া সর্ব্বপ্রথমে নৌকা হইতে রাঘবের গৃহেই উপনীত হইয়াছিলেন।

নিত্যানন্দপ্রভু নাম-প্রেম প্রচারার্থ দেশে-দেশে ভ্রমণ-কালে কয়েকবারই রাঘবের গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে একবার রাঘবের গৃহে অকালে জাম্বীরবৃক্ষে কদম্বফুলও ফুটিয়াছিল। রাঘবের গৃহেই শ্রীনিত্যানন্দ রঘুনাথদাসের প্রতি কৃপা করিয়াছিলেন, তাঁহার দণ্ডমহোৎসব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

রাঘবপণ্ডিত প্রভুর দর্শনের জন্য প্রতি বৎসরেই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচলে যাইতেন। তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী দেবী প্রভুর বারমাসের উপভোগের জন্য অতি স্নেহের সহিত নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন ; রাঘব সে সমস্ত ঝালি ভরিয়া মকরধ্বজকরের তত্ত্বাবধানে নীলাচলে লইয়া যাইতেন ; প্রভুও প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া সারা বৎসর তাহা উপভোগ করিতেন।

রামচন্দ্র কবিরাজ। নিত্যানন্দশাখা। কেহ কেহ মনে করেন—নিত্যানন্দশাখাভুক্ত রামচন্দ্র কবিরাজ এবং শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ একই ব্যক্তি ; কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তাহার কারণ "গোবিন্দ কবিরাজ"-পরিচয়ে দ্রষ্টব্য।

রামচন্দ্রখান। বেনাপোলের জমিদার। অত্যন্ত বৈষ্ণবদ্বেষী। হরিদাসঠাকুর যখন বেনাপোলের নির্জ্জন বনে বাস করিতেন, তখন সমস্ত লোক তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করিত। রামচন্দ্রের তাহা সহ্য না হওয়ায় হরিদাসের দোষ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কোনও দোষ না পাইয়া দোষ-সৃষ্টির জন্য একটী পরমাসুন্দরী যুবতী বেশ্যাকে রাত্রিকালে হরিদাসের কুটীরে পাঠাইলেন। হরিদাসঠাকুর তাহাকে বলিলেন—"আমার নামসংখ্যা এখনও পূর্ণ হয় নাই ; বসিয়া নামকীর্ত্তন শুন ; সংখ্যা পূর্ণ হইলে তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব।" কিন্তু রাত্রিশেষ হইয়া গেলেও তাঁহার নামকীর্ত্তন শেষ হয় না ; বেশ্যা উঠিয়া চলিয়া আসে। এইভাবে তিন রাত্রি অতীত হইলে হরিদাসঠাকুরের প্রভাবে বেশ্যার পরিবর্ত্তন হইল, বেশ্যা হরিদাসের চরণে পতিত হইয়া সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিল এবং নিজের উদ্ধারের উপায় প্রার্থনা করিল। হরিদাস তাহাকে নামকীর্ত্তনের উপদেশ দিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। হরিদাসের অবমাননায় রামচন্দ্রখান যে অপরাধের বীজ রোপণ করিলেন, তাহার ফল হইল অতি ভীষণ। একবার সপরিকর শ্রীনিত্যানন্দ রামচন্দ্রের গৃহে আসিলে নিজের লোকের দ্বারা রামচন্দ্র তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। পরে, রাজকর দিতেন না বলিয়া রাজার ম্লেচ্ছ উজীর আসিয়া তাঁহার দুর্গামণ্ডপে বসিলেন এবং সেস্থানে অমেধ্য রন্ধন করিলেন এবং রামচন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রীপুত্রকে বাঁধিয়া নিলেন। মহতের নিকটে অপরাধের বিষময় ফলের দৃষ্টান্ত রামচন্দ্রখান।

রামদাস অভিরাম। দ্বাদশ গোপালের একতম। ব্রজের শ্রীদাম-সখা। খানাকুল কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। তিনি সর্ব্বদা সখ্যপ্রেমের আবেশে উন্মত্ত থাকিতেন। শ্রীনিত্যানন্দের আদেশে ইনি আচার্য্য হইয়া ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। "জয়মঙ্গল"-নামে তাঁহার একটী চাবুক ছিল ; এই চাবুক দিয়া তিনি যাঁহাকে স্পর্শ

করিতেন, তিনিই কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইতেন। ভক্তিরত্নাকর বলেন—বৃন্দাবন-গমনের পূর্ব্বে শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন খানাকুল কৃষ্ণনগরে গিয়াছিলেন, তখন অভিরামঠাকুর শ্রীনিবাসের অঙ্গে তিনবার ঐ চাবুক স্পর্শ করাইয়াছিলেন; তখন অভিরাম-গৃহিণী মালিনীদেবী হাসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"ঠাকুর, স্থির হও; শ্রীনিবাস বালক; তোমার চাবুকের স্পর্শে অধীর হইয়া পড়িবে।"

কথিত আছে বিষ্ণুবিগ্রহ ব্যতীত অন্য কোনও বিগ্রহকে অভিরাম প্রণাম করিলে সেই বিগ্রহ বিদীর্ণ হইয়া যাইত। এক সময়ে শ্রীনিত্যানন্দের সহিত খেলা করিতে করিতে প্রেমরসে উন্মত্ত হইয়া অভিরামঠাকুর বাঁশী বাজাইতে চাহিলেন; কিন্তু তখন সেখানে বাঁশী ছিলনা; ছিল এক খণ্ড কাষ্ঠ, যাহা বহন করিতে বত্রিশ জন লোকের প্রয়োজন হয়, এত ভারী। কিন্তু অভিরামঠাকুর প্রেমাবেশে অনায়াসে তাহা উত্তোলন করিয়া বাঁশীর ন্যায় মুখের নিকটে ধারণ করিয়াছিলেন। "রামদাস অভিরাম সখ্যপ্রেমরাশি। ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ লৈয়া যে করিল বাঁশী॥"

অভিরামঠাকুর শ্রীচৈতন্যশাখাভুক্ত, মহাপ্রভু ইঁহাকে নাম-প্রেম-প্রচারের কার্য্যে নিত্যানন্দপ্রভুর সঙ্গী করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া নিত্যানন্দশাখাতেও ইঁহার নাম আছে।

রামাই। শ্রীচৈতন্যশাখা। নীলাচলে গোবিন্দের আনুগত্যে গোবিন্দেরই সঙ্গে প্রভুর সেবা করিতেন। রামাই প্রতিদিন বাইশ ঘড়া জল তুলিতেন। ইনি ছিলেন ব্রজলীলায় জলসংস্কারকারী পয়োদ।

রামানন্দ বসু। শ্রীচৈতন্যশাখা। ব্রজের কলকণ্ঠীনাম্নী গন্ধর্ব্ব-নাটিকা। কুলীনগ্রামে কায়স্থকুলে আবির্ভূত। পিতা—লক্ষ্মীনাথ বসু (সত্যরাজ খান); পিতামহ মালাধর বসু (গুণরাজ খান)। প্রভুর দর্শনের জন্য প্রতি বৎসর নীলাচলে যাইতেন এবং রথযাত্রাদিকালে কীর্ত্তনে নৃত্য করিতেন। একবার নীলাচলে সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বসু প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"প্রভু, আমরা গৃহস্থ, বিষয়ী; আমাদের সাধন কি?" প্রভু বলিলেন—"কৃষ্ণসেবা করিবে, বৈষ্ণবসেবা করিবে এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিবে।" তখন সত্যরাজ খান বলিলেন—"কিরূপে বৈষ্ণব চিনিব? বৈষ্ণবের সামান্য লক্ষণ কি?" তদুত্তরে—প্রভু বলিয়াছিলেন—"যার মুখে শুনি একবার। কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সভাকার॥ * * যার মুখে এক কৃষ্ণনাম। সেই বৈষ্ণব, করি তার পরম সম্মান॥" পরের বৎসরেও তাঁহারা প্রভুর নিকটে আবার গৃহস্থ বিষয়ীর কর্ত্তব্যের কথা জিজ্ঞাসা করায় প্রভু বলিয়াছিলেন—"বৈষ্ণবসেবা, নামসঙ্কীর্ত্তন। দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥" এবারও তাঁহারা বৈষ্ণবের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু বলিলেন—"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে। সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাহার চরণে॥" বর্ষান্তরে আরও একবার তাঁহারা ঐরূপ প্রশ্নই করিয়াছিলেন। প্রভু বলিলেন—"যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিবে তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥" এইরূপে প্রভু যথাক্রমে বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের লক্ষণ প্রকাশ করিলেন।

প্রভু সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বসুকে শ্রীজগন্নাথের একগাছি ছিড়া পট্টডোরী দিয়া আদেশ করিলেন—"এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান। প্রতিবর্ষ আনিবে ডোরী করিয়া নির্ম্মাণ॥" প্রভু নমুনারূপে ছিড়া পট্টডোরী দিয়া বলিয়াছিলেন—"ইহা দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি॥" তদবধি সত্যরাজ ও রামানন্দ প্রতিবর্ষে জগন্নাথের পট্টডোরী লইয়া যাইতেন। পাণ্ডুবিজয়ের সময়ে জগন্নাথের কটিতটে পট্টডোরী বাঁধিয়া সেবক দয়িতাগণ ডোরীর দুই পার্শ্বে ধরিয়া জগন্নাথকে পাণ্ডুবিজয় করাইয়া থাকেন।

শ্রীনিত্যানন্দশাখাতেও এক রামানন্দ বসুর নাম পাওয়া যায়। এক রামানন্দ বসুরই দুই শাখাতে গণনা কিনা বলা যায় না। শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে নাম-প্রেম প্রচারের জন্য মহাপ্রভু যাঁহাদের আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রামানন্দ বসুর নাম দৃষ্ট হয় না।

রামানন্দ রায়। দ্বাপর-লীলার পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন, ব্রজের অর্জ্জুনীয়া গোপী এবং ললিতা—এই তিন জনই রামানন্দ রায়ে অবস্থিত। রামানন্দ রায় যে ললিতা ছিলেন, একথা অনেকে স্বীকার করেন না। ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর মতে রামানন্দ রায় হইলেন ব্রজলীলার বিশাখা। রামানন্দ রায়ে যে সুবলের ভাবও আছে, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের

"সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায়। গৌরসুখদানেহেতু তৈছে রামরায় ॥৩.৬।৮॥" —এই পয়ার হইতে তাহা জানা যায়। রামানন্দ রায় উৎকলে ভবানন্দ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে আবির্ভূত। ইনি রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে রাজমহেন্দ্রীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। গোদাবরী-তীরে বিদ্যানগরে ছিল ইঁহার সদর কার্য্যস্থল। প্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণকালে বিদ্যানগরে প্রভুর সহিত রামানন্দের প্রথম মিলন হয় এবং তখনই প্রভু রামানন্দের মুখে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব, তদ্ব্যপদেশে রাধাপ্রেমের মহিমা প্রকাশিত করান এবং শেষকালে প্রভু তাঁহার নিকটে নিজের স্বরূপ—রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ—প্রকাশ করিয়া স্বীয় তত্ত্ব ব্যক্ত করেন। দক্ষিণ-ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথেও প্রভু বিদ্যানগরে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং তীর্থভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রভুর আদেশে রামানন্দ রায় রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া নীলাচলে প্রভুর নিকটে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং স্বরূপদামোদরের সঙ্গে গীত-শ্লোকাদি-দ্বারা প্রভুর কৃষ্ণবিয়োগ-ব্যথার সান্ত্বনা ও ভাবের পুষ্টি সাধন করিতেন। রামানন্দ রায় ছিলেন পরম ভাগবত, মহাপ্রেমিক, পরম পণ্ডিত, রসজ্ঞ ভক্ত। ইনি জগন্নাথবল্লভ-নামক একখানি কৃষ্ণলীলা-নাটক লিখিয়াছেন। দেবদাসীদিগকে নিজে অভিনয় শিক্ষা দিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাতে এই নাটকের অভিনয় করাইয়াছিলেন। ইনি ছিলেন প্রভুর অত্যন্ত মরমী পার্ষদ। প্রভুও ইঁহার নিকটে কৃষ্ণকথা শুনিতেন এবং প্রদ্যুম্নমিশ্র-আদিকেও ইঁহার মুখে কৃষ্ণকথা শুনাইতেন। স্বরূপদামোদরের সঙ্গে ইঁহার অত্যন্ত হৃদ্যতা ছিল। প্রভুর শেষ দ্বাদশ বৎসরের লীলায় এই দুই জনই ছিলেন প্রভুর নিত্য সঙ্গী। মূলগ্রন্থের বিষয়-সূচীতে "রামানন্দ রায়-প্রসঙ্গ" দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্মীদেবী (লক্ষ্মীপ্রিয়া)। মহাপ্রভুর প্রথমা সহধর্ম্মিণী। পিতা—বল্লভাচার্য্য, যিনি পূর্ব্বে ছিলেন মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক; কেহ কেহ বলেন—ইনি ছিলেন রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক। জানকী ও রুক্মিণী উভয়ে মিলিয়া লক্ষ্মীদেবী হইয়াছেন। প্রভু যখন পূর্ব্ববঙ্গ-ভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন নবদ্বীপে লক্ষ্মীদেবী প্রভুর বিরহ-সর্পের দংশনচ্ছলে অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হয়েন।

লোকনাথ গোস্বামী। যশোহর জেলার অন্তর্গত তালখড়িগ্রামে আবির্ভূত। পিতা—পদ্মনাভ; একমাত্র কনিষ্ঠ সহোদর—প্রগল্ভ। মহাপ্রভুর আদেশে লোকনাথ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া বাস করেন। ইঁহার একমাত্র শিষ্য শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর। ব্রজলীলায় লোকনাথ গোস্বামী ছিলেন লীলামঞ্জরী। লীলামঞ্জরীরই আর একটি নাম মঞ্জুনালি।

শঙ্কর পণ্ডিত। ব্রজলীলার ভদ্রাসখী, যাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীকৃষ্ণ ঘুমাইতেন। দামোদর-পণ্ডিতের কনিষ্ঠ-ভ্রাতারূপে আবির্ভূত। প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে গৌড়ীয়ভক্তদের সঙ্গে ইনি নীলাচলে আসেন। ইঁহাকে দেখিয়া প্রভু দামোদর পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন—"দামোদর, তোমার উপরে আমার সগৌরব-প্রীতি; কিন্তু শঙ্করের উপরে কেবল শুদ্ধ প্রেম। অতএব, শঙ্করকে আমার নিকটে রাখ।" শুনিয়া দামোদর বলিয়াছিলেন—"শঙ্কর বয়সে আমার ছোট; কিন্তু প্রভু, তোমার কৃপায় এখন আমার বড় ভাই হইল।" তদবধি শঙ্করপণ্ডিত নীলাচলেই থাকিতেন। কৃষ্ণবিরহ-জনিত আর্ত্তিবশতঃ গম্ভীরা হইতে বাহির হওয়ার চেষ্টায় পথ না পাইয়া দেওয়ালের ঘর্ষণে প্রভুর মুখে এবং মাথায় যখন ক্ষত হইয়াছিল, তখন স্বরূপ-দামোদরাদি পরামর্শ করিয়া শঙ্করকে প্রভুর সঙ্গে গম্ভীরার ভিতরে শোয়াইয়াছিলেন—প্রভুর রক্ষী হিসাবে। শঙ্কর প্রভুর পদতলে শয়ন করিতেন, প্রভু তাঁহার দেহের উপরে পাদপ্রসারণ করিতেন। এজন্য শঙ্করের একটী নাম হইয়াছিলেন—প্রভুর "পাদোপধান"। শঙ্কর প্রভুর পাদসংবাহন করিতেন; ঘুম পাইলে পদতলেই ঘুমাইয়া পড়িতেন; আবার কিন্তু শীঘ্রই জাগিয়া উঠিয়া পাদসংবাহন করিতেন। এইরূপে শঙ্করের রাত্রি কাটিত। যখন ঘুমাইতেন, শীতকালেও খালিগায়ে ঘুমাইতেন; প্রভু উঠিয়া নিজের কাঁথাখানি শঙ্করের গায়ে দিতেন। তাঁহার ভয়ে প্রভু গম্ভীরা হইতে বাহিরে যাইতে পারিতেন না, দেওয়ালে মুখাদিও ঘষিতে পারিতেন না।

শচীদেবী। পূর্ব্বের অদিতি, কৌশল্যা, দেবকী এবং যশোদা (১।১৭।২৮৫)—এই চারিজনের মিলিত-স্বরূপ। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যারূপে আবির্ভূতা। মহাপ্রভুর জননী। "আই"-নামেও খ্যাতা। ক্রমে ক্রমে ইঁহার

আটটী কন্যা আবির্ভূত হইয়া তিরোধান প্রাপ্ত হয়েন। পরে বিশ্বরূপের আবির্ভাব। বিশ্বরূপের পরে প্রভুর আবির্ভাব। অল্প বয়সেই বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সংসার ত্যাগ করেন। কিছুকাল পরে স্বামী জগন্নাথ মিশ্রও অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হয়েন। তখন প্রভুই ছিলেন তাঁহার একমাত্র সম্বল। শচীমাতা ছিলেন যেন মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা। প্রভুর বাল্যচাপল্যজনিত ব্যবহার সমস্তই অম্লানবদনে সহ্য করিতেন। গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে প্রভুর দেহে যখন কৃষ্ণপ্রেমের বিকার আবির্ভূত হইল, বাৎসল্যবশে শচীমাতা মনে করিলেন—নিমাইয়ের বায়ুরোগ হইয়াছে; তিনি প্রভুর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। জগতের জীবের শিক্ষার নিমিত্ত প্রভু একসময়ে শচীমাতাকে উপলক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণব-অপরাধের গুরুত্ব দেখাইয়াছিলেন। সন্ন্যাসের পরে প্রভু যখন শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, তখন শচীমাতা শান্তিপুরে যাইয়া প্রভুকে দর্শন করেন; কয়েক দিন থাকিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া প্রভুকে ভিক্ষা দিতেন। তাঁহার আদেশেই প্রভু নীলাচলে বাস করেন। প্রভু নীলাচল হইতে মায়ের জন্য জগন্নাথের মহাপ্রসাদ এবং প্রসাদী বস্ত্র পাঠাইতেন এবং লোকদ্বারাও মায়ের চরণে নিজের প্রণাম এবং সংবাদ জানাইতেন। বালগোপালের ভোগ লাগাইয়া শচীমাতা যখন প্রসাদ সম্মুখে রাখিয়া ভাবিতেন—"নিমাই যদি ঘরে থাকিত, এ-সকল ব্যঞ্জনাদি আহার করিয়া কত তুষ্ট হইত", আর কাঁদিতেন, তখন প্রত্যহ আবির্ভাবে প্রভু আসিয়া মায়ের সাক্ষাতেই ভোজন করিতেন; মা কোনও কোনও দিন তাহা দেখিতেন; কিন্তু দেখিলেও শুদ্ধ বাৎসল্যের আবেশে স্ফূর্ত্তি বলিয়া মনে করিতেন।

শিখি মাহিতী। নীলাচলবাসী। জগন্নাথের লিখন-অধিকারী। ইঁহারই ভগিনী মাধবী দাসী। ইনি প্রভুর একজন মরমীভক্ত। মহাভাগবত। প্রভু ইঁহাকেও শ্রীরাধার গণভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন—রাগলেখা।

শিবানন্দ সেন। ব্রজলীলার বীরা দূতী। বৈদ্যকুলে আবির্ভূত। শ্রীপাট—কুমারহট্টে (হালিসহরে)। ইঁহার তিন পুত্র—চৈতন্যদাস, রামদাস এবং পরমানন্দদাস (কবিকর্ণপূর)। শিবানন্দসেন ছিলেন প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ। প্রভুর আদেশে প্রতিবর্ষে ইনি গৌড়ীয়-ভক্তদের সঙ্গে করিয়া নীলাচলে লইয়া যাইতেন এবং পথে সকলের আহার-বাসস্থান-ঘাটীদানাদি সমাধান করিতেন। একবার তাঁহাদের নীলাচল-গমনের পথে একটী কুকুর আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইল। শিবানন্দ এই কুকুরটীকেও আহারাদি দিয়া সঙ্গে নিয়াছিলেন এবং অনেক বেশী পয়সা দিয়াও ইহাকে খেয়া পার করাইয়াছিলেন। একদিন অধিক রাত্রিতে ঘাটী হইতে বাসায় ফিরিয়া জানিলেন—সকলের আহারাদি হইয়া গিয়াছে; কিন্তু কুকুর ভাত পায় নাই। কুকুর বাসাতেও নাই। খোঁজ করাইয়াও কুকুরকে পাওয়া গেল না। শিবানন্দ সেই রাত্রিতে উপবাসী রহিলেন। নীলাচলে উপস্থিতির পর এক দিন প্রভুর চরণ দর্শন করিতে যাইয়া দেখেন—প্রভুর সাক্ষাতে সেই কুকুরটী বসিয়া আছে, প্রভুপ্রদত্ত প্রসাদী নারিকেল খাইতেছে, আর প্রভুর শিক্ষা অনুসারে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতেছে। শিবানন্দ কুকুরের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নিজের অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আর এক দিন শিবানন্দ ঘাটীতে আবদ্ধ; সঙ্গীদের বাসা ঠিক করিতে পারেন নাই। রাত্রিও একটু বেশী হইয়াছে। নিত্যানন্দপ্রভু যেন ক্ষুধায় অস্থির হইয়া বলিলেন—"ক্ষুধা পাইয়াছে। শিবা এখনও আসিল না। শিবার তিন পুত্র মরুক।" সেবার শিবানন্দ-পত্নীও গিয়াছিলেন। তিনি শ্রীনিত্যানন্দের এই কথা শুনিয়া অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শিবানন্দ আসিলে পত্নীর মুখে সমস্ত শুনিয়া বলিলেন—"কাঁদ কেন? শ্রীনিতাইর বালাই লইয়া আমার তিন পুত্র মরুক।" গেলেন তিনি শ্রীনিত্যানন্দের নিকটে; নিত্যানন্দ তাঁহাকে লাথি মারিলেন; শিবানন্দের পরম আনন্দ। বলিলেন—"এত দিনে জানিলাম, প্রভু, এই অধমকে ভৃত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ।"

উদার-চরিত বাসুদেব দত্ত কিছুই সঞ্চয় করিতেন না। মহাপ্রভু শিবানন্দকে বলিয়াছিলেন—"তুমি সরখেল হইয়া বাসুদেবের সমস্ত কার্য্যের, তাহার আয়ব্যয়ের সমাধান করিবে।"

একবার অম্বিকায় নকুলব্রহ্মচারীর দেহে প্রভুর আবেশ হইয়াছিল। শিবানন্দ সেন তাহা শুনিয়া অম্বিকায় গেলেন; কিন্তু ব্রহ্মচারীর সাক্ষাতে না গিয়া লুকাইয়া রহিলেন, আর ভাবিলেন—"যদি ব্রহ্মচারী আমার নাম ধরিয়া

ডাকিয়া নেওয়ান এবং আমার ইষ্টমন্ত্র বলিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলেই বুঝিব—বাস্তবিকই তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞ গৌরসুন্দরের আবেশ হইয়াছে।" ব্রহ্মচারী বাস্তবিকই তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকাইয়া নিয়াছিলেন এবং তাঁহার ইষ্টমন্ত্র বলিয়া দিয়াছিলেন। নৃসিংহানন্দের আহ্বানে শিবানন্দের গৃহে প্রভু একবার আবির্ভাবে ভোজন করিয়াছিলেন; শিবানন্দ অবশ্য প্রভুর দর্শন পায়েন নাই। পরের বৎসর প্রভু নিজেই এই ভোজনের কথা ব্যক্ত করিয়া শিবানন্দের সংশয় দূর করিয়াছিলেন।

নীলাচলে ইনি প্রভুকে মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা দিতেন; তাঁহার পুত্রদের নামেও প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতেন। গৌরলীলার অনেক বিবরণ ইঁহার নিকট হইতে জানিয়া কবিকর্ণপুর স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মূলগ্রন্থের বিষয়সূচীতে "শিবানন্দসেন-প্রসঙ্গ" দ্রষ্টব্য।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী। দ্বাপরের যজ্ঞপত্নী; কোনও কোনও মতে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ। নবদ্বীপে আবির্ভূত। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া ভিক্ষা করিতেন; সমস্ত দিনে যাহা পাইতেন, সন্ধ্যাগমে তাহা রান্না করিয়া শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইতেন। সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমে ডগমগ। গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে ইঁহারই গৃহে ভক্তগণের নিকটে প্রভু কৃষ্ণবিরহ-জনিত আর্ত্তিতে বিহ্বলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। একদিন ঝুলি কাঁধে করিয়া শুক্লাম্বর প্রভুর সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেখিয়া প্রভু হাসিলেন। তাঁহার ঝুলি হইতে নিজ হাতে ভিক্ষার চাউল লইয়া খাইতে লাগিলেন। একদিন প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—"ঘরে গিয়া রান্না করিয়া কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর। মধ্যাহ্নে আমি গিয়া খাইব।" শুক্লাম্বর ফাঁপরে পড়িলেন। ভক্তদের পরামর্শে তণ্ডুল ও গর্ভথোড় "আলগোছে" রান্না করিলেন। প্রভু গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া কৃষ্ণে নিবেদন করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ছিলেন প্রভুর কীর্ত্তনসঙ্গী। ইনি প্রভুর দর্শনের জন্য নীলাচলেও যাইতেন।

শ্রীকান্তসেন। ব্রজের কাত্যায়নী। বৈদ্যকুলে আবির্ভূত। শিবানন্দসেনের ভাগিনেয়। নিত্যানন্দপ্রভু শিবানন্দসেনকে গালি, শাপ দিয়াছিলেন বলিয়া এবং লাথি মারিয়াছিলেন বলিয়া ইনি মনে দুঃখ পাইয়া প্রভুর নিকটে নালিশ করার জন্য সকলকে ছাড়িয়া আগেই প্রভুর নিকটে আসিলেন। আসিয়া "পেটাঙ্গী-গায়ে"ই প্রভুকে দণ্ডবৎ করায় গোবিন্দ বলিয়াছিলেন—"শ্রীকান্ত পেটাঙ্গী উতার।" সর্ব্বজ্ঞ প্রভু সমস্ত পূর্ব্বেই জানিয়াছেন; তাই বলিলেন—"গোবিন্দ, ওকে কিছু বলিওনা; ও মনে দুঃখ পাইয়া আসিয়াছে।" শ্রীকান্ত বুঝিলেন—প্রভু সমস্তই জানিয়াছেন। তাই শ্রীকান্ত কিছু বলিলেন না। আর একবার রথযাত্রার কয়েকমাস পূর্ব্বেই ইনি একাকী প্রভুর দর্শনে নীলাচলে আসিয়াছিলেন। প্রভুর বিশেষ কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। যাওয়ার সময় প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—"গৌড়ীয় ভক্তদের বলিও, এবার যেন রথযাত্রা উপলক্ষ্যে কেহ নীলাচলে না আসেন। আমিই গৌড়ে যাইব। তোমার মামা শিবানন্দের গৃহেও যাইব। জগদানন্দ গৌড়ে আছেন, রান্না করিয়া আমাকে ভিক্ষা দিবেন।" অদ্বৈতাচার্য্যাদি নীলাচলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন; এমন সময় শ্রীকান্ত আসিয়া প্রভুর কথিত সংবাদ জানাইলেন। কেহ আর সেইবার নীলাচলে গেলেন না। প্রভুও আসেন নাই; তবে আবির্ভাবে শিবানন্দের গৃহে ভোজন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী। ব্রজের বিলাস-মঞ্জরী। ভরদ্বাজগোত্রীয় যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত। পিতা—শ্রীশ্রীরূপসনাতনের অনুজ অনুপম মল্লিক—শ্রীবল্লভ। **বংশপরিচয়**—শ্রীসর্ব্বজ্ঞ নামে কর্ণাটের একজন প্রবলপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন; তিনি ছিলেন ভরদ্বাজগোত্রীয় যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ; চারিবেদেই তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল; চারিবেদের অধ্যাপনাতেই তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কর্ণাটদেশীয় জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণসমাজে, তিনি বিশেষ পূজা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন বলিয়া তিনি "জগদ্গুরু"-নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্গুরুর পুত্র অনিরুদ্ধ; ইনিও বেদজ্ঞ ছিলেন। শ্রীঅনিরুদ্ধের দুই পুত্র—রূপেশ্বর ও হরিহর। জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর বহুশাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন; কনিষ্ঠ হরিহর শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। দুই পুত্রকে রাজত্ব ভাগ করিয়া দিয়া

অনিরুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণধাম প্রাপ্ত হয়েন। কিছু দিন পরে অনুজ হরিহর জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বরকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া স্বয়ং সমগ্র রাজ্য অধিকার করেন। রূপেশ্বর নিরুপায় হইয়া আটটী অশ্ব এবং পত্নীকে লইয়া পৌরস্ত্য দেশে পলায়ন করেন এবং পৌরস্ত্যের রাজা শিখরেশ্বরের সখ্য লাভ করিয়া সেইস্থানেই বাস করিতে থাকেন। এই স্থানে তাঁহার এক পুত্র জন্মে, নাম পদ্মনাভ। পদ্মনাভ সাঙ্গ যজুর্ব্বেদে, সমস্ত উপনিষদে এবং রসশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। শেষ বয়সে গঙ্গাবাস করিবার উদ্দেশ্যে, শিখরেশ্বরের রাজ্য ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতট-নিকট-বর্ত্তী নবহট্ট (কালনার নিকটবর্ত্তী নৈহাটী) গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। এইস্থানে তিনি রাজা দনুজমর্দ্দনের সৌহার্দ্দ লাভ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে থাকেন। এই স্থানেও তিনি আড়ম্বরের সহিত জগন্নাথের সেবা করিতেন। পদ্মনাভের আঠারটী কন্যা ও পাঁচটী পুত্র। পাঁচপুত্রের মধ্যে পুরুষোত্তম ছিলেন সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ; তাঁহার পরে জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ। মুকুন্দের পুত্র কুমারদেব। কুমারদেব ছিলেন অত্যন্ত শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যাদিতেই তিনি সর্ব্বদা নিষ্ঠার সহিত ব্যাপৃত থাকিতেন। আচারহীন ব্যক্তির স্পর্শভয়ে ইনি প্রায় নির্জ্জনেই থাকিতেন। অহিন্দুর স্পর্শ হইলে প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া ইনি জলবিন্দু গ্রহণ করিতেন না। কোনও কারণে কুমারদেব নৈহাটী হইতে বাকলা চন্দ্রদ্বীপে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। যশোহরের অন্তর্গত ফতেয়াবাদেও তাঁহার এক বাড়ী ছিল। কুমারদেবের অনেক সন্তান ছিলেন; তন্মধ্যে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ এবং শ্রীঅনুপম—এই তিন জনই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে কুমারদেবের এক কন্যার কথাও জানা যায়; তাঁহার স্বামীর নাম ছিল শ্রীকান্ত; গৌড়েশ্বরের অশ্ব খরিদের জন্য শ্রীকান্ত হাজিপুরে থাকিতেন। কেহ কেহ বলেন—শ্রীসনাতনের পিতৃদত্ত নাম ছিল অমর, শ্রীরূপের পিতৃদত্ত নাম ছিল সন্তোষ এবং শ্রীঅনুপমের পিতৃদত্ত নাম ছিল বল্লভ। ইঁহারা তিন জনেই গৌড়েশ্বরের অধীনে রাজকার্য্য করিতেন। তাঁহাদের গৌড়েশ্বর-প্রদত্ত পদানুযায়ী নাম ছিল যথাক্রমে সাকর মল্লিক, দবীরখাস এবং অনুপম মল্লিক। রামকেলিতে যখন প্রভুর সহিত সাকর-মল্লিক ও দবীরখাসের সাক্ষাৎ হয়, তখন প্রভু তাঁহাদের নাম রাখিয়াছিলেন সনাতন ও রূপ।

উল্লিখিত বংশবিবরণী হইতে জানা যায়—কর্ণাটরাজ সর্ব্বজ্ঞের পুত্র অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধের পুত্র রূপেশ্বর, রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ; পদ্মনাভের পুত্র মুকুন্দ, মুকুন্দের পুত্র কুমারদেব; কুমারদেবের কনিষ্ঠ পুত্র অনুপম এবং অনুপমের পুত্র শ্রীজীব। এইরূপে দেখা গেল—শ্রীজীবের ঊর্দ্ধতন অষ্টম, সপ্তম এবং ষষ্ঠ পুরুষ ছিলেন কর্ণাটের রাজা। (শ্রীমদ্ভাগবতের লঘুতোষণী-টীকার উপসংহারে শ্রীজীবগোস্বামিলিখিত বিবরণ হইতেই উল্লিখিত বংশবিবরণী গৃহীত হইয়াছে)।

ভক্তিরত্নাকর বলেন—মহাপ্রভু যখন রামকেলিতে গিয়াছিলেন (১৪৩৬ শকে), তখন "শ্রীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রভুরে দেখিল। অতি প্রাচীনের মুখে একথা শুনিল॥" প্রভুর সহিত মিলনের পরে শ্রীরূপ যখন অস্থাবর ধনসম্পত্তি লইয়া নৌকাযোগে পিতৃগৃহে গমন করেন, তখন অনুপম এবং শ্রীজীবও সেই সঙ্গে বাকলা চন্দ্রদ্বীপে আসেন। মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-গমনের সংবাদ পাইয়া শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম যখন বৃন্দাবন যাত্রা করেন, তখন শ্রীজীব চন্দ্রদ্বীপেই থাকেন, ইহা ১৪৩৭ শকের কথা। শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম নীলাচলে প্রভুর দর্শনের উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিয়া গৌড়ে আসিলে অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হয় (সম্ভবতঃ ১৪৩৮ শকের প্রথমে, রথযাত্রার পূর্ব্বে)। ইহারও কয়েক বৎসর পরে চন্দ্রদ্বীপে একদিন রাত্রিতে শ্রীজীব প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে এবং পরে এই কৃষ্ণ-বলরামকেই গৌর-নিত্যানন্দরূপে স্বপ্নে দর্শন করিয়া অধীর হইয়া পড়েন। ইহার পরে তিনি অধ্যয়নের ছলে চন্দ্রদ্বীপ হইতে ফতেয়াবাদ হইয়া নবদ্বীপে আসেন এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দের আদেশে বৃন্দাবন গমন করেন। বৃন্দাবনের পথে কাশীতে কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীপাদ মধুসূদন বাচস্পতির নিকটে ন্যায়-বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। (৩।৪।২২৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীপাদ জীব বৃন্দাবনে স্বীয় পিতৃব্য শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের চরণ আশ্রয় করেন এবং তাঁহাদের নিকটে ভক্তিশাস্ত্রাদিও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, ভক্তি এবং সৌন্দর্য্যে শ্রীজীব সকলেরই শ্রদ্ধা ও আদরের পাত্র হইয়াছিলেন। শ্রীরূপ-সনাতনের তিরোভাবের

পরে শ্রীজীবই ছিলেন সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্ব্বজনবরেণ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য। ইনি কবিরাজ গোস্বামীর একতম শিক্ষাগুরু ছিলেন। গৌড়দেশ হইতে আগত শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম দাসঠাকুর এবং শ্যামানন্দ ঠাকুরও ইঁহার নিকটে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শ্রীজীব শ্রীনিবাস আচার্য্যাদির সঙ্গে গোস্বামিগ্রন্থ-সমুদয় বঙ্গদেশ পাঠান। শ্রীনিবাস আচার্য্য দেশে ফিরিয়া আসিলে শ্রীজীব তাঁহার নিকটে পত্রাদি লিখিতেন, কয়েকখানি পত্র ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীজীব গোস্বামী অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কয়েকখানি গ্রন্থের নাম এস্থলে লিখিত হইতেছে ;—হরিনামামৃত ব্যাকরণ, সূত্রমালিকা, ধাতুসংগ্রহ, কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা, গোপালবিরুদাবলী, রসামৃতশেষ, শ্রীমাধবমহোৎসব, শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম, গোপালচম্পূ (পূর্ব্বচম্পূ ও উত্তরচম্পূ), গোপালতাপনী-টীকা, ব্রহ্মসংহিতা-টীকা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-টীকা, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-টীকা, যোগসার-স্তব-টীকা, অগ্নিপুরাণস্থ-গায়ত্রী বিবৃতি, পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন, শ্রীরাধিকা-কর-চরণ চিহ্ন, শ্রীমদ্‌ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভ-টীকা, ভাগবত-সন্দর্ভ (বা ষট্‌সন্দর্ভ—তত্ত্বসন্দর্ভ, পরমাত্ম-সন্দর্ভ, ভগবৎ-সন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ ও প্রীতিসন্দর্ভ), সর্ব্বসম্বাদিনী (ষট্‌সন্দর্ভের পরিপূরক পরিশিষ্ট), ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করার নিমিত্ত বৃন্দাবনবাসী যে সকল ভক্ত-বৈষ্ণব কবিরাজগোস্বামীকে আদেশ করিয়াছিলেন, কবিরাজগোস্বামী তাঁহাদের নাম স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন ; ইঁহাদের মধ্যে শ্রীজীবের নাম দৃষ্ট হয় না। এই গ্রন্থ প্রণয়নের আরম্ভে তিনি তাঁহার একতম শিক্ষাগুরু শ্রীজীবের আদেশ ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন বলিয়াও শ্রীগ্রন্থের কোন স্থল হইতে জানা যায় যায়না। সুতরাং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখনারম্ভের সময়ে শ্রীজীবগোস্বামী প্রকট ছিলেন কিনা, তাহা নিশ্চিতরূপ জানা যায় না। শ্রীনিবাস আচার্য্যের সঙ্গে শ্রীজীব যে সময়ে গোস্বামিগ্রন্থ গৌড়ে পাঠাইয়াছিলেন, তাহারও কয়েক বৎসর পরেই যে শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের লিখন আরম্ভ হয়, ভূমিকায় "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তিকাল"-শীর্ষক প্রবন্ধে তাহা দেখান হইয়াছে।

শ্রীধর (শ্রীধর পণ্ডিত, খোলাবেচা শ্রীধর)। ব্রজের কুসুমাসব সখা বা মধুমঙ্গল। দ্বাদশগোপালের একতম। ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। নবদ্বীপবাসী। ব্যবহারিক ভাবে নিতান্ত দরিদ্র ; ভক্তিধনে মহাধনী। থোড়, মোচা, কলা, কলার পাতা এবং কলার খোলা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। প্রতিদিন যাহা উপার্জ্জন হইত, তাহার অর্দ্ধেক গঙ্গাপূজায় দিতেন, আর অর্দ্ধেক নিজের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ব্যয় করিতেন। তিনি "খোলা বেচা শ্রীধর" নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন "এক কথার লোক"। যে দ্রব্যের মূল্য যাহা বলিয়া দিতেন, তাহার কমে কাহাকেও কোন জিনিস দিতেন না। নিমাই পণ্ডিত ইহা লইয়া তাঁহার সহিত কোন্দল করিতেন ; তিনি শ্রীধরকে অর্দ্ধেক মূল্য দিতেন। তারপর লাগিয়া যাইত জিনিস লইয়া কাড়াকাড়ি। শ্রীধর শেষে বলিলেন—"ঠাকুর, যাহা বলিয়াছি, সেই মূল্যই তোমাকে দিতে হইবে। আমি বরং তোমাকে প্রত্যহ একখণ্ড থোড় এবং একটা খোলার ডোঙ্গা বিনামূলে অতিরিক্ত দিব। কিন্তু আমার সঙ্গে কোন্দল করিওনা।" তখন নিমাই পণ্ডিত বলিলেন—"বেশ, এই তো ভালকথা। তবে আর বিবাদ কি ?"

নগরকীর্ত্তনে বাহির হইয়া প্রভু শ্রীধরের গৃহে গিয়াছেন। ভাঙ্গা ঘর ; চালে ছানিও নাই। বাহিরে একটা ভাঙ্গা লোহার জলপাত্র পড়িয়া আছে। প্রভু তাহা লইয়াই জল পান করিলেন ; বলিলেন—"আজ আমার দেহ শুদ্ধ হইল ; শ্রীধরের জলপানে বিষ্ণুভক্তি হইবে।"

মহাপ্রকাশের সময় প্রভু শ্রীধরকে ডাকিবার আদেশ করিলেন। কয়েকজন ভক্ত ছুটিলেন। অর্দ্ধপথে গিয়া শুনিলেন শ্রীধরকর্ত্তৃক উচ্চস্বরে কীর্ত্তিত কৃষ্ণনাম। শব্দ লক্ষ্য করিয়া ভক্তগণ শ্রীধরের গৃহে যাইয়া প্রভুর আদেশের কথা বলিলেন ; শুনিয়াই শ্রীধর প্রেমে মূর্চ্ছিত। ভক্তগণ ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে প্রভুর নিকটে লইয়া আসিলেন। "আইস, আইস" বলিয়া প্রভু ডাকিতে লাগিলেন ; আর বলিলেন—"শ্রীধর, তুমি আমার বিস্তর আরাধনা করিয়াছ ; আমার প্রেমে বহু জন্ম অতিবাহিত করিয়াছ, এজন্মেও আমার বহু সেবা করিয়াছ ; তোমার দেওয়া খোলাতে আমি

নিত্য আহার করি।" তারপর প্রভু বলিলেন—"শ্রীধর, আমার রূপ দেখ।" শ্রীধর দেখিলেন—শ্যামসুন্দর বংশী-বদন, দক্ষিণে বলরাম; কমলা হাতে তাম্বূল দিতেছেন; অনন্তদেব মস্তকে ফণাছত্র ধারণ করিয়াছেন; চতুর্ম্মুখ, পঞ্চমুখ, নারদ-শুক-সনকাদি স্তুতি করিতেছেন; পরমাসুন্দরী কিশোরীগণ চতুর্দ্দিকে যোড়হস্তে স্তব করিতেছেন। দেখিয়া শ্রীধর বিস্মিত হইয়া অচেতনপ্রায় মাটীতে পড়িয়া গেলেন। প্রভু বলিলেন—"উঠ উঠ শ্রীধর। আমার স্তব কর।" শ্রীধর উঠিয়া প্রভুরই কৃপায় স্তব করিলেন। প্রভু বলিলেন—"শ্রীধর বর চাও। তোমাকে আজ অষ্টসিদ্ধি দিব।" শ্রীধর বলিলেন—"প্রভু, আরো ভাঁড়াইবা? থাকহ নিশ্চিন্তে তুমি, আর না পারিবা।" প্রভু বলিলেন—"শ্রীধর, তোমাকে এক মহারাজ্যের রাজা করিব।" শ্রীধর বলিলেন—"মুঞি কিছুই না চাঙ। হেন কর প্রভু যেন তোর নাম গাঙ॥" প্রভু বলিলেন—"না শ্রীধর, তোমাকে বর চাহিতে হইবে; আমার দর্শন ব্যর্থ হইতে পারেনা।" তখন শ্রীধর বলিলেন—প্রভু, যদি নিতান্তই না ছাড়িবে, তবে "প্রভু, দেহ এই বর॥ যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলাপাত। সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ॥ যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল। মোর প্রভু হউক তাঁর চরণ যুগল॥" বলিতে বলিতে শ্রীধর উর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন—"শ্রীধর, আমার তুমি দাস। এতেকে দেখিলে তুমি আমার প্রকাশ॥ এতেকে তোমার মতিভেদ না হইল। বেদগোপ্য ভক্তিযোগ তোরে আমি দিল॥" ভাগ্যবান্ শ্রীধর কৃতার্থ হইলেন।

নবদ্বীপলীলায় শ্রীধর প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনেও যোগ দিতেন। প্রভুর দর্শনের জন্য তিনি নীলাচলেও যাইতেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত। পূর্ব্বের নারদ। শ্রীহট্টে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। পরে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে কুমারহট্টে আসিয়া বাস করেন। ইঁহারা ছিলেন চারি সহোদর—শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। "চৈতন্যের অবশেষপাত্র"-নারায়ণীদেবী ছিলেন শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী। শ্রীবাসের গৃহিণী ছিলেন মালিনী দেবী—ব্রজের স্তন্যদাত্রী ধাত্রী অম্বিকা। প্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীবাসাদি শ্রীঅদ্বৈতের সভায় কৃষ্ণকথা শুনিতেন। রাত্রিতে নিজগৃহে চারিভাই মিলিয়া উচ্চস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন। তাহা শুনিয়া পাষণ্ডীগণের গাত্রদাহ হইত; কীর্ত্তনের গোলমালে তাহাদের নাকি নিদ্রাভঙ্গ হইত। শ্রীবাসের ঘর ভাঙ্গিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিতে এবং শ্রীবাসকে নবদ্বীপ হইতে তাড়াইয়া দিতেও পাষণ্ডীগণ সঙ্কল্প করিত। জীবের বহির্ম্মুখতা দেখিয়া তৎকালীন অন্যান্য বৈষ্ণবের ন্যায় শ্রীবাসেরও হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইত।

প্রভুর আবির্ভাবের পরে, প্রভুর অপরূপ সৌন্দর্য্য এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া শ্রীবাসাদি ভাবিতেন—"নিমাই পণ্ডিত যদি বৈষ্ণব হইত, কত সুখের বিষয় হইত"। একদিন পড়ুয়াদের সঙ্গে প্রভু আসিতেছেন, পথে শ্রীবাসের সঙ্গে দেখা। প্রভু শ্রীবাসকে নমস্কার করিলেন; শ্রীবাস "চিরজীবী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। শ্রীবাস হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"কতি চলিয়াছ উদ্ধতের চূড়ামণি? কৃষ্ণ না ভজিয়া কাল কি কার্য্যে গোঙাও। রাত্রিদিন নিরবধি কেনে বা পড়াও॥ পড়ে কেনে লোক?—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে। সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে॥ এতেকে সর্ব্বদা ব্যর্থ না গোঙাও কাল। পড়িলাত' এবে কৃষ্ণ ভজহ সকাল॥" প্রভুও হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"শুনহ পণ্ডিত। তোমার কৃপায় সেহো হইবে নিশ্চিত॥"

গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে প্রভুর মধ্যে প্রেমবিকার দর্শন করিয়া শচীমাতা মনে করিয়াছিলেন—নিমাইর বায়ুব্যাধি জন্মিয়াছে। সে সময় শ্রীবাস একদিন প্রভুকে দেখিতে গেলেন; "দেখিয়া শ্রীনিবাস মনে গণে। মহাভক্তি-যোগ, বায়ু বলে কোন্ জনে॥" প্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বুঝ পণ্ডিত? আমার কি সত্যই বায়ুরোগ হইয়াছে?" শ্রীবাস হাসিয়া বলিলেন—"ভাল বাই। তোমার যেমত বাই, তাহা আমি চাই॥ মহাভক্তিযোগ দেখি তোমার শরীরে। শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে॥" শুনিয়া প্রভু শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"তুমিও যদি বলিতে যে আমার বায়ুরোগ হইয়াছে, আমি আজ গঙ্গায় প্রবেশ করিতাম।" শ্রীবাস বলিলেন—"যে তোমার ভক্তিযোগ। ব্রহ্মা-শিব-নারদাদি বাঞ্ছয়ে এ-ভোগ॥ সবে মিলি এক ঠাঁই করিব কীর্ত্তন। যে-তে কেনে না বলুক পাষণ্ডী পাপীগণ॥"

সন্ন্যাসের পূর্ব্বপর্য্যন্ত একবৎসর কাল প্রভু অন্তরঙ্গ ভক্তদের লইয়া দ্বারে কপাট দিয়া শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীবাস-অঙ্গনেই প্রভু অনেক অনেক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীবাসের বস্ত্র সেলাই করিত এক যবন দরজী; তাহাকেও প্রভু প্রেম দান করিয়াছেন। শ্রীবাসের দাসদাসী সকলেই প্রভুর কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবীর প্রতি প্রভুর কৃপার কথা তো সর্ব্বজন-বিদিত।

একদিন শ্রীবাসপণ্ডিত ঠাকুরঘরে ধ্যানমগ্ন। এমন সময় ভাবাবেশে প্রভু আসিয়া ঘরের দুয়ারে পুনঃপুনঃ লাথি মারিয়া হুঙ্কার দিয়া বলিলেন—"কাহারে পূজিস্, করিস্ কার ধ্যান। যাঁহারে পূজিস্, তাঁরে দেখ্ বিদ্যমান॥" শ্রীবাসের ধ্যানভঙ্গ হইল; দেখিলেন—প্রভু বীরাসনে বসিয়া আছেন, শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে। শ্রীবাস স্তবস্তুতি করিলেন। সপরিজনে প্রভুর পূজা করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

সাতপ্রহরীয়া ভাবের লীলায় শ্রীবাসের গৃহেই ভক্তবৃন্দ প্রভুর অভিষেক করিয়াছিলেন। সেই সময়ে শ্রীবাসের দাসদাসীগণও অভিষেকের জন্য জল আনিয়াছিলেন। শ্রীবাসের এক দাসী ছিল—নাম দুঃখী; তাহার ভক্তিযোগ দেখিয়া প্রভু তাহার নাম রাখিয়াছিলেন "সুখী।"

শ্রীবাসপণ্ডিত সপরিজনে প্রভুর দর্শনের জন্য প্রতি বৎসরেই নীলাচলে যাইতেন এবং স্বগৃহে প্রভুকে ভিক্ষা করাইতেন। নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিবার সময়ে প্রভু শ্রীবাসের কুমারহট্টের গৃহেও পদার্পণ করিয়াছিলেন।

মূলগ্রন্থের বিষয়-সূচীতে "শ্রীবাসপণ্ডিত-প্রসঙ্গ" দ্রষ্টব্য।

শ্রীরূপগোস্বামী। ব্রজলীলার শ্রীরূপমঞ্জরী। ভরদ্বাজ-গোত্রীয় যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত। পিতা—কুমারদেব। ("শ্রীজীবগোস্বামী"-পরিচয়ে বংশ-পরিচয় দ্রষ্টব্য)। গৌড়েশ্বর হুসেনসাহের অধীনে চাকুরী করিতেন। গৌড়েশ্বরদত্ত নাম ছিল দবীরখাস। রামকেলিতে প্রভুর সহিত প্রথম মিলন। তাহার পরে শ্রীচৈতন্য-চরণ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করেন; পরে অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া নৌকাযোগে কনিষ্ঠ সহোদর অনুপমের সঙ্গে পৈতৃক বাড়ী বাকলাচন্দ্রদ্বীপে গমন করেন। নীলাচল হইতে প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের সংবাদ পাইয়া প্রভুর সহিত মিলনের উদ্দেশ্যে অনুপমের সহিত গৃহত্যাগ করেন। প্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে প্রয়াগে প্রভুর সহিত মিলিত হয়েন এবং প্রভুর সঙ্গে আড়ৈল গ্রামে বল্লভভট্টের গৃহেও গিয়াছিলেন। প্রয়াগে প্রভু তাঁহাকে দশ দিন পর্য্যন্ত নানা বিষয়ক তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া ভক্তিগ্রন্থ-প্রণয়নের উদ্দেশ্যে তাঁহাতে শক্তি-সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনে যাইয়া লুপ্ততীর্থাদির উদ্ধার করিতে আদেশ করেন। শ্রীরূপ তদনুসারে বৃন্দাবনে গমন করেন এবং সুবুদ্ধিরায়ের সঙ্গে বনভ্রমণ করেন। মাসেক বৃন্দাবনে থাকিয়া নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে মিলনের আশায় অনুপমের সহিত বৃন্দাবন ত্যাগ করেন; গৌড়ে আসিলে অনুপমের গঙ্গালাভ হয়। শ্রীরূপ রথযাত্রার পূর্ব্বেই নীলাচলে যাইয়া হরিদাস ঠাকুরের বাসায় অবস্থান করেন। সে স্থানেই প্রভুর সহিত মিলন হয়। বৃন্দাবনে থাকিতেই কৃষ্ণলীলা-নাটক-রচনার সঙ্কল্প করিয়া কিছু কিছু লিখিয়া কড়চাকারে রক্ষা করিতেছিলেন। ব্রজলীলা ও পুরলীলা একসঙ্গে লেখারই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। পথিমধ্যে সত্যভামাদেবীর স্বপ্নাদেশে এবং নীলাচলে প্রভুর সাক্ষাৎ আদেশে দুইভাগে দুই লীলা লিখিতে আরম্ভ করেন। নীলাচলে থাকিতে দুই নাটকের (ব্রজলীলা-নাটক বিদগ্ধমাধব এবং পুরলীলা-নাটক বিদগ্ধ মাধবের) যাহা কিছু লিখিত হইয়াছিল, স্বরূপদামোদর ও রায়রামানন্দের সঙ্গে প্রভু তাহা আস্বাদন করেন। শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত এবং বর্ণনার সারস্য দেখিয়া রায়রামানন্দ ও স্বরূপদামোদর তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। রসশাস্ত্র প্রকটনের উদ্দেশ্যে প্রভু তাঁহাতে পুনরায় শক্তিসঞ্চার করেন এবং স্বীয়-পার্ষদ ভক্তগণের নিকটেও শ্রীরূপকে কৃপা করার জন্য প্রভু অনুরোধ করেন। কয়েকমাস নীলাচলে বাস করিয়া শ্রীরূপ গৌড়দেশ হইয়া আবার বৃন্দাবনে আসিয়া প্রভুর আদেশ অনুযায়ী কাজ করিতে থাকেন। প্রভুর শিক্ষার আদর্শে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া শ্রীরূপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সাধন-ভজনের রীতি প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার রচিত সকল গ্রন্থ এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে কিনা বলা যায় না। যে কয়খানা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল-নীলমণি, লঘুভাগবতামৃত, বিদগ্ধমাধব, ললিত-

মাধব, দানকেলিকৌমুদী, স্তবমালা, শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা, মথুরামাহাত্ম্য, উদ্ধবসন্দেশ, হংসদূত, শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথিবিধি, পদ্যাবলী, আখ্যাতচন্দ্রিকা, নাটকচন্দ্রিকাদি সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীর একতম শিক্ষাগুরু ছিলেন। দাসগোস্বামী নীলাচল হইতে বৃন্দাবনে গেলে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন তাঁহাকে নিজেদের তৃতীয় ভাই রূপে সেস্থানে রাখিয়াছিলেন। মূলগ্রন্থের বিষয়সূচীতে "রূপগোস্বামি-প্রসঙ্গ" দ্রষ্টব্য।

শ্রীসনাতনগোস্বামী। ব্রজলীলার রতিমঞ্জরী, নামভেদে লবঙ্গমঞ্জরী। ভরদ্বাজ-গোত্রীয় যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ-বংশে আবির্ভূত। পিতা—কুমার দেব। গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। গৌড়েশ্বরদত্ত নাম সাকর মল্লিক। ("শ্রীজীবগোস্বামী"-পরিচয়ে বংশ-বিবরণ দ্রষ্টব্য)। রামকেলিতে প্রভুর সহিত প্রথম মিলন হয়। তাহার পরে সহোদর শ্রীরূপের সহিত বিষয়ত্যাগের উপায় চিন্তা করেন এবং শ্রীচৈতন্যচরণ-প্রাপ্তির আশায় কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করেন। শ্রীরূপ দেশে চলিয়া গেলেন; শ্রীসনাতন রাজকার্য্যে না গিয়া অসুস্থতার ভান করিয়া গৃহে থাকিয়া পণ্ডিতবর্গের সহিত শ্রীমদ্‌ভাগবত আলোচনা করিতে থাকেন। রাজা বৈদ্য পাঠাইলেন; রাজবৈদ্য সনাতনকে দেখিয়া রাজার নিকটে জানাইলেন,—সনাতনের কোনও অসুখ নাই। তখন গৌড়েশ্বর হুসেন সাহ নিজেই একদিন সনাতনের গৃহে আসিয়া তাঁহাকে কার্য্যে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন। সনাতন অস্বীকার করায় ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা তাঁহাকে বন্দী করিলেন। তখন উড়িষ্যার সঙ্গে হুসেন সাহের যুদ্ধ চলিতেছিল। যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বেও হুসেন সাহ আর একবার সনাতনের নিকটে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সনাতনকে বলিলেন। সনাতন সম্মত না হওয়ায় রাজা তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া যুদ্ধে গেলেন। শ্রীরূপ বৃন্দাবন-গমনের সময় সনাতনের নিকটে এক পত্রে জানাইয়া গিয়াছিলেন—গৌড়ে মুদীর ঘরে দশ হাজার টাকা গচ্ছিত আছে; সেই টাকার সাহায্যে কারাগার হইতে বাহির হইয়া সনাতন যেন বৃন্দাবন-যাত্রা করেন। সনাতন কারারক্ষীকে উৎকোচ দিয়া কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া বৃন্দাবনযাত্রা করিলেন। পলাতক রাজবন্দী বলিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে গড়িদ্বার-পথে না গিয়া সনাতন অন্যপথে গেলেন এবং এক ভৌমিকের সাহায্যে বিপদসঙ্কুল পাতড়া-পর্ব্বত পার হইয়া কাশীর দিকে রওয়ানা হইলেন। পথে হাজিপুরে তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকান্তের সহিত সাক্ষাৎ হয়; শ্রীকান্ত অনেক চেষ্টা করিয়া একখানি ভোটকম্বল গ্রহণ করিবার জন্য সনাতনকে সম্মত করাইলেন। কাশীতে আসিয়া তিনি শুনিলেন—প্রভু বৃন্দাবন হইতে কাশীতে আসিয়াছেন। চন্দ্রশেখর বৈদ্যের গৃহে প্রভুর সহিত মিলন হইল। সনাতনের সঙ্গে ছিল একখানি মাত্র পরিধেয় বস্ত্র। স্নানের পরে চন্দ্রশেখর তাঁহাকে একখানা নূতন বস্ত্র দিলেন, সনাতন তাহা গ্রহণ করিলেন না। প্রভুর সঙ্গে তপনমিশ্রের গৃহে আহার করিতে গেলে মিশ্র তাঁহাকে একখানা নূতন বস্ত্র দিলেন; তিনি গ্রহণ না করিয়া একখানা পুরাতন বস্ত্র চাহিলেন। মিশ্র তাহা দিলেন; সনাতন তাহা ছিঁড়িয়া কৌপীন ও বহির্ব্বাস করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন—প্রভু তাঁহার ভোটকম্বল পছন্দ করিতেছেন না। স্নানের ঘাটে যাইয়া এক গৌড়িয়াকে নিজের ভোট দিয়া তাঁহার একখানা ছেঁড়া কাঁথা লইয়া আসিলেন; তাঁহার ত্যাগ দেখিয়া প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন। প্রভু দুইমাস পর্য্যন্ত সনাতনকে শিক্ষা দিলেন এবং বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, বৃন্দাবনে সেবা-প্রচারাদি করার এবং বৈষ্ণবস্মৃতি-প্রণয়নের জন্য আদেশ করিয়া তাঁহাতে শক্তি-সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। সনাতন বৃন্দাবনে গেলেন; সেস্থানে সুবুদ্ধিরায়ের সঙ্গে মিলন হইল। শ্রীরূপের বৃন্দাবন-ত্যাগের পরে শ্রীসনাতন বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দুই জন দুই পথে চলিতেছিলেন; তাই তাঁহাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই। বৃন্দাবনে কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া ঝারিখণ্ডের পথে সনাতন নীলাচলে আসেন। ঝারিখণ্ডের জলবায়ুর দোষে সনাতনের দেহে কণ্ডু দেখা দিল; কণ্ডু হইতে রস ক্ষরিত হইতেছিল। সনাতনের নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন—নীলাচলে যাইয়া প্রভুর চরণ দর্শন করিয়া জগন্নাথের রথচক্রের নীচে দেহপাত করিবেন; যেহেতু, এই দেহে ভজনও হইবে না, নীলাচলে জগন্নাথ-মন্দিরে যাইয়া জগন্নাথের দর্শনও করিতে পরিবেন না; প্রভু নাকি মন্দিরের নিকটে থাকেন, তাই প্রভুর নিকটে যাইতেও পারিবেন না; সুতরাং এই দেহ রাখিয়া কি লাভ? সনাতন ভক্তি

হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ নিজেকে অস্পৃশ্য মনে করিতেন; তাই জগন্নাথের মন্দিরের নিকটে যাওয়ারও অযোগ্য বলিয়া নিজেকে মনে করিতেন। যাহা হউক, সনাতন নীলাচলে আসিয়া হরিদাসঠাকুরের বাসায় গিয়া উঠিলেন; সেখানেই থাকিতেন। সেখানেই প্রভুর সহিত তাঁহার মিলন হইল। অন্তর্য্যামী প্রভু সনাতনের দেহত্যাগের সঙ্কল্পের কথা জানিয়া দেহত্যাগ করিতে তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। সনাতনের আর এক দুঃখ—প্রভু বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন; তাহাতে তাঁহার কণ্ডুর রস প্রভুর অঙ্গে লাগে। জগদানন্দ পণ্ডিতের নিকটে তিনি তাঁহার দুঃখের কথা জানাইলেন। জগদানন্দ বলিলেন—রথযাত্রা দর্শন করিয়া তুমি বৃন্দাবনে চলিয়া যাও। একথা শুনিয়া প্রভু জগদানন্দের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন—বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ সনাতনকে উপদেশ দিতে যাওয়ায় জগদানন্দ-কর্ত্তৃক সনাতনের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা হইয়াছে বলিয়া। সনাতন তাহাতে আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"প্রভু, জগদানন্দের সৌভাগ্যের এবং আমার দুর্ভাগ্যের কথা আজই জানিলাম। তুমি জগদানন্দকে আত্মীয়জ্ঞানে তিরস্কার কর, আর গৌরববুদ্ধিতে আমাকে সম্মান কর।" প্রভু বলিলেন—"না সনাতন! মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি সহ্য করিতে পারি না। তোমাকে আমি আমার লাল্য জ্ঞান করি; লাল্যের অমেধ্য গায়ে লাগিলে লালকের ঘৃণা জন্মে না।" প্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন। সনাতনের কণ্ডু-আদি তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হইল, তাঁহার দিব্য দেহ হইল।

একদিন জ্যৈষ্ঠমাসের প্রখর রৌদ্রে প্রভু সনাতনকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। প্রভু যমেশ্বর-টোটায় ভিক্ষা করিবেন; সনাতনকে আহ্বান করিলেন। জগন্নাথের সেবকদের স্পর্শভয়ে সনাতন মন্দিরের নিকটবর্ত্তী ছায়াচ্ছন্ন সোজা পথে না গিয়া মধ্যাহ্ন-সময়ে তপ্তবালুকাময় সমুদ্রতীরবর্ত্তী পথে যমেশ্বরে গেলেন। তাঁহার পায়ে ফোস্কা হইয়া ক্ষত হইয়াছিল। প্রভু ডাকিয়াছেন—তাহাতেই পরমানন্দে তিনি চলিয়া গিয়াছেন, ফোস্কা বা ক্ষতের কথা কিছুই জানিতে পারেন নাই। প্রভু যখন দেখাইয়া দিলেন, তখনই জানিতে পারিলেন।

নীলাচলে প্রভু নিজের সকল পার্ষদের নিকটে সনাতনের জন্য কৃপা প্রার্থনা করিলেন। কয়েকমাস অবস্থান করিয়া প্রভুর আদেশে সনাতন বৃন্দাবনে আসিয়া প্রভুর আদেশের অনুরূপ কার্য্যে লিপ্ত হইলেন।

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের বৈরাগ্য, দৈন্য, ভজননিষ্ঠাদি ছিল অপরের পক্ষে বিস্ময়োৎপাদক।

শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে—বৃহদ্‌ভাগবতামৃত, শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের টীকা, শ্রীমদ্‌ভাগবতের বৃহদ্‌ বৈষ্ণবতোষণী টীকা, দশমচরিতাদি বিশেষ প্রসিদ্ধ। মূলগ্রন্থের বিষয়সূচীতে "সনাতনগোস্বামি-প্রসঙ্গ" দ্রষ্টব্য।

সঞ্জয়। মুকুন্দ সঞ্জয়। নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ। প্রভুর ছাত্র। ইঁহার গৃহেই প্রভুর চতুষ্পাঠী ছিল। ইঁহার পুত্রের নাম পুরুষোত্তম; তিনিও প্রভুর ছাত্র। মুকুন্দসঞ্জয় নবদ্বীপে প্রভুর কীর্ত্তনসঙ্গী ছিলেন; প্রভুর দর্শনের জন্য তিনি নীলাচলেও যাইতেন।

সত্যরাজ খান। কুলীন-গ্রামবাসী গুণরাজখানের পুত্র। নাম—লক্ষ্মীনাথ বসু, উপাধি হইল সত্যরাজ খান। মহাপ্রভুর অতি প্রিয়ভক্ত। রামানন্দ বসু ইঁহারই পুত্র। সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বসুর প্রার্থনায় প্রভু ইঁহাদের নিকটে গৃহস্থবৈষ্ণবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ, এবং বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের সংজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কৃপা করিয়া প্রভু ইঁহাদিগকে পট্টডোরীর সেবাও দিয়াছিলেন। ("রামানন্দবসু" দ্রষ্টব্য)।

সদাশিব কবিরাজ। নিত্যানন্দশাখাভুক্ত। ব্রজলীলার চন্দ্রাবলী। বৈদ্যবংশে আবির্ভূত। পিতা—কংসারি সেন। পুত্র—পুরুষোত্তম দাস ("পুরুষোত্তমদাস" দ্রষ্টব্য) এবং পৌত্রের নাম—কানুঠাকুর ("কানুঠাকুর" দ্রষ্টব্য)। ইঁহারা চারিপুরুষ ধরিয়া গৌরপার্ষদ।

সনাতনগোস্বামী। "শ্রীসনাতনগোস্বামী" দ্রষ্টব্য।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। পূর্ব্বে দেবলোকের বৃহস্পতি। ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। পিতা নবদ্বীপবাসী মহেশ্বর বিশারদ। বিদ্যাবাচস্পতি ছিলেন সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা। লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল এবং ভক্তিরত্নাকরের মতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নাম ছিল—বাসুদেব; সার্ব্বভৌম তাঁহার উপাধি। সর্ব্বশাস্ত্রে—বিশেষতঃ ন্যায় ও বেদান্তে—ইঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। কথিত আছে—ইনি মিথিলাতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে বাংলাদেশে নাকি ন্যায়শাস্ত্র ছিল না। তিনি মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্র নকল করিয়া আনিতে চাহিলেন; মিথিলার গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবে ভাবিয়া তত্রত্য ন্যায়-চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্র নাকি তাঁহাকে ন্যায়শাস্ত্র নকল করিতে দিলেন না। তখন বাসুদেব সার্ব্বভৌম সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া দেশে আসেন এবং তখন হইতেই নাকি বাংলাদেশে ন্যায়ের চর্চ্চা আরম্ভ হয়। কেহ কেহ এই কিম্বদন্তীতে আস্থা স্থাপন করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন—খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতেই বাংলা দেশে ন্যায়ের চর্চ্চা চলিতেছিল। "ন্যায়কন্দলীর" লেখক শ্রীধরও নাকি বাংলার (রাঢ়ের) লোকই ছিলেন। আবার সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পিতা মহেশ্বর বিশারদও "প্রত্যক্ষমণি-মাহেশ্বরী"-নামে ন্যায়গ্রন্থ "তত্ত্বচিন্তামণির" এক টীকা লিখিয়াছিলেন। সুতরাং সার্ব্বভৌমের পক্ষে মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া আনার কোনও প্রয়োজনই ছিলনা।

কেহ কেহ বলেন—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নাকি নবদ্বীপে সার্ব্বভৌমের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু ইহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে সার্ব্বভৌমের যখন মিলন হয়, তখন সার্ব্বভৌম প্রভুকে চিনিতে পারেন নাই; গোপীনাথ আচার্য্যের নিকটেই তিনি প্রভুর পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং পরিচয় পাওয়ার পরে তিনি প্রভুকে বলিয়াছিলেন—"সহজেই পূজ্য তুমি, আরে ত সন্ন্যাস। অতএব হও তোমার আমি নিজদাস॥" ইহাতেই পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়, প্রভু সার্ব্বভৌমের ছাত্র ছিলেন না। যদি ছাত্র হইতেন, তাহা হইলে সার্ব্বভৌমের পক্ষে তাঁহাকে ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব নয়; কোনও কারণে ভুলিয়া গেলেও গোপীনাথ আচার্য্য যখন পরিচয় দিলেন, তখন তাঁহার সে কথা মনে পড়িত এবং গোপীনাথ আচার্য্যকে তাহা বলিতেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য "সমাসবাদ"-নামে একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ এবং ন্যায়শাস্ত্র "তত্ত্বচিন্তামণি"-গ্রন্থের "সারাবলী"-নামক একখানা টীকাও লিখিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্মীধরকৃত "অদ্বৈতমকরন্দ"-নামক গ্রন্থেরও একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন।

সার্ব্বভৌম নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে গিয়া সপরিবারে বাস করেন। সেস্থানে তিনি অদ্বৈতবেদান্তের (মায়াবাদ ভাষ্যের) অধ্যাপনা করিতেন। তিনি বহু সন্ন্যাসীরও "উপকর্ত্তা" ছিলেন; তিনি ছিলেন মায়াবাদী। প্রভুর ভগবত্তা প্রথমে স্বীকার করিতেন না। ইহা লইয়া তাঁহার ভগিনীপতি গোপীনাথ আচার্য্যের সঙ্গে তাঁহার অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল। প্রভুর ভগবত্তা স্বীকার না করিলেও প্রথম দর্শনেই প্রভুর প্রতি তাঁহার একটা আকর্ষণ জন্মিয়াছিল এবং এই পরম-সুন্দর তরুণ সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসধর্ম্ম কিরূপে রক্ষা পাইতে পারে, তজ্জন্য তিনি চিন্তিতও হইয়াছিলেন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন—বেদান্ত পড়াইয়া এই তরুণ সন্ন্যাসীটীকে তিনি "বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে" প্রবেশ করাইবেন। একাদিক্রমে সাত দিন পর্য্যন্ত বেদান্ত পড়াইলেন। প্রভু বসিয়া বসিয়া শুনেন; একটী কথাও বলেন না। শেষে তিনি প্রভুকে বলিলেন—"তোমার মনের ভাব তো কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সাত দিন পর্য্যন্ত বেদান্ত শুনিলে, অথচ একটী কথাও বলনা। তুমি বুঝিতে পারিতেছ কিনা, তাহাও তো আমি বুঝিতে পারিতেছিনা।" তখন প্রভু বলিলেন—"তুমি বেদান্তের সূত্র যাহা পড়িয়া যাও, তাহা আমি পরিষ্কার বুঝিতে পারি। কিন্তু তোমার ভাষ্য বুঝিতে পারি না। আমার মনে হইতেছে—তোমার ভাষ্য বেদান্তসূত্রের অর্থকে প্রকাশিত না করিয়া বরং আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতেছে।" শুনিয়া সার্ব্বভৌম স্তম্ভিত হইলেন। পরে বিচার আরম্ভ হইল। প্রভু সূত্রের মুখ্যার্থ বিবৃত করিয়া শঙ্করাচার্য্যের গৌণার্থ খণ্ডন করিলেন। সার্ব্বভৌম অনেক বিতর্ক তুলিলেন; প্রভু সমস্ত খণ্ডন করিলেন। সার্ব্বভৌম বিস্মিত হইলেন। মায়াবাদ হইতে ভক্তিবাদের দিকে সার্ব্বভৌমের মন

টলিতে লাগিল। প্রভু তাঁহাকে যড়্ভুজরূপ দেখাইলেন। এবার সার্ব্বভৌমের সমস্ত বিদ্যাগর্ব্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল; তিনি প্রভুর পদানত হইলেন, প্রেমগদ্গদ কণ্ঠে একশত শ্লোকে প্রভুর স্তুতি করিলেন। অপরোক্ষ অনুভব লাভ করিয়া হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে স্বীকার করিলেন—প্রভু স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন। তদবধি তিনি হইয়া পড়িলেন প্রভুর একান্ত ভক্ত।

একদিন অতি প্রত্যূষে সার্ব্বভৌম সবেমাত্র শয্যাত্যাগ করিতেছেন, এমন সময়ে প্রভু আসিয়া তাঁহার হাতে মহাপ্রসাদ দিলেন; সার্ব্বভৌম তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিয়া ভোজন করিলেন—যদিও তখনও তাঁহার বাসিমুখ পর্য্যন্ত ধোয়া হয় নাই। প্রভু বলিলেন—"তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণকৃপা হইয়াছে; তাহাতেই মহাপ্রসাদে তোমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, বেদধর্ম্মাদি লঙ্ঘন করিয়াও তুমি প্রাপ্তি মাত্রে মহাপ্রসাদ ভোজন করিলে।"

সার্ব্বভৌম নিয়মিত ভাবে প্রত্যেক মাসেই নিজের গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া বিবিধ উপচারে প্রভুকে ভিক্ষা দিতেন। একদিন এই নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যেই সার্ব্বভৌমের জামাতা অমোঘ প্রভুর একটু নিন্দা করিয়াছিলেন—"একেলা সন্ন্যাসী এত খায়! এই অন্নে যে দশজন তৃপ্তিলাভ করিতে পারে॥" শুনিয়া সার্ব্বভৌম লাঠি লইয়া অমোঘকে তাড়া করিয়া গেলেন। অমোঘ ভয়ে পলাইয়া গেলেন। সার্ব্বভৌম জামাতার মৃত্যু কামনা করিলেন। সস্ত্রীক সেদিন উপবাসী রহিলেন। রাত্রিতে অমোঘের বিসূচিকা হইল। প্রভুর কৃপায় পরদিন অমোঘ বাঁচিয়া গেলেন এবং প্রভুর একান্ত ভক্ত হইয়া পড়িলেন।

প্রভুর মহিমাসূচক দুইটী শ্লোক এক তালপত্রে লিখিয়া সার্ব্বভৌম একদিন জগদানন্দ পণ্ডিতের সঙ্গে প্রভুর নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। জগদানন্দের হাত হইতে তালপত্র নিয়া শ্লোক পড়িয়া মুকুন্দ ভাবিলেন—প্রভু এই শ্লোক দুইটী দেখিলেই ছিঁড়িয়া নষ্ট করিয়া ফেলিবেন। তাই মুকুন্দ তাহা দেওয়ালে লিখিয়া রাখিয়া তাহার পরে প্রভুর নিকটে দিলেন। প্রভু বাস্তবিকই শ্লোক দুইটী ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। দেওয়ালের লেখা দেখিয়া ভক্তগণ তাহা কণ্ঠস্থ করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন— এই শ্লোকদ্বয় "সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কাবাদ্যাকার॥"

রাজা প্রতাপরুদ্রও সার্ব্বভৌমকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন; প্রভুর সহিত মিলনের উদ্দেশ্যে প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমেরও শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

মূলগ্রন্থের বিষয়-সূচীতে "সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য-প্রসঙ্গ" দ্রষ্টব্য। ২।৬।১৯৫ পয়ারে টীকাও দ্রষ্টব্য।

সুন্দরানন্দ ঠাকুর। দ্বাদশ গোপালের একতম। ব্রজের সুদাম সখা। যশোহর জেলার মহেশপুর গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। ইনি ছিলেন "শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপের পার্ষদ-প্রধান"; ইনি মহাপ্রেমিক ছিলেন। জাম্বীরের বৃক্ষে কদম্ব ফুল ফুটাইয়াছিলেন এবং প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় জলের ভিতর হইতে কুম্ভীর ধরিয়া আনিতেন। ইঁহার কোনও কোনও শিষ্য বনের বাঘকে পর্যন্ত ধরিয়া আনিয়া কানে হরিনাম দিতেন। ইনি বিবাহ করেন নাই।

সুবুদ্ধিরায়। গৌড়ে "অধিকারী" ছিলেন। তখন হুসেন-খাঁ সৈয়দ তাঁহার অধীনে চাকুরী করিতেন। ইনি হুসেন-খাঁর উপরে একটা দীঘি খোদাইবার ভার দেন; কাজের ত্রুটী পাইয়া ইনি হুসেন-খাঁকে চাবুক মারিয়াছিলেন; পরে হুসেন-খাঁ (হুসেন সাহ) গৌড়ের রাজা হইলেন এবং সুবুদ্ধিরায়কে "বহু বাড়াইয়াছিলেন।" হুসেন সাহের পত্নী হুসেন সাহের অঙ্গে চাবুকের দাগ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। তখন হুসেন সাহের পত্নী সুবুদ্ধিরায়কে মারিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন; কিন্তু হুসেনসাহ বলিলেন—"সুবুদ্ধিরায় আমার পালনকর্ত্তা ছিলেন, আমার পিতৃতুল্য; তাঁহাকে মারিতে পারিবনা।" তখন তাঁহার স্ত্রী বলিলেন—"যদি প্রাণে মারিতে না পার, তাহা হইলে তাহার জাতি নষ্ট কর।" হুসেনসাহ বলিলেন—"জাতি নষ্ট করিলে সুবুদ্ধিরায় বাঁচিয়া থাকিবেন না।" উভয় সঙ্কটে পড়িয়া সুবুদ্ধিরায়ের মুখে তিনি করোঁয়ার জল দেওয়াইলেন।

তখন সুবুদ্ধিরায় কাশীতে আসিয়া পণ্ডিতদের নিকটে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিলেন। পণ্ডিদের মধ্যে কেহ কেহ তপ্তঘৃত খাইয়া প্রাণত্যাগের ব্যবস্থা দিলেন; আবার কেহ কেহ বলিলেন—"না, তপ্ত ঘৃত খাইয়া প্রাণত্যাগ সঙ্গত নহে; যেহেতু দোষ অল্প।" রায় কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। এমন সময় মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাওয়ার পথে কাশীতে আসিলেন। সুবুদ্ধিরায় প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বিবরণ খুলিয়া বলিলেন এবং তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি বৃন্দাবনে যাও, নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর। এক নামাভাসেই তোমার পাপ দূরীভূত হইবে; আর নাম হইতে কৃষ্ণচরণ প্রাপ্তি হইবে।" প্রভুর আদেশ পাইয়া সুবুদ্ধিরায় প্রয়াগ ও অযোধ্যা হইয়া নৈমিষারণ্যে আসিয়া কিছুকাল অবস্থান করিলেন। এই সময়ের মধ্যে প্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে আসিয়াছেন। রায় নৈমিষারণ্য হইতে মথুরায় আসিয়া প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের সংবাদ পাইলেন। মথুরায় প্রভুর দর্শন না পাওয়াতে তিনি বড়ই দুঃখিত হইলেন। যাহা হউক, তিনি মথুরাতে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি বন হইতে শুষ্ককাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া মথুরায় আনিয়া বিক্রয় করিতেন। এক এক বোঝা পাঁচ ছয় পয়সায় বিক্রয় হইত। নিজে এক পয়সার চানা খাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন; অবশিষ্ট পয়সা দোকানদারের নিকটে গচ্ছিত রাখিতেন; গচ্ছিত পয়সা দ্বারা তিনি "দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তাঁরে করান ভোজন। গৌড়ীয়া আইলে দধি, ভাত, তৈলমর্দ্দন॥" মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীরূপগোস্বামী যখন মথুরামণ্ডলে আসিলেন, সুবুদ্ধিরায় তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রীতি দেখাইলেন, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া দ্বাদশ বন দর্শন করাইয়াছিলেন। একমাসমাত্র বৃন্দাবনে থাকিয়া শ্রীরূপ যখন নীলাচলে প্রভুর সহিত মিলনের জন্য বৃন্দাবন হইতে চলিয়া আসিলেন, তখন সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে গিয়া সুবুদ্ধি রায়ের সহিত মিলিত হইলেন। সুবুদ্ধিরায় সনাতনের প্রতিও বিশেষ স্নেহ ও প্রীতি দেখাইয়াছিলেন।

সূর্য্যদাস সরখেল। পূর্ব্বে বলরামকান্তা রেবতীর পিতা ককুদ্মী। ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত। শ্রীপাট—নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী শালিগ্রামে। "সরখেল" তাঁহার গৌড়েশ্বরদত্ত উপাধি। গৌরীদাস পণ্ডিত ও কৃষ্ণদাস সরখেল ইঁহার সহোদর। সূর্য্যদাসের দুই কন্যা—বসুধা ও জাহ্নবা, দ্বাপরের বলদেবকান্তা বারুণী ও রেবতী। এই দুই কন্যাকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নিকটে বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল।

স্বরূপদামোদর। ব্রজলীলার বিশাখা; ধ্যানচন্দ্রগোস্বামীর মতে ললিতা। ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। নবদ্বীপবাসী। পূর্ব্বনাম পুরুষোত্তম আচার্য্য। বাল্যকাল হইতেই মহাপ্রভুর প্রতি অনুরাগী। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ইনি উন্মত্তের মত হইয়া কাশীতে গিয়া নিশ্চিন্তে কৃষ্ণভজনের উদ্দেশ্যে চৈতন্যানন্দের নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, কিন্তু যোগপট্ট গ্রহণ করিলেন না; তখন তাঁহার নাম হইল "স্বরূপ।" তাঁহার গুরু চৈতন্যানন্দ বেদান্ত অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনের জন্য তাঁহাকে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভুর বিরহে অধীর হইয়া গুরুর আদেশ নিয়া তিনি নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হয়েন—প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে। তদবধি ইনি নীলাচলেই ছিলেন, একবার কেবল নীলাচল ত্যাগ করিয়া প্রভুর সঙ্গে গৌড়ে আসিয়াছিলেন। ইনি ছিলেন মহাপণ্ডিত, কৃষ্ণ-রস-তত্ত্ববেত্তা, প্রেমময়বিগ্রহ, মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-স্বরূপ। কাহারও সঙ্গে কথাবার্ত্তা বিশেষ কিছু বলিতেন না; প্রায় নির্জ্জনেই থাকিতেন। প্রভুর মনের ভাব একমাত্র ইনিই জানিতেন। ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বা রসাভাসযুক্ত কোনও কথা শুনিতে প্রভুর সুখ হইত না; তাই প্রভু নিয়ম করিয়াছিলেন—কেহ কোনও গ্রন্থ, শ্লোক বা গীত রচনা করিয়া প্রভুকে শুনাইবার জন্য আনিলে আগে স্বরূপদামোদর তাহা পরীক্ষা করিবেন। ইনি ছিলেন সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম, শাস্ত্রে বৃহস্পতিতুল্য। প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-দশায় ইনি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গীতগোবিন্দের পদ কীর্ত্তন করিয়া এবং ভাগবতের শ্লোক পড়িয়া প্রভুর আনন্দ বিধান এবং ভাবপুষ্টি সাধন করিতেন।

রঘুনাথ দাস যখন গৃহত্যাগ করিয়া নীলাচলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন প্রভু তাঁহাকে স্বরূপের হাতে অর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রভুর নিকটে রঘুনাথের বক্তব্য কিছু থাকিলে স্বরূপদামোদরের দ্বারাই তিনি তাহা প্রকাশ করাইতেন।

ইনি মহাপ্রভুর শেষ (মধ্য ও অন্ত্য) লীলা সূত্রাকারে তাঁহার এক কড়চায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এই কড়চার নাম "স্বরূপদামোদরের কড়চা।" এই কড়চা অবলম্বনে কবিরাজগোস্বামী তাঁহার গ্রন্থে প্রভুর অনেক লীলা বর্ণন করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই কড়চা এখন পাওয়া যায় না। "স্বরূপদামোদরের কড়চা"-নামে বাজারে এখন যাহা পাওয়া যায়, তাহা কৃত্রিম, গোস্বামিশাস্ত্র-বিরোধী।

মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরে ইনি অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হয়েন। মূলগ্রন্থের বিষয়সূচীতে "স্বরূপদামোদর-প্রসঙ্গ" দ্রষ্টব্য।

হরিদাস ঠাকুর। যশোহর জেলার বূঢ়ন-গ্রামে যবনকুলে আবির্ভূত (৩।৩।২১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। বূঢ়ন ত্যাগ করিয়া ইনি বেণাপোলের অরণ্যমধ্যে নির্জ্জন কুটীরে কিছুকাল বাস করেন। সেস্থানে তিনি প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম করিতেন, তুলসীসেবা করিতেন; ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি সকল লোকেরই বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন; কিন্তু স্থানীয় ভূম্যধিকারী রামচন্দ্রখানের তাহা সহ্য হইল না। তিনি হরিদাসের কুৎসা রটনার উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ তাঁহার দোষের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কোনও দোষ না পাইয়া দোষসৃষ্টির জন্য একটী সুন্দরী যুবতী বেশ্যাকে রাত্রিকালে হরিদাসের কুটীরে পাঠাইলেন। বেশ্যা তাহার চিত্তাকর্ষক হাব-ভাবাদি দ্বারা নানাভাবে হরিদাসকে মুগ্ধ করিতে পর পর তিনরাত্রি পর্য্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল; শেষকালে হরিদাসের মহিমায় বেশ্যাটীরই চিত্তের পরিবর্ত্তন সাধিত হইল. বেশ্যা হরিদাসের চরণে পতিত হইয়া নিজের উদ্ধারের উপায় প্রার্থনা করিল। হরিদাস তাহাকে প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়া বেণাপোল ত্যাগ করিলেন। হরিদাসের কৃপায় সেই বেশ্যাটী পরে পরমা বৈষ্ণবী হইয়াছিলেন। যাহা হউক, হরিদাস ঠাকুর বেণাপোল হইতে সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী চান্দপুরে আসিয়া হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের পুরোহিত বলরাম আচার্য্যের গৃহে কিছুকাল অবস্থান করেন। রঘুনাথ তখন বালক, পাঠশালায় পড়িতেন। রঘুনাথ প্রায়ই হরিদাসের নিকটে আসিতেন; তিনি তখন হরিদাসের কৃপা লাভ করেন। কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—হরিদাস ঠাকুরের এই কৃপাই পরে রঘুনাথের পক্ষে চৈতন্যচরণ-প্রাপ্তির হেতু হইয়াছিল।

অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া বলরাম আচার্য্য একদিন হরিদাসকে হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধন-দাসের সভায় লইয়া গেলেন। সে স্থানে পণ্ডিতসমাজ তাঁহার মুখে নামমহিমা শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি নামমহিমা-প্রকাশ করেন এবং এই প্রসঙ্গে বলিলেন—নামাভাসেই মুক্তি লাভ হইতে পারে। গোপাল চক্রবর্ত্তী নামে হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের এক আরিন্দার ইহা সহ্য হইল না; চক্রবর্ত্তী হরিদাসের প্রতি কটাক্ষ করিলেন এবং হরিদাসকে বলিলেন—যদি নামাভাসে মুক্তি না হয়, তাহা হইলে তোমার নাক কাটিব। হরিদাস সম্মত হইলেন। ইহাতে সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী চক্রবর্ত্তীর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, বলরাম আচার্য্য তাঁহাকে বিস্তর তিরস্কার করিলেন, হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। হরিদাসঠাকুর বলিলেন—"ইনি তর্কনিষ্ঠ; তাই—এসকল কথা বলিতেছেন। ইঁহার বিষয়ে আমার সম্বন্ধে আপনারা মনে কোনও কষ্ট নিবেন না।" হরিদাস বলরাম আচার্য্যের গৃহে চলিয়া গেলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তিন দিনের মধ্যে গোপাল চক্রবর্ত্তীর কুষ্ঠরোগ জন্মিল, হাতের আঙ্গুল কোঁকড়া হইয়া গেল এবং নাক খসিয়া পড়িল। তাহাতে হরিদাস মনে অত্যন্ত দুঃখ পাইয়া শান্তিপুরে চলিয়া আসেন। অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে অত্যন্ত আদরের সহিত স্থান দিলেন; তাঁহাকে তিনি শ্রাদ্ধপাত্রও খাওয়াইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের উদ্দেশ্যে অদ্বৈতাচার্য্য যেমন শ্রীকৃষ্ণপূজা করিয়াছিলেন, শান্তিপুরে অবস্থানকালে হরিদাস ঠাকুরও ঐ একই উদ্দেশ্যে নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

বেণাপোলে অবস্থান-কালে রামচন্দ্রখানের প্রেরিত বেশ্যা যেমন হরিদাসকে প্রলুব্ধ করার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল, শান্তিপুরে স্বয়ং মায়াদেবীও দিব্য রমণীর বেশে ঠিক তদ্রূপ চেষ্টাই করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যর্থকামা হইয়া শেষ কালে হরিদাসের নিকটে নাম দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন।

এই সময়ে তিনি শান্তিপুরেও থাকিতেন; কখনও কখনও বা নিকটবর্ত্তী ফুলিয়াগ্রামেও থাকিতেন। গঙ্গাস্নান করিতেন। উচ্চস্বরে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া নৃত্য-কীর্ত্তন, হাস্য, রোদন, হুঙ্কারাদি করিতেন। যবন কাজীর ইহা সহ্য হইত না—যবন-সন্তান হইয়া হিন্দুর ধর্ম্ম আচরণ করে কেন হরিদাস? কাজী গিয়া মুলুকপতির নিকটে নালিশ করিলেন এবং হরিদাসকে শাস্তি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন। মুলুকপতি হরিদাসকে ডাকাইলেন। হরিদাস গেলেন। মুলুকপতি তাঁহাকে সাদরে ও সম্মানে গ্রহণ করিয়া বসিতে আসন দিলেন; পরে মিষ্ট কথায় স্বীয় শাস্ত্রের কথা জানাইয়া কৃষ্ণনাম ত্যাগ করার জন্য হরিদাসকে বলিলেন। হরিদাসও তখন বলিলেন—"ঈশ্বর এক; ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকে। ঈশ্বর যাহাকে যে ভাবে প্রেরণা দেন, সেই লোক সেই ভাবেই বলে। আমাকে তিনি যে ভাবে চালাইতেছেন, আমি সেই ভাবেই চলিতেছি"। শুনিয়া সকলে সুখী হইলেন; কিন্তু দুষ্ট কাজী খুসী হইতে পারিলেন না; হরিদাসকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কাজী পুনঃ পুনঃ জেদ করিতে লাগিলেন। মুলুকপতি তখন আবার হরিদাসকে নাম ত্যাগ করিয়া কল্‌মা পড়ার জন্য কোমলে-কঠিনে বলিলেন। হরিদাস দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—"যদি আমার দেহ খণ্ড খণ্ডও করা হয়, তথাপি আমি হরিনাম ছাড়িবনা।" কাজীর প্ররোচনায় মুলুকপতি তখন হুকুম করিলেন—বাইশ বাজারে নিয়া নিয়া কঠোর বেত্রাঘাতে হরিদাসকে হত্যা করিতে হইবে। মুলুকপতির পাইকগণ হরিদাসকে লইয়া গেল; একের পর এক—বাইশটী বাজারে তাঁহাকে খুব জোরের সহিত বেত্রাঘাত করিল। হরিদাস মরিলেন না; তাঁহার মুখেও দুঃখের ছায়া পর্য্যন্ত দেখা গেলনা। প্রসন্নবদনে তিনি হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন, আর ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন—তাঁহাকে প্রহার করিতেছে বলিয়া যবনদের যেন কোনও অমঙ্গল না হয়। যবন পাইকগণ বিস্মিত হইল; যে ভাবে তাহারা বেত্রাঘাত করিতেছে, তাহাতে তিন চারি বাজারের আঘাতেই অতি শক্ত লোকও মরিয়া যায়; আর এই হরিদাস বাইশটী বাজারে আঘাত পাইয়াও এমন সুপ্রসন্ন!! তাহারা হরিদাসকে বলিল—"ঠাকুর, তুমি তো মরিলে না; কিন্তু আমাদের মরণ নিশ্চিত; তোমাকে মারিতে পারিলাম না বলিয়া মুলুকপতি আমাদিগকে মারিয়া ফেলিবেন।" হরিদাস অম্লানবদনে বলিলেন—"আচ্ছা, তাহা হইলে আমি মরিতেছি।" তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণচরণ চিন্তা করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন; নিবিড় ধ্যান, শ্বাস নাই, প্রশ্বাস নাই, উদর-স্পন্দন নাই; ঠিক যেন মৃত। পাইকেরা ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে মুলুকপতির নিকটে লইয়া গেল। মুলুকপতি কবর দেওয়ার হুকুম দিলেন; কিন্তু সেই কাজী বলিলেন—"না, কবর দিলে এই স্বধর্ম্মবিরোধী লোকটী উদ্ধার পাইয়া যাইবে; উহাকে জলে ভাসাইয়া দেওয়া হউক; যেন চিরকাল কষ্ট পায়।" মুলুকপতি তদনুরূপ হুকুম দিলেন। পাইকগণ হরিদাসকে লইয়া চলিল; হরিদাস উঠিয়া বসিল—কিন্তু দৃশ্যতঃ তখনও মৃত। তাঁহাকে মৃত জ্ঞানে গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হইল। কতক্ষণ পরে হরিদাসের ধ্যানভঙ্গ হইল; তিনি গঙ্গা হইতে উঠিয়া আসিলেন। মুলুকপতি বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিলেন। যিনি নামের আশ্রয় গ্রহণ করেন, শ্রীনামই তাঁহাকে রক্ষা করেন। নাম ও নামী যে অভিন্ন।

কিছুকাল পরে বৈষ্ণব-দর্শনের অভিপ্রায়ে হরিদাস নবদ্বীপে আসিলেন। হরিদাসকে পাইয়া তৎকালীন নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন।

হরিদাস ছিলেন নবদ্বীপে মহাপ্রভুর কীর্ত্তনসঙ্গী। কাজী-দলনের দিনেও নগরকীর্ত্তনে হরিদাস ছিলেন অগ্রবর্ত্তী প্রথম সম্প্রদায়ে। প্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে হরিদাস নবদ্বীপের সর্ব্বত্র কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়াছিলেন এবং জগাই-মাধাই কর্ত্তৃকও আক্রান্ত হইয়াছিলেন। প্রভুকর্ত্তৃক কৃষ্ণলীলার অভিনয়ে হরিদাস হইয়াছিলেন বৈকুণ্ঠের কোটাল।

সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে প্রভু যখন কাটোয়া হইতে শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে প্রভুর সহিত হরিদাসের মিলন হইয়াছিল; প্রভুর সহিত একত্রে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রভু তাঁহাকে আহ্বানও জানাইয়া

ছিলেন। প্রভু যখন নীলাচল যাত্রা করেন, তখন হরিদাস কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন--"আমার কি গতি হইবে প্রভু।" প্রভু বলিয়াছিলেন—"তোমার জন্য আমি নীলাচলচন্দ্রের চরণে প্রার্থনা জানাইব; তোমাকে নীলাচলে লইয়া যাইব।" প্রভুর দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে হরিদাস নীলাচলে গমন করেন। গম্ভীরার নিকটবর্ত্তী এক নিভৃত উদ্যানে প্রভু হরিদাসের বাসা ঠিক করিয়া দিলেন; প্রভুর আদেশে গোবিন্দ প্রতিদিন সেস্থানে হরিদাসের জন্য প্রসাদ দিয়া আসিতেন। প্রাতঃকালে জগন্নাথ দর্শন করিয়া প্রভু প্রত্যহ হরিদাসের সঙ্গে মিলিত হইতেন এবং জগন্নাথমন্দিরে যে প্রসাদ পাইতেন, হরিদাসকেও তাহা দিতেন। শ্রীরূপ গোস্বামী এবং তাঁহার পরে শ্রীসনাতন গোস্বামী যখন নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহারাও হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গেই থাকিতেন। প্রভুর সঙ্গে হরিদাস নীলাচল হইতে গৌড়েও আসিয়াছিলেন এবং প্রভুর সঙ্গেই আবার নীলাচলে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

শেষ সময়ে তিনি প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—"প্রভু, আমার মনে হইতেছে, তুমি শীঘ্রই লীলা অন্তর্দ্ধান করিবে; আমাকে যেন তাহা দেখিতে না হয়। আমার ইচ্ছা—তোমার চরণদ্বয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া, নয়নদ্বয় তোমার চন্দ্রবদনে স্থাপন করিয়া, মুখে তোমার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তোমার সাক্ষাতেই প্রাণত্যাগ করি। তোমার কৃপা হইলেই প্রভু আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে।" ভক্তবৎসল প্রভু তাহা অঙ্গীকার করিলেন এবং প্রভুর পার্ষদবৃন্দের মুখে নামকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে সেই ভাবেই হরিদাস নির্য্যান প্রাপ্ত হইলেন। প্রভু হরিদাসের দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিলেন। পরে পার্ষদবৃন্দের সহিত সমুদ্রতীরে তাঁহাকে সমাধিস্থ করিলেন—প্রভু নিজেই সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে বালু দিলেন। পরে প্রভু তাঁহার বিরহ-মহোৎসবও সম্পাদন করিয়াছিলেন।

নামসঙ্কীর্ত্তনের আচার এবং প্রচার—উভয়েরই হরিদাস ঠাকুর ছিলেন উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। প্রভুর প্রচারিত উচ্চসঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে যে স্থাবর-জঙ্গমাদি এবং নামাভাসের ফলে যে ম্লেচ্ছ-যবনাদিও উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে—হরিদাস ঠাকুরের মুখেই প্রভু এই তথ্যও প্রকাশ করাইয়াছিলেন।

তাঁহার নির্য্যানের পরে প্রভু নিজ মুখেই বলিয়াছেন—"হরিদাসঠাকুর ছিলা পৃথিবীর শিরোমণি। তাঁহা বিনা রত্নশূন্য হইল মেদিনী॥" মূলগ্রন্থের বিষয়-সূচীতে "হরিদাসঠাকুর-প্রসঙ্গ" দ্রষ্টব্য।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা বলেন—ঋচীক মুনির পুত্র মহাতেজা ব্রহ্মা প্রহ্লাদের সহিত মিলিত হইয়া হরিদাস-ঠাকুররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন; মুরারিগুপ্ত তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃতে (কড়চায়) বলিয়াছেন যে, কোনও এক মুনি-কুমার তুলসীপত্র আহরণ করিয়া তাহা প্রক্ষালিত না করিয়াই পিতার নিকটে দিয়াছিলেন বলিয়া পিতাকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া যবনতা প্রাপ্ত হইয়া হরিদাসরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

স্থান-নদী-পর্ব্বতাদির পরিচয়

অক্রূরতীর্থ। মথুরায়। বৃন্দাবন ও মথুরার মধ্যস্থলে যমুনার একটী ঘাট। এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দর্শন করিয়াছিলেন এবং ব্রজবাসী লোকগণ গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন দর্শনাদি করিয়া অক্রূরতীর্থে আসিয়া ভিক্ষা করিতেন। এই ঘাটে প্রভু একদিন যমুনায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন। তীর্থরাজ। হরির অত্যন্ত প্রিয় স্থান।

অনন্ত-পদ্মনাভ-স্থান (অনন্তপুর)। দাক্ষিণাত্যে অনন্তপুর জেলায়। বেল্লারী হইতে ৫৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। বর্ত্তমান নাম ত্রিবান্দ্রম্। এইস্থানে শ্রীঅনন্ত-পদ্মনাভ শ্রীবিগ্রহ আছেন।

অন্নকূট গ্রাম। মথুরায় গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের উপরে স্থিত একটী গ্রাম। অপর নাম "আনিয়োর"। এইস্থানেই গোবর্দ্ধন-পূজার সময় অন্নকূট হইয়াছিল। এস্থানে গোবর্দ্ধন-পতি শ্রীগোপালদেবের স্থিতি।

অম্বুয়া মুলুক। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনার সংলগ্ন একটী গ্রাম—অম্বিকা। বর্ত্তমান নাম প্যারীগঞ্জ; এস্থানে নকুল ব্রহ্মচারীর শ্রীপাট ছিল।

অযোধ্যা। বর্ত্তমান "আউধ্"।

অহোবল-নৃসিংহক্ষেত্র। অহোবল বা অহোবিলম্। দাক্ষিণাত্যে কর্ণূল জেলায় অবস্থিত। এস্থানে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনৃসিংহ-বিগ্রহ বিদ্যমান।

আইটোটা। নীলাচলে গুণ্ডিচামন্দিরের নিকটে একটী উদ্যান-বিশেষ।

আঠারনালা। শ্রীক্ষেত্রের একটী ক্ষুদ্র নদী। ইহার উপরে একটী সেতু আছে; সেই সেতুতে আঠারটী খিলান আছে; এজন্য ইহার নাম আঠারনালা। ইহা পুরীর নিকটে। এই সেতুটী পার হইয়াই পুরীতে প্রবেশ করিতে হয়।

আড়ৈল গ্রাম। প্রয়াগে ত্রিবেণী-সঙ্গমের নিকটে যমুনার অপর তীরের একটী গ্রাম। এই গ্রামে বল্লভ-ভট্ট বাস করিতেন। তিনি প্রয়াগ হইতে প্রভুকে এই গ্রামে স্বগৃহে লইয়া গিয়াছিলেন।

আরিট গ্রাম। অরিষ্ট গ্রাম; মথুরামণ্ডলের অন্তর্গত গোবর্দ্ধনে; এই গ্রামেই শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়াছিলেন।

আলালনাথ। পুরী হইতে ১৪।১৫ মাইল দূরে। শ্রীজগন্নাথের অনবসরে প্রভু আলালনাথে গিয়া থাকিতেন।

উৎকল। উড়িষ্যা প্রদেশ।

ঋষভ পর্ব্বত। দাক্ষিণাত্যে; দক্ষিণ কর্ণাটে মাদুরা জেলার এক প্রান্তে অবস্থিত। বর্ত্তমানে "পালনি হিল"।

ঋষ্যমুখ পর্ব্বত। অবস্থান-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। কেহ বলেন, দাক্ষিণাত্যের বেলারি জেলার হাম্পি-গ্রামের নিকট তুঙ্গভদ্রা-নদীর তীরে অপ্রশস্ত গিরিবর্ত্মটীর পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতটীই ঋষ্যমুখ পর্ব্বত; ইহা নিজামের রাজ্যে গিয়া পড়িয়াছে। কেহ বলেন, ঋষ্যমুখ পর্ব্বত মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত, বর্ত্তমান নাম "রাম্প"। আবার কেহ বলেন, পম্পানদীর উৎপত্তিস্থল যে পর্ব্বত, তাহাই ঋষ্যমুখ।

কটক। উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজাদের রাজধানী; কাটজুড়ি ও মহানদীর মধ্যবর্ত্তী। দক্ষিণদেশের বিদ্যানগর হইতে শ্রীসাক্ষিগোপাল উৎকলরাজ কর্ত্তৃক আনীত হইয়া কটকেই ছিলেন। মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাসের পর নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখন সাক্ষিগোপাল কটকেই ছিলেন। পরে পুরী হইতে ছয় সাত মাইল দূরে সত্যবাদী বা সাক্ষী-গোপাল গ্রামে আসেন।

কমলপুর। পুরীজেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রাম হইতে পুরীর শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের ধ্বজা দেখা যায়। পুরী হইতে তিন ক্রোশ।

কাটোয়া। কণ্টকনগর। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত। এইস্থানে প্রভু কেশব-ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কানাইর নাটশালা। গৌড়ের নিকটে, রাজমহল হইতে তিন ক্রোশ দূরে।

কাবেরী। নদী। ত্রিচিনপল্লীর নিকটবর্ত্তী শ্রীরঙ্গম্ কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। কাবেরী নদীর জল-পানে ভগবদ্ভক্তি জন্মে বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান নাম "অর্দ্ধগঙ্গা" নদী।

কামকোষ্ঠীপুরী। দাক্ষিণাত্যে শ্রীশৈল ও মাদুরার মধ্যবর্ত্তী একটী স্থান। তাঞ্জোর জেলার কুম্ভকোণম্।

কাম্যবন। ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ বনের একটী বন। কাম্যবনে অনেক তীর্থ আছে।

কালিন্দী। যমুনা নদী।

কাশী। বারাণসী। প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

কুমারহট্ট। বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার হালিসহর। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর আবির্ভাব-স্থান। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পরে শ্রীবাসপণ্ডিতও এইস্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

কুমুদবন। ব্রজমণ্ডলস্থিত দ্বাদশ বনের একটী বন।

কুরুক্ষেত্র। কলিকাতা হইতে ১০৫১ মাইল দূরে থানেশ্বর ষ্টেশন। কুরুক্ষেত্রে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ২।১।৭১ পয়ারের টীকাপরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

কুলিয়া। নবদ্বীপ গঙ্গার যেই তীরে, তাহার অপর তীরে একটী গ্রাম। প্রাচীন নবদ্বীপের অধিকাংশই গঙ্গাগর্ভে। এখন একদিকের গঙ্গাপ্রবাহ শুকাইয়া খাদ হইয়াছে; অতএব সাতকুলিয়াই বর্ত্তমান কুলিয়া। সাত-কুলিয়াও অনেকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

কুলীন গ্রাম। বর্দ্ধমান জেলায়, গুণরাজখান ও রামানন্দ বসুর বাসস্থান। মহাপ্রভু কুলীনগ্রামের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল হরিদাসঠাকুরও কিছুকাল কুলীনগ্রামে ছিলেন।

কুশাবর্ত্ত। নাসিকের নিকটবর্ত্তী। পশ্চিমঘাট বা সহ্যাদ্রির কুশট্ট-নামক প্রদেশ হইতেই গোদাবরীর উদ্ভব।

কুম্ভকর্ণ-কপাল-স্থান। দাক্ষিণাত্যে তাঞ্জোর জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান "কুম্ভকোণম্"-নগর।

কূর্ম্মক্ষেত্র (কূর্ম্মস্থান)। বর্ত্তমানে "শ্রীকূর্ম্মম্" নামে খ্যাত। দাক্ষিণাত্যের গঞ্জাম জেলায় সমুদ্রের ধারে চিকাকোল হইতে ৮ মাইল পূর্ব্বদিকে। কূর্ম্ম-অবতার শ্রীবিষ্ণুর মন্দিরের জন্য বিখ্যাত।

কৃতমালা। নদী। বর্ত্তমান নাম ভাইগা (মতান্তরে ভাসাই)। মাদুরা সহর এই নদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত। মলয় পর্ব্বত হইতে এই নদী নিঃসৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণবেণ্বা। নদী। সহ্যাদ্রি-পর্ব্বতের মহাবলেশ্বর হইতে উদ্ভূত। কৃষ্ণবেণ্বাতীরেই বিল্বমঙ্গল-ঠাকুরের বাসস্থান ছিল। দাক্ষিণাত্যে।

কেশীতীর্থ। শ্রীবৃন্দাবনে যমুনার কেশীঘাট।

কোণার্ক। অর্ক-তীর্থ। বর্ত্তমান নাম "কোণারক"। পুরী হইতে ১৯ মাইল উত্তরে, সমুদ্রতীরে। এইস্থানে স্থাপত্য-নৈপুণ্যের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন-স্বরূপ একটী সূর্য্য-মন্দির আছে।

কোলাপুর। বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। উত্তরে সাঁতারা, দক্ষিণে ও পূর্ব্বে বেলগ্রাম এবং পশ্চিমে রত্নগিরি। কোলাপুরে অনেক মন্দির ছিল।

খণ্ড। শ্রীখণ্ড। বর্দ্ধমান জেলায়। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীপাট।

খদির বন। ব্রজমণ্ডলস্থ দ্বাদশ বনের একটী বন।

খেলাতীর্থ। ২।১৮।৫৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ব্রজমণ্ডলস্থ একটী তীর্থ।

গম্ভীরা। পুরীতে মহাপ্রভুর আবাসগৃহ।

গয়া। প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ফল্গুনদীর তীরে অবস্থিত।

গাঁঠুলি গ্রাম। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী, পশ্চিম দিকে একটী গ্রাম।

গুণ্ডিচা মন্দির। পুরীর একটী মন্দির। "সুন্দরাচলে" অবস্থিত। রথযাত্রায় শ্রীজগন্নাথদেব "নীলাচল"স্থিত স্বীয় মন্দির হইতে আসিয়া গুণ্ডিচামন্দিরে নবরাত্রি অবস্থান করেন।

গোকর্ণ। বোম্বাই প্রদেশে উত্তর-কানারায়, বর্ত্তমান গোয়ানগরের ৩০।৩২ মাইল দূরে অবস্থিত। শিবমন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান নাম "জেণ্ডিয়া।"

গোকুল। মথুরার দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে, যমুনার অপর পারে, মথুরা হইতে ২।৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

গোদাবরী। দাক্ষিণাত্যের একটী প্রধান নদী। নাসিক হইতে ২৯ মাইল দূরবর্ত্তী ব্রহ্মগিরি পর্ব্বত (মতান্তরে জটাফট্কা পর্ব্বত) হইতে উৎপন্ন। রামানন্দরায়ের রাজকার্য্যস্থল বিদ্যানগর ছিল গোদাবরীতীরে।

গোবর্দ্ধন। মথুরা হইতে আট ক্রোশ দূরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ পর্ব্বত।

গোবর্দ্ধনগ্রাম। গোবর্দ্ধনপর্ব্বতে একটী গ্রাম।

গোবিন্দকুণ্ড। গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত-তটে একটী প্রসিদ্ধ কুণ্ড বা সরোবর।

গৌড়। পূর্ব্বকালে প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশই "গৌড়"-নামে পরিচিত হইত। প্রাচীন গৌড়-নগর মালদহের নিকটে, পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

গৌতমী গঙ্গা। গোদাবরী নদীর একটী শাখা। ইহার তীরে গৌতম-ঋষির আশ্রম ছিল বলিয়া নাম হইয়াছে গৌতমীগঙ্গা।

চটকপর্ব্বত। পুরীতে সমুদ্রের তীরে যে সকল বালুর পাহাড় আছে, তাহাদিগকে "চটক পর্ব্বত" বলে।

চতুর্দ্বার। মহানদীর যে তীরে কটক, তাহার অপর তীরের একটী স্থান। কটক হইতে মহানদী পার হইয়া চতুর্দ্বারে যাইতে হয়। সাধারণ নাম "চৌদার"।

চান্দপুর। হুগলী জেলার ত্রিবেণীর নিকটবর্ত্তী একটী গ্রাম; সপ্তগ্রামের পূর্ব্বদিকে। হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধন-দাসের পুরোহিত বলরাম আচার্য্য এবং দাসগোস্বামীর গুরু যদুনন্দন আচার্য্য এই চান্দপুরে বাস করিতেন।

চিত্রোৎপলা নদী। মহানদীর যে অংশ কটকের নিকটে, তাহাকে "চিত্রোৎপলা নদী" বলে।

চীরঘাট। যমুনার একটী ঘাট। এই স্থানে বস্ত্রহরণ-লীলা হইয়াছিল।

ছত্রভোগ। চব্বিশ পরগণা জেলার জয়নগর-মজিলপুর হইতে দুই তিন ক্রোশ দক্ষিণে। এই গ্রামটীকে কেহ কেহ "খাড়ি" বলেন। এস্থানে "বৈজুরকা নাথ" (বদরিকানাথ?) নামে অনাদি শিবলিঙ্গ আছেন। কিছুদূরে "দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী" আছেন। প্রতিবৎসর চৈত্রমাসের শুক্লা প্রতিপদে নন্দাস্নান উপলক্ষে মেলা হয়।

জগন্নাথ(ক্ষেত্র)। পুরী; শ্রীজগন্নাথদেবের স্থান।

জগন্নাথ-বল্লভ-উদ্যান। পুরীতে গুণ্ডিচাবাড়ী ও শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের মধ্যস্থলে একটী উদ্যান।

জীয়ড়-নৃসিংহক্ষেত্র। মাদ্রাজের বিশাখাপত্তন জেলার একটী তীর্থস্থান। পর্ব্বতের উচ্চপ্রদেশে শ্রীনৃসিংহ-দেবের মন্দির আছে। ভিজাগাপট্টম্ হইতে পাঁচ মাইল উত্তরে সিংহাবলম্ ষ্টেশন।

ঝামটপুর। বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার দুইক্রোশ উত্তরে নৈহাটী গ্রামের নিকটে একটী গ্রাম। এই স্থানে কবিরাজগোস্বামীর শ্রীপাট।

ঝারিখণ্ড। বাংলাদেশের পশ্চিমে অবস্থিত জঙ্গলময় প্রদেশ। বর্ত্তমান আটগড়, ঢেঙ্কানল, আঙ্গুল, লাহারা, কিয়োঞ্জর, বামড়া, বোলাই, গাঙ্গপুর, ছোটনাগপুর, যশপুর, সরগুজা প্রভৃতি পার্ব্বত্য অঞ্চল।

তাপী নদী। বর্ত্তমান "তাপ্তী" নদী। "সুরাট" নগর এই নদীর তীরে। বিন্ধ্যপাদ (বর্ত্তমান সাতপুরা রেঞ্জ) পর্ব্বতের দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া পশ্চিম সাগরে পতিত হইয়াছে।

তাম্রপর্ণী নদী। বর্ত্তমান নাম "টিনিভেলি"। দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণসীমায় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে কন্যা-কুমারীর নিকটে প্রবাহিতা।

তালবন। ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ-বনের একটী বন।

তিরোহিত। প্রাচীন নাম মিথিলা; বর্ত্তমান ত্রিহুত জেলা।

তিলকাঞ্চী। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান "তেলকাশী"। দাক্ষিণাত্যে "তিনেভেলী"র উত্তর-পূর্ব্ব দিকে।

তুঙ্গভদ্রা নদী। স্থানীয় নাম "তুম্বুদ্রা"। এই নদীটী "তুঙ্গ" ও "ভদ্রা" এই দুইটী নদীর সম্মিলনে উৎপন্ন। পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের "গঙ্গামূল" শিখরের নিম্নদেশে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত "কদুর" জেলায় "তুঙ্গ" নদীর উৎপত্তি, "ভদ্রা"-নদীর উৎপত্তিও তুঙ্গের নিকটবর্ত্তী স্থানে। উভয়ে আসিয়া "শিমোগা"-জেলায় মিলিত হইয়াছে। সম্মিলিত "তুঙ্গভদ্রা" নদীটী মাদ্রাজ ও নিজামরাজ্যের মধ্যবর্ত্তী সীমা।

ত্রিকাল হস্তীস্থান। দাক্ষিণাত্যে উত্তর আর্কটে তিরুপতি হইতে বাইশ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব দিকে সুবর্ণমুখী নদীর তীরে অবস্থিত।

ত্রিতকূপ। কোচিন রাজ্যের পশ্চিম উপকূলে ত্রিচুর বা তিরুশিবপুর নগর। মতান্তরে, সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী কূপ-বিশেষ।

ত্রিপদী। তিরুপতি; তিরুপাট্টুর। উত্তর আর্কটে বেঙ্কটাচলের উপত্যকায় অবস্থিত। শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির আছে।

ত্রিমল্ল। তিরুমলয়। তাঞ্জোর জেলায় অবস্থিত।

দণ্ডকারণ্য। উত্তরে "খান্দেশ" হইতে দক্ষিণে "আহম্মদনগর" এবং মধ্যে "নাসিক" ও "আউরঙ্গাবাদ" পর্য্যন্ত গোদাবরীনদীর তীরস্থিত বিস্তৃত ভূখণ্ডে "দণ্ডকারণ্য" নামক বিস্তৃত বন ছিল।

দক্ষিণ মথুরা। বর্ত্তমান "মাদুরা"। মাদ্রাজ প্রদেশে অবস্থিত।

দুর্ব্বেশন। দাক্ষিণাত্যে, রামনাদ হইতে সাত মাইল পূর্ব্বে সমুদ্রতীরে অবস্থিত।

দ্বারকা। দ্বারাবতী। কাঠিয়াবার প্রদেশে কচ্ছ উপসাগরের উপরে স্থিত। প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

দ্বৈপায়নী। দাক্ষিণাত্যে, সম্ভবতঃ গোকর্ণ-তীর্থের নিকটে। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, শ্রীবলদেব গোকর্ণতীর্থে শিবমূর্ত্তি-দর্শন এবং দ্বৈপায়নী-আর্য্যা দর্শনের পরে সূর্পারকে গমন করেন। "আর্য্যা" – দেশের নাম নহে, দেবীর নাম।

ধনুতীর্থ। সেতুবন্ধে। বর্ত্তমান "পম্বম্ প্যাসেজ্"। ভারতবর্ষ ও সিলোনের (প্রাচীন লঙ্কার) মধ্যবর্ত্তী। লক্ষ্মণের ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা সমুদ্রের সেতু বিচ্ছিন্ন হওয়ায় "ধনুতীর্থ' নাম হইয়াছে।

ধ্রুবঘাট। মথুরায়, যমুনার একটী ঘাট।

নন্দীশ্বর। মথুরা জেলায়। এস্থানে নন্দমহারাজের বাড়ী ছিল।

নবদ্বীপ। নদীয়া জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তীর্থ-স্থান। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান।

নরেন্দ্র-সরোবর। পুরীর একটী পুষ্করিণী। এই সরোবরে চন্দনযাত্রাদি উৎসব হইয়া থাকে।

নর্ম্মদা। নদী। দাক্ষিণাত্যের একটী প্রসিদ্ধ নদী।

নাসিক। বোম্বাই প্রদেশে নাসিক জেলা; তাহার সদর—নাসিকনগর। গোদাবরীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত; অপর তীরে পঞ্চবটী। নাসিক একটী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগর। এই স্থানে অনেক দেবালয় আছে; মহাপ্রভু এইস্থানে ত্র্যম্বক-মহাদেব দর্শন করিয়াছিলেন।

নির্ব্বিন্ধ্যা। নদী। উজ্জয়িনীর নিকটে। বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত, চম্বলে আসিয়া পড়িয়াছে।

নৈমিষারণ্য। লক্ষ্ণৌ প্রদেশের নিকটে। বর্ত্তমানে "নিমখার বন" বা "নিমসার" নামে পরিচিত। গোমতী নদীর তীরে।

নৈহাটী। বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটে একটী গ্রাম। প্রাচীন নাম নবহট্ট। কবিরাজ গোস্বামীর আবির্ভাবস্থান ঝামাটপুর নৈহাটীর নিকটবর্ত্তী।

পঞ্চবটী। দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত একটী বন। বর্ত্তমান "নাসিক" সহরের নিকটে গোদাবরীর তীরে অবস্থিত। এস্থানে লক্ষ্মণ সূর্পনখার নাসিকা চ্ছেদন করিয়াছিলেন।

পঞ্চাপ্সরাতীর্থ। শাতকর্ণির, মতান্তরে মাণ্ডকর্ণির, মতান্তরে অচ্যুতঋষির তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রেরিত পাঁচটী অপ্সরা অভিশপ্তা হইয়া কুম্ভীররূপে একটী সরোবরে বাস করে। অর্জ্জুন তীর্থযাত্রায় আসিলে কুম্ভীর-যোনি হইতে অপ্সরা পাঁচটীকে উদ্ধার করেন। তদবধি এই সরোবর তীর্থরূপে পরিণত হয়। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "ততঃ ফাল্গুনমাসাদ্য পঞ্চাপ্সরসমুত্তমম্ (১০।৭৯।১৮)"-শ্লোক হইতে মনে হয়, ইহা "ফাল্গুন" বা "অনন্তপুরের" নিকটবর্ত্তী।

পম্পাসরোবর। হায়দরাবাদের দিকে, অনাগুণ্ডির নিকটে তুঙ্গভদ্রার তীরবর্ত্তী একটী সরোবর। কেহ কেহ বলেন, ত্রিবাঙ্কুরে "পম্বৈ"-নদীই পম্পাসরোবর। আবার কেহ বলেন, বিজয়নগরের প্রাচীন রাজধানীর নামই পম্পা, বর্ত্তমান নাম "হাম্পী"।

পয়স্বিনী নদী। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে "তিরুবত্তর" নদী।

পয়োষ্ণী। নদী। দাক্ষিণাত্যে। কেহ কেহ বলেন, বিন্ধ্যপাদ পর্ব্বতের (বর্ত্তমান নাম—সাতপুরারেঞ্জ) দক্ষিণে প্রবাহিতা একটী নদী। পশ্চিমবাহিনী হইয়া তাপ্তীনদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। বর্ত্তমান নাম "পূর্ত্তি।" বর্ত্তমান ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে। মতান্তরে, বর্ত্তমান নাম "পারপুণী" নদী। মহাভারত, বনপর্ব্বে ৮৫শ অধ্যায়ের বর্ণনানুসারে কৃষ্ণবেণ্বাজলোদ্ভূত জাতিস্মর হ্রদের পরে সর্ব্বহ্রদ, তাহার পর পয়োষ্ণী, তাহার পরে দণ্ডকারণ্য।

পাণ্ডুপুর। পণ্ঢর পুর। বোম্বাই-প্রদেশে শোলাপুর জেলার অন্তর্গত; শোলাপুর হইতে ৩৮ মাইল পশ্চিমে। ভীমরথী নদীর তীরে অবস্থিত।

পাণ্ড্যদেশ। দাক্ষিণাত্যে "কেরল" ও "চোল" রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ।

পানাগড়িতীর্থ। "ত্রিবান্দ্রামের"-পথে "তিনেভেলি" হইতে ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে অবস্থিত।

পানা-নরসিংহ-স্থান। "কৃষ্ণা" জেলার "বেজওয়াদা" সহরের সাত মাইল দূরে "মঙ্গলগিরির" মধ্যে অবস্থিত। পর্ব্বতের উপরে এস্থানে শ্রীনৃসিংহ-বিগ্রহ আছেন। কথিত আছে, এই নৃসিংহদেবকে সরবত ভোগ দিলে তিনি অর্দ্ধেক মাত্র গ্রহণ করেন, বাকী অর্দ্ধেক অবশেষ থাকে।

পানিহাটী। কলিকাতার উত্তরে সাড়ে চারি ক্রোশ দূরে, গঙ্গাতীরে। শ্রীরাঘব পণ্ডিতের শ্রীপাট। এই স্থানে দাস গোস্বামীর দণ্ডমহোৎসব হইয়াছিল।

পাপনাশন। "কুম্ভকোণম্" হইতে আট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। "তিনেভেলি" জেলার অন্তর্গত "পালম্-কোটা" হইতে উনত্রিশ মাইল পশ্চিমেও "পাপনাশন" নমে একটী নগর আছে।

পাবনকুণ্ড। পাবন-সরোবর। নন্দীশ্বরের নিকটে, মথুরা জেলায়।

পিছলদা। তমলুকের নিকটবর্ত্তী রূপনারায়ণ-নদের তীরে একটী গ্রাম।

পুরুষোত্তম। পুরী বা নীলাচল।

প্রয়াগ। বর্ত্তমান এলাহাবাদ। এস্থানে ত্রিবেণীসঙ্গম।

বাত্তাপানি। ভূতপণ্ডি। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে, নগরকৈলের উত্তরে, তোবল-তালুকের মধ্যে।

বারাণসী। কাশী; প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

বিদ্যানগর। গোদবরী-তীরে; রায়রামানন্দের রাজকার্য্যস্থল। বিদ্যানগরেই প্রভুর সহিত রায়রামানন্দের প্রথম মিলন হয়। এইস্থানের বড়বিপ্র-ছোটবিপ্রের ভক্তিপ্রভাবেই শ্রীবৃন্দাবন হইতে সাক্ষিগোপালের আগমন।

বিষ্ণুকাঞ্চী। কঞ্জিভেরাম্ হইতে পাঁচ মাইল দূরে।

বৃদ্ধকাশী। বর্ত্তমান নাম "বৃদ্ধাচলম্।" দক্ষিণ আর্কট জেলায় "ভেলার" নামক নদীর একটী উপনদী "মণিমুখের" তীরে অবস্থিত।

বৃদ্ধকোলতীর্থ। "মহাবলীপুরম্" বা "সপ্তমন্দিরের" অন্তর্গত "বলিপীঠম্" হইতে প্রায় এক মাইল দক্ষিণে।

বৃন্দাবন। অতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। মথুরা জেলায়।

বেণাপোল। যশোহর জেলার একটী গ্রাম। বেণাপোলের জঙ্গলে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কিছুকাল ছিলেন।

বেদাবন। "তাঞ্জোর" জেলায়, "তিরুত্তরাইগণ্ডি" তালুকের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে। তাঞ্জোর হইতে বিশ মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে।

ভদ্রক। উড়িষ্যার অন্তর্গত।

ভদ্রবন। মথুরা জেলায়; দ্বাদশ বনের একটী বন।

ভবানীপুর। উড়িষ্যায়, পুরীর নিকটবর্ত্তী একটী স্থান।

ভাণ্ডীর বন। ব্রজমণ্ডলস্থ দ্বাদশ বনের একটী বন।

ভার্গীনদী। বর্ত্তমানে "দণ্ডভাঙ্গা নদী" নামে খ্যাত। পুরীর তিন ক্রোশ উত্তরে।

ভীমরথী নদী। বোম্বাই প্রদেশে শোলাপুর জেলায়; পাণ্ডুপুর (পণ্ঢরপুর) এই নদীর তীরে অবস্থিত।

ভুবনেশ্বর। পুরী জেলায় প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

মণিকর্ণিকা। কাশীতে গঙ্গার একটী ঘাট।

মৎস্যতীর্থ। কেহ কেহ বলেন, "ভিজাগাপট্টমের" অন্তর্গত "পদ্ম-তালুকের" মধ্যে "পাদেরু" হইতে ছয় মাইল উত্তরদিকে, "মটম"-গ্রামের নিকটে "মাচেরু"-নদীর একটী অদ্ভুত আবর্ত্তই মৎস্যতীর্থ; আবার কেহ কেহ বলেন—"মালাবর" জেলার সমুদ্রতীরে অবস্থিত বর্ত্তমান "মাহে" নগরই মৎস্যতীর্থ। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহা বর্ত্তমান "মস্‌লিবন্দর"।

মথুরা। মধুপুরী। সুপ্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান উত্তর প্রদেশে।

মধুবন। ব্রজমণ্ডলস্থ দ্বাদশ বনের একটী বন।

মন্ত্রেশ্বর। নদ। কলিকাতার অদূরে ডায়মণ্ড হারবারের নিকটবর্ত্তী বৃহৎ নদের নামই মন্ত্রেশ্বর।

মন্দার পর্ব্বত। ভাগলপুর জেলায় বাঁকা সব্‌ডিভিশনের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ পর্ব্বত। সমুদ্রমন্থনের সময় অনন্ত নাগ এই মন্দার-পর্ব্বতকেই বেষ্টন করিয়াছিলেন। পর্ব্বতের অঙ্গে এখনও বেষ্টন-চিহ্ন বর্ত্তমান।

মলয় পর্ব্বত। মালাবার উপকূলের প্রসিদ্ধ গিরিমালার সর্ব্বদক্ষিণ অংশ। বর্ত্তমান নাম "ওয়েষ্টার্ণ ঘাট" বা "পশ্চিমঘাট।" কেহ কেহ বলেন, কর্ণাট ও দ্রাবিড় দেশে সমস্ত পর্ব্বতকেই "মলয়" বলা হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, "নীলগিরি" পর্ব্বতই মলয় পর্ব্বত।

মল্লার দেশ। মালাবার দেশ। উত্তরে দক্ষিণ কানারা, পূর্ব্বে কুর্গ ও মহীশূর, দক্ষিণে কোচিন এবং পশ্চিমে আরব সাগর।

মল্লিকার্জ্জুনতীর্থ। দক্ষিণ ভারতের "কর্ণুলের" সত্তর মাইল নিম্ন প্রদেশে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত। এখানে মল্লিকার্জ্জুন শিবের মন্দির বিদ্যমান।

মহাবন। ব্রজমণ্ডলে দ্বাদশ বনের একটী বন।

মহেন্দ্রশৈল। গঞ্জাম প্রদেশে সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ পর্ব্বত। বর্ত্তমানে "ইষ্টার্ণঘাট" বা "পূর্ব্বঘাট।"

মানসগঙ্গা। গোবর্দ্ধনে, একটী সরোবর।

মায়াপুর। হরিদ্বার; অতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। "হরিদ্বার" ব্রাঞ্চ লাইনের "জোয়ালপুর" ষ্টেশন হইতে "গাঢ়বাল" রাজ্যের অন্তর্গত "তপোবন" নামক স্থান পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড "মায়াক্ষেত্র" নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে কনখল, হরিদ্বার, হৃষীকেশ এবং তপোবন এই চারিটী তীর্থ আছে। "মায়াপুরী" বলিতে সময়ে সময়ে সমস্ত "মায়া-ক্ষেত্রকে" বুঝায়, আবার কখনও কখনও বা জ্বালাপুর, কনখল এবং হরিদ্বার এই তিনটী মাত্র স্থানকেও বুঝায়।

মালজাঠ্যা দণ্ডপাট। উড়িষ্যায়, রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজ্যমধ্যে একটী প্রদেশ।

মাহিষ্মতীপুর। নর্ম্মদানদীর তীরবর্ত্তী বর্ত্তমান "মহেশ্বরপুর"। নামান্তর "চুলি মহেশ্বর"। ইন্দোর রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত।

যমেশ্বর টোটা। নীলাচলে; টোটা গোপীনাথের মন্দির এই স্থানে।

যাজপুর। উড়িষ্যার বৈতরণী নদীর তীরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ স্থান। নাভিগয়াক্ষেত্র। নামান্তর—"যজ্ঞপুর"; "যজাতিপুর"।

রাজমহিন্দ্র। বর্ত্তমান "রাজমহেন্দ্রী" নগর। মাদ্রাজ প্রদেশে। রাজা প্রতাপরুদ্রের শাসনাধীনে ছিল।

রাঢ়দেশ। গঙ্গার পশ্চিমকূলে অবস্থিত বাংলাদেশের অংশকে রাঢ়দেশ বলে।

রামকেলি। মালদহ ষ্টেশন হইতে আড়াই ক্রোশ দূরে পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে অবস্থিত।

রামেশ্বর। "সেতুবন্ধ-রামেশ্বর"-নামে প্রসিদ্ধ স্থান। "মাদুরা" হইতে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। "পম্বম্"-বন্দর হইতে চারি মাইল উত্তরে রামেশ্বর-শিবের মন্দির।

রেমুণা। বালেশ্বরের পাঁচ মাইল পশ্চিমে। এই স্থানে "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ"-বিগ্রহ বিদ্যমান।

লঙ্কা। বর্ত্তমান "সিলোন।" ভারতবর্ষের দক্ষিণে।

লোহবন। ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ-বনের একটী বন।

শান্তিপুর। নদীয়া জেলায়; গঙ্গাতীরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ স্থান। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর শ্রীপাট।

শিবকাঞ্চী। বর্ত্তমানে "কাঞ্জিভেরাম" নামে প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যে "চেঙ্গলপুত"-জেলায়, "পেলার" নদীর তীরে, মাদ্রাজ হইতে ছিয়াল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

শিবক্ষেত্র। দক্ষিণ ভারতে "তাঞ্জোর" নগরে অবস্থিত শিবমন্দির।

শিয়ালী-ভৈরবী-স্থান। শিয়ালী-নামক স্থানে যে "ভৈরবীদেবী" আছেন, তাঁহার স্থান। "শিয়ালী" দক্ষিণ ভারতে "তাঞ্জোর" জেলার "তাঞ্জোর"-নগর হইতে আটচল্লিশ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত একটী প্রধান নগর।

শেষশায়ী। ব্রজমণ্ডলে অবস্থিত; ২।১৮।৫৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীখণ্ড। "খণ্ড" দ্রষ্টব্য।

শ্রীবন। ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ বনের একটী বন।

শ্রীবৈকুণ্ঠ। শ্রীবৈকুণ্ঠম্। "আলোয়ার তিরুনগরী" হইতে চারি মাইল উত্তরে এবং "তিনেভেলি" হইতে ষোল মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে তাম্রপর্ণী নদীর তীরে অবস্থিত।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র। শ্রীরঙ্গম্। মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত "ত্রিচিনপল্লীর" উত্তরে কাবেরী নদীর উপরে অবস্থিত। "তাঞ্জোর"-জেলার "কুম্ভকোণম্" হইতে পশ্চিম দিকে।

শ্রীশৈল। মলয় পর্ব্বতের উত্তরাংশ। বর্ত্তমানে "পাল্‌নি হিলস্" নামে খ্যাত। কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমান "নিজাম রাজ্যের" দক্ষিণ ও মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তর।

শ্রীহট্ট। বর্ত্তমান "শিলেট"। পূর্ব্বে আসামের মধ্যে ছিল, এখন পাকিস্থানে।

সত্যভামাপুর। উড়িষ্যাদেশে পুরীর অদূরে একটী গ্রাম।

সপ্তগোদাবরী। মান্দ্রাজ প্রদেশে রাজমহেন্দ্রী জেলায়, গোদাবরীর একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ। কাহারও কাহারও মতে, অপর নাম—"গৌতমী সঙ্গম"। কেহ কেহ বলেন, গোদাবরীর সাতটী শাখানদী—বাণগঙ্গা, উর্দ্ধা, পাণিগঙ্গা, মঞ্জিরা, পূর্ণা, ইন্দ্রবতী ও গোদাবরী। মহাভারত, বনপর্ব্বের ৮৫তম অধ্যায়ে সপ্তগোদাবরীর উল্লেখ আছে।

সপ্তগ্রাম। কলিকাতা হইতে সাতাইশ মাইল দূরে হুগলী জিলার অন্তর্গত ত্রিশবিঘা ষ্টেশন; ত্রিশবিঘার অতি অল্পদূরে সপ্তগ্রাম। পূর্ব্বে "সপ্তগ্রাম" বলিলে—বাসুদেবপুর, বাঁশবাড়িয়া, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, সপ্তগ্রাম ও শঙ্খনগর—এই সাতটী গ্রামের সমষ্টিকে বুঝাইত। সপ্তগ্রাম সরস্বতী-নদীর তীরে অবস্থিত। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আবির্ভাব-স্থান। পূর্ব্বে ইহা অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ও বন্দর ছিল।

সিংহারি-মঠ। শৃঙ্গেরী মঠ। মহীশূরের অন্তর্গত "শিমোগা"-জেলায় "তুঙ্গভদ্রা"-নদীর তীরে "হরিহরপুরের" সাত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার চারিজন শিষ্যের দ্বারা ভারতবর্ষে চারিটী মঠ স্থাপন করাইয়াছিলেন—বদরিকাশ্রমে জ্যোতির্মঠ, শ্রীক্ষেত্রে গোবর্দ্ধনমঠ, দ্বারকায় সারদামঠ এবং দাক্ষিণাত্যে—শৃঙ্গেরীমঠ।

সিদ্ধিবট। সিদ্ধবট। দক্ষিণভারতে "কুডাপা"-নগরের পূর্ব্বদিকে দশ মাইল দূরে অবস্থিত।

সুমনঃ-সরোবর। গোবর্দ্ধনের কুসুম-সরোবর। "সুমনঃ"-শব্দের অর্থ কুসুম—পুষ্প।

সূর্পারকতীর্থ। বোম্বাই হইতে ছাব্বিশ মাইল উত্তরে "থানা"-জেলায়-"সোপারা"-নামক স্থান। পূর্ব্বে ইহা কোঙ্কানের রাজধানী ছিল।

সেতুবন্ধ। "রামেশ্বর" দ্রষ্টব্য।

সোরোক্ষেত্র। মথুরার নিকটবর্ত্তী একটী স্থান। গঙ্গার তীরে অবস্থিত।

স্কন্দক্ষেত্র। হায়দরাবাদের অন্তর্গত একটী তীর্থস্থান। স্কন্দ—কার্ত্তিকেয়।

হাজিপুর। গঙ্গানদীর এবং গণ্ডক-নদের সঙ্গমস্থলে পাটনার অপর পারে হাজিপুর।

হিমালয়। ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় অতি প্রসিদ্ধ পর্ব্বত।

মুক্তি

কেহ যদি কোনওরূপ বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, সেই বন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেই বলা হয় তাহার মুক্তি হইয়াছে। জীবের ভব-বন্ধন হইতে আত্যন্তিক-অব্যাহতিরূপ মুক্তিই এইস্থলে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

মুক্তির স্বরূপ। জীব হইলেন স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তির অতি ক্ষুদ্রতম অংশ ; এই জীবশক্তি হইতেছে চিদ্রূপা ; সুতরাং জীবও হইলেন স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের চিৎকণ অংশ। শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়া শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবাই হইল তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য। তাই জীব হইলেন স্বরূপতঃ কৃষ্ণের দাস। জীবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের—শক্তির সহিত শক্তিমানের—সম্বন্ধ যখন নিত্য, তখন তাঁহার শ্রীকৃষ্ণদাসত্বও হইতেছে নিত্য। তাই শ্রীকৃষ্ণের চিদ্রূপা জীবশক্তির চিৎকণ অংশ বলিয়া স্বরূপে জীব হইলেন কৃষ্ণের নিত্যদাস।

এই জীব আবার দুই শ্রেণীর—এক নিত্যমুক্ত ; আর, অনাদিকাল হইতে নিরবচ্ছিন্নভাবে মায়াপাশে আবদ্ধ। যাঁহারা নিত্যমুক্ত, তাঁহারা অনাদি কাল হইতে নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণে উন্মুখ ; তাঁহারা অনাদি কাল হইতেই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পার্ষদরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতেছেন এবং সেবাজনিত পরমানন্দ অনুভব করিতেছেন। তাঁহারা অনাদিকাল হইতেই তাঁহাদের স্ব-স্বরূপে অবস্থিত ; সুতরাং তাঁহাদের মুক্তির প্রশ্ন উঠিতে পারে না ; যেহেতু, কোনও সময়েই স্বরূপ-বিরোধী কোনও বস্তুদ্বারা তাঁহাদের বন্ধন হয় নাই, হইবেও না।

যাঁহারা অনাদিকাল হইতেই মায়াপাশে আবদ্ধ, তাঁহাদেরই মুক্তির প্রশ্ন উঠিতে পারে। জীবের স্বরূপে মায়া নাই বলিয়া (জীবশক্তিতে মায়াশক্তির সংযোগ নাই বলিয়া) এবং জীবশক্তি চিদ্রূপা বলিয়া, কিন্তু বহিরঙ্গা মায়া-শক্তি চিদ্‌বিরোধী জড়রূপা বলিয়া, মায়া হইল জীবের স্বরূপবিরোধী একটা বস্তু। এই স্বরূপ-বিরোধী বস্তু দ্বারাই জীব আবদ্ধ। জীবের এই স্বরূপ-বিরোধী বস্তুদ্বারা বন্ধন হইতে অব্যাহতিই হইল তাঁহার মুক্তি।

কিন্তু জীব তাঁহার এই স্বরূপ-বিরোধী বস্তুদ্বারা কেন আবদ্ধ হইলেন ? এবং কখন আবদ্ধ হইলেন ? তাঁহার এই বন্ধন ছেদনযোগ্য কি না ?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস ; কিন্তু যাঁহারা অনাদি কাল হইতেই কৃষ্ণকে ভুলিয়া অনাদি-বহির্ম্মুখ হইয়া আছেন, তাঁহারাই মায়ার কবলে পতিত হইয়াছেন। "কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥ কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥" আনন্দস্বরূপ—সুখস্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া স্বরূপতঃই জীবের মধ্যে একটা চিরন্তনী সুখবাসনা আছে। কিন্তু অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব অনাদি কাল হইতেই সুখস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পেছনে রাখিয়াছেন বলিয়া সুখের স্বরূপ জানেন না। প্রদীপের আলোককে পশ্চাদ্দিকে রাখিয়া দাঁড়াইলে সম্মুখের দিকে দেখা যায় আলোকের বিরোধী ছায়া বা অন্ধকার। অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবও সুখস্বরূপকে পশ্চাদ্দিকে রাখাতে সম্মুখে দেখিয়াছেন—সুখবিরোধী দুঃখময়-বস্তু—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃত রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি ভোগ্যবস্তু এবং ইহাকেই ভ্রান্তিবশতঃ সুখ বলিয়া মনে করিয়া ইহার অধিষ্ঠাত্রী মায়াদেবীর শরণাগত হইয়াছেন—যেন তাঁহার কৃপায় ঐ সমস্ত প্রাকৃত বস্তু ভোগ করিতে পারেন। অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব মনে করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার সুখবাসনা তৃপ্তিলাভ করিবে। ইহা যে সুখ নয়, বস্তুতঃ দুঃখ, ভোগ করাইয়া তাহা উপলব্ধি করাইবার অভিপ্রায়ে মায়াও তাঁহাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া মায়িক ভোগ্যবস্তু ভোগ করাইতেছেন। ইহাই অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের মায়াবন্ধনের হেতু। মায়িক সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি, জীবের বহির্ম্মুখতাও অনাদি, এই মায়াবন্ধনও অনাদি। কিন্তু অনাদি হইলেও ইহা আগন্তুক বস্তু ; বিশেষতঃ ইহা জীবের স্বরূপ-বিরোধী বস্তু। সুতরাং ইহা নিরসনযোগ্য, এই বন্ধন ছেদনযোগ্য।

অনাদিকর্ম্মফল-বশতঃই জীবের অনাদিবহির্ম্মুখতা এবং সংসার-বন্ধন। মায়ার প্রভাবজনিত দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ দেহের ও দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদির সুখের জন্য মায়াবদ্ধ সংসারী জীব অনেক নূতন নূতন কর্ম্ম করিয়া থাকেন। কর্ম্মফল ভোগের জন্য কর্ম্মফলভোগের উপযোগী দেহ লাভ করিয়া দেবতা-গন্ধর্ব্ব-মনুষ্য-পশু-পক্ষি-তরু-তৃণ-গুল্মাদি নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতেছেন, জন্ম-মৃত্যু-জরা, আধি-ব্যাধি, শোক-তাপাদি অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছেন।

কর্ম্মফল ভোগের জন্য কখনও মানুষের দেহকে, কখনও বা দেবতার দেহকে, কখনও বা স্থাবর-জঙ্গমাদির দেহকে আশ্রয় করিতেছেন এবং সেই সেই দেহকেই নিজের দেহ বা নিজের স্বরূপ বলিয়া মনে করিতেছেন; কিন্তু এই সকল দেহ তাঁহার নিজেরও নয়, তাঁহার নিজের স্বরূপও নয়। কারণ, দেখা যায়, মৃত্যুর দ্বার দিয়া জীব এই সকল দেহকে ত্যাগ করিয়া যায়েন। নিজের দেহ বা নিজের স্বরূপ হইলে তাহা ত্যাগ করিতে হইত না। বিশেষতঃ, এই সকল দেহের কোনও দেহেতেই তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি-কৃষ্ণসেবাও হইতেছেনা। এই সকল দেহ আবার পঞ্চভূতাত্মক, জড়; জীব স্বরূপে চিন্ময়। চিন্ময় জীবের স্বরূপগত দেহ চিদ্‌বিরোধী জড় হইতে পারে না। মৃত্যুসময়ে জীব একটী সূক্ষ্ম দেহকে আশ্রয় করিয়া স্থূল জড়দেহকে ত্যাগ করিয়া যায়েন। এই সূক্ষ্ম দেহও প্রাকৃত—জড়; সুতরাং তাঁহার স্বরূপ-বিরোধী। কর্ম্মফল ভোগের জন্য আবার স্থূল জড় দেহে জন্মগ্রহণ করেন। এইভাবেই জন্মের পরে মৃত্যু, মৃত্যুর পরে আবার জন্ম—ইত্যাদি ক্রমে চলিতে থাকে। মহাপ্রলয়ে যখন সৃষ্টিক্রিয়া বন্ধ থাকে, তখন জীব স্বীয় কর্ম্মফলকে অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্ম রূপে কারণার্ণবশায়ীতে অবস্থান করেন। তখন যে-রূপে জীব অবস্থান করেন, তাহাও তাঁহার স্বরূপ নহে; যেহেতু, তাহাতে তাঁহার কর্ম্মফল বিজড়িত আছে এবং কর্ম্মফল-অনুযায়ী দৈহিক সুখের বাসনাদিও আছে। এই কর্ম্মফল এবং দেহ-সুখাদির বাসনা জড় বলিয়া তাঁহার স্বরূপ-বিরোধী। মহাপ্রলয়ের পরে আবার যখন সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হয়, তখন সেই কর্ম্মফলভোগের উপযোগী দেহ লাভ করিয়া জীব আবার সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে আসিয়া থাকেন। এইরূপই চলিতে থাকে।

কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন, মহাপ্রলয়ে কারণার্ণবশায়ীতেই জীব যখন অবস্থান করেন, তখনই তাঁহার মুক্তি; যেহেতু, কারণার্ণবশায়ীও তো ভগবানের এক স্বরূপ। তাহা নয়; যেহেতু, তখন জীবের মায়িক উপাধি থাকে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই অবস্থানকে "নিরোধ" বলা হইয়াছে; মুক্তি বলা হয় নাই। "নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহশক্তিভিঃ। ২।১০।৬॥" টীকাতে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অস্য আত্মনঃ জীবস্য হরের্যোগনিদ্রামনু পশ্চাৎ শক্তিভিঃ স্বোপাধিভিঃ সহ শয়নং লয়ঃ নিরোধঃ।" শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"আত্মনঃ জীবস্য শক্তিভিঃ স্বোপাধিভিঃ সহ অস্য হরেরনুশয়নং হরিশয়নানুগতত্বেন শয়নং নিরোধ ইত্যর্থঃ। তত্র হরেঃ শয়নং প্রপঞ্চং প্রতি দৃষ্টিনিমীলনং জীবাদীনাং শয়নং তত্র লয় ইতি জ্ঞেয়ম্।" উভয়ের টীকার তাৎপর্য্য একই। টীকানুযায়ী অর্থ হইবে এইরূপ। হরির শয়নের পরে স্বীয় উপাধির সহিত জীব হরিতে শয়ন করে (লয় প্রাপ্ত হয়)। হরির শয়ন বলিতে মায়িক প্রপঞ্চের প্রতি দৃষ্টি-নিমীলন বুঝায়; যখন শ্রীহরি দৃষ্টি-নিমীলন করেন, তখনই মহাপ্রলয়। তাহা হইলে, উক্ত শ্লোকার্দ্ধের তাৎপর্য্য হইল এই—মহাপ্রলয়ে জীব স্বীয় উপাধির (শক্তিভিঃ) সহিত শ্রীহরিতে (কারণার্ণবশায়ীতে) অবস্থান করেন। তখনও মায়িক উপাধি থাকে বলিয়া এবং এই মায়িক উপাধি জীবস্বরূপের বিরোধী বলিয়া উপাধিদ্বারা আবৃত জীব তখন স্বরূপে অবস্থিত থাকেন না, স্বরূপ হইতে ভিন্ন এক রূপেই অবস্থিত থাকেন। সুতরাং ঐ অবস্থিতিকে মুক্তি বলা যায় না। মহাপ্রলয়ে কারণার্ণবশায়ীতে অবস্থিত জীব যে মুক্ত নহেন, তাহার একটী প্রমাণ এই যে, মহাপ্রলয়ের পরে যখন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন তাঁহাকে আবার সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে কর্ম্মফল ভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু মুক্ত জীবকে আর সংসারে আসিতে হয় না (পরবর্ত্তী আলোচনায় "অন্তিমা মুক্তি" দ্রষ্টব্য)। মুক্তি বলিতে কি বুঝায়, উল্লিখিত শ্লোকার্দ্ধের দ্বিতীয়ার্দ্ধে তাহা বলা হইয়াছে—"মুক্তির্হিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥" এই শ্লোকার্দ্ধ পরে আলোচিত হইবে।

মায়াজনিত অজ্ঞত্বাদি—নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অজ্ঞত্বাদি—এবং এই অজ্ঞত্বাদির ফলে দেহাত্মবুদ্ধি এবং দেহেন্দ্রিয়াদির সুখের জন্য বাসনাদিই হইল জীবের উপাধি। সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডেই হউক, কিম্বা মহাপ্রলয়ে

কারণার্ণবশায়ীতেই হউক, যেখানেই থাকুন না কেন, সর্ব্বত্রই মায়াবদ্ধ জীবের এই উপাধি থাকিবে এবং উপাধিই তাঁহাকে স্বরূপ হইতে ভিন্ন একটী রূপ দিয়া থাকে; স্বষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে যখন থাকেন, তখন এই ভিন্ন রূপ হয় স্থূল বা সূক্ষ্ম—কিন্তু পাঞ্চভৌতিক; আর কারণার্ণবশায়ীতে যখন থাকেন, তখন এই রূপ হয় উপাধিদ্বারা আবৃত জীবস্বরূপের রূপ। যতদিন পর্য্যন্ত জীব মায়ার কবলে থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্তই তাঁহার মায়িক উপাধি থাকিবে; সুতরাং ততদিন পর্য্যন্তই তাঁহার স্বরূপ হইতে ভিন্ন একটী রূপ থাকিবে। স্বরূপ হইতে ভিন্ন এই রূপটী দূর হইলেই জীব স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারিবেন। এই ভিন্ন রূপটী যখন মায়িক উপাধিরই ফল, এই রূপটী দূরীভূত হইলেই বুঝিতে হইবে, মায়াও তিরোহিত হইয়াছে—সুতরাং জীবও মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাহা হইলেই বুঝা গেল—মায়িক উপাধির ফলে জীব তাঁহার স্বরূপ হইতে যে ভিন্ন রূপ পাইয়া থাকেন, সেই ভিন্ন রূপ ত্যাগ করিয়া জীব যদি স্ব-রূপে অবস্থিত হইতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি মুক্ত হইলেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতেও তাহাই জানা যায়। "মুক্তি র্হিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥ ২।১০।৬॥—অন্যথা রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবের যে স্বরূপে অবস্থিতি, তাহাই মুক্তি।" এই শ্লোকার্দ্ধের "অন্যথা রূপম্" এর অর্থ শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অবিদ্যয়াধ্যস্তং কর্তৃত্বাদি"; শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অবিদ্যয়াধ্যস্তম্ অজ্ঞত্বাদিকম্" এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"মায়িকং স্থূলসূক্ষ্মরূপদ্বয়ম্।" সকলের অর্থের তাৎপর্য্যই এক—অবিদ্যার বা মায়ার প্রভাবজনিত অজ্ঞতা, কর্তৃত্বাদি এবং তজ্জনিত স্থূলসূক্ষ্ম মায়িক রূপ। মহাপ্রলয়ে জীব যে-রূপে কারণার্ণবে অবস্থান করেন, তাহাকেও চক্রবর্ত্তিপাদ সূক্ষ্ম রূপই বলিয়াছেন। এই অন্যথা রূপ—স্বরূপ হইতে ভিন্ন রূপ—পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবের স্বরূপে অবস্থিতিই হইল তাঁহার মুক্তি। "স্বরূপেণ"-শব্দের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"মুক্তিরিতি স্বরূপেণ ব্যবস্থিতির্নাম স্বরূপসাক্ষাৎকার উচ্যতে। তদবস্থানমাত্রস্য সংসারদশায়ামপি স্থিতত্বাৎ। অন্যথারূপস্য চ তদজ্ঞানমাত্রার্থত্বেন তদ্ধানৌ তজ্‌জ্ঞান-পর্য্যবসানাৎ। স্বরূপং চাত্র মুখ্যং পরমাত্মলক্ষণমেব। রশ্মিপরমাণূনাং সূর্য্যইব স এব হি জীবানাং পরমোহংশিস্বরূপঃ।" ইহার তাৎপর্য্য এই—'এস্থলে স্বরূপে ব্যবস্থিতি' বাক্যে স্বরূপ-সাক্ষাৎকার বুঝাইতেছে; কেবলমাত্র 'স্বরূপে অবস্থিতি' বুঝায় না; যেহেতু, সংসার-দশাতেও জীবের স্বরূপে অবস্থিতি থাকে অর্থাৎ সংসার-দশাতেও তাঁহার চিন্ময়-স্বরূপই থাকে, সেই চিন্ময়-স্বরূপে মায়িক উপাধির যোগ হয় মাত্র। এই মায়িক উপাধি বশতঃ স্বরূপ-সম্বন্ধে যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানমাত্রই তাঁহাকে অন্যথা রূপ দিয়া থাকে। এই অজ্ঞান দূরীভূত হইলেই স্বরূপের জ্ঞান জন্মে। এস্থলে যে স্বরূপ-সাক্ষাৎকার বলা হইল, সেই স্বরূপ হইতেছে জীবস্বরূপের অংশী পরমাত্ম-স্বরূপ। রশ্মির পরমাণু-সমূহের অংশী যেমন সূর্য্য, তদ্রূপ পরমাত্মাই জীবসমূহের অংশী। এই অংশী পরমাত্মার সাক্ষাৎকারই অংশ-জীবের মুক্তি।" অন্য প্রমাণেও ইহা জানা যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মায়িক উপাধির অবসান হইলেই জীবের মুক্তি হইতে পারে। কিন্তু পরমাত্মার সাক্ষাৎকারেই যে মায়িক উপাধি দূরীভূত হইতে পারে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের "ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এব এরাত্মনীশ্বরে॥ ১।২।২১॥"-শ্লোক হইতেই তাহা জানা যায়। মুণ্ডক-শ্রুতিও এই কথাই বলেন। ২।২।৮॥ সুতরাং পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারেই জীব সর্ব্ববিধ লেপহীন স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারেন।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মা, পরমেশ্বর। অনন্ত-স্বরূপে তিনি আত্মপ্রকট করিয়া আছেন। এ সমস্ত স্বরূপের যে কোনও এক স্বরূপের উপলব্ধিতে বা সাক্ষাৎকারেই পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। এজন্যই "স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"-বাক্যের অর্থে চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"স্বরূপেণ শুদ্ধজীবস্বরূপেণ কেষাঞ্চিৎ ভগবৎ-পার্ষদরূপেণ চ ব্যবস্থিতি র্মুক্তিরিতি।—শুদ্ধ জীবস্বরূপে, কাহারও বা ভগবৎ-পার্ষদ-স্বরূপে অবস্থিতিই মুক্তি।"

শুদ্ধ জীব-স্বরূপ হইল—চিৎকণ অংশ। যাঁহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপের সহিত, (কিম্বা সবিশেষ-স্বরূপের সহিত) সাযুজ্য চাহেন, তাঁহারা চিৎকণরূপেই ব্রহ্মানন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকেন (অথবা ভগবৎস্বরূপের মধ্যে অবস্থান করেন)। তাঁহাদের কথাই চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—"শুদ্ধজীবস্বরূপেণ"-বাক্যে। আর, যাঁহারা ভগবৎ-পার্ষদত্ব কামনা করেন, মুক্ত-অবস্থায় তাঁহারা ভগবৎ-পার্ষদরূপেই অবস্থান করেন। "কেষাঞ্চিৎ-ভগবৎ-পার্ষদরূপেণ চ"-বাক্যে তাঁহাদের কথাই বলা হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে—জীব স্বরূপে হইলেন ভগবানের চিৎকণ অংশ। যিনি পার্ষদরূপে অবস্থান করেন, তাঁহার তো পার্ষদদেহ থাকিবে; এই পার্ষদ-দেহ তো চিৎকণ নয়; এই দেহে চিৎকণ জীব অবস্থান করেন। সুতরাং এই পার্ষদদেহ তো হইল জীবের স্বরূপ হইতে অন্যথা রূপ বা ভিন্ন রূপ। এই অবস্থায় পার্ষদদেহে অবস্থিতিকে স্বরূপে অবস্থিতি কিরূপে বলা যায়? পার্ষদদেহে অবস্থিতিকে মুক্তিই বা কিরূপে বলা যায়?

উত্তর—জীবস্বরূপের দুইটী লক্ষণ—ইহা চিৎকণ এবং ইহা কৃষ্ণের নিত্যদাস। চিৎকণরূপে নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দসমুদ্রে, অথবা ভগবদ্বিগ্রহে যখন জীব অবস্থান করেন, তখন তাঁহার একটীমাত্র স্বরূপগত লক্ষণ অভিব্যক্ত হয়—চিৎকণত্ব; কৃষ্ণদাসত্ব অভিব্যক্ত হয়না। তথাপি তাঁহাকে মুক্ত বলা হয়; যেহেতু, তখন তাঁহাতে মায়াবন্ধন বা মায়িক উপাধি থাকে না। পূর্ব্বে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে, মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতিই মুক্তি।

আর, যিনি পার্ষদদেহে অবস্থান করেন, তাঁহাতে জীবস্বরূপের দুইটী লক্ষণই অভিব্যক্ত—চিৎকণত্ব এবং কৃষ্ণদাসত্ব। চিৎকণরূপে জীব পার্ষদদেহে অবস্থিত থাকিলেও এবং এই পার্ষদদেহটী চিৎকণ না হইলেও, ইহা চিন্ময়; সুতরাং জীবস্বরূপের সজাতীয়; জীবস্বরূপের বিরোধী জড়দেহ নহে। মায়িক উপাধির ফলস্বরূপ যে পাঞ্চভৌতিক দেহ, তাহা জীবের স্বরূপের জ্ঞানকে এবং তাঁহার কৃষ্ণদাসত্বের ভাবকে আবৃত করিয়া রাখে বলিয়া তাহা হইল জীবস্বরূপের বিরোধী একটা বস্তু। কিন্তু পার্ষদদেহ চিন্ময় বলিয়া এবং জীবের স্বরূপগত ধর্ম্ম কৃষ্ণদাসত্বের অনুকূল বলিয়া, কৃষ্ণসেবার সহায়তা করে বলিয়া, ইহা স্বরূপের প্রতিকূল নহে। সুতরাং মায়িক জড়দেহের ন্যায়, চিন্ময় পার্ষদদেহ জীবস্বরূপের "অন্যথা রূপ"—নিত্য কৃষ্ণদাসজীবের স্বরূপ হইতে ভিন্ন রূপ—নহে। ইহাতে মায়ার স্পর্শও নাই। সুতরাং পার্ষদদেহে অবস্থিতিও জীবের মুক্তিই; মুক্তিবিরোধী কিছু নহে। নিত্য কৃষ্ণদাস জীবের পক্ষে কৃষ্ণদাসত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই তাঁহার স্বরূপে অবস্থিতি; যে মায়াবন্ধনে আবদ্ধ ছিল বলিয়া জীব তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী কৃষ্ণসেবায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই, সেই বন্ধন দুরীভূত হইয়া যায় বলিয়া ইহা তাঁহার মুক্তিই।

সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার বলিতে স্বরূপের অপরোক্ষ অনুভূতিকেই বুঝায়। কেবল দর্শনমাত্রই সকলের পক্ষে সাক্ষাৎকার নয়। প্রকটলীলা-কালে ভগবৎ-কৃপাতে সকলেরই দর্শন হইয়া থাকে; কিন্তু সকলে তাঁহার স্বরূপের দর্শন পায়েন না। একথা গীতায় শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন। "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকোমামজমব্যয়ম্॥ ৭।২৫॥" প্রকটলীলা-কালে যাঁহারা দর্শন পায়েন, অথচ স্বরূপের দর্শন পায়েন না, স্বরূপের অপরোক্ষ অনুভব যাঁহাদের হয় না, তাঁহাদের সাক্ষাৎকারকে বাস্তব সাক্ষাৎকার বলা যায় না; তাহা হইবে সাক্ষাৎকারের আভাস মাত্র। আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক প্রকাশই (ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা শ্রীনারায়ণাদি ভগবৎস্বরূপই) আনন্দস্বরূপ; সুতরাং যে কোনও স্বরূপের বাস্তব সাক্ষাৎকারেই চিত্তে পরমানন্দের আবির্ভাব হইবে; পরমানন্দের আবির্ভাবে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, দুঃখ-ক্লেশাদি, অহং-মমত্বাদি-জ্ঞান তিরোহিত হইবে। ইহাই বাস্তব-সাক্ষাৎকারের লক্ষণ। সাক্ষাৎকারের আভাসে তাহা হয় না।

কাহার পক্ষে বাস্তব সাক্ষাৎকার সম্ভব? শ্রীমদ্ভাগতের "ন যস্য চিত্তং বহিরর্থবিভ্রমং তমোগুহায়াঞ্চ বিশুদ্ধমাবিশৎ। যদ্ভক্তিযোগানুগৃহীতমঞ্জসা মুনির্বিচষ্টে ননু তত্র তে গতিম্॥ ৪।২৪।৫৯॥"—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ ত্বদ্ভক্তসঙ্গাদেব ভবতীত্যাহ ন যস্যেতি। যেষাং সতাং ভক্তিযোগেনানুগৃহীতং বিশুদ্ধং সৎ যস্য চিত্তং বাহ্যার্থবিক্ষিপ্তং ন ভবতি, তমোরূপায়াং গুহায়াঞ্চ নাবিশৎ লয়ং ন প্রাপ, তত্র তদা স মুনিঃ তব গতিং তত্ত্বং পশ্যতি।" টীকানুসারে উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই—"সাধুদিগের কৃপায় ভক্তির অনুষ্ঠানে যাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহারই ফলে বাহিক বিষয়ে যাঁহার চিত্ত ভ্রান্ত হয় না, তমোগুহাতেও যাঁহার চিত্ত প্রবেশ করে না, সেই নির্মলচিত্ত মুনিই ভগবানের গতি—তত্ত্ব—দর্শন করিতে পারেন।" যত দিন পর্য্যন্ত চিত্ত নির্ম্মল না হয়, তত দিন যে ভগবদ্দর্শন সম্ভব নয়, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতের "অবিপক্ককষায়াণাং দুর্দ্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্॥ ১।৬।২২॥"-এই ভগবদুক্তি হইতেও জানা যায়। এই বাক্যে বলা হইয়াছে,—যাঁহাদের কষায় (কামাদি দুর্ব্বাসনা, মায়ার প্রভাব) দগ্ধ

হয় নাই, তাঁহারা ভগবানের স্বরূপ দর্শন লাভ করিতে পারেন না। "তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয় জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥ শ্রীভা ১।২।১২॥" এই শ্লোক হইতে জানা যায়—শ্রদ্ধাবান্ মুনিগণ জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্তা শ্রুতগৃহীতা (গুরুমুখে শ্রুতা পশ্চাৎ গৃহীতা) ভক্তিদ্বারা শুদ্ধচিত্তে আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। ইহা হইতে, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভক্ত্যঙ্গবিশেষের অনুষ্ঠানের কথা জানা গেল। ভক্তির অনুষ্ঠানে ইন্দ্রিয়াদি নির্ম্মল হইলে তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার সম্ভব। কিন্তু নির্ম্মল চিত্ততাই অথবা ভক্তির অনুষ্ঠানই তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের মুখ্য হেতু নহে, ইহা একটী আনুষঙ্গিক হেতু মাত্র। ভগবানের শক্তিব্যতীত কেহই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পুণ্ডরীকাক্ষং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্॥ নারায়ণাধ্যাত্মবচন॥—ভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইলেও (ভক্তগণ) তাঁহার নিজশক্তিদ্বারাই তাঁহাকে দর্শন করেন। তাঁহার শক্তি ব্যতীত সেই পুণ্ডরীকাক্ষ অমিত প্রভুকে কে দেখিতে পাইবে"? শ্রুতির "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥ কঠ॥ ১।২।২৩॥"-এই বাক্যও সে কথাই বলেন। ভগবানের এই শক্তিটী দ্বারাই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন, ইহা তাঁহার স্বপ্রকাশতা-শক্তি। এই স্বপ্রকাশতা-শক্তিই বিশুদ্ধসত্ত্ব। বিশুদ্ধ-সত্ত্ব হইল হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ-এই তিনটী বৃত্তিবিশিষ্টা স্বরূপশক্তির বৃত্তি-বিশেষ। "তদেবং তস্যা মূলশক্তেস্ত্র্যাত্মকত্বে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশতা-লক্ষণেন তদ্বৃত্তিবিশেষেণ স্বরূপং স্বয়ং স্বরূপশক্তির্ব্বা বিশিষ্টং বাবির্ভবতি তদ্বিশুদ্ধসত্ত্বম্। ভগবৎ-সন্দর্ভ॥ ১১৮॥—হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিদাত্মিকা চিচ্ছক্তির যে স্বপ্রকাশতা-লক্ষণ-বৃত্তিবিশেষের দ্বারা ভগবান্, তাঁহার স্বরূপ বা স্বরূপশক্তির পরিণতি পরিকরাদি—বিশেষরূপে প্রকাশিত বা আবির্ভূত হয়েন, সেই বৃত্তিবিশেষকে বিশুদ্ধসত্ত্ব বলে।" সুতরাং বিশুদ্ধসত্ত্বই হইল স্বপ্রকাশতা-শক্তি। এই শক্তিই বাস্তব সাক্ষাৎকারের একমাত্র হেতু। কিন্তু চিত্তে এই শক্তির প্রতিফলনের নিমিত্ত চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। "ততস্তৎকরণ-শুদ্ধ্যপেক্ষাপি তৎশক্তি-প্রতিফলনার্থমেব জ্ঞেয়া। প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ৭॥" এই চিত্তশুদ্ধি বা করণশুদ্ধির নিমিত্তই ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে চিত্ত নির্ম্মল হইলে সেই নির্ম্মল চিত্তে যখন ভগবানের স্বপ্রকাশতা-শক্তি প্রতিফলিত হয়, তখন সাধকের ইন্দ্রিয়সকল সেই শক্তির সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে। এইরূপে ভগবানের স্বপ্রকাশতা-শক্তির সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত ইন্দ্রিয়াদিতেই ভগবান্ উপলব্ধ হয়েন—ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। "তদেবং তৎপ্রকাশেন নিঃশেষশুদ্ধ-চিত্তত্বে সিদ্ধে, পুরুষকরণানি তদীয়-স্বপ্রকাশতাশক্তিতাদাত্ম্যাপন্নতয়া এব তৎপ্রকাশতাভিমানবন্তি স্যুঃ। প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ৭॥" এই শক্তির চিত্তে প্রতিফলনের নিমিত্ত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান যেমন প্রয়োজন, ভগবানের ইচ্ছাও তেমনি প্রয়োজন। তাঁহার ইচ্ছা হইলেই এই শক্তি সাধকের চিত্তে প্রতিফলিত হইতে পারে। এজন্যই এই শক্তিকে "ইচ্ছাময়-তদীয়-স্বপ্রকাশতাশক্তি" বলা হয়। ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানদ্বারাই ইহা চিত্তে আবির্ভূত হয় এবং এইরূপে আবির্ভূতা শক্তির চিত্তে প্রকাশই হইতেছে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের মূল হেতু। "তদ্ভক্তিবিশেষাবিষ্কৃত-তদিচ্ছাময়-তদীয়-স্বপ্রকাশতাশক্তিপ্রকাশ-এব মূলরূপা। প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ৭॥" এইরূপে সাক্ষাৎকার হইলেই চিত্ত সম্যক্‌রূপে বিশুদ্ধ হয়। ইহাই যথার্থ সাক্ষাৎকার

উক্ত আলোচনায় দেখা গিয়াছে—সাধকের ইন্দ্রিয়শুদ্ধির নিমিত্ত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন; ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে ইন্দ্রিয়শুদ্ধি হইলেই তাহাতে ভগবানের স্বপ্রকাশতা-শক্তি প্রতিফলিত হয়; তখনই সাক্ষাৎকার লাভ হয় এবং সাক্ষাৎকার লাভ হইলেই চিত্ত সম্যক্ বিশুদ্ধ হয়। এস্থলে দুই স্তরে চিত্তশুদ্ধির কথা জানা গেল—ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের পরে এবং সাক্ষাৎকারের পরে। আবার ইহাও জানা গেল যে, সাক্ষাৎকারের পরেই সম্যক্ বিশুদ্ধি। তাহা হইলে বুঝা গেল, ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের পরে যে শুদ্ধি, তাহা সম্যক্ শুদ্ধি নহে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা জাগে—তাহা কি রকম শুদ্ধি?

২।২৩।৫-পয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে, শুদ্ধসত্ত্বের (স্বরূপশক্তির) বৃত্তিবিশেষ ভক্তি-সাধকের চিত্তে প্রবেশ করিয়া সত্ত্বকে শক্তিসম্পন্ন করে এবং এই শক্তিসম্পন্ন সত্ত্বদ্বারা রজঃ ও তমঃকে নির্জ্জিত করে। এইভাবে রজঃ ও তমঃ দূরীভূত হইলে চিত্তে থাকে কেবল সত্ত্ব। ভক্তির প্রভাবে এই সত্ত্বও পরে দূরীভূত হয়; তখন চিত্ত সম্যক্‌রূপে

মায়ানির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে (২।২৩।৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। মায়িক সত্ত্ব স্বচ্ছ, উদাসীন, প্রকাশতাগুণসম্পন্ন (কিন্তু গুণাতীত তত্ত্ববস্তুকে প্রকাশ করিতে পারে না)। রজঃ এবং তমঃই বাহিরের বিষয়ে চিত্তবিক্ষেপ জন্মাইয়া এবং স্বরূপ-জ্ঞানাদিকে আবৃত করিয়া চিত্তের বিশেষ মলিনতা সম্পাদন করিয়া থাকে। রজস্তমো দূরীভূত হইয়া গেলে সেই মলিনতা থাকে না; স্বচ্ছ এবং উদাসীন বলিয়া সত্ত্ব তাদৃশ মলিনতা জন্মাইতে পারে না। সুতরাং রজস্তমো দূরীভূত হইয়া যাওয়ার পরে চিত্তে যখন কেবলমাত্র সত্ত্ব থাকে, তখনও চিত্তকে বিশুদ্ধ বলা যায়। অবশ্য তখনও চিত্ত সম্যক্ বিশুদ্ধ নহে; যেহেতু, তখনও মায়িক সত্ত্ব আছে; সত্ত্ব স্বচ্ছ হইলেও মায়িক গুণ বলিয়া তাহাতে অবিশুদ্ধতা কিছু থাকিবেই। উল্লিখিত আলোচনায় ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের পরে যে বিশুদ্ধতার কথা বলা হইয়াছে, তাহা বোধ হয় রজস্তমোহীনতারূপ বিশুদ্ধতা। পূর্ব্বোদ্ধৃত "ন যস্য চিত্তং বহিরর্থবিভ্রমম্" ইত্যাদি শ্রীভা, ৪।২৪।৫৯-শ্লোক হইতেও তাহাই যেন জানা যায়। শ্লোকস্থ "তমো গুহায়াঞ্চ"-শব্দে স্পষ্টভাবেই তমোগুণের কথা বলা হইয়াছে। আর "বহিরর্থবিভ্রমম্"-শব্দে রজোগুণের কথাই বলা হইয়াছে; যেহেতু, রজোগুণই ইন্দ্রিয়ভোগ্য বাহ্য বস্তুতে বিক্ষেপাদি জন্মায়। শ্লোকে বলা হইয়াছে—এই দুইটী মায়িকগুণের প্রভাব হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

যখন সাধক-ভক্তের চিত্তে কেবল সত্ত্বগুণমাত্র থাকে, তখনও একমাত্র ভক্তির প্রভাবেই সেই সত্ত্বও দূরীভূত হইতে পারে এবং চিত্ত সম্যক্‌রূপে বিশুদ্ধ হইতে পারে (২।২৩।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এইভাবে চিত্ত সম্যক্‌রূপে মায়াগুণাতীত হইয়া গেলেই যে তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইবে, তাহা নহে। কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার একমাত্র ভগবানের স্বপ্রকাশতা-শক্তির উপরই নির্ভর করে। চিত্ত সম্যক্ বিশুদ্ধ হইলেই যে ঐ শক্তি চিত্তে প্রতিফলিত হইবে, তাহাও নহে; যেহেতু, ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ভগবানের ইচ্ছা হইলেই তাহা সম্ভব। কিন্তু "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব" বলিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা-বিধায়িনী এই শক্তিকে সাধকভক্তের চিত্তে প্রতিফলিত বা আবির্ভাবিত করাইতে যে ভগবান্ কখনও অনিচ্ছুক হয়েন, তাহা নহে। বরং এই বিষয়ে তাঁহার কিছু ব্যাকুলতা আছে বলিয়াই যেন মনে হয়। একথা বলার হেতু এই যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন মায়িকগুণের নিরসনের পূর্ব্বেই, রজাস্তমো দূরীভূত হওয়ার পরেই, তিনি তাঁহার স্বপ্রকাশতা-শক্তিকে সাধকভক্তের চিত্তে প্রতিফলিত করিয়া থাকেন; ভক্তির প্রভাবে সত্ত্বেরও সম্যক্ অপসারণ পর্য্যন্ত যেন তিনি অপেক্ষা করেন না।

প্রশ্ন হইতে পারে—চিত্তে মায়িক সত্ত্বগুণ বর্ত্তমান থাকিতে চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ স্বপ্রকাশতা-শক্তি কিরূপে প্রতিফলিত হইতে পারে? সত্ত্বের স্বচ্ছতা-গুণ আছে বলিয়া তাহা সম্ভব হইতে পারে। বিশেষতঃ, "যত্তেষোপরতা দেবী" ইত্যাদি শ্রীভা, ১।৩।৩৪-শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন, সত্ত্বগুণময়ী মায়াবৃত্তি হইতেছে স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত বিদ্যার আবির্ভাবের দ্বার। "স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূত-বিদ্যাবির্ভাবদ্বারলক্ষণা সত্ত্বময়ী মায়াবৃত্তিঃ।" যাহাদ্বারা তত্ত্ববস্তুকে জানা যায়, তাহাই বিদ্যা। সুতরাং শ্রীজীবের এই উক্তিতে ভগবানের স্বপ্রকাশতা-শক্তিকেই যেন বিদ্যা বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সত্ত্বগুণ মায়িকবস্তু হইলেও ইহা যখন বিদ্যাবির্ভাবের দ্বারস্বরূপ, তখন একমাত্র সত্ত্বগুণের অবস্থিতিকালেও ভগবানের স্বপ্রকাশতাশক্তি সাধকের চিত্তে আবির্ভূত হইতে পারে। সত্ত্বের স্বচ্ছতা এবং ঔদাসীন্য বশতঃই বোধ হয় ইহা সম্ভব। নির্ম্মল কাচের ভিতর দিয়াও সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিতে পারে, নির্ম্মল কাচ সূর্য্যরশ্মি-প্রবেশে বাধাও জন্মায় না। যাহাহউক, সত্ত্বগুণের দ্বার দিয়া ভগবানের স্বপ্রকাশতা-শক্তিরূপ বিদ্যা যখন চিত্তে প্রকাশিত হইয়া চিত্তকে নিজের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত করায়, তখন তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয় এবং তাহারই ফলে চিত্ত সম্যক্‌রূপে বিশুদ্ধ হয়; তখন সত্ত্বও তিরোহিত হইয়া যায়। মায়িক সত্ত্বের অস্তিত্বকালে চিত্তকে সম্যক্ বিশুদ্ধ বলা যায় না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটী কথা বিবেচ্য। অস্বচ্ছ কোনও বস্তুদ্বারা নির্ম্মিত জানালার ভিতর দিয়া জানালার অপর পার্শ্বের বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না; কিন্তু স্বচ্ছ কাচনির্ম্মিত জানালার ভিতর দিয়া তাহা দৃষ্টিগোচর হয়। তদ্রূপ

অস্বচ্ছ রজস্তমোগুণদ্বারা চিত্ত যখন আচ্ছন্ন থাকে, তখন তত্ত্ব-দর্শন না হইতে পারে; কিন্তু রজস্তমঃ অন্তর্হিত হইয়া গেলে কেবল স্বচ্ছ সত্ত্ব যখন থাকে, তখন তাহার ভিতর দিয়া তো তত্ত্বদর্শনাদি হইতে পারে। এইরূপ দর্শনকে তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার বলা যায় কিনা? বোধ হয় ইহাকে তত্ত্বসাক্ষাৎকার বলা যায় না; যেহেতু, ইহা দর্শন হইলেও আবৃত দর্শনমাত্র, অনাবৃত দর্শন নহে। কাচের আবরণের ভিতর দিয়া যে বস্তুর দর্শন হয়, তাহা দূরদর্শন; দর্শন হয় বলিয়া কাচকে আবরণ না বলিয়া আবরণাভাস হয়তো বলা চলে; তাহা দর্শনের যে ব্যবধান জন্মায়, দর্শন হয় বলিয়া তাহাকে ব্যবধানাভাসও হয়তো বলা চলে, তথাপি দর্শনটী থাকিয়া যায় আবৃত; এইরূপ দৃষ্ট বস্তুকে স্পর্শ করা যায় না। তদ্রূপ মায়িক সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ বলিয়া তজ্জনিত ব্যবধানকে ব্যবধানাভাস এবং তজ্জনিত আবরণকে আবরণাভাস হয়তো বলা যাইতে পারে; তথাপি কিন্তু এই আভাসদ্বয়ের সহায়তায় যে দর্শন হয়, তাহা আবৃত, দৃষ্ট তত্ত্ববস্তুর সহিত স্পর্শাদি হয় না; এজন্য তাহাকে অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার বা বাস্তব সাক্ষাৎকার বলা যায় না এবং এইরূপ সাক্ষাৎকারকে মুক্তির হেতুও বলা যায় না। মুক্তি বলিতে সম্যক্‌রূপে মায়ানির্ম্মুক্তিই বুঝায়; মায়ার একটী অংশও যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ সম্যক্ মায়ানির্ম্মুক্তি হইয়াছে বলা যায় না।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, যতদিন পর্য্যন্ত মায়ানির্ম্মিত পাঞ্চভৌতিক দেহ থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত সম্যক্ মায়ানির্ম্মুক্তি কি সম্ভব? উত্তরে বলা যায়—ইহা অসম্ভব নহে। স্পর্শমণি-ন্যায়ে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ ভক্তির স্পর্শে সাধকের পাঞ্চভৌতিক প্রাকৃত দেহও অপ্রাকৃত চিন্ময় হইয়া যায়। "ভক্তানাং সচ্চিদানন্দরূপেষ্বঙ্গেন্দ্রিয়াত্মসু। ঘটতে স্বানুরূপেষু বৈকুণ্ঠেঽন্যত্র চ স্বতঃ॥ বৃহদ্‌ভাগবতামৃত॥ ২।৩।১৩৯॥" টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন —"স্বানুরূপেষু স্বস্যাঃ সচ্চিদানন্দঘনরূপায়া ভক্তেঃ সদৃশেষু, যতঃ সচ্চিদানন্দরূপেষু অতো দ্বয়োরপি একরূপত্বেন নোক্তদোষপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ। পাঞ্চভৌতিকদেহবতামপি ভক্তিস্ফূর্ত্ত্যা সচ্চিদানন্দরূপতায়ামেব পর্য্যবসানাৎ।— ভক্তির স্ফূর্ত্তিতে পাঞ্চভৌতিক দেহধারীদিগের দেহও সচ্চিদানন্দরূপতায় পর্য্যবসিত হয়।" (৩।৪।৪৭ এবং ২।২৩।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"বৈষ্ণবের দেহ প্রাকৃত কভু নয়। অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥ ৩।৪।১৮৩॥" শ্রীমদ্ভাগবতের "যদ্যেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ। সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে॥ ১।৩।৩৪॥"-শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অয়ম্ভাবঃ। যাবদবিদ্যা আত্মনঃ আবরণ-বিক্ষেপৌ করোতি, তাবন্নোপরতিঃ। যদা তু সৈব বিদ্যারূপেণ পরিণতা, তদা সদসদ্রূপং জীবোপাধিং দগ্ধ্বা নিরিন্ধনাগ্নিবৎ স্বয়মেবোপরমেদিতি।—যে পর্য্যন্ত অবিদ্যা (রজস্তমঃ) আবরণ ও বিক্ষেপ জন্মায়, সে পর্য্যন্ত মায়া উপরত হয় না। (রজস্তমোরূপ অবিদ্যা অপসারিত হইলে) মায়া যখন বিদ্যারূপে (সত্ত্বগুণরূপে) পরিণতি লাভ করে, তখন স্থূল-সূক্ষ্মরূপ (সদসদ্রূপং) জীবোপাধিকে দগ্ধ করিয়া নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায় নিজেই উপরত হয়।" তাৎপর্য্য— ভক্তির শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া সত্ত্বগুণ যখন রজস্তমঃকে অপসারিত করে, তখন থাকে একমাত্র সত্ত্ব (বা বিদ্যা); তখন মায়াই বিদ্যারূপে পরিণত হয় (সত্ত্বগুণময়ী মায়া স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ অপ্রাকৃত বিদ্যার দ্বারস্বরূপ বলিয়া তাহাকে বিদ্যা—প্রাকৃত বিদ্যা) বলা হয়। এই অবস্থায় সত্ত্ব (বা বিদ্যা) মায়িক উপাধিকে দগ্ধ করিয়া নিজেই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। যতক্ষণ ইন্ধন পায়, ততক্ষণই আগুন জ্বলিতে থাকে, ইন্ধনকে ধ্বংস করিতে থাকে; কিন্তু ইন্ধন যখন সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া যায়, তখন আগুন, আপনা-আপনিই নিভিয়া যায়। ভক্তির শক্তিতে শক্তি-সম্পন্ন সত্ত্বগুণরূপ অগ্নি যখন তাহার ইন্ধনতুল্য রজস্তমঃ এবং মায়িক উপাধিকে দগ্ধ করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে, তখন ইন্ধনের অভাবে নিজেই—ভক্তির শক্তিতে—বিলুপ্ত বা অপসারিত হইয়া যায় (২।২৩।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের "ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।"-বাক্যে এবং বৈদিক গায়ত্রীর "ভর্গো দেবস্য ধীমহি (ভর্গঃ অবিদ্যা-তৎকার্য্যয়োর্ভর্জ্জনাৎ ভর্গঃ। সায়নাচার্য্য)"-বাক্য হইতে জানা যায়, ভগবানের স্বরূপ-শক্তি-রূপ তেজই মায়াকে নিঃশেষে দূরীভূত করিতে পারে। ভক্তির সাধনে এই স্বরূপ-শক্তি বা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিরূপা ভক্তি যখন সাধকের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন সাধন-পক্কতায় মায়া যে সম্যক্‌রূপেই তিরোহিত হইয়া যাইবে, এবং সাধকের যথাবস্থিত দেহেই যে ইহা হইতে পারে, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

সাক্ষাৎকার দ্বিবিধ। আত্মসাক্ষাৎকার দুই রকমের—অন্তঃসাক্ষাৎকার এবং বহিঃসাক্ষাৎকার।

চিত্তে ভগবানের আবির্ভাব হইলেই অন্তঃসাক্ষাৎকার লাভ হয়। শ্রীনারদ স্বীয় অন্তঃসাক্ষাৎকারের কথা ব্যাসদেবের নিকটে বলিয়াছেন। "প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ। আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি॥ শ্রীভা, ১।৬।৩৪॥—যাঁহার শ্রীচরণের আবির্ভাবস্থান তীর্থরূপে পরিণত হয়, স্বীয় যশঃকথা শ্রবণে যাঁহার অত্যন্ত প্রীতি, সেই শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার যশঃকীর্ত্তনসময়ে, আহূতের ন্যায় আমার চিত্তে আবির্ভূত হইয়া দৃষ্ট হয়েন।"

আর চক্ষুর সাক্ষাতে যে দর্শন, তাহার নাম বহিঃসাক্ষাৎকার। ব্রহ্মার পুত্র সনকাদি ঋষিগণ শ্রীভগবানের বহিঃসাক্ষাৎকার পাইয়াছিলেন। "তন্ত্বাগতং প্রতিহৃতৌপয়িকং স্বপুংভিস্তেঽচক্ষতাক্ষবিষয়ং স্বসমাধিভাগ্যম্॥ শ্রীভা, ৩।১৫।৩৮॥—তাঁহারা ব্রহ্ম-সমাধিরূপ সাধনের ফলস্বরূপ সুস্পষ্টরূপে অনুভূয়মান শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিলেন। তাঁহাদের সম্মুখে শ্রীভগবান্ পদব্রজে আগমন করিলেন এবং তাঁহার পরিকরগণ সেবাযোগ্য নানা বস্তুদ্বারা তাঁহার সেবা করিতেছিলেন।"

সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি। সাধকের মৃত্যুর পরে মুক্তিলাভের সময়ের দিক্ বিবেচনা করিয়া মুক্তিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি। ভক্তিমিশ্র-যোগমার্গের সাধকগণই তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে সদ্যোমুক্তি বা ক্রমমুক্তি লাভ করেন। দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই অন্তিমামুক্তি লাভ করা হইলে তাহাকে বলে সদ্যোমুক্তি। যাঁহারা সদ্যোমুক্তি চাহেন, তাঁহারা অন্তিম সময়ে প্রাণবায়ুকে ব্রহ্মরন্ধ্রে লইয়া থাকেন; তারপর ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া দেহ এবং ইন্দ্রিয় সকল পরিত্যাগ করেন এবং দেহত্যাগের পরে ব্রহ্মধামে (নির্ব্বিশেষ সিদ্ধলোকে বা বৈকুণ্ঠে) গমন করেন। বিশেষ বিবরণ শ্রীভা, ২।২।১৫-২১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

ভক্তিমিশ্র-যোগমার্গের সাধকদের সদ্যোমুক্তির কথাই উপরে বলা হইল। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রাভক্তিমার্গের সাধকও যে সদ্যোমুক্তি পাইয়া থাকেন, শ্রীনারদের দৃষ্টান্তে তাহা জানা যায়। শ্রীনারদ যে তাঁহার যথাবস্থিত পাঞ্চভৌতিক দেহ-পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই চিন্ময় পার্ষদদেহ লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন, ব্যাসদেবের নিকটে নিজমুখেই তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। "প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্। আরব্ধকর্ম্ম-নির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ॥ শ্রীভা, ১।৬।২৯।—শুদ্ধা ভাগবতী তনুর (চিন্ময় পার্ষদদেহের) প্রতি আমি প্রযুজ্যমান হইলে আমার আরব্ধকর্ম্ম-নির্ব্বাণ পাঞ্চভৌতিক দেহ নিপতিত হইল।" ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-হীন শুদ্ধা ভক্তিমার্গের সাধনেও যে সদ্যোমুক্তি লাভ হয়, শ্রুতিচরী এবং ঋষিচরী গোপীগণই তাহার দৃষ্টান্ত ("অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

আর যাঁহারা সদ্যোমুক্তি চাহেন না, কিন্তু সিদ্ধগণের ক্রীড়াস্থান, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, অথবা ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র আধিপত্য লাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সদ্যোমুক্তিকামীদের ন্যায় দেহত্যাগ-সময়ে মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে পরিত্যাগ করেন না। তাঁহারা মন ও ইন্দ্রিয়গণের সহিতই জ্যোতির্ম্ময়ী সুষুম্নানাড়ীকে অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করেন। যথেচ্ছভাবে ব্রহ্মাণ্ডের নানাস্থানের ঐশ্বর্য্যভোগের পরে তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের অষ্টম আবরণ প্রকৃতিতে প্রবেশ করেন। এই স্থানে তাঁহাদের সূক্ষ্ম-দেহোপাধি বিলুপ্ত হয়। পরিশেষে তাঁহারা শুদ্ধজীবস্বরূপে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথকে প্রাপ্ত হয়েন। মৃত্যুর পরে ইঁহারা ক্রমে ক্রমে মুক্তির পথে অগ্রসর হয়েন বলিয়া ইঁহাদের মুক্তিকে ক্রম-মুক্তি বলে। বিশেষ বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতের ২।২।২২-৩১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

জীবন্মুক্তি। দেহ হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত (বা বহির্গত) হইয়া গেলেই, অর্থাৎ মৃত্যুর পরেই, সাধনসিদ্ধ-সাধক মুক্তি পাইয়া শুদ্ধজীবস্বরূপে বা পার্ষদদেহে অবস্থান করিতে পারেন। তাঁহার মুক্তিকে বলে উৎক্রান্ত-মুক্তি বা অন্তিমা মুক্তি। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বেও জীব মায়াবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারই মুক্তির হেতু। জীবদ্দশাতেই যদি কোনও সাধকের পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হয়, তাহা হইলে তখনই তিনি মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি মুক্ত

হয়েন বলিয়া তখন তাঁহাকে বলা হয় জীবন্মুক্ত এবং তাঁহার এই মুক্তিকে বলা হয় জীবন্মুক্তি। "সা চ মুক্তিরুৎক্রান্ত-দশায়াং জীবদ্দশায়ামপি ভবতি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ১॥"

শ্রুতিতেও জীবন্মুক্তির কথা দেখিতে পাওয়া যায়। "যদা সদ্গুরুকটাক্ষো ভবতি তদা ভগবৎকথা-শ্রবণ-ধ্যানাদৌ শ্রদ্ধা জায়তে। তস্মাদ্ হৃদয়স্থিতানাদিদুর্ব্বাসনাগ্রন্থিবিনাশো ভবতি। ততো হৃদয়স্থিতাঃ কামাঃ সর্ব্বে বিনশ্যন্তি। তস্মাদ্ধৃদয়পুণ্ডরীক-কর্ণিকায়াং পরমাত্মাবির্ভাবো ভবতি। ততো দৃঢ়তরা বৈষ্ণবী ভক্তির্জায়তে। ততো বৈরাগ্যমুদেতি। বৈরাগ্যাদ্ বুদ্ধিবিজ্ঞানাবির্ভাবো ভবতি। অভ্যাসাৎ তজ্জ্ঞানং ক্রমেণ পরিপক্কং ভবতি। পক্কবিজ্ঞানাৎ জীবন্মুক্তো ভবতি। ইতি ত্রিপাদ্‌বিভূতিমহানারায়ণোপনিষৎ॥ পঞ্চমাধ্যায়ঃ॥—সদ্গুরুর কৃপাকটাক্ষে ভগবৎ-কথা-শ্রবণ-ধ্যানাদিতে শ্রদ্ধা জন্মে। তাহা হইতে হৃদয়স্থিত অনাদি দুর্ব্বাসনা-গ্রন্থি বিনষ্ট হয়; তাহার ফলে হৃদয়স্থিত সমস্ত কাম দূরীভূত হয়। তখন হৃৎপদ্মের কর্ণিকায় পরমাত্মার আবির্ভাব হয়। তাহা হইতে দৃঢ়তরা বৈষ্ণবী ভক্তি জন্মে। ভক্তি হইতে বৈরাগ্যের উদয় হয়। বৈরাগ্য হইতে বুদ্ধিবিজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। অভ্যাসবশতঃ সেই জ্ঞান ক্রমশঃ পরিপক্ক হয়। পরিপক্ক-বিজ্ঞান হইতে সাধক জীবন্মুক্ত হয়েন।" মহোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।৮।৩৫-৩৮ শ্লোকেও জীবন্মুক্ত সাধকের লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

শ্রুতিতে উল্লিখিতরূপ স্পষ্ট উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও কিন্তু শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন না। ইহার হেতু বোধ হয় এইরূপ। "তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োঃ অশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ॥ ৪।১।১৩॥"—এই বেদান্তসূত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মস্বদর্শন বা ব্রহ্মবিদ্যালাভ হইলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। পরবর্ত্তী "ইতরস্যাপি এবম্ অসংশ্লেষঃ পাতে তু॥ ৪।১।১৪॥"—এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইলে পাপের ন্যায় পুণ্যেরও ধ্বংস হয়। এস্থলে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—পুণ্য ধ্বংস হয় বটে; কিন্তু তাহা হয় শরীরপাতের (মৃত্যুর) পরে, পূর্ব্বে নহে। যেহেতু, শরীরপাতের পূর্ব্বে যতদিন সাধক জীবিত থাকেন, ততদিন তাঁহার অন্ন-জলাদির প্রয়োজন হয়। পুণ্যের ফলেই সাধক এই সকল প্রয়োজনীয় বস্তু পাইয়া থাকেন। ব্যঞ্জনা এই যে, পুণ্য না থাকিলে সাধক অন্ন-জলাদি পাইতে পারেন না। পুণ্যও পাপেরই ন্যায় মায়াজনিত কর্ম্মের ফল; সুতরাং যতদিন পুণ্য থাকিবে, ততদিন মায়ার প্রভাবও থাকিবে; মায়ার প্রভাব থাকিলে সাধক কিরূপে জীবন্মুক্ত হইতে পারেন? ইহাই বোধ হয় আচার্য্যপাদের অভিপ্রায়। এসম্বন্ধে বক্তব্য এই। প্রথমতঃ, "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ মুণ্ডকশ্রুতি॥ ২।২।৮॥"—এই শ্রুতিবাক্যে কর্ম্মক্ষয়ের কথা জানা যায়। কর্ম্মক্ষয় বলিতে পাপ ও পুণ্য উভয়ের ক্ষয়ই বুঝায়। কেহ হয়তো বলিতে পারেন—উক্ত শ্রুতিবাক্যে কেবল অপ্রারব্ধ-কর্ম্মের কথাই বলা হইয়াছে; প্রারব্ধ কর্ম্মের কথা বলা হয় নাই; যেহেতু, শাস্ত্র বলেন, "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কোটিকল্পশতৈরপি।" কিন্তু ইহা হইল সাধারণ বিধি; যাহাদের ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় নাই, তাহাদের জন্যই এই বিধি। কিন্তু ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-লব্ধ সাধকের জন্য যে বিশেষ বিধি আছে, তাহাই উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে দৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে যে পাপ এবং পুণ্য উভয়ই সম্যক্‌রূপে বিনষ্ট হয় এবং মায়ার অঞ্জনও সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হয়, শ্রুতিতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখও দৃষ্ট হয়। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমসাম্যমুপৈতি॥ মুণ্ডকশ্রুতিঃ॥৩।১।৩॥" দ্বিতীয়তঃ, সাক্ষাৎকার-প্রাপ্ত সাধক কেবল যে স্বীয় পুণ্যের ফলেই তাঁহার প্রয়োজনীয় অন্ন-জলাদি পাইয়া থাকেন, তাহা বলাও বোধ হয় সঙ্গত হয় না। ভগবৎ-কৃপাতেও তিনি তাহা পাইতে পারেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥৯।২২॥—অনন্যনিষ্ঠ হইয়া যাঁহারা আমাকে চিন্তা করিতে করিতে আমার ভজন করেন, আমি সেই সকল নিত্যাভিযুক্ত (সর্ব্বপ্রকারে মদেকনিষ্ঠ) ব্যক্তিদিগের যোগ ও ক্ষেম বহন করিয়া থাকি।" এই শ্লোকের টীকায় যোগ-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"ধনাদিলাভম্—ধনাদিলাভ।" শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"যোগক্ষেমম্ অন্নাদ্যাহরণং তৎসংরক্ষণঞ্চ—অন্নাদির আহরণ এবং তৎসংরক্ষণ।" তিনি আরও লিখিয়াছেন—"তৎপোষণভারো

ময়ৈব বোঢ়ব্যঃ গৃহস্থস্যেব কুটুম্বপোষণভার ইতি—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, গৃহস্থ যেমন কুটুম্ব-পোষণের ভার বহন করেন, তদ্রূপ আমিও তাঁহাদের পোষণভার বহন করি।" শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীও লিখিয়াছেন—"দেহযাত্রামাত্রার্থমপি অপ্রযতমানানাং যোগঞ্চ ক্ষেমঞ্চ অলব্ধস্য লাভং লব্ধস্য পরিরক্ষণং চ শরীরস্থিত্যর্থং যোগক্ষেমমকাময়মানানামপি বহামি প্রাপয়ামি অহং সর্ব্বেশ্বরঃ।—তাঁহারা যোগ (অলব্ধ বস্তুর লাভ) এবং (লব্ধ-বস্তুর রক্ষণ) চাহেন না; দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্যও তাঁহারা কোনও চেষ্টা করেন না; কিন্তু সর্ব্বেশ্বর আমি তাঁহাদের শরীর-রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদের যোগক্ষেম বহন করি (পাওয়াইয়া থাকি)।" অনন্যচিত্তে ভজন-পরায়ণ ভক্তের জন্যও যাঁহার এত করুণা, কৃপা করিয়া সেই ভগবান্ যাঁহাকে সাক্ষাৎকার দিয়াছেন, তাঁহার প্রয়োজনীয় অন্নজলাদি যে তিনি তাঁহাকে দিবেন, তাহাতে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। গীতার এই উক্তি হইতে জানা যায়, ভগবৎ-কৃপাতেই সাক্ষাৎকার-প্রাপ্ত সাধক নিজের প্রয়োজনীয় অন্নজলাদি লাভ করিতে পারেন; তজ্জন্য পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার পুণ্যের ধ্বংস স্বীকারের বিপক্ষেও কোনও হেতু দেখা যায় না; বিশেষতঃ, শ্রুতিও যখন বলেন—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে পুণ্য ও পাপ উভয়ই সম্যক্‌রূপে ধ্বংস হয়। শ্রুতিও যে স্পষ্টভাবেই জীবন্মুক্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। এ-সমস্ত কারণে, জীবন্মুক্তি অস্বীকারের মূলে কোনও শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

মায়ার প্রভাবেই জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি জন্মে, অহং-মমত্বাদি জ্ঞান জন্মে। এইরূপ অহং-মমত্বাদি-জ্ঞান স্বরূপতঃ মিথ্যা। যেহেতু, আমার দেহ বাস্তবিক "আমি" নই, ইহা "আমারও" নয়। এইরূপ জ্ঞান মায়াকল্পিত, মায়ার প্রভাবে জাত। জীবদ্দশাতেই যদি কাহারও পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হয়, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারেন—এই "অহং-মমত্বাদি-জ্ঞান" মিথ্যা এবং অহং-মমত্বাদি জ্ঞানের ফলে জীবের যে "অন্যথারূপ—স্বরূপ হইতে ভিন্ন রূপ", তাহাও মিথ্যা। তাই তখন আর তাঁহার উপরে মায়ার প্রভাব থাকে না বলিয়া তিনি জীবন্মুক্ত। জীবন্মুক্ত-অবস্থায় অহং-মমত্বাদি-জ্ঞান থাকেনা বলিয়া দেহাদিতে আবেশ-জনিত দুঃখ-বোধও থাকেনা; আর পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হয় বলিয়া পরমানন্দের অনুভবও হয়। তাই জীবন্মুক্তিও আত্যন্তিক পুরুষার্থ। "জীবতস্তৎসাক্ষাৎকারেণ মায়াকল্পিতস্য অন্যথাভাবস্য মিথ্যাত্বাবভাসাৎ সৈষা মুক্তিরেবাত্যন্তিকপুরুষার্থতয়োপদিশ্যতে। প্রীতিসন্দর্ভ॥ ১॥"

নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু সাধক ভক্তির সাহচর্য্যে যদি জ্ঞানমার্গের উপাসনা করেন, তাহা হইলে ভক্তির কৃপায় তিনিও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হইলে তাঁহার স্ব-স্বরূপ-সাক্ষাৎকারও লাভ হইতে পারে। তখন অবিদ্যাকর্ত্তৃক আত্মাতে আরোপিত সদসদ্রূপও (স্থূল শরীর এবং সূক্ষ্ম শরীরও) তাঁহার নিকটে মিথ্যা বলিয়া অনুভূত হয়। তখন তিনি জীবন্মুক্ত হয়েন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে এইরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-লক্ষণা জীবন্মুক্তির কথা বলা হইয়াছে। "তত্র ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলক্ষণাং জীবন্মুক্তিমাহ—যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসংবিদা। অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্॥ শ্রীভা, ১।৩।৩৩॥ স্বসংবিদা জীবাত্মনঃ স্বরূপজ্ঞানেন। **। ব্রহ্মণো দর্শনং সাক্ষাৎকারঃ; যত্র স্বসংবিদেত্যুক্ত্যা জীবস্বরূপজ্ঞানমপি তদাশ্রয়মেব ভবতি ইতি, তথা কেবলস্বসংবিদা তে (সদসদ্রূপে) নিষিদ্ধে ন ভবত ইতি চ জ্ঞাপিতম্। ততশ্চ জীবত এব অবিদ্যাকল্পিতমায়াকার্য্যসম্বন্ধ-মিথ্যাত্ব-জ্ঞাপকজীবস্বরূপসাক্ষাৎকারেণ তাদাত্ম্যাপন্ন-ব্রহ্মসাক্ষাৎকারো জীবন্মুক্তিবিশেষ ইত্যর্থঃ। প্রীতিসন্দর্ভঃ। ৩॥"

শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন, জ্ঞানমার্গের সাধক যদি ভক্তির সাহচর্য্য গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে সাধনের শেষ অবস্থায় তিনি নিজেকে জীবন্মুক্ত বলিয়া মনে করিতে পারেন বটে; কিন্তু ভগবচ্চরণারবিন্দের অনাদর বশতঃ তাঁহার অধঃপতনই হয়; সুতরাং তাঁহার জীবন্মুক্তি লাভ হয় না। "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদ-বিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ ১০।২।৩২॥"

এইরূপে, যাঁহারা ভক্তির সাহচর্য্যে যোগমার্গের সাধন করেন, তাঁহাদের জীবদ্দশায় ভক্তির কৃপায় পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হইলে তাঁহারাও জীবন্মুক্ত হইতে পারেন।

আর, ভক্তিমার্গের উপাসকও তাঁহার জীবদ্দশায় ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করিলে জীবন্মুক্ত হইতে পারেন।

কোনও কোনও স্থলে জীবন্মুক্ত পুরুষ তাঁহার দেহভঙ্গ পর্যন্ত প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করেন বটে; কিন্তু সেই ভোগে তাঁহার কোনও রূপ অভিনিবেশ থাকে না। "তস্মাদস্ত প্রারব্ধকর্ম্মমাত্রাণামনভিনিবেশেনৈব ভোগঃ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ৪॥" তিনি সংসারে থাকেন—পদ্মপত্রে জলের মতন।

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ তাঁহাদের দেহভঙ্গের পরে স্ব-স্ব-সাধনানুসারে কেহ বা শুদ্ধজীবস্বরূপে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দসমুদ্রে, বা ভগবদ্‌বিগ্রহে, আবার কেহ বা ভগবৎ-পার্ষদরূপে অবস্থান করেন। ইহাই তাঁহাদের অন্তিমা মুক্তি।

অন্তিমা মুক্তি বা উৎক্রান্ত মুক্তি। দেহভঙ্গের পরে সাধক যে মুক্তি পাইয়া থাকেন, তাহাকেই অন্তিমা মুক্তি বলে। প্রাণ উৎক্রান্ত (বহির্গত) হইয়া যাওয়ার পরে এই মুক্তি লাভ হয় বলিয়া ইহাকে উৎক্রান্ত-মুক্তিও বলা হয়।

অন্তিমা মুক্তি লাভের পরে আর কাহাকেও সংসারে আসিতে হয় না। ব্রহ্মসূত্রও একথা স্বীকার করিয়াছেন। "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ॥" ৪।৪।২২॥ "ন স পুনরাবর্ত্তত ইতি শ্রুতেঃ। শ্রুতি বলেন—মুক্ত জীবকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না।" ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলেন—"স খলু এবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকম্ অভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে ৮।১৫।১॥" শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাও তাহাই বলেন। "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মাং প্রাপ্যৈব তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৮।১৬॥—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক (সত্যলোক) সহ স্বর্গাদি সমস্তই অনিত্য। যাহারা এই সকল লোক প্রাপ্ত হয়, তাহাদের পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু আমাকে পাইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।" গীতায় অন্যত্রও বলা হইয়াছে—"যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ১৫।৬॥—যে স্থানে গেল আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, তাহাই আমার (শ্রীকৃষ্ণের) পরমধাম।" গীতা আরও বলেন—"তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ ১৮।৬২॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, ঈশ্বরের প্রসাদে পরমা শান্তি এবং নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইবে।" পুরাণাদিতেও এইরূপ বহুপ্রমাণ দৃষ্ট হয়।

পঞ্চবিধা মুক্তি। যাঁহারা মুক্তিকামী, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্য কিছুও কামনা করিয়া থাকেন; সুতরাং কামনার প্রকৃতি অনুসারে মুক্তির স্বরূপও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ মুক্তিও বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। এইভাবে শাস্ত্রে পাঁচ রকমের অন্তিমা মুক্তির কথা দেখিতে পাওয়া যায়—সাযুজ্য, সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য এবং সামীপ্য। এস্থলে এই পঞ্চবিধা মুক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

সাযুজ্য। পরতত্ত্ব-বস্তুর কোনও এক প্রকাশের সহিত মিলিত হইয়া যাওয়ার নাম সাযুজ্য। সাযুজ্য মুক্তি আবার দুই রকমের—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্য এবং ঈশ্বর-সাযুজ্য বা ভগবৎ-সাযুজ্য।

যাঁহারা নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত হইয়া যায়েন, তাঁহাদের মুক্তিকে বলে ব্রহ্মসাযুজ্য। মিলিত হওয়ার অর্থ—ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া যাওয়া নয়; অণুচৈতন্য জীব কখনও বিভুচৈতন্য ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইতে পারেন না। সাযুজ্যমুক্তিতে মিলিত হইয়া যাওয়ার অর্থ—ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হওয়া; ব্রহ্মানন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া আনন্দ-তন্ময়তা লাভ করা। এই আনন্দ-তন্ময়তা বশতঃ সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীব নিজের অস্তিত্বের কথাও যেন ভুলিয়া থাকেন।

মুখ্য অর্থের সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও অবৈধভাবে শ্রুতিবাক্যের লক্ষণামূলক অর্থ করিয়া মায়াবাদীরা বলেন—জীব ও ব্রহ্ম সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন, জীব ব্রহ্মই; মায়াবিজৃম্ভিত ব্রহ্মই জীব। ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে ঘটমধ্যস্থিত আকাশ যেমন পটাকাশ বা বৃহৎ আকাশের সঙ্গে মিশিয়া সর্ব্বতোভাবে এক হইয়া যায়, তখন যেমন ঘটাকাশের আর কোনও পৃথক্ সত্ত্বা থাকেনা, তদ্রূপ মায়া-বিজৃম্ভিত-ব্রহ্মরূপ জীবের মায়াজনিত অজ্ঞান যখন দুর হইয়া যায়, তখন

জীব মুক্ত হইয়া ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া যায়েন, তখন আর তাঁহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকেনা। ইহা শ্রুতিসম্মত বা বেদান্তসম্মত সিদ্ধান্ত নহে। শ্রুতি-বেদান্ত-মতে জীব হইতেছেন ব্রহ্মের শক্তির চিৎকণ অংশ। কোনও অবস্থাতেই কোনও বস্তুর স্বরূপগত লক্ষণের ব্যত্যয় হইতে পারে না; সুতরাং মুক্তির পূর্ব্বেও যেমন জীব চিৎকণ, মুক্তির পরেও তেমনি চিৎকণ। কণ-পরিমাণ জীব মুক্ত অবস্থাতেও বিভু-পরিমাণ ব্রহ্ম হইতে পারেন না। সাযুজ্য মুক্তিতেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, সূক্ষ্ম শুদ্ধ জীবস্বরূপে। অবশ্য আনন্দ-তন্ময়তাবশতঃ পৃথক্ অস্তিত্বের জ্ঞান তাঁহার থাকে না। "অয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো না বাহ্যং কিঞ্চন বেদ॥ বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ॥ ৪।৩।২১॥" তন্ময়তাবশতঃ স্বীয় অস্তিত্বের অনুভব হয়না বলিয়া যে মুক্ত জীবের জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা নহে। যেহেতু, জীব স্বরূপতঃ চেতন বস্তু বলিয়া তাঁহার জ্ঞান ও জ্ঞাতৃত্ব হইবে স্বরূপগত ধর্ম্ম; তাহা বিনষ্ট হইতে পারে না। "যদ্বৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্ বৈ তন্ন বিজানাতি, ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ। বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ॥ ৪।৩।৩০॥" জীবের স্বরূপগত কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিও সাযুজ্যমুক্তিতে থাকে; তাই জীব ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে পারেন। মুক্ত জীব আনন্দ হইয়া যায়েন না; মুক্তিতে আনন্দ হইয়া গেলে মুক্তির পুরুষার্থতাই থাকে না; আনন্দ আস্বাদন করিতে পারিলেই মুক্তির পুরুষার্থতা। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি॥ তৈত্তিরিয় শ্রুতিঃ॥

সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত জীবের যে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, মায়াবাদ-ভাষ্যকার শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার নৃসিংহ-তাপনীর ভাষ্যে তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥"-এই বাক্যে। শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮৭।২১-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত ভাষ্যাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহার তাৎপর্য্য এই—সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত জীবও ভক্তির কৃপায় পৃথক্ বিগ্রহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন।" সাযুজ্য মুক্তিতে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে বলিয়াই তাঁহার পক্ষে ভজনের উপযোগী দেহ ধারণ সম্ভব হয়; পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিলে বিগ্রহ ধারণ করিবে কে? (২।২৪।৩৩ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

আর, যাঁহারা অঘাসুরাদির ন্যায় অন্তিমা মুক্তিতে ভগবদ্‌বিগ্রহে প্রবেশ করিয়া যায়েন এবং সেস্থানে সূক্ষ্ম শুদ্ধ জীবস্বরূপে অবস্থান করেন, তাঁহাদের মুক্তিকে বলা হয় ঈশ্বর-সাযুজ্য। ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবের ন্যায় ঈশ্বর-সাযুজ্য-প্রাপ্ত জীবেরও পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, তাঁহার স্বরূপগত কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিও থাকে। আনন্দস্বরূপ ভগবানে প্রবিষ্ট হইয়া আনন্দ-নিমগ্নতার স্ফূর্ত্তিই তাঁহাদের চিত্তে প্রধানরূপে জাগরূক থাকে। "অত্র ভগবল্লক্ষণানন্দ-নিমগ্নতাস্ফূর্ত্তিরেব প্রধানম্। প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ১৫॥" এই আনন্দ-নিমগ্নতা হইল, ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত জীবের ন্যায় আন্তরিক ব্যাপার। কখনও কখনও তাঁহাদের বাহ্যানন্দ-উপভোগও হয়। যদি ভগবানের ইচ্ছা হয় এবং ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া যদি তাঁহাদিগকে বাহ্যানন্দ-ভোগের উপযোগিনী কিঞ্চিৎ শক্তি দান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যথাযোগ্যভাবে ভগবদ্দত্ত তদীয় অপ্রাকৃত ভোগোচ্ছিষ্ট-লেশ অনুভব করিতে পারেন। "কচিদিচ্ছয়া তদনুগ্রহেণ তদীয়তচ্ছক্তিলেশপ্রাপ্ত্যৈব যথাযুক্তং বহিস্তদ্দত্তাপ্রাকৃততদ্‌ভোগোচ্ছিষ্টলেশমেবানুভবতীত্যেকে॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ১৫॥" এই উক্তির সমর্থক শ্রুতিবাক্যও প্রীতিসন্দর্ভে উদ্ধৃত হইয়াছে। "যদৈনং মুক্তো নু প্রবেশতি মোদতে চ কামাংশ্চৈবানুভবতীতি বৃহৎ-শ্রুতৌ॥—মুক্ত ব্যক্তি ভগবানে প্রবেশ করেন, আনন্দ অনুভব করেন, কামসকলও অনুভব করেন॥ বৃহৎ-শ্রুতি॥ ব্রহ্মাভিসম্পদ্য ব্রহ্মণা পশ্যতি ব্রহ্মণা শৃণোতীত্যাদিমাধ্যন্দিনায়ন-শ্রুতৌ॥—মুক্ত পুরুষ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মদ্বারা দর্শন করেন, ব্রহ্মদ্বারা শ্রবণ করেন, ইত্যাদি। মাধ্যন্দিনায়ন-শ্রুতি॥"

উল্লিখিত শ্রুতিপ্রমাণের "ব্রহ্মদ্বারা দর্শন করেন, ব্রহ্মদ্বারা শ্রবণ করেন"-ইত্যাদি বাক্য হইতে বুঝা যায়—ভগবৎ-সাযুজ্য প্রাপ্ত জীবের মধ্যে দর্শন-শ্রবণাদির উপযোগী ইন্দ্রিয়াদির অভিব্যক্তি নাই। ভগবান্ কৃপা করিয়া অনুভবাদির জন্য কিঞ্চিৎ শক্তি দান করিলেই মুক্ত জীব অনুভবাদি লাভ করিতে পারেন। তাঁহাদের এই ভোগও অতি সামান্য; পূর্ণ নহে; ভগবানের সম্পূর্ণ আনন্দও তাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না। "মুক্তাঃ প্রাপ্য পরং বিষ্ণুং তদ্ভোগা-ল্লেশতঃ ক্বচিৎ। বহিষ্ঠান্ ভুঞ্জতে নিত্যং নানন্দাদীন্ কথঞ্চন॥ মাধ্বভাষ্যধৃত ভবিষ্যৎ-পুরাণ-বচন॥—মুক্ত পুরুষেরা

পরপুরুষ বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভোগলেশ হইতে কোনও স্থলে বহিঃস্থিত কিঞ্চিৎ ভোগ নিত্য উপভোগ করেন ; কিন্তু বিষ্ণুর সম্পূর্ণ আনন্দাদি ভোগ করিতে পারেন না।"

সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবদিগের মধ্যে স্বরূপানুবন্ধী সেব্য-সেবক-ভাব বিকাশ লাভ করেনা বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-প্রাপ্তি হইয়াছে, একথা বলা যায় না। তাই তাঁহাদের সম্বন্ধে ভগবৎ-কৃপার বিকাশও হয় অতি সামান্য রূপে ; এজন্যই তাঁহারা বাহিরের অপ্রাকৃত ভোগোচ্ছিষ্ট অতি অল্প পরিমাণেই ভোগ করিতে পারেন ; সম্পূর্ণরূপে ভোগ, বা ভগবদানন্দেরও সম্পূর্ণ ভোগ তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব এবং পরিকরবৃন্দের সহিত ভগবানের লীলাদির অনুভব একেবারেই অসম্ভব।

স্বরূপে অণুচৈতন্য জীবের শক্তিও অণুপরিমিতই ; স্বরূপ-শক্তির কৃপাতেই ভগবৎ-সেবাদির জন্য জীবের শক্তি বিপুলতা লাভ করে। যাঁহারা জীবের স্বরূপানুবন্ধিনী কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবাপ্রাপ্তির বাসনায় ভক্তি-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, স্বরূপশক্তি তাঁহাদিগকেই পূর্ণরূপে কৃপা করেন। কারণ, ভগবানের প্রীতি-বিধানই স্বরূপশক্তির একমাত্র কাম্য বস্তু ; সেবাদ্বারা ভগবানের প্রীতিবিধানের জন্য যাঁহারা লালায়িত, তাঁহাদের আনুকূল্য করাও স্বরূপশক্তির স্বরূপগত ধর্ম্ম ; যেহেতু, এইরূপ আনুকূল্য দ্বারাই ভগবৎ-সেবা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা ভগবৎ-সেবাই চাহেন না, চাহেন ভগবানের বিগ্রহে স্থিতিমাত্র, তাঁহাদিগের প্রতি স্বরূপশক্তির পূর্ণ কৃপার কোনও সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না। এজন্যই ভগবৎ-সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীব স্বরূপশক্তির বা ভগবানের পূর্ণ কৃপা হইতে বঞ্চিত এবং তাহারই ফলে লীলাদির অনুভব বা ভগবানের আনন্দেরও পূর্ণ অনুভব হইতে বঞ্চিত।

সালোক্য-মুক্তি। যে মুক্তিতে সমান (একই) লোকে (ধামে) বাস হয়, তাহাকে সালোক্য-মুক্তি বলে। সাধকের উপাস্য ভগবৎ-স্বরূপের যেই ধাম, মুক্তি লাভ করিয়া সেই ধামে বাস করার বাসনা যাঁহার থাকে, তিনিই ভগবৎ-কৃপায় এই সালোক্যমুক্তি পাইতে পারেন। সালোক্যমুক্তিপ্রাপ্ত জীব ভগবৎ-কৃপায় করচরণাদিবিশিষ্ট পার্ষদ-দেহ লাভ করেন ; এই পার্ষদদেহ চিন্ময়, প্রাকৃত নহে ; ইহা নিত্য। শ্রীনারদ তাঁহার পার্ষদদেহ-প্রাপ্তিসম্বন্ধে ব্যাস-দেবের নিকটে বলিয়াছেন—"প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্। আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চ-ভৌতিকঃ॥ শ্রীভা ১।৬।২৯॥ —শুদ্ধা ভাগবতী তনুর প্রতি আমি প্রযুজ্যমান হইলে আমার আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণ পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ নিপতিত হইল।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অনেন পার্ষদতনূনামকর্ম্মারব্ধত্বং শুদ্ধত্বং নিত্যত্বমিত্যাদি সূচিতং ভবতীত্যেষা।—ইহাদ্বারা পার্ষদতনুসমূহের অকর্ম্মারব্ধত্ব, শুদ্ধত্ব, নিত্যত্বাদি সূচিত হইতেছে।"

সার্ষ্টি মুক্তি। সার্ষ্টি অর্থ (সমজাতীয়) ঐশ্বর্য্য। যাঁহারা উপাস্য-ভগবৎ-স্বরূপের সমজাতীয় ঐশ্বর্য্য কামনা করেন, তাঁহারা এই সার্ষ্টি মুক্তি পাইয়া থাকেন। তাঁহাদেরও চিন্ময় এবং নিত্য পার্ষদদেহ।

সার্ষ্টি-মুক্তিপ্রাপ্ত জীবসম্বন্ধে কয়েকটী শ্রুতিপ্রমাণ প্রীতিসন্দর্ভে উদ্ধৃত হইয়াছে। "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্ব্বা যানৈর্ব্বা জ্ঞাতিভির্ব্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্॥ ছান্দোগ্য॥ ৮।১২।৩॥—সেই মুক্তপুরুষ ব্রহ্মলোকে যাইয়া স্ত্রীপুরুষের সংযোগে জাত এই শরীর স্মরণ না করিয়াই যথেচ্ছ ভ্রমণ, ভক্ষণ, ক্রীড়া, স্ত্রীগণের সহিত রমণ, যান-যোগে বিহার, জ্ঞাতিগণের সহিত অবস্থান করেন। আপ্নোতি স্বারাজ্যম্॥ তৈত্তিরীয়॥ ১।৬॥—মুক্তপুরুষ অংশভূত ব্রহ্মাদি দেবগণের আধিপত্য লাভ করেন। সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি॥ তৈত্তিরীয়॥ ১।৫॥—ব্রহ্মাদি দেবগণ মুক্তপুরুষের জন্য পূজোপহার আহরণ করেন। তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামাচারো ভবতি॥ ছান্দোগ্য॥ ৭।২৫।২॥—মুক্ত পুরুষের সমস্ত লোকে স্বচ্ছন্দ গতি হয়।" এ সমস্ত শ্রুতিবাক্যে যদিও মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য্যের কথা বলা হইয়াছে, তথাপি ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বেদান্তও বলেন—"জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাৎ অসন্নিহিতত্বাৎ॥ ৪।৪।১৭॥—জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সামর্থ্য মুক্তপুরুষের নাই।" চরিত্রে, ঔদার্য্যে, কারুণ্যাদি গুণে ভগবানের সমান যে কোথাও কেহ নাই, তাহা ভগবান্ই দেবকী-বসুদেবের নিকটে কংসকারাগারে আবির্ভূত

হওয়ার পরে নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। "অদৃষ্ট্বান্যতমং লোকে শীলৌদার্য্যগুণৈঃ সমম্। অহং সুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ভ ইতি শ্রুতঃ॥ শ্রীভা ১০।৩।৩৩॥—তোমরা (অংশে) সুতপা ও পৃশ্নিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তপস্যা করিয়া আমার মত পুত্র পাওয়ার নিমিত্ত বর প্রার্থনা করিয়াছিলে; কিন্তু চরিত্রে, ঔদার্য্যে, গুণে আমার সমান কেহ কোথাও নাই বলিয়া আমিই পৃশ্নিগর্ভ-নামে তোমাদের পুত্র হইয়াছি।" ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্যতো দূরে, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যেরও আংশিক প্রাপ্তি মাত্র হইতে পারে। "অতএবাণিমাদি-প্রাপ্তিরপ্যংশেনৈব জ্ঞেয়া॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ১৩॥" বৃহদ্ভাগবতামৃতের ২।৪।১৯৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—পার্ষদগণ অপেক্ষা শ্রীভগবানের অসাধারণ বিশেষত্ব এই যে, ভগবানে স্বাভাবিক (স্বরূপানুবন্ধি) পরম-ঐশ্বর্য্য-বিশেষ বর্ত্তমান এবং অনন্যসাধারণ মধুর মধুর বিচিত্র সৌন্দর্য্যাদি মহিমাবিশেষ বর্ত্তমান। পার্ষদগণ অপেক্ষা ভগবানের এই সকল বৈশিষ্ট্য না থাকিলে পার্ষদগণের ঐশ্বর্য্যাদি ভগবানের তুল্যই হইলে, পার্ষদগণ বিচিত্র ভজনরস অনুভব করিতে পারিতেন না। "এবং পার্ষদেভ্যস্তেভ্যোঽপি সকাশাৎ ভগবতা বিধেয়স্বাভাবিকপরমৈশ্বর্য্য-বিশেষাপেক্ষয়া তথানন্যসাধারণমধুরমধুরবিচিত্র-সৌন্দর্য্যাদিমহিমবিশেষদৃষ্ট্যা ভগবতো মহান্ বিশেষঃ সিদ্ধ্যত্যেব। অন্যথা সদা পরমভাবেন তেষাং তস্মিন্ বিচিত্র-ভজনরসানুপপত্তেরিতি দিক্॥" পার্ষদগণের ঐশ্বর্য্য যে ভগবানের ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা ন্যূন, তাহাই এস্থলে বলা হইল।

সারূপ্য মুক্তি। সারূপ্য—সমান রূপ-প্রাপ্তি। যিনি যে ভগবৎ-স্বরূপের উপাসক, তিনি যদি সেই ভগবৎ-স্বরূপের ধামে সেই ভগবৎ-স্বরূপের সমান রূপ প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ নারায়ণের উপাসক যদি নারায়ণের ন্যায় চতুর্ভুজ রূপ প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার মুক্তিকে সারূপ্য-মুক্তি বলা হয়। গজেন্দ্র ভগবৎ-স্পর্শে অজ্ঞানবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পীতবসন ও চতুর্ভুজ ভগবানের রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "গজেন্দ্রো ভগবৎস্পর্শাদ্বিমুক্তোঽজ্ঞানবন্ধনাৎ। প্রাপ্তো ভগবতো রূপং পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ॥ শ্রীভা, ৮।৪।৬॥"

সার্ষ্টিমুক্তি-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য্য ভগবানের ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা ন্যূন। তদ্রূপ সারূপ্যমুক্তিতেও

সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিপ্রাপ্ত জীবগণ চিন্ময় এবং নিত্য পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন। তাঁহাদিগকে শান্ত ভক্ত বলে। নবযোগেন্দ্র, সনক-সনাতনাদি শান্ত ভক্ত। শম-শব্দের অর্থ—ভগবন্নিষ্ঠতা। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধেঃ॥ শ্রীভা, ১১।১৯।৩৬॥" এইরূপ "শম" যাঁহাদের আছে, তাঁহারাই শান্তভক্ত। এজন্য শান্তভক্তের একটী লক্ষণ—"কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা" এবং তাহারই ফলে "কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ।"

শান্তভক্ত কৃষ্ণসম্বন্ধে মমতা-গন্ধহীন—ভগবান্ "আমার আপন-জন", এরূপ জ্ঞান তাঁহাদের জন্মে না; যেহেতু, শান্তভক্তের চিত্তে ভগবানের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করে। "শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন। পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥ ২।১৯।১৭৭॥" শান্তভক্তের ভাব মদীয়তাময় নহে, পরন্তু তদীয়তাময়; "ভগবান্ আমার" এই ভাব তাঁহার নাই; আমি ভগবানের, ভগবান্ অনুগ্রাহক, আমি অনুগ্রাহ্য—ইত্যাদি ভাবই শান্তভক্তের চিত্তে বলবান্।

শান্তভক্তের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ঐশ্বর্য্যাত্মক চতুর্ভুজ-রূপেই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়েন। "শ্যামাকৃতিঃ স্ফুরতি চতুর্ভুজোঽয়ম্॥ ভ, র, সি, ৩।১।৫॥" তিনি "সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ আত্মারামশিরোমণিঃ। পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম শমো দান্তঃ শুচির্বশী॥ সদাস্বরূপসংপ্রাপ্তো হতারিগতিদায়কঃ। বিভুরিত্যাদিগুণবানস্মিনালম্বনো হরিঃ॥ ভ, র, সি, ৩।১।৫॥"

শান্তভক্ত দুই শ্রেণীর—আত্মারাম ও তাপস। কৃষ্ণের বা কৃষ্ণভক্তের কৃপাতে যে সমস্ত আত্মারাম বা তাপস কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন, তাঁহারা শান্তভক্ত। "শান্তাঃ স্যুঃ কৃষ্ণ-তৎপ্রেষ্ঠ-কারুণ্যেন রতিং গতাঃ। আত্মারামাস্তদীয়াধ্ববদ্ধশ্রদ্ধাশ্চ তাপসাঃ॥ ভ; র; সি, ৩।১।৫॥" সনক-সনন্দনাদি আত্মারাম শান্তভক্ত। "আত্মারামাস্তু সনক-সনন্দনমুখা মতাঃ॥ ভ, র, সি, ৩।১।৫॥", আর, ভক্তিব্যতীত মুক্তি নির্ব্বিঘ্ন হয় না, ইহা ভাবিয়া যাঁহারা যুক্তবৈরাগ্য স্বীকার করেন, অথচ মুক্তিবাসনা ত্যাগ করেন না, তাঁহাদিগকে তাপস শান্তভক্ত বলে। "মুক্তির্ভক্ত্যৈব নির্ব্বিঘ্নেত্যাত্ত-যুক্তবিরক্ততাঃ। অনুজ্ঝিতমুমুক্ষা যে ভজন্তে তে তু তাপসাঃ॥ ভ, র, সি, ৩।১।৫॥"

শান্তভক্তগণের প্রায়শঃ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দজাতীয় সুখই অনুভূত হয়; ভগবানের সর্ব্বচিত্তাকর্ষক গুণের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই তাঁহাদের চিত্তে গুণাদির স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবানের স্ফূর্ত্তিও হইয়া থাকে। কিন্তু নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দ-জাতীয় সুখ অঘন—তরল; আর সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবানের অনুভবে যে আনন্দ, তাহা ঘন, প্রচুরতর। "প্রায়ঃ স্বসুখজাতীয়ং সুখং স্যাদত্র যোগিনাম্। কিন্ত্বাত্মসৌখ্যমঘনং ঘনন্ত্বীশময়ং সুখম্॥ ভ, র, সি, ৩।১।৪॥" এইরূপ অনুভবলব্ধ আনন্দ রসরূপে পরিণত হওয়ার পক্ষে ভগবৎ-স্বরূপের অনুভব (শ্রীবিগ্রহরূপে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারই) প্রধানহেতু; ব্রজের দাস্যভাবের ভক্তের ন্যায় ভগবানের লীলাদির মনোজ্ঞত্ব ইহার প্রধান কারণ নহে। "তত্রাপীশস্বরূপানুভবস্যৈবোরুহেতুতা। দাস্যাদিবন্ মনোজ্ঞতা লীলাদের্ন তথা মতা॥ ভ, র, সি, ৩।১।৪॥"

সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তির প্রত্যেকটীই আবার দুই রকমের—সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা এবং প্রেমসেবোত্তরা। "সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি। সালোক্যাদির্দ্বিধা তত্র নাদ্যা সেবাজুষাং মতা॥ ভ, র, সি, ৬।২।২৯॥" বৈকুণ্ঠের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই তাহাতে সুখ এবং ঐশ্বর্য্য বর্ত্তমান। যাঁহাদের চিত্তে এই সুখ এবং ঐশ্বর্য্য লাভের বাসনাই প্রাধান্য লাভ করে, তাঁহাদের মুক্তি হইল—সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা। আর, যাঁহাদের চিত্তে প্রেমের স্বভাববশতঃ সেবার বাসনাই প্রাধান্য লাভ করে, তাঁহাদের মুক্তি হইল—প্রেমসেবোত্তরা। এই প্রেমসেবা অবশ্য ব্রজের ন্যায় মদীয়তাময়ী প্রেমসেবা নহে; যেহেতু, শান্তভক্তের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে মদীয়তাময় ভাবেরই অভাব; এই প্রেমসেবা হইতেছে—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়-প্রেমের সেবা, তদীয়তাভাবময়-প্রেমসেবা। যাঁহারা সেবা চাহেন, তাঁহারা সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা মুক্তি গ্রহণ করেন না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—সালোক্য, সার্ষ্টি ও সারূপ্যমুক্তি হইতেছে, অন্তঃসাক্ষাৎকারময়; সালোক্যাদি ত্রিবিধামুক্তিপ্রাপ্ত শান্তভক্তগণ স্ব-স্ব-চিত্তেই ভগবান্‌কে অনুভব করেন; কিন্তু সামীপ্য-মুক্তিতে বহিঃসাক্ষাৎকারও হয়; সুতরাং সামীপ্যমুক্তিতেই আনন্দের আধিক্য।

ভগবৎ-প্রাপ্তিলক্ষণা মুক্তি। উল্লিখিত পঞ্চবিধা মুক্তিব্যতীত আরও এক রকমের মুক্তি আছে। ইহা হইতেছে ভগবৎ-প্রাপ্তি; ভগবৎ-প্রাপ্তি হইলে আনুষঙ্গিক ভাবেই মুক্তি হইয়া যায়। এজন্য ইহাকে মুক্তি না বলিয়া সাধারণতঃ প্রাপ্তি বলা হয়। ভগবৎ-প্রাপ্তি বলিতে ভগবৎ-সেবাপ্রাপ্তি বুঝায়। এই সেবা হইতেছে—প্রাণঢালা সেবা, কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা, শ্রীকৃষ্ণে মমত্ববুদ্ধি-পূর্ব্বিকা সেবা। এইরূপ সেবার জন্য মুখ্য প্রয়োজনীয় বস্তু হইতেছে কেবলাপ্রীতি, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক শুদ্ধ প্রেম। প্রেম-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা। শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-প্রাপ্তিই যাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য, তাঁহারা চিত্তে এই প্রেমের আবির্ভাবের অনুকূল সাধন-পন্থা অবলম্বন করেন। এই সাধন হইতেছে—শুদ্ধাভক্তির সাধন, রাগানুগামার্গের সাধন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত বৈধীমার্গের সাধনে শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধিময় ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন-শুদ্ধপ্রেম বা কেবলাপ্রীতি পাওয়া যায় না। এইরূপ শুদ্ধাভক্তিমার্গের সাধকগণ ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবাই চাহেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম হইলেও, সুতরাং তাঁহাতে সমগ্র ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ থাকিলেও, ঐশ্বর্য্যের অস্তিত্বের জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন এবং তাঁহার পরিকরগণের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ব্রজপরিকরদের গাঢ়-প্রীতিরস-সমুদ্রের অতল তলে যেন আত্মগোপন করিয়া থাকে। শ্রুতিতে পরব্রহ্মকে "রসো বৈ সঃ", "সর্ব্বরসঃ", "রসঘনঃ" বলা হইয়াছে; তিনি পরমতম রসস্বরূপ—রসরূপে পরম আস্বাদ্যতম এবং রসিকরূপে রসিকেন্দ্র-শিরোমণি; তিনি "সর্ব্বরসঃ"—অনন্ত রসবৈচিত্রীর সমবায়, অশেষ-রসামৃত-বারিধি। স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনেই তাঁহার এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত। তাঁহাতে ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ এবং মাধুর্য্যেরও পূর্ণতম বিকাশ। "মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার" বলিয়া ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যেরই প্রভাব বেশী, ব্রজের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যদ্বারা পরিসিঞ্চিত এবং পরিমণ্ডিত হইয়া মাধুর্য্যেরই সেবা—পুষ্টিবিধান—করিয়া থাকে (২।২১।৭২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। মাধুর্য্য-ঘন-বিগ্রহ, রসঘন-বিগ্রহ রসিকশেখর ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ব্রজপরিকর-ভক্তদের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করেন; লীলার ব্যপদেশেই এই প্রেমরস-নির্য্যাস উৎসারিত হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য্যদ্বারা প্রেম সঙ্কুচিত হয়; সুতরাং প্রেমরস-নির্য্যাসের উচ্ছ্বাসও স্তিমিত, শুদ্ধীভূত হইয়া যায়। তাহাতে প্রেমরস-নির্য্যাসের আস্বাদন ক্ষুণ্ণ হয়, রসিকশেখরত্বের বিকাশ বিঘ্নিত হয়। ইহা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের পক্ষেও অভীষ্ট নয়; যেহেতু, ঐশ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিরই বিলাস বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও প্রীতিবিধান ঐশ্বর্য্যেরও একান্ত কাম্য। তাই ব্রজে পূর্ণতমরূপে বিকাশ-প্রাপ্ত ঐশ্বর্য্যও মাধুর্য্যের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া এবং মাধুর্য্যের দ্বারা পরিমণ্ডিত হইয়াই প্রয়োজন-অনুসারে মাধুর্য্যের পুষ্টিবিধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদনাত্মিকা লীলার আনুকূল্য করিয়া থাকে; নিজের অনাবৃতস্বরূপে প্রায়শঃই আত্মপ্রকাশ করে না। তাই শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও যেমন, তেমনি তাঁহার ব্রজপরিকরদের মধ্যেও ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান থাকে প্রচ্ছন্ন। ব্রজপরিকরদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেম সম্যক্‌রূপে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন। তাঁহাদের প্রেমের আর একটী বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, তাঁহাদের প্রেমে স্বসুখ-বাসনার গন্ধমাত্রও নাই। তাই তাঁহাদের প্রেম সম্যক্‌রূপে বিশুদ্ধ, নির্ম্মল—তাঁহাদের প্রীতি হইতেছে কেবলা প্রীতি।

ব্রজলীলার পরিকররূপে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবা কামনা করেন, তাঁহাদের কাম্যও হইতেছে ঐরূপ কেবলা প্রীতি—স্বসুখ-বাসনার গন্ধলেশশূন্য ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন প্রেম।

বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যভাব-প্রধান নারায়ণরূপে লীলা করিয়া থাকেন। তাই সার্লোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিপ্রাপ্ত বৈকুণ্ঠ-পরিকরদের চিত্তেও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। এজন্য শ্রীকৃষ্ণে বা নারায়ণরূপী শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের মমতাবুদ্ধি জন্মিতে পারেনা। ব্রজপরিকরদের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের মমত্ববুদ্ধি এবং এই মমত্ববুদ্ধিবশতঃই তাঁহাদের পক্ষে প্রাণঢালা সেবা সম্ভব।

ভগবৎকৃপা ব্যতীত সাযুজ্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও মুক্তিই সম্ভব নয়। কৃপা উদ্বুদ্ধ করার জন্য ভগবৎ-প্রীতির উন্মেষ প্রয়োজন। তাই আনুষঙ্গিকভাবে সাযুজ্যমুক্তির সাধককেও ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

কিন্তু সাযুজ্য-মুক্তিকামীর এই ভগবৎ-প্রীতি উপায়মাত্র, উপেয় নহে। আর, সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তির সাধকদের নিকটে ভগবৎ-প্রীতি উপায় এবং উপেয়—উভয়ই। তথাপি, উপেয়রূপা ভগবৎ-প্রীতিতে তাঁহারা প্রাধান্য দেননা; তাঁহাদের প্রাধান্য থাকে নিজের মায়া-নিবৃত্তিতে এবং ঐশ্বর্য্যাদি লাভের বাসনায়। "অথ মুক্তিভ্যো ভগবৎপ্রীতে রাধিক্যং বিব্রিয়তে। তত্র যদ্যপি তৎপ্রীতিং বিনা তা অপি ন সম্ভবেব, তথাপি কেষাঞ্চিৎ তেষাং স্বস্য দুঃখহানৌ সামীপ্যাদিলক্ষণ-সম্পত্তাবপি তাৎপর্য্যং ন তু শ্রীভগবত্যেবেতি তেষু ন্যূনতা। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ ১৬ ॥"

মুক্তিকামীরা নিজেদের জন্য কিছু চাহেন—পঞ্চবিধা মুক্তিতে মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভের কামনা সাধারণ। সালোক্যাদিতে তদতিরিক্তও কিছু কামনা আছে।

কিন্তু ব্রজপ্রেমের উপাসকগণ নিজেদের জন্য কিছুই চাহেন না; তাঁহাদের একমাত্র কাম্য—কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা। মুক্তি তাঁহারা চাহেন না; এমন কি, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে মুক্তি দিতে চাহিলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না। "সালোক্যসার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ শ্রীভা ৩।২৯। ১৩ ॥—শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, আমার ভক্তগণ আমার সেবা ব্যতীত আর কিছুই চাহেন না; আমি যদি তাঁহাদিগকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধা মুক্তিও দিতে চাহি, তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না।"

তাঁহাদের মুক্তি না চাওয়ার হেতু এই। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস। অনাদিবহির্ম্মুখতাবশতঃ মায়ার কবলে পতিত হইয়া জীব নিজের স্বরূপের কথা ভুলিয়া আছেন। ভক্তিমার্গের সাধনে এই স্বরূপের জ্ঞান স্ফুরিত হইতে পারে এবং স্বরূপের জ্ঞান স্ফুরিত হইলে সেবাবাসনাও স্ফুরিত হইতে পারে। সাযুজ্যমুক্তিতে কৃষ্ণদাস-স্বরূপের জ্ঞান স্ফুরিত হয় না; সুতরাং সেব্য-সেবকভাবও স্ফুরিত হয় না; যেহেতু, সাযুজ্যকামীদের সাধনই হইতেছে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানমূলক। সাযুজ্যমুক্তিতে কৃষ্ণসেবার কোনও অবকাশ নাই বলিয়া ভক্ত তাহা নিতে চাহেন না। আর, সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিতে স্বরূপের জ্ঞান এবং সেব্য-সেবকভাবও বিদ্যমান থাকে; কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া সেবাবাসনার সম্যক্ স্ফুরণ হয় না, শ্রীকৃষ্ণে মমত্ববুদ্ধিও জাগে না। তাই প্রাণঢালা সেবার সম্ভাবনা নাই। এজন্য ভক্ত সালোক্যাদি মুক্তিও কামনা করেন না। ভক্ত "নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয় ॥ ২।৬।২৪১ ॥" এস্থলে সাযুজ্যের উপলক্ষণে পঞ্চবিধা মুক্তিই সূচিত হইতেছে। নরকে কাহাকেও অনন্তকাল থাকিতে হয় না। নরকভোগের পরে আবার ব্রহ্মাণ্ডে জন্মাদি হয়। কোনও জন্মে কোনও ভাগ্যে ভজনের উপযোগী মনুষ্যদেহ লাভের সম্ভাবনা থাকে; তখন শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির অনুকূল ভজনের সম্ভাবনাও থাকে। কিন্তু কোনও এক রকমের মুক্তি লাভ হইলে সেই অবস্থাতেই অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিতে হইবে; শ্রীকৃষ্ণসেবার উপযোগী ভজনের সম্ভাবনা একেবারেই তিরোহিত হইবে। এজন্য ভক্ত বরং নরকেও যাইতে প্রস্তুত, তথাপি মুক্তি নিতে ইচ্ছুক হয়েন না।

ভক্তচিত্ত-বিনোদনই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র ব্রত। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥ পদ্মপুরাণ ॥" শ্রীকৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য যাঁহাদের লাভ হয়, নিজের জন্য তাঁহাদের কাম্য কিছু না থাকিলেও স্বীয়মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাঁহাদিগকে অপরিসীম আনন্দ দান করিয়া থাকেন। তাঁহার মাধুর্য্য অসমোর্দ্ধ। "যে মাধুরী-উর্দ্ধ আন, নাহি যার সমান, পরব্যোমে স্বরূপের গণে। যেঁহো সব অবতারী, পরব্যোমে অধিকারী, এ-মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে ॥ তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা, পতিব্রতাগণের উপাস্যা। তেঁহো যে মাধুর্য্যলোভে, ছাড়ি সব কামভোগে, ব্রত করি করিল তপস্যা ॥ ২।২১।৯৬—৯৭ ॥" শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য—"কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা-সভার মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥ ২।২১।৮৮ ॥" আবার, "রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে সাধ উঠে মনে ॥ ২।২১।৮৬ ॥" শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদির এমনই এক অদ্ভুত আকর্ষণী-শক্তি যে, আত্মারাম মুনিগণও তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি-মিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ শ্রীভা, ১।৭।১০ ॥" শ্রুতিও বলেন—"মুক্তা অপি হি এনমুপাসত ইতি সৌপর্ণশ্রুতৌ ॥" কিন্তু

"কর্ম্ম জপ যোগ জ্ঞান, বিধিভক্তি তপ ধ্যান, ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্লভ। কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণে অনুরাগে, তারে কৃষ্ণমাধুর্য্য সুলভ॥ ২।২১।১০০॥"

এই রাগমার্গের ভজনকেই শ্রীমদ্ভাগবতে "প্রোজ্ঝিত-কৈতব পরমধর্ম্ম" বলা হইয়াছে এবং ইহাই শ্রীমদ্‌-ভাগবতের প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম। "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্॥ ১।১।২॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অত্র শ্রীমতি সুন্দরে ভাগবতে পরমো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে ইতি। পরমত্বে হেতুঃ প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। কেবলমীশ্বরারাধনলক্ষণো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে ইতি।—যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে কোনও রূপ ফলাভিসন্ধান থাকিবেনা, এমন কি পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও রকমের মুক্তির বাসনা পর্য্যন্ত থাকিবেনা, যাহার একমাত্র লক্ষ্য হইবে ভগবানের আরাধনা বা সেবা (প্রীতিবিধান), তাহাই পরমধর্ম্ম।" স্বামিপাদের এই টীকার কৈতব-শব্দের মর্ম্মই কবিরাজ গোস্বামী এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন:—"কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম। সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম॥ অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব॥" এই ধর্ম্মানুষ্ঠানের পর্য্যবসান হয় শ্রীহরির তুষ্টিতে। "স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্॥ শ্রীভা, ১।২।১৩॥" কৃষ্ণকামনা এবং কৃষ্ণভক্তি-কামনা ব্যতীত আর সকল রকমের কামনাতেই নিজের প্রতি অনুসন্ধান থাকে; তাই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু অন্যকামনাকে দুঃসঙ্গ ও কৈতব বলিয়াছেন। "দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা। কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তিবিনা অন্য কামনা॥ ২।২৪।৭০॥

রাগমার্গের ভজনেই কৃষ্ণসেবার উপযোগী এবং কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের উপযোগী প্রেম লাভ হইতে পারে। এজন্য প্রেমকে বলা হয় পঞ্চমপুরুষার্থ বা পরম-পুরুষার্থ। "পঞ্চম পুরুষার্থ এই কৃষ্ণপ্রেম মহাধন॥ ২।২৩।৫২॥ পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন। কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন॥ প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্ত-বশ। প্রেমা হৈতে পাই কৃষ্ণসেবাসুখরস॥ ১.৭।১৩৭-৮॥"

ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের চারি ভাবের পরিকর আছেন—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই সমস্ত ভাবে উত্তরোত্তর প্রেমের গাঢ়তা এবং উত্তরোত্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতা। মধুর-ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ-সেবা-প্রাপ্তি এবং শ্রীকৃষ্ণেরও পূর্ণতম-প্রেমবশ্যতা।

রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ পরম-স্বতন্ত্র হইলেও রসস্বরূপত্ব-স্বভাববশতঃ ভক্তির বশীভূত। "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ॥ মাঠর-শ্রুতি॥" তিনি শুদ্ধাভক্তির (অর্থাৎ কেবলা প্রীতিরই) বশীভূত হয়েন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত॥ ১।৩।১৪॥" একমাত্র ব্রজেই কেবলা প্রীতি; সুতরাং তিনি ব্রজপরিকরদিগের প্রেমেরই সর্ব্বতোভাবে বশীভূত; তাঁহার ব্রজপরিকরগণ তাঁহাকে নিতান্ত আপন করিয়াই পাইয়া থাকেন। রাগানুগামার্গে ভজন করিয়া ব্রজপরিকররূপে যাঁহারা তাঁহার সেবা পাইয়া থাকেন, "রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি"-শ্রুতিবাক্যের পূর্ণ সার্থকতা তাঁহাদেরই মধ্যে।

ব্রজভাবের সাধক ব্রজের যে-কোনও একভাবের পরিকরদের আনুগত্যে রাগানুগামার্গে ভজন করিয়া পার্ষদরূপে সেই ভাবানুকূল-লীলা-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন।

ব্রজভাবের সাধক মুক্তি চাহেন না বটে; কিন্তু আনুষঙ্গিক ভাবেই তাঁহার মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলে যখন তাঁহার অভীষ্ট সেবা লাভ হইবে, তখন ব্রজেই তো তিনি ভাবানুকূল পার্ষদদেহে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিবেন। সংসারবন্ধন ছিন্ন না হইলে ভগবল্লীলাস্থল ব্রজে তিনি যাইবেন কিরূপে? তাই আনুষঙ্গিক ভাবেই তাঁহার মুক্তি হইয়া যায়, তজ্জন্য তাঁহাকে কিছু করিতে হয় না। "অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন॥ ১।৮।২৪॥ তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াপাশ ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥ ২।২২।১৮॥" ভগবৎ-প্রাপ্তির আনুষঙ্গিক ভাবে এই মুক্তি লাভ হয় বলিয়াই ইহাকে "ভগবৎ-প্রাপ্তি-লক্ষণা মুক্তি" বলা যায়।

মায়াবাদীদের মত। মায়াবাদীরা সাযুজ্য-ব্যতীত অন্য কোনওরূপ মুক্তির পারমার্থিকতা স্বীকার করেন না; অর্থাৎ তাঁহাদের মতে সালোক্যাদি মুক্তি হইতেছে অনিত্য; যেহেতু, সালোক্যাদি মুক্তি লাভ করিয়া জীব সবিশেষ ভগবৎ-স্বরূপগণের ধাম বৈকুণ্ঠাদিতেই গমন করেন। তাঁহাদের মতে বৈকুণ্ঠাদি-ভগবদ্ধাম অনিত্য—মায়িক এবং ভগবৎ-স্বরূপগণও তাঁহাদের মতে মায়াময়, মায়িক, অনিত্য। অনিত্য বৈকুণ্ঠাদি-প্রাপ্তি বা অনিত্য ভগবৎ-স্বরূপসমূহের সেবাপ্রাপ্তি কখনও নিত্য হইতে পারে না; সুতরাং সালোক্যাদি মুক্তির নিত্যত্ব নাই। ইহাই মায়াবাদীদের মত। কিন্তু এই মত শাস্ত্রানুমোদিত নহে। ভগবৎ-স্বরূপগণের এবং বৈকুণ্ঠাদি-ভগবদ্ধামের নিত্যত্ব শ্রুতিস্মৃতি একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; সালোক্যাদি মুক্তির কথাও শ্রুতিস্মৃতিতে দৃষ্ট হয়।

সৃষ্টির পরেই নামরূপাদি-বিশিষ্ট মায়িক বস্তুর অস্তিত্ব; সৃষ্টির পূর্ব্বে, মহাপ্রলয়ে, মায়িক বস্তুর অস্তিত্ব থাকেনা; সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে কোনও বস্তুর অস্তিত্বের কথা যদি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, নামরূপ-বিশিষ্ট হইলেও সেই বস্তু যে সৃষ্ট বা মায়িক হইতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সৃষ্টি-ব্যাপারটীই হইল মায়িক; সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই হইল মায়িক বা প্রাকৃত। সৃষ্ট বস্তুর উৎপত্তি আছে, বিনাশ আছে; সুতরাং তাহা অনিত্য। যাহা সৃষ্ট নহে, মায়িক সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহার উৎপত্তি-বিনাশ থাকিতে পারে না; তাহা নিত্য এবং অপ্রাকৃত। যাহা জড় মায়া বা প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত, তাহাও হইবে জড়—চিদ্‌বিরোধী; আর যাহা প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত নয়, যাহা অপ্রাকৃত, তাহা হইবে জড়-বিরোধী—চিৎ, চিন্ময়। সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে যে সমস্ত বস্তুর কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, সে সমস্ত অপ্রাকৃত বস্তুও হইবে চিন্ময় এবং চিন্ময় বলিয়া নিত্য।

শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, নারায়ণাদিই হইলেন ভগবৎ-স্বরূপ। সৃষ্টির পূর্ব্বেও এ-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের অস্তিত্বের কথা শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। "বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীৎ, ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ॥—সৃষ্টির পূর্ব্বে বাসুদেব ছিলেন, ব্রহ্মাও ছিলেন না, শঙ্করও ছিলেন না।"—এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, সৃষ্টির পূর্ব্বেও বাসুদেব ছিলেন। মহোপনিষদ্ বলেন—"একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেশানো নাপো নাগ্নীষোমৌ নেমে দ্যাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি ন সূর্য্যো ন চন্দ্রমাঃ॥—এক নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মাও ছিলেন না, ঈশানও (শঙ্করও) ছিলেন না, অপ্‌তেজ-আদি ছিলনা, স্বর্গও ছিল না, পৃথিবীও ছিলনা, নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য্য কিছুই ছিলনা।" এই শ্রুতিবাক্যেও সৃষ্টির পূর্ব্বে নারায়ণের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। গোপালতাপনী-শ্রুতি শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন। "ওঁ যোঽসৌ পরংব্রহ্ম গোপালঃ ওঁ॥" শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতাও শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন—"পরং ব্রহ্ম পরং ধাম॥ ১০।১২॥" যিনি পরব্রহ্ম, তিনি মায়িক বা সৃষ্ট বস্তু হইতে পারেন না। তাঁহা হইতেই বরং মায়িক বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হইয়া থাকে। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"-এই ব্রহ্ম-সূত্রও তাহাই বলিয়াছেন। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেই যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, গীতা হইতেও তাহা জানা যায়। "পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ৯।১৭-১৮॥ অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে॥ ১০।৮॥" এই সমস্ত শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ হইতে জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব এবং নারায়ণ সৃষ্টির পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিলেন; সুতরাং তাঁহারা মায়িক বা অনিত্য হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ যে সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব, মায়িক বস্তু নহেন, শ্রুতি হইতে তাহাও জানা যায়। "ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে। নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধি-সাক্ষিণে॥ গোপালতাপনী শ্রুতি।" অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপগণও যে অপ্রাকৃত নিত্য, সচ্চিদানন্দময়, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহ যখন নিত্য, চিন্ময়, তাঁহাদের ধামও হইবে নিত্য, চিন্ময়। তাহা কখনও মায়িক বা প্রাকৃত হইতে পারে না। ভগবদ্ধাম-সমূহের সাধারণ নাম বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠ-শব্দের অর্থ—যাহাতে কুণ্ঠা (বা মায়া) নাই। প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বং মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ। ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥ শ্রীভা. ২।৯।১০॥" ভগবদ্ধামের কথা শ্রুতিতেও পাওয়া যায়। "ভুবি দিবি ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্নি আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ॥

মুণ্ডক ॥ ২।২।৭ ॥—আত্মা (ব্রহ্ম) ব্রহ্মপুরে (ব্রহ্মধামে), ব্যোমে (পরব্যোমে) বিরাজ করেন। স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। স্বে মহিম্নি ইতি॥ ছান্দোগ্য ॥ ৭।২৪।১ ॥—ব্রহ্ম কোথায় প্রতিষ্ঠিত? নিজের মহিমায়।” নিজের মহিমায় বলিতে তাঁহার স্বরূপশক্তির মহিমাকে বুঝায়। তাঁহার স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষই তাঁহার ধাম। “তেষাং স্থানানাং নিত্যতল্লীলাস্পদত্বেন শ্রূয়মাণত্বাৎ তদাধারশক্তিলক্ষণস্বরূপবিভূতিমবগম্যতে। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৭৪ ॥ (সন্ধিনী-প্রধান-স্বরূপশক্তিকেই আধার-শক্তি বলে)।” গোপাল-তাপনী শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণের ধাম বৃন্দাবনের উল্লেখ আছে। “তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং পঞ্চপদং বৃন্দাবন-সুরভূরুহতলাসীনং সততং সমরুদ্গণোহহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি ॥ পূর্ব্বতাপনী। ৩৫॥” বৃন্দাবন হইল অপ্রাকৃত গো-গোপাদির স্থান। ঋগ্বেদের “যত্র গাবো ভূরি-শৃঙ্গা অয়াসঃ। অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি॥ ১৫৪।৬ ॥”-এই বাক্যে দীর্ঘশৃঙ্গবিশিষ্ট গো-সমূহসমন্বিত উরুগায় শ্রীকৃষ্ণের পরমপদের (পরমধামের) কথা জানা যায়। গীতাতেও ধামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। “যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ১৫।৬ ॥—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যে স্থানে গেলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, তাহা আমার পরম ধাম। তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—হে ভারত, তুমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই (ঈশ্বরেরই) শরণ গ্রহণ কর; তাঁহার অনুগ্রহে পরমা শান্তি ও নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৮.৬২ ॥” ধাম এবং ধামের নিত্যত্ব-সম্বন্ধে এইরূপ আরও বহু প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল, ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহ যেমন অপ্রাকৃত, নিত্য, সচ্চিদানন্দময়, তাঁহাদের ধামও অপ্রাকৃত, নিত্য, সচ্চিদানন্দময়। সুতরাং যাঁহারা সাধন-ভজন-প্রভাবে ভগবৎ-কৃপায় ভগবদ্ধামে গমন করেন, তাঁহাদের মুক্তি যে অনিত্য, এইরূপ অনুমান শাস্ত্রানুমোদিত হইতে পারে না। ভগবদ্ধাম যখন মায়াতীত, সেস্থানে যাঁহারা যাইবেন, তাঁহারাও মায়াতীত (মায়ামুক্ত) হইয়াই যাইবেন; মায়ার উপাধিকে লইয়া মায়াতীত ধামে যাওয়া সম্ভব নয়। মুক্তি অর্থই হইল মায়ার কবল হইতে অব্যাহতি। অনাদিবহির্ম্মুখতাবশতঃই জীবের মায়াধীনতা। ভগবৎ-কৃপায় মায়াধীনতা ঘুচিয়া গেলেই বহির্ম্মুখতাও ঘুচিয়া যায়, তখনই ভগবদুন্মুখতা, ভগবৎ-সান্নিধ্যাদি। তখন কিসের জন্য আবার মায়াধীনতা জন্মিতে পারে? বিশেষতঃ, ভগবদ্ধামে তো মায়াই নাই; ভগবদ্ধামে যাঁহারা যাইবেন, প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ড-স্থিতা মায়া কিরূপে তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিবে? মায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়াই তাঁহাদিগকে আর মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে আসিতে হয় না, তাঁহারা নিত্যই ভগবদ্ধামে অবস্থান করেন। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥”

বেদানুগত পুরাণাদিতে বহুস্থলেই সালোক্যাদি মুক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়। নামমাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে কলিসন্তরণোপনিষৎ বলেন—“সর্ব্বদা শুচিরশুচির্বা পঠন্‌ব্রাহ্মণঃ সলোকতাং সমীপতাং স্বরূপতাং সাযুজ্যতামেতি।” অন্যান্য শ্রুতিতেও মুক্তির উল্লেখ আছে। এই অবস্থায় সালোক্যাদি মুক্তিকে অপারমার্থিক বলা কিছুতেই সঙ্গত হয় না।

অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ

রাগানুগা-সাধনভক্তি-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥ চৈঃ চঃ ২।২২।৯০

নিজের সিদ্ধদেহ মনে ভাবনা করিয়া সাধক সেই সিদ্ধদেহে দিবারাত্রি ব্রজে স্বীয়-অভীষ্ট-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবেন। "নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-পাছেত লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা ॥ চৈঃ চঃ ২।২২।৯১ ॥" স্বীয়-অভীষ্ট-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠ যিনি, তাঁহার আনুগত্যে অন্তর্মনা হইয়া (অর্থাৎ মনে নিজের সিদ্ধদেহ চিন্তা করিয়া সেই দেহে অভীষ্ট-লীলায়) নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবে। বাহিরের বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবায় মনকে নিয়োজিত করাই হইল অন্তর্মনা হওয়া। শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠ বলিতে কি বুঝায়? তাহা বলা হইতেছে। যিনি সখ্যভাবের উপাসক, ব্রজে সখাদের সহিত বিলাসবান্ শ্রীকৃষ্ণই হইলেন তাঁহার অভীষ্ট-লীলাবিলাসী কৃষ্ণ; সখ্যভাবের লীলাতে প্রেষ্ঠ (প্রিয়তম পরিকর ভক্ত) হইতেছেন সুবল-মধুমঙ্গলাদি; সুবল-মধুমঙ্গলাদির আনুগত্যেই সাধক অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে সখ্যভাবাত্মিকা-লীলাতে শ্রীকৃষ্ণের সেবার চিন্তা করিবেন। এইরূপে বাৎসল্য-ভাবের সাধক শ্রীনন্দ-যশোদার এবং মধুর-ভাবের সাধক শ্রীললিতাদির আনুগত্যে কৃষ্ণসেবার চিন্তা করিবেন। "লুব্ধৈর্বাৎসল্যসখ্যাদৌ ভক্তিঃ কার্য্যাত্র সাধকৈঃ। ব্রজেন্দ্রসুবলাদীনাং ভাবচেষ্টিতমুদ্রয়া ॥ ভ, র, সি, ১।২।১৬০ ॥" একটী কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন; তাহা হইতেছে এই। শ্রীনন্দ-যশোদাদি বা শ্রীরাধা-ললিতাদি সকলেই রাগাত্মিকা-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। রাগাত্মিকার সেবা হইতেছে স্বাতন্ত্র্যময়ী; কৃষ্ণের নিত্যদাস জীবের স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবাতে অধিকার নাই; আনুগত্যময়ী সেবাতেই তাঁহার অধিকার। তাই রাগাত্মিকার অনুগতা রাগানুগা ভক্তিতেই তাঁহার অধিকার; রাগানুগা-সেবাই সাধকভক্তের কাম্য। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ-পরিকরদের মধ্যে রাগানুগার সেবার অধিকারী পরিকরও আছেন। যেমন, মধুর-ভাবের লীলায় শ্রীরূপ-মঞ্জরী-আদি হইলেন রাগানুগা সেবার মুখ্যা অধিকারিণী। তাঁহাদের কৃপাতেই সাধক-জীব সেবায় নিয়োজিত হইতে পারেন। সাধক গুরুরূপা মঞ্জরীর আনুগত্যে শ্রীরূপমঞ্জরীর চরণ আশ্রয় করিলে শ্রীরূপমঞ্জরীই কৃপা করিয়া তাঁহাকে ললিতা-বিশাখাদি সখীবর্গের এবং শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর আনুগত্য দিয়া শ্রীযুগলকিশোরের সেবায় নিয়োজিত করিবেন। মঞ্জরী বলিতে দাসী—শ্রীরাধিকার দাসী বুঝায়। মধুর-ভাবের সাধকের সিদ্ধদেহ হইতেছে মঞ্জরীদেহ। অন্যান্য ভাবের সাধকের সিদ্ধদেহও সেই-সেই ভাবের লীলার নিত্যপরিকরদের অনুরূপ দেহ।

শ্রীগুরুকৃপায় এবং শ্রীভগবানের কৃপায় সাধকভক্ত যখন অভীষ্ট-লীলায় প্রবেশ করিবেন, তখন যেই পার্ষদ-দেহে তিনি ভাবানুকূল-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবেন, সেই পার্ষদ-দেহটীই তাঁহার সিদ্ধদেহ। লীলাতে প্রবেশ করার পূর্ব্বে সাধকের পক্ষে সেই দেহ দুর্লভ। সাধন-কালে মনে মনে সেই দেহের চিন্তা করিতে হয় এবং মনে মনে বা অন্তরে সেই দেহের চিন্তা করা হয় বলিয়াই ইহাকে "অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ" বলা হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে—সিদ্ধদেহটীর কোনওরূপ পরিচয় না পাইলে তাহার চিন্তা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? উত্তর এই। শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া তাঁহার শিষ্য-সাধককে এই সিদ্ধদেহের পরিচয় জানাইয়া দেন। রাগানুগামার্গের সাধক গুরুদেব তাঁহার শিষ্যকে গুরু-প্রণালিকা যেমন দিয়া থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধ-প্রণালিকাও দিয়া থাকেন। গুরুপ্রণালিকাতে থাকে গুরুবর্গের নাম—সংশ্লিষ্ট শিষ্যের নামও থাকে, আর থাকে তাঁহার গুরু, পরম-গুরু-ইত্যাদি ক্রমে গৌর-পরিকরভুক্ত মূলগুরুর (অর্থাৎ নিত্যানন্দ-পরিবার-স্থলে শ্রীনিত্যানন্দের, শ্রীঅদ্বৈত-পরিবার-স্থলে শ্রীঅদ্বৈতের ইত্যাদি) নাম পর্য্যন্ত। আর, সিদ্ধপ্রণালিকাতে থাকে শিষ্যের এবং গুরুবর্গের সিদ্ধদেহের বিবরণ, বর্ণ-বয়স-বেশ-

ভূষা-সেবা-ইত্যাদির বিবরণ। সিদ্ধপ্রণালিকাতে অবশ্য সিদ্ধদেহের দিগ্‌দর্শনমাত্র উল্লিখিত হয়। সিদ্ধপ্রণালিকা ব্যতীত রাগানুগার ভজনই চলিতে পারে না।

রাগানুগামার্গে অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে অষ্টকালীয় (রাত্রিদিনব্যাপী)-লীলাস্মরণের বিধান পদ্মপুরাণ পাতাল-খণ্ডের ৫২-অধ্যায়েও দৃষ্ট হয়। তাহাতে মধুর ভাবের সাধক বা সাধিকার অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহের একটা দিগ্‌দর্শনও পাওয়া যায়।

আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাম্।
রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্॥
নানাশিল্পকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুরূপিণীম্।
প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন তত্র ভোগপরাঙ্মুখীম্॥
রাধিকানুচরীং নিত্যং তৎসেবন-পরায়ণাম্।
কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেম রাধিকায়াং প্রকুর্ব্বতীম্॥
প্রীত্যানুদিবসং যত্নাত্তয়োঃ সঙ্গমকারিণীম্।
তৎসেবনসুখাহ্লাদভাবেনাতিসুনির্বৃতাম্॥
ইত্যাত্মানং বিচিন্ত্যৈব তত্রসেবাং সমাচরেৎ॥

—প পু পা ৫২।৭-১১॥

—শ্রীসদাশিব নারদের নিকটে বলিতেছেন—"ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিতে হইলে নিজেকে তাঁহাদের (গোপীগণের) মধ্যবর্ত্তিনী, রূপ-যৌবনসম্পন্না মনোরমা কিশোরী রমণীরূপে চিন্তা করিবে; শ্রীকৃষ্ণের ভোগের (প্রীতির) অনুরূপা নানাবিধ-শিল্পকলাভিজ্ঞা, কৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রার্থিতা হইলেও ভোগপরাঙ্মুখী রমণীরূপে নিজেকে চিন্তা করিবে। সর্ব্বদা শ্রীরাধিকার কিঙ্করীরূপে তাঁহার সেবাপরায়ণারূপে নিজেকে চিন্তা করিবে। শ্রীকৃষ্ণে অপেক্ষাও শ্রীরাধিকাতে অধিক প্রীতিমতী হইবে। প্রীতির সহিত প্রতিদিন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন-সংঘটনে যত্নপর হইবে (অবশ্য মানসে, কেবল চিন্তাদ্বারা) এবং তাঁহাদের সেবা করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিবে। নিজেকে এইরূপ চিন্তা করিয়া সর্ব্বদা ব্রজে তাঁহাদের সেবা করিবে।"

যাহাহউক, শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া তাঁহার শিষ্যকে যে সিদ্ধদেহের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার কল্পিত নহে। সাধকের মঙ্গলের নিমিত্ত পরম-করুণ শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার গুরুদেবের চিত্তে ঐরূপটী স্ফুরিত করেন। "কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামীরূপে শিক্ষায় আপনে॥ ২।২২।৩০॥" "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব॥ ৩।২।৫॥"-বশতঃ মায়াবদ্ধ জীবের বহির্ম্মুখতা ঘুচাইয়া তাঁহাকে স্বচরণ-সেবায় প্রতিষ্ঠিত করাইবার নিমিত্ত পরম-করুণ পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই তাঁহার নিশ্বাস-রূপ অপৌরুষেয় বেদ-পুরাণাদি প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন, যুগাবতারাদিরূপে প্রতিযুগে এবং সময় বিশেষে স্বয়ংরূপেও অবতীর্ণ হইয়া জীবের শ্রেয়োলাভের উপায় বলিয়া দিতেছেন, আবার যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার ভজন করেন, তাঁহাকে পাওয়ার উপযোগিনী বুদ্ধিও তাঁহাদিগকে দিয়া থাকেন (গীতা ১০।১০); সুতরাং সাধকের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তিনি যে তাঁহার গুরুদেবের চিত্তে রাগানুগামার্গের ভজনে অপরিহার্য্য-সিদ্ধদেহের রূপ স্ফুরিত করিবেন, ইহা অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক নহে।

সত্যস্বরূপ শ্রীভগবান্ গুরুদেবের চিত্তে যে রূপটী স্ফুরিত করেন, তাহা আকাশকুসুমের ন্যায় অসত্য হইতে পারে না; তাহা সত্য। শাস্ত্রোক্তধ্যানমন্ত্রে বা স্তবাদিতে বর্ণিত ভগবৎ-স্বরূপের রূপ চিন্তা করিতে গেলে সাধনের প্রথম অবস্থায় সাধকের নিকটে সাধারণতঃ তাহা যেমন অস্পষ্ট বলিয়াই মনে হয়, ভগবৎ-কৃপায় সাধনে অগ্রসর হইতে হইতে তাহা যেমন ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে থাকে, তদ্রূপ এই অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহও সাধনের প্রথম অবস্থায় সাধকের চিত্তায় অস্পষ্ট হইতে পারে; কিন্তু ক্রমশঃ ভক্তিরাণীর কৃপা তাঁহার চিত্তে যতই পরিস্ফুট হইবে, অন্তশ্চিন্তিত

দেহটীও ক্রমশঃ ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। অবশেষে ভক্তিরাণীর পূর্ণকৃপা পরিস্ফুট হইলে চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হইবে, তখন এই অন্তশ্চিন্তিত দেহটীও সাধকের মানস-নেত্রে স্বীয় পূর্ণমহিমায় জাজল্যমান হইয়া উঠিবে। তখন সাধক এই সিদ্ধদেহের সঙ্গে স্বীয় তাদাত্ম্য মনন করিয়া সেই দেহেই স্বীয় অভীষ্ট-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া তন্ময়তা লাভ করিবেন। ভগবৎ-কৃপায় সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলে সাধকের দেহ-ভঙ্গের পরে যথাসময়ে ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহাকে তাঁহার অন্তশ্চিন্তিত দেহের অনুরূপ একটী দেহ দিয়াই সেবায় প্রবিষ্ট করাইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতের "ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিত-হৃৎসরোজে আস্সে শ্রুতেক্ষিত-পথো ননু নাথ পুংসাম্। যদ্ যদ্ ধিয়া ত উরুগায়-বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ৩।৯।১১ ॥"—শ্লোকের শেষার্দ্ধ হইতেই তাহা জানা যায়। এই শ্লোকের শেষার্দ্ধের টীকায় অন্যরকম অর্থ করিয়া শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"যদ্বা তে সাধকভক্তাঃ স্ব-স্ব-ভাবানুরূপং যদ্ যদ্ ধিয়া বিভাবয়ন্তি তত্তদেব বপুঃ তেষাং সিদ্ধদেহান্ প্রণয়সে প্রকর্ষেণ তান্ প্রাপয়সি অহো তে স্বভক্তপারবশ্যমিতি ভাবঃ।—অথবা (অর্থাৎ এই শ্লোকের এইরূপ তাৎপর্য্যও হইতে পারে যে), সাধক-ভক্তগণ স্ব-স্ব-ভাব অনুসারে নিজেদের যে-যে-রূপ তাঁহারা মনে মনে ভাবনা করেন, ভক্তপরবশ ভগবান্ তাঁহাদিগকে সেই-সেই-রূপ সিদ্ধদেহই প্রকৃষ্টরূপে দিয়া থাকেন।"

প্রশ্ন হইতে পারে—কেবল চিন্তাদ্বারাই কি অন্তশ্চিন্তিত দেহের অনুরূপ একটী দেহ পাওয়া যাইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া। স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎ-স্বরূপতাম্ ॥ কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ। যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসন্ত্যজন্ ॥ ১১।৯।২২-২৩ ॥—স্নেহবশতঃ, কিম্বা দ্বেষবশতঃ, কিম্বা ভয়বশতঃও যদি কোনও লোক চিন্তা-দ্বারা মনকে কোনও বস্তুতে সম্যক্‌রূপে ধারণ করে, তাহা হইলে সেই লোক সেই বস্তুর স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। একটী কীট পেশস্কৃৎ-কর্তৃক ধৃত হইয়া যদি পেশস্কৃতের আলয়ে নীত হয়, তাহা হইলে ভয়বশতঃ সেই পেশস্কৃতের চিন্তা (ধ্যান) করিতে করিতে স্বীয় পূর্ব্বদেহ ত্যাগ না করিয়াও সেই কীট পেশস্কৃতের রূপ প্রাপ্ত হয় (কুমারিয়া-পোকা কোনও তেলাপোকাকে ধরিয়া তাহার বাসায় লইয়া গেলে কুমারিয়া-পোকার চিন্তা করিতে করিতে তেলাপোকাটী যে কুমারিয়া-পোকাতে পরিণত হইয়া যায়, এরূপ একটী লোক-প্রসিদ্ধিও আছে)।" শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্রও ঠিক এই রূপ উক্তিই দৃষ্ট হয়। "কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্। সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্ ॥ ৭।১।২৭ ॥" হরিণ-শিশুর প্রতি স্নেহজনিত আসক্তিবশতঃ জন্মান্তরে ভরত-মহারাজের হরিণদেহ-প্রাপ্তির কথাও অতি প্রসিদ্ধ। সুতরাং সিদ্ধদেহের চিন্তাদ্বারা পরিণামে তদনুরূপ একটী দেহপ্রাপ্তি অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—কুমারিয়া-পোকার চিন্তা করিতে করিতে তেলাপোকা যে দেহ পায়, তাহা হইতেছে প্রাকৃত দেহ; হরিণশিশুর চিন্তা করিতে করিতে ভরত-মহারাজ যে হরিণ-দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও প্রাকৃত দেহ। সাধক অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহের চিন্তা করিতে করিতে পরিণামে যে দেহ পাইবেন, তাহাও কি প্রাকৃত দেহ?

উত্তর। সাধক তাঁহার চিন্তার ফলে কি প্রাকৃত দেহ পাইবেন, না কি অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহ পাইবেন, তাহা নির্ভর করে তাঁহার চিন্তার স্বরূপের উপরে। তেলাপোকা তাহার প্রাকৃত মনের প্রাকৃত-বুদ্ধিদ্বারা কুমারিয়া-পোকার প্রাকৃত দেহকে চিন্তা করিয়া প্রাকৃত কুমারিয়া-পোকার প্রাকৃত দেহ পায়। ভরতমহারাজ পরম-ভাগবত হইলেও তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন প্রাকৃত-হরিণশিশুর প্রাকৃত দেহকে এবং তাঁহার চিন্তাও উদ্ভূত হইয়াছিল মনের প্রাকৃতাংশ হইতে। যে চিন্তার স্বরূপই প্রাকৃত, চিন্তনীয় বিষয়ও প্রাকৃত, তাহার ফলে প্রাপ্ত দেহটীও প্রাকৃতই হইবে।

এক্ষণে সাধক-ভক্তের চিন্তার স্বরূপ-সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক। সাধক-ভক্ত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ভক্তি-অঙ্গ হইল স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ এবং দেহ-ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা যখন ভক্তি-অঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়, তখন দেহ-ইন্দ্রিয়াদিও স্বরূপশক্তির সেই বৃত্তিবিশেষের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় (ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর "অন্যাভিলাষিতাশূন্য-

মিত্যাদি" ১।১।৯-শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—এতচ্চ কৃষ্ণতদ্‌ভক্তকৃপয়ৈকলভ্যং শ্রীভগবতঃ স্বরূপ-শক্তিবৃত্তিরূপমতোঽপ্রাকৃতমপি কায়াদিবৃত্তিতাদাত্ম্যেন এব আবির্ভূতমিতি জ্ঞেয়ম্। শ্রীচৈ, চ, ৩.৪.৬৫-পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য)। সাধকের ইন্দ্রিয়াদি যখন স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি—চিন্তাও—স্বরূপ-শক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া যায়; সুতরাং তাঁহার অন্তশ্চিন্তিত দেহের চিন্তাও হইয়া যায় স্বরূপ-শক্তির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত; যেহেতু, এই চিন্তাও সাধন-ভক্তির অঙ্গই। অবশ্য সাধনের প্রথম অবস্থাতেই যে সাধকের চিত্তেন্দ্রিয় এবং চিত্তেন্দ্রিয়ের বৃত্তি স্বরূপ-শক্তির সহিত সম্যক্‌রূপে তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে। বৈষয়িক-ব্যাপারের সংশ্রব এইরূপ তাদাত্ম্য-প্রাপ্তির পক্ষে বিঘ্ন জন্মায়; কিন্তু বিঘ্ন জন্মাইলেও ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান একেবারে ব্যর্থ হয় না, হইতে পারেও না। ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানের আধিক্যে স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষের-সহিত দেহেন্দ্রিয়াদির তাদাত্ম্য-প্রাপ্তির আধিক্য—সুতরাং দেহেন্দ্রিয়াদির অপ্রাকৃতত্ব লাভেরও আধিক্য-হইয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক ব্যাপারের সংশ্রবের ন্যূনতায় দেহেন্দ্রিয়াদির প্রাকৃতত্বেরও ন্যূনতা হইতে থাকে। ভোজ্য বস্তুর গ্রহণে যেমন দেহের তুষ্টি-পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার অপসরণ হয়—ঠিক তদ্রূপ। সম্পূর্ণভাবে প্রেমোদয় হইলেই দেহেন্দ্রিয়াদি সম্যক্‌রূপে নির্গুণ বা অপ্রাকৃত হইয়া যায় এবং দেহেন্দ্রিয়াদির গুণময়াংশ বা প্রাকৃত-অংশও সম্যক্‌রূপে নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "জহুর্গুণময়ং দেহমিত্যাদি"-১০।২৯।১১-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও তাহাই লিখিয়াছেন। "গুরূপদিষ্ট-ভক্ত্যারম্ভদশাত এব ভক্তানাং শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-দণ্ডবৎপ্রণতি-পরিচর্য্যাদিময্যাং শুদ্ধভক্তৌ শ্রোত্রাদিষু-প্রবিষ্টায়াং সত্যাং 'নির্গুণো মদুপাশ্রয়ঃ' ইতি ভগবদুক্তে র্ভক্তঃ স্বশ্রোত্রাদিভি র্ভগবদ্‌গুণাদিকং বিষয়ীকুর্ব্বন্ নির্গুণো ভবতি। ব্যবহারিকশব্দাদিকমপি বিষয়ীকুর্ব্বন্ গুণময়োঽপি ভবতি ইতি ভক্তদেহস্য অংশেন নির্গুণত্বং গুণময়ত্বং চ স্যাৎ। ততশ্চ 'ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিঃ' ইতি 'তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্' ইতি ন্যায়েন ভক্তিবৃদ্ধিতারতম্যেন নির্গুণদেহাংশানামাধিক্যাতারতম্যং স্যাৎ তেন চ গুণময়দেহাংশানাং ক্ষীণত্বতারতম্যং স্যাৎ। সম্পূর্ণ-প্রেমণ্যুৎপন্নে তু গুণময়দেহাংশেষু নষ্টেষু সম্যক্ নির্গুণ এতদ্দেহঃ স্যাৎ।" ভক্তির কৃপায় সাধকের প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক দেহ যে অপ্রাকৃত হইয়া যায়, শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীও তাঁহার বৃহদ্‌ভাগবতামৃতে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণভক্তি-সুধাপানাদ্দেহদৈহিকবিস্মৃতেঃ। তেষাং ভৌতিকদেহেঽপি সচ্চিদানন্দরূপতা॥ বৃ, ভা, ১।৩।৪৫॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।৫।৬৭-পয়ারের টীকাও, ২৩৭ পৃঃ, দ্রষ্টব্য)।

যাহাহউক, উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল,—সাধক-ভক্তের অন্তশ্চিন্তিত দেহের যে চিন্তা, তাহা প্রাকৃত গুণময় বস্তু নহে; স্বরূপতঃ তাহা হইল স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ বা বৃত্তিবিশেষের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত; সাধনের পরিপক্কতায় তাহা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষই হইয়া যায়। আর, যে সিদ্ধদেহটীর চিন্তা করা হয়, তাহাও প্রাকৃত নহে, তাহাও অপ্রাকৃত—চিন্ময়। একটী অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহ-সম্বন্ধে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ চিন্ময়ী চিন্তার ফলে যে দেহ প্রাপ্তি হইবে, তাহা প্রাকৃত হইতে পারে না; তাহা হইবে অপ্রাকৃত—চিন্ময়, শুদ্ধসত্ত্বাত্মক।

ভগবৎ-কৃপায় সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলে সাধক ভগবৎ-পার্ষদদেহে সাক্ষাদ্‌ভাবেই অভীষ্ট-লীলা-বিলাসী ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। এই পার্ষদদেহই তাঁহার সিদ্ধ দেহ। অপ্রাকৃত চিন্ময়-ভগবদ্ধামে ভগবানের অপ্রাকৃত-লীলায় প্রাকৃত দেহের স্থান নাই; যেহেতু, সেস্থানে প্রকৃতির বা গুণময়ী মায়ার প্রবেশাধিকার নাই। মায়াতীত বৈকুণ্ঠের পার্ষদগণের সকলের দেহই যে অপ্রাকৃত-শুদ্ধসত্ত্বময়, শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতেই তাহা জানা যায়। বৈকুণ্ঠবর্ণনায় ব্রহ্মা বলিয়াছেন—"বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ। যেঽনিমিত্ত-নিমিত্তেন ধর্ম্মেণারাধয়ন্ হরিম্॥ ৩।১৫।১৪॥—নিষ্কাম ধর্ম্মদ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিয়া (সাধনে সিদ্ধিলাভ পূর্ব্বক) যাঁহারা সেইস্থানে (মায়াতীত বৈকুণ্ঠে) বাস করেন, তাঁহারা সকলেই বৈকুণ্ঠমূর্ত্তি।" এস্থলে "বৈকুণ্ঠ-মূর্ত্তয়ঃ"-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"বৈকুণ্ঠস্য হরেরিব মূর্ত্তির্যেষাং তে—যাঁহাদের মূর্ত্তি হরির মূর্ত্তির ন্যায় (অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ)।" আর শ্রীজীবগোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন—"বৈকুণ্ঠস্য ইব নিত্যানন্দরূপা মূর্ত্তির্যেষাং তে—বৈকুণ্ঠের (অর্থাৎ শ্রীহরির) মূর্ত্তির ন্যায়ই নিত্যানন্দরূপা মূর্ত্তি যাঁহাদের।"

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—যে-সিদ্ধদেহটী দিয়া ভগবান্ সাধক-ভক্তকে লীলায় প্রবিষ্ট করাইয়া থাকেন, সেই সিদ্ধদেহটী তিনি ভক্তকে কি ভাবে—বা কোথা হইতে আনিয়া দিয়া থাকেন? নিম্নে এসম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

পূর্ব্ববর্তী আলোচনায় শ্রীমদ্ভাগবতের "বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ। যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্ম্মেণারাধয়ন্ হরিম্॥ ৩.১৫।১৪॥"-শ্লোকটী এবং তদন্তর্গত "বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ"-শব্দের যে অর্থ শ্রীজীব তাঁহার ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীজীব সম্পূর্ণ শ্লোকটীর যে অর্থ লিখিয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত হইতেছে। "বৈকুণ্ঠস্যেব নিত্যানন্দরূপা মূর্ত্তির্যেষাং তে যত্র বসন্তি। তথা ন বিদ্যতে নিমিত্তং কারণং যস্য স শ্রীভগবানেব নিমিত্তং ফলং যত্র তেন ধর্ম্মেণ ভাগবতাখ্যেন যে চ হরিমারাধয়ন্ তে চ যত্র বসন্তীত্যন্বয়ঃ। হরি-পদানতিমাত্রদৃষ্টেরিতি যন্ন ব্রজন্তীত্যাদি বক্ষ্যমাণাৎ॥" কিরূপ ধর্ম্মদ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিলে আরাধক ভক্ত "বৈকুণ্ঠমূর্ত্তি" হইয়া বৈকুণ্ঠে বাস করিতে পারেন, মূল শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে তাহা বলা হইয়াছে—"অনিমিত্ত-নিমিত্তেন ধর্ম্মেণ হরিং আরাধয়ন্—অনিমিত্ত-নিমিত্ত ধর্ম্মদ্বারা হরির আরাধনা করিয়া।" কিন্তু "অনিমিত্ত-নিমিত্ত ধর্ম্ম কি?"—শ্রীজীব তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। তিনি "অনিমিত্ত"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"ন বিদ্যতে নিমিত্তং কারণং যস্য স শ্রীভগবানেব—যাঁহার কোনও নিমিত্ত বা কারণ নাই, তিনি অনিমিত্ত; তিনি শ্রীভগবানই; (যেহেতু, ভগবান্ হইলেন সর্ব্বকারণ-কারণ, তাঁহার কোনও কারণ থাকিতে পারে না)।" তারপর তিনি লিখিয়াছেন—"স শ্রীভগবানেব নিমিত্তং ফলং যত্র তেন ধর্ম্মেণ ভাগবতাখ্যেন যে চ হরিমারাধয়ন্—সেই অনিমিত্ত-শ্রীভগবানই নিমিত্ত (অর্থাৎ ফল) যাহাতে সেই ধর্ম্মদ্বারা, অর্থাৎ ভাগবত-ধর্ম্মদ্বারা যাঁহারা হরির আরাধনা করেন (তাঁহারাই বৈকুণ্ঠমূর্ত্তি হইয়া বৈকুণ্ঠে বাস করেন)।" শ্রীজীবের এই টীকানুসারে সমগ্র শ্লোকটীর অর্থ হইবে এইরূপ—"সর্ব্বকারণ-কারণ বলিয়া যিনি নিজে অকারণ (বা কারণ হীন), সেই শ্রীভগবান্ই (সেই শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তিই) যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল, সেই ভাগবত-ধর্ম্মের দ্বারা যাঁহারা শ্রীহরির আরাধনা করেন, তাঁহারা বৈকুণ্ঠমূর্ত্তি (নিত্যানন্দরূপা মূর্ত্তি) হইয়া সে স্থানে (বৈকুণ্ঠে) বাস করেন।" চক্রবর্ত্তিপাদ "বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ"-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"ভগবৎ-সারূপ্যবন্তঃ—ভগবৎ-সারূপ্য লাভ করিয়া (তাদৃশ আরাধকগণ বৈকুণ্ঠে বাস করেন)।"

শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত "বসন্তি যত্র পুরুষাঃ"-ইত্যাদি শ্লোকটী শ্রীজীবগোস্বামী আবার তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে উদ্ধৃত করিয়া একটু অন্যরকম অর্থ করিয়াছেন। প্রীতিসন্দর্ভে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই। "নিমিত্তং ফলং ন নিমিত্তং প্রবর্ত্তকং যস্মিন্ তেন নিষ্কামেণেত্যর্থঃ। ধর্ম্মেণ ভাগবতাখ্যেন।—ফল বা ফলাভিসন্ধান যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক নহে, অর্থাৎ যাহা নিষ্কাম, সেই ভাগবত-ধর্ম্মের দ্বারা।" এই অংশের টীকার মর্ম্ম শ্রীধরস্বামিপাদের এবং চক্রবর্ত্তিপাদেরও টীকার অনুরূপ। কিন্তু ইহার পরে শ্রীজীব যাহা লিখিয়াছেন, তাহা স্বামিপাদের বা চক্রবর্ত্তিপাদের, এমন কি শ্রীজীবের ক্রমসন্দর্ভ-টীকারও অনুরূপ নহে। তিনি লিখিয়াছেন—"বৈকুণ্ঠস্য ভগবতো জ্যোতিরংশভূতা বৈকুণ্ঠলোকশোভারূপা যা অনন্তা মূর্ত্তয়ঃ তত্র বর্ত্তন্তে তাসামেকয়া সহ মুক্তস্যৈকস্য মূর্ত্তিঃ ভগবতা ক্রিয়ত ইতি বৈকুণ্ঠস্য মূর্ত্তিরিব মূর্ত্তির্যেষামিত্যুক্তম্॥"—ইহার মর্ম্ম হইল এই। "ভগবানের জ্যোতির অংশভূতা এবং বৈকুণ্ঠলোকের শোভারূপা অনন্ত মূর্ত্তি বৈকুণ্ঠে নিত্য বিরাজিত। সে সমস্ত মূর্ত্তির এক মূর্ত্তির সহিত ভগবান্ মুক্তপুরুষের মূর্ত্তি করেন; এজন্য বৈকুণ্ঠের মূর্ত্তির ন্যায় মূর্ত্তি যাঁহাদের—একথা বলা হইয়াছে।"

এই উক্তির অব্যবহিত পরেই, বোধ হয় এই উক্তির সমর্থক প্রমাণরূপেই, শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"যথৈবাহ—প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্। আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ॥" ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক (১.৬।২৯ শ্লোক), ব্যাসদেবের প্রতি নারদের উক্তি। কিরূপে নারদ পার্ষদদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। সাধুসেবার প্রভাবে ভগবানে নারদের দৃঢ় মতি জন্মিয়াছে দেখিয়া ভগবান্ নারদকে পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—"তুমি এই নিন্দ্য লোক ত্যাগ করিয়া আমার পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হইবে। "সৎসেবয়া

দীর্ঘয়াপি জাতা ময়ী দৃঢ়া মতিঃ। হিত্বাবদ্যমিমং লোকং গন্তা মজ্জনতামসি॥ শ্রীভা, ১।৬।২৫॥" ভগবৎ-কথিত এই পার্ষদদেহ নারদ কি-ভাবে পাইলেন, তাহাই তিনি বলিয়াছেন—"প্রযুজ্যমানে ময়ি" ইত্যাদি শ্লোকে। "শুদ্ধা ভাগবতী তনুর প্রতি আমি প্রযুজ্যমান হইলে আমার আরব্ধ-কর্ম্ম-নির্ব্বাণ পাঞ্চভৌতিক দেহ নিপতিত হইল।" শ্লোকস্থ "প্রযুজ্যমানে"-শব্দের অর্থে শ্রীজীব লিখিয়াছেন "নীয়মানে—নীত হইলে।" কোথায় নীত হইলে? "যা তনুঃ শ্রীভগবতা দাতুং প্রতিজ্ঞাতা তাং ভাগবতীং ভগবদংশজ্যোতিরংশরূপাং শুদ্ধাং প্রকৃতিস্পর্শশূন্যাং তনুং প্রতি—ভগবৎ-প্রতিশ্রুতা ভাগবতী শুদ্ধা তনুর প্রতি ভগবান্ কর্ত্তৃকই নারদ নীত হইয়াছিলেন।" এস্থলে "ভাগবতী"-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে "ভগবদংশ-জ্যোতিরংশরূপা—ভগবানের অংশ যে জ্যোতি, তাহার অংশরূপা"; আর "শুদ্ধা"-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—"প্রকৃতিস্পর্শশূন্যা।" ভগবানের অংশরূপা জ্যোতি বলিতে তাঁহার স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষকেই বুঝায়; তাহার অংশ যাহা, তাহাও স্বরূপশক্তির বা শুদ্ধসত্ত্বেরই বৃত্তিবিশেষ, সুতরাং শুদ্ধা—প্রকৃতিস্পর্শশূন্য। এতাদৃশ শুদ্ধসত্ত্বময় পার্ষদ-দেহের প্রতিই ভগবান্ নারদকে নিয়া গেলেন এবং নিয়া গিয়া সেই দেহই নারদকে দিলেন। ইহা হইতে বুঝা গেল—সেই দেহ ভগবদ্ধামে পূর্ব্বেই বর্ত্তমান ছিল। এইরূপ অনন্ত শুদ্ধসত্ত্বময় দেহই যে বৈকুণ্ঠে নিত্য বর্ত্তমান, তাহাও ধ্বনিত হইল। মুক্তজীবকে ভগবান্ এইরূপ কোনও এক দেহে সংযোজিত করিয়াই পার্ষদত্ব দান করিয়া থাকেন। শ্রীজীব তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে সালোক্যমুক্তি-প্রসঙ্গেই এই কথাগুলি বলিয়াছেন। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তির স্থান ঐশ্বর্য্যাত্মক বৈকুণ্ঠধামে।

প্রীতিসন্দর্ভের উল্লিখিত বিবরণ হইতে কেহ কেহ মনে করেন—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন-শুদ্ধাভক্তির সাধনে যাঁহারা শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় ব্রজধামে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা-লাভের বাসনা করেন, ভগবৎ-কৃপায় সিদ্ধিলাভ করিলে, বৈকুণ্ঠের শোভাস্বরূপ এবং ভগবানের জ্যোতির অংশভূত যে সকল মূর্ত্তি বা বিগ্রহ বৈকুণ্ঠে নিত্য বিরাজিত, সেই সকল মূর্ত্তির মধ্যে কোনও কোনও মূর্ত্তির সহিত ভগবান্ তাঁহাদিগকে সংযোজিত করিয়া তাঁহাদিগকে ব্রজপরিকরভুক্ত করিয়া থাকেন।

এসম্বন্ধে কয়েকটী বিষয়ে বিবেচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়। বিষয়গুলি এই।

প্রথমতঃ, ব্রজভাবের কোনও উপাসকও যে সিদ্ধাবস্থায় বৈকুণ্ঠে অবস্থিত অনন্ত মূর্ত্তির মধ্যে কোনও একমূর্ত্তি পাইবেন, একথা শ্রীজীব উল্লিখিত আলোচনায় বলেন নাই; অন্যত্র কোথাও বলিয়াছেন বলিয়াও আমরা জানি না। প্রীতিসন্দর্ভের উল্লিখিত আলোচনায় তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে সালোক্যমুক্তি-সম্বন্ধে এবং তদুপলক্ষণে ঐরূপ ব্যবস্থা সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি সম্বন্ধেও প্রযুজ্য হইতে পারে বলিয়া মনে করা যায়; এ-সমস্ত মুক্তির স্থান বৈকুণ্ঠে। নারদের দৃষ্টান্তেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়; নারদ হইতেছেন বৈকুণ্ঠের পরিকর।

দ্বিতীয়তঃ, ঐশ্বর্য্যপ্রধান ধাম বৈকুণ্ঠে অবস্থিত মূর্ত্তিসকল শুদ্ধমাধুর্য্যময় ব্রজধামের সেবার উপযোগী কিনা, তাহাও বিবেচ্য। বৈকুণ্ঠের লীলা ঐশ্বর্য্যাত্মিকা, দেবলীলা। ব্রজের লীলা শুদ্ধমাধুর্য্যাত্মিকা নরলীলা। পরিকরদের দেহও লীলার অনুরূপ এবং তাঁহাদের ভাবের অনুরূপ হওয়াই স্বাভাবিক।

তৃতীয়তঃ, ব্রজভাবের সাধক কখন কোন্ স্থানে এবং কি ভাবে বৈকুণ্ঠস্থিত মূর্ত্তির সহিত সংযোজিত হইতে পারেন, তাহাও বিবেচ্য।

যদি বলা যায়, শ্রীনারদের ন্যায় দেহভঙ্গের সময়েই ব্রজভাবের সাধকও সিদ্ধদেহ পাইয়া থাকেন, তাহা হইলেও প্রশ্ন জাগে, তখন তাঁহাকে এই সিদ্ধদেহ কে দেন। ভগবানের জ্যোতির অংশভূত বিগ্রহগুলি থাকে বৈকুণ্ঠে—নারায়ণের অধিকারে; সুতরাং ঐ দেহ সাধকভক্তকে নারায়ণই দিয়া থাকেন—এইরূপ অনুমান করা যায়। কিন্তু তাহাতেও আবার এক সমস্যা দেখা দিতে পারে। যিনি সিদ্ধদেহ দেন, সিদ্ধ দেহ দিয়া তিনিই তো সাধককে লীলায় প্রবিষ্ট করাইয়া থাকেন; নারদের দৃষ্টান্তে তাহা জানা যায়। ব্রজভাবের সাধককে যদি নারায়ণই সিদ্ধদেহ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কি সেই সাধককে তাঁহার অভীষ্ট-ব্রজলীলাতে প্রবিষ্ট করাইয়া থাকেন? ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু, কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—নারায়ণ কেবল সালোক্যাদি-চতুর্ব্বিধা মুক্তিই দিয়া থাকেন।

"পরব্যোম-মধ্যে করি স্বরূপ প্রকাশ নারায়ণরূপে করে বিবিধ-বিলাস॥ ১।৫।২॥ * * * ॥ সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য প্রকার। চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার॥ ১।৫।২৬॥" এই চারি রকমের মুক্তি দিয়া নারায়ণ সাধককে বৈকুণ্ঠের লীলাতেই প্রবেশ করাইয়া থাকেন; কিন্তু তিনি যে ব্রজভাবের সাধককেও ব্রজলীলায় প্রবেশ করাইয়া থাকেন, তাহার কোনও প্রমাণ দৃষ্ট হয় না।

ব্রজলীলাতে প্রবেশের পক্ষে একমাত্র সম্বল হইতেছে—কেবলা প্রীতি, ব্রজপ্রেম। তাহা যিনি দিতে পারেন, তিনিই সাধককে ব্রজলীলায় প্রবেশ করাইতে পারেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই ব্রজপ্রেম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতীত নারায়ণাদি অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই দিতে পারেন না। "সন্ত্ববতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥" স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—"আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে। ১।৩।২০॥" ইহাতে মনে হয়, ব্রজভাবের সাধকের সিদ্ধদেহ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই দিয়া থাকেন, বা দেওয়াইয়া থাকেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কি এই সিদ্ধদেহ বৈকুণ্ঠ হইতে আনিয়া দিয়া থাকেন? তাহাও মনে করিতে দ্বিধা বোধ হয়। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ বলিয়া ইহা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব না হইলেও, লীলানুরোধে তিনি যে-সকল বিভিন্ন স্বরূপে আত্মপ্রকটন করিয়া আছেন, সে-সকল স্বরূপের ধামের ব্যাপারে সে-সকল স্বরূপেরই বিশেষ অধিকার থাকা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। অপ্রকটে স্বয়ংভগবান্ ব্রজ ছাড়িয়া অন্য কোনও ধামেই যায়েন না; প্রকটে দ্বারকা-মথুরায় গমন করেন বটে; কিন্তু কোনও সময়েই তাঁহার বৈকুণ্ঠ-গমনের কথা শুনা যায় না। ব্রজের বা দ্বারকা-মথুরার কোনও ব্যাপারে নারায়ণকে আহ্বান করার বা কোনও নির্দ্দেশ দেওয়ার কথাও শুনা যায় না।

ব্রজভাবের সাধক কিন্তু দেহভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধদেহ পায়েন না; পরবর্ত্তী আলোচনায় তাহা দেখা যাইবে।

চতুর্থতঃ, নারদের দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায়, বৈকুণ্ঠ-ভাবের সাধক সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে প্রারব্ধ-ভোগান্তে যথাবস্থিত-সাধকদেহ-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই লিঙ্গদেহ ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎই বৈকুণ্ঠস্থিত অনন্ত মূর্ত্তির মধ্যে কোনও এক মূর্ত্তির সহিত সংযোজিত হইয়া থাকেন এবং তখন হইতেই পার্ষদরূপে বৈকুণ্ঠের উপযোগী সেবাদিতে তাঁহার অধিকার জন্মে। অজামিলের বিবরণ হইতেও তাহাই জানা যায়। অজামিল—"হিত্বা কলেবরং তীর্থে গঙ্গায়াং দর্শনাদনু। সদ্যঃ স্বরূপং জগৃহে ভগবৎ-পার্শ্ববর্ত্তিনাম্॥ সাকং বিহায়সা বিপ্রো মহাপুরুষকিঙ্করৈঃ। হৈমং বিমানমারুহ্য যযৌ যত্র শ্রিয়ঃ পতিঃ॥ শ্রীভা ৬।২।৪৩-৪৪॥"

কিন্তু ব্রজভাবের সাধকের অবস্থা অন্যরূপ। নারদের ন্যায়, দেহভঙ্গের সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি সিদ্ধদেহ বা পার্ষদ-দেহ পায়েন না। নারদাদি বৈকুণ্ঠভাবের উপাসকগণের প্রেম হইতেছে ঐশ্বর্য্য-ভাবাত্মক; ঐশ্বর্য্যভাবাত্মক পরিবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়াও এই ভাবের উপাসনা সম্ভব হইতে পারে; ঐশ্বর্য্যভাব এইরূপ উপাসনার প্রতিকূল নহে। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডও ঐশ্বর্য্যভাবপূর্ণ। "ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত॥ ১।৪।১৬॥"; সুতরাং ঐশ্বর্য্য-ভাবাত্মক বৈকুণ্ঠ-পার্ষদত্বের সাধনা এই জগতেই, সাধকের যথাবস্থিত দেহেই, পূর্ণতা লাভ করিতে পারে এবং যথাবস্থিত-দেহভঙ্গের সঙ্গে-সঙ্গেই সাধক পার্ষদদেহ (অর্থাৎ সেবোপযোগী সিদ্ধদেহ) লাভ করিতে পারেন।

কিন্তু ব্রজ-ভাবের সাধকের অভীষ্ট ভাব ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-হীন; ঐশ্বর্য্যভাব-প্রধান মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে, ঐশ্বর্য্যভাবাত্মক আবেষ্টনের মধ্যে, সেই ভাবের সাধন বোধ হয় পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। এই জাতীয় সাধকের অভীষ্ট ভাব হইতেছে—ব্রজপ্রেম।

ব্রজপ্রেম-শব্দটী একটী ব্যাপকার্থক শব্দ। ব্রজপ্রেমের অনেক স্তর আছে। ব্রজপ্রেমের প্রথম বিকাশকে বলে—রতি, বা ভাব, বা প্রেমাঙ্কুর। এই রতি ক্রমশঃ গাঢ়তা প্রাপ্ত হইতে হইতে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবাদি স্তর অতিক্রম করিয়া মহাভাবে পর্য্যবসিত হয়। ব্রজে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি ভাবের লীলা আছে। ব্রজভাবের সাধক এই চারিটী ভাবের মধ্যে যে কোনও এক ভাবের লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা কামনা করেন; সেই ভাবের লীলাতে সেবার উপযোগী ভাব—প্রেমবিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যেই স্তর সেই ভাবের লীলার

উপযোগী, সেই প্রেমস্তর—প্রাপ্ত হইলেই তাঁহার সাধনা সম্যক্‌রূপে পূর্ণ হইয়াছে বলা যায় এবং তখনই—তাঁহার পূর্ব্বে নহে, ঐ স্তর প্রাপ্ত হইলেই—তিনি পার্ষদত্ব এবং পার্ষদরূপে সেবোপযোগী সিদ্ধদেহ পাইতে পারেন। দাস্য-ভাবের প্রেম রাগ পর্য্যন্ত, সখ্যভাবের প্রেম অনুরাগ পর্য্যন্ত, বাৎসল্যভাবের প্রেম অনুরাগের শেষসীমা পর্য্যন্ত এবং মধুর-ভাবের প্রেম মহাভাব পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয় (২।২৩।৩৫—৩৭ পয়ার এবং ২।১৯।১৫৭—৫৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); অর্থাৎ দাস্যভাবের সাধকের প্রেম রাগস্তরে, সখ্যভাবের সাধকের প্রেম অনুরাগস্তরে, বাৎসল্যভাবের সাধকের প্রেম অনুরাগ-স্তরের শেষসীমায় এবং মধুর-ভাবের উপাসকের প্রেম মহাভাব-স্তরে উন্নীত হইলেই সেবোপযোগী সিদ্ধদেহ পাওয়া যাইতে পারে; তাহার পূর্ব্বে নহে।

কিন্তু ব্রজভাবের সাধক যথাবস্থিত দেহে ব্রজপ্রেম-বিকাশের দ্বিতীয় স্তর প্রেম পর্য্যন্ত পাইতে পারেন, তাঁহার চিত্তে আবির্ভূত কৃষ্ণরতি গাঢ়তা লাভ করিয়া প্রেম-পর্য্যায়েই উন্নীত হইতে পারে; যথাবস্থিত দেহে স্নেহ-মান-প্রণয়াদি-স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয় (২।২২।৯৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

ইহার কারণ এইরূপ বলিয়া অনুমিত হয়। ব্রজের ভাব হইল শুদ্ধমাধুর্য্যময়, সম্যক্‌রূপে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন, শ্রীকৃষ্ণে মমত্ববুদ্ধিময়। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান জগতে, ঐশ্বর্য্যভাবাত্মক আবেষ্টনে, তাহা বোধ হয় সম্যক্‌রূপে পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে না। স্নেহ-মান প্রণয়াদির আবির্ভাব এবং পরিপুষ্টির জন্য ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাধুর্য্যময় আবেষ্টনের প্রয়োজন; এইরূপ আবেষ্টন এই জগতে সুদুর্ল্লভ বলিয়াই বোধ হয় সাধকের যথাবস্থিত দেহে স্নেহ-মানাদির আবির্ভাব হয় না। প্রশ্ন হইতে পারে—প্রেম পর্য্যন্ত তাহা হইলে কিরূপে হইতে পারে? প্রেমও তো "মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ?" ইহার উত্তর বোধ হয় এই। এই প্রেম হইল রতি বা ভাবের গাঢ় অবস্থা (ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে)। আর, ভাব (বা রতি) হইল প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণ-সদৃশ (প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্)। এস্থলে প্রেম-শব্দে সম্যক্‌বিকাশময় ব্রজপ্রেমই সূচিত হইতেছে—সূর্য্য-শব্দের ধ্বনি হইতেই তাহা বুঝা যায়। সূর্য্য যখন মধ্যাহ্ন-গগনে সমুদ্ভাসিত হয়, তখনই তাহার পূর্ণ মহিমা; তদ্রূপ প্রেমেরও পূর্ণ মহিমা তাহার পূর্ণতম-বিকাশে। সূর্য্য উদিত হওয়ার পূর্ব্বেই তাহার কিরণ প্রকাশ পায়; তখন অন্ধকার কিছু কিছু দূরীভূত হইলেও সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হয় না; তদ্রূপ, প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণ-স্থানীয়া রতির উদয়েও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানরূপ অন্ধকার যেন সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হয় না। এই রতির বা ভাবের গাঢ়তা-প্রাপ্ত অবস্থাই প্রেম—উদীয়মান্ সূর্য্যতুল্য। উদীয়মান্ সূর্য্য বাহিরের অন্ধকার দূর করে, কিন্তু গৃহমধ্যস্থ অন্ধকার সম্যক্‌রূপে দূর করে না। তদ্রূপ, উদীয়মান্ সূর্য্যসদৃশ প্রেমের আবির্ভাবেও বোধহয় সাধকের চিত্ত-কন্দরে কিছু কিছু ঐশ্বর্য্যের ভাব থাকিয়া যায়। এইরূপ অনুমানের হেতু এই যে, বৈকুণ্ঠ-পার্ষদদের যে ভাব, তাহার নাম শান্ত ভাব; শান্তভাব প্রেম পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায় (শান্তরসে শান্তিরতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়। ২।২৩।৩৪ ॥); কিন্তু শান্তভক্তের এই প্রেমে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকে। অবশ্য বৈকুণ্ঠভাবের সাধক ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনতা চাহেন না বলিয়া শান্তভক্তের প্রেমে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকে নিবিড়; তাই তাঁহার চিত্তে ভগবান্ সম্বন্ধে মমত্ব-বুদ্ধি জন্মিতে পারে না; কিন্তু ব্রজভাবের সাধকের অভীষ্ট সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনতা বলিয়া তাঁহার চিত্তে প্রেমোদয়ে কিছু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকিলেও তাহা খুবই তরল, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনতার বাসনাই এই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের নিবিড়তাপ্রাপ্তির পক্ষে বলবান্ বিঘ্নস্বরূপ হইয়া পড়ে। তাঁহার ঐশ্বর্য্যজ্ঞান খুব তরল বলিয়াই প্রেমের আবির্ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে তাঁহার মমত্ববুদ্ধি জাগ্রত হইতে পারে। জগতের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান আবেষ্টন তাঁহার এই তরল-ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে অপসারিত করার অনুকূল নহে বলিয়াই বোধ হয় ব্রজভাবের সাধকের প্রেম গাঢ়তা লাভ করিয়া স্নেহ-মান-প্রণয়াদি-স্তরে উন্নীত হইতে পারে না এবং বোধ হয় এজন্যই তাঁহার যথাবস্থিত দেহে প্রেম পর্য্যন্তই লাভ হয়। এইরূপ ভক্তকে বলে জাতপ্রেম ভক্ত।

জাতপ্রেম ভক্তের প্রেম আরও গাঢ়তা লাভ করিয়া স্নেহ-মান-প্রণয়াদি-স্তরে উন্নীত হওয়ার পক্ষে অনুকূল আবেষ্টনের—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাধুর্য্য-ভাবাত্মক আবেষ্টনের—প্রয়োজন। কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ আবেষ্টনের অভাব। তাই জাতপ্রেম ভক্তের দেহভঙ্গের পরে যোগমায়া কৃপা করিয়া তাঁহাকে—তখন যে-ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রকটিত থাকে, সেই ব্রহ্মাণ্ডে—প্রকট-লীলাস্থলে আহিরী-গোপের ঘরে জন্মাইয়া থাকেন (২।২২।৯৪ পয়ারের

টীকা দ্রষ্টব্য)। সেই স্থানের আবেষ্টন ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন, শুদ্ধমাধুর্য্যময়। সেইস্থানে নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণপরিকরদের সঙ্গের প্রভাবে, তাঁহাদের মুখে শ্রীকৃষ্ণকথাদি-শ্রবণের প্রভাবে, তাঁহার প্রেম ক্রমশঃ গাঢ়তা লাভ করিয়া ভাবানুকূল লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপযোগী স্তর পর্য্যন্ত উন্নীত হয় এবং তখনই তিনি সেবোপযোগী সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া লীলায় প্রবিষ্ট হয়েন। উজ্জ্বলনীলমণির কৃষ্ণবল্লভা-প্রকরণের-"তদ্‌ভাববদ্ধরাগা যে জনাস্তে সাধনে রতাঃ।"-ইত্যাদি ৩১শ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী এইরূপই লিখিয়াছেন। " * * নন্থ যে ইদানীন্তনা রাগানুগীয়-সাধনবন্তো নিষ্ঠা-রুচ্যাসক্ত্যাদি-কক্ষারূঢ়তয়া কস্মিংশ্চিজ্জন্মনি যদি জাতপ্রেমাণঃ স্যুস্তে তর্হি ভগবৎসাক্ষাৎসেবাযোগ্যা স্তদেহাস্তক্ষণ এব প্রপঞ্চাগোচরপ্রকাশে তৎপরিকরপদবীং প্রাপ্নুবন্তি কিম্বা প্রপঞ্চগোচর-কৃষ্ণাবতার-সময়ে। তত্রোচ্যতে। সাধকদেহে প্রেমপরিণামরূপাণাং স্নেহমান-প্রণয়াদীনাং স্থায়িভাবানাং আবির্ভাবাসম্ভবাৎ গোপিকাদেহেযু এব নিত্যসিদ্ধাদিগোপীনাং মহাভাববতীনাং সঙ্গমহিম্না দর্শন-শ্রবণ-স্মরণ-গুণকীর্ত্তনাদিভিস্তে অবশ্যমেবোপপদ্যন্তে তেষামেব অসাধারণলক্ষণত্বাৎ তান্ বিনা গোপীত্বাসিদ্ধেঃ। * * *। অতএব প্রপঞ্চাগোচরস্য বৃন্দাবনীয়স্য প্রকাশস্য সাধকানাং প্রাপঞ্চিকলোকানাঞ্চ তত্র প্রবেশাদর্শনেন সিদ্ধানামেব প্রবেশদর্শনেন চ জ্ঞাপিতাৎ কেবলসিদ্ধ-ভূমিত্বাৎ স্নেহাদয়োভাবাঃ স্বস্ব-সাধনৈরপি ন তূর্ণং ফলন্তি। অতো যোগমায়য়া জাতপ্রেমাণো ভক্তাস্তে প্রপঞ্চগোচরে বৃন্দাবনস্য প্রকাশ এব শ্রীকৃষ্ণাবতার-সময়ে তৎ প্রথম-প্রাপণার্থং নীয়ন্তে। তস্য সাধকানাং নানাবিধ-কর্ম্মিপ্রভৃতি-প্রাপঞ্চিক-লোকানাঞ্চ সিদ্ধানাঞ্চ তত্র প্রবেশদর্শনেনানুমিতাৎ সাধকসিদ্ধভূমিত্বাৎ। তত্রোৎপত্ত্যনন্তরমেব শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গাৎ পূর্ব্বমেব তত্তদ্‌ভাবসিদ্ধ্যর্থমিতি।" ২।২২।৭৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সাধকের যথাবস্থিত দেহে যে প্রেম পর্য্যন্তই লাভ হইতে পারে, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং শ্রীমন্‌-মহাপ্রভুর উক্তি হইতেও তাহাই মনে হয়। প্রেমবিকাশের ক্রমসম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥ অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমা-ভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ। ১।৪।১১॥—প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, তারপর ভজন-ক্রিয়া, তারপর অনর্থনিবৃত্তি, তারপর (ভজনাঙ্গে) নিষ্ঠা, তারপর ভজনাঙ্গে রুচি, তারপর (ভজনাঙ্গে) আসক্তি, তারপর ভাব (অর্থাৎ রতি বা প্রীত্যঙ্কুর), তারপর প্রেমের উদয় হয়। সাধকদিগের প্রেমাবির্ভাবে ইহাই ক্রম।" ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে সাধনভক্তি-প্রসঙ্গে ইহার পরে আর কিছু বলা হয় নাই; প্রেমের পরবর্ত্তী স্নেহ, মান, প্রণয়াদি-স্তরের আবির্ভাবের ক্রমসম্বন্ধেও কিছু বলা হয় নাই। সাধন-ভক্তির পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গেও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—চিত্তে ভাবের (অর্থাৎ প্রেমের) আবির্ভাবই সাধন-ভক্তির লক্ষ্য; প্রেমের পরবর্ত্তী স্নেহ-মান-প্রণয়াদির আবির্ভাব যে সাধনভক্তির লক্ষ্য, তাহা বলা হয় নাই। "কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা। নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥" যথাবস্থিত দেহেই সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহাতে মনে হয়, সাধকের যথাবস্থিত দেহে যে প্রেম পর্য্যন্তই আবির্ভূত হয়, ইহাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর অভিপ্রায়। শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে জাতপ্রেমভক্তের লক্ষণসম্বন্ধে বলিতে গিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীমদ্‌ভাগবতের "এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানু-রাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ১১।২।৪০॥"—শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। এই শ্লোকে ব্রতরূপে অবলম্বিত নামসঙ্কীর্ত্তনের মহিমায় সাধকের চিত্তে যে প্রেমের উদয় হয় এবং প্রেমের আবির্ভাবে যে চিত্তদ্রবতা, হাস্য, রোদন, চীৎকার, গীত, উন্মাদবৎ নৃত্য এবং লোকাপেক্ষাহীনতাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাই বলা হইয়াছে। স্নেহ-মান-প্রণয়াদির উদয়ে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায়, প্রভুকর্তৃক তাহা বলা হয় নাই। ইহাতেও বুঝা যায়, সাধকের যথাবস্থিত দেহে যে প্রেম পর্য্যন্তই আবির্ভূত হইতে পারে, ইহাই শ্রীমদ্‌ভাগবতের এবং শ্রীমন্‌মহাপ্রভুরও উক্তির অভিপ্রায়। পূর্ব্বোল্লিখিত চক্রবর্ত্তিপাদের উক্তিও এ-সমস্ত শাস্ত্রোক্তিরই অনুরূপ।

যাহা হউক, উজ্জ্বলনীলমণির কৃষ্ণবল্লভাপ্রকরণের ৩১-শ্লোকের চক্রবর্ত্তিপাদকৃত আনন্দ-চন্দ্রিকা টীকার যে অংশ পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পরে উক্ত টীকাতেই লিখিত হইয়াছে—"রাগানুগীয়-সম্যক্‌সাধননিরতায় উৎপন্নপ্রেম্নে ভক্তায় চিরসময়বিধৃত-সাক্ষাৎসেবাভিলাষ-মহোৎকণ্ঠ্যায় কৃপয়া ভগবতা সপরিকর-স্বদর্শনং তদভিলষণীয়-সেবাপ্রাপ্ত্যনু-

ভাবকমলক্ষ-স্নেহাদিপ্রেমভেদাযাপি সাধকদেহেঽপি স্বপ্নেঽপি সাক্ষাদপি সকৃদ্দীয়ত এব। ততশ্চ শ্রীনারদায়েব চিদানন্দময়ী গোপীকাকার-তদ্ভাবভাবিতা তনুশ্চ দীয়তে ততশ্চ বৃন্দাবনীয়-প্রকটপ্রকাশে কৃষ্ণপরিকর-প্রাদুর্ভাবসময়ে সৈব তনুর্যোগমায়য়া গোপিকাগর্ভাদুদ্ভাব্যতে উক্তন্যায়েন স্নেহাদিপ্রেমভেদসিদ্ধ্যর্থম্।" তাৎপর্য্যার্থ—"রাগানুগীয়-মার্গে সম্যক্ সাধন-নিরত জাতপ্রেম ভক্তের চিত্তে বহুকাল পর্য্যন্ত যখন শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-সেবালাভের জন্য বলবতী উৎকণ্ঠা জাগিতে থাকে, সেই ভক্তের চিত্তের তখন পর্য্যন্ত স্নেহাদি-প্রেমভেদ উদিত না হইয়া থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ তখন দয়া করিয়া সেই ভক্তের সাধক-দেহেই স্বপ্নে এবং সাক্ষাদ্ভাবেও তাঁহাকে সপরিকরে একবার দর্শন দেন। তারপর, শ্রীনারদকে ভগবান্ যেমন চিদানন্দময় দিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই জাতপ্রেম সাধককেও চিদানন্দময় তদ্ভাব-ভাবিত গোপিকাকার দেহ দেন। তারপর, বৃন্দাবনের প্রকট-প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণপরিকরদের আবির্ভাব-সময়ে, স্নেহাদি-প্রেমভেদ-সিদ্ধির নিমিত্ত, সেই দেহই যোগমায়া কর্তৃক গোপিকাগর্ভ হইতে আবির্ভাবিত হয়।" কান্তাভাবের সাধকসম্বন্ধেই উল্লিখিত কথাগুলি বলা হইয়াছে বলিয়াই "গোপিকাকার-দেহ" বলা হইয়াছে; কান্তাভাবের সাধকের-অন্তশ্চিন্তিত দেহ "গোপিকাকার।" যদি সখ্যভাবের সাধকের কথা বলা হইত, তাহা হইলে "গোপাকার দেহই" বলিতেন; যেহেতু, তাঁহার অন্তশ্চিন্তিত দেহ "গোপাকার—গোপবালকের আকারই" হইবে। যাহা হউক, উক্ত টীকায় বলা হইল—সপরিকরে-ভগবান্ জাতপ্রেম ভক্তকে একবার দর্শন দেন। কান্তাভাবের সাধক শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের সহিত লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবাই অন্তশ্চিন্তিত দেহে চিন্তা করিয়া থাকেন; শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে গোপীজন-বল্লভরূপেই শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ-পরিবেষ্টিত হইয়াই দর্শন দিয়া থাকেন। তাহার পরে, সেই জাতপ্রেম ভক্তকে তাঁহার অন্তশ্চিন্তিত গোপিকাকার একটী দেহ দিয়া থাকেন এবং এই দেহটী চিদানন্দময়। কিন্তু এই চিদানন্দময় গোপীদেহ দেওয়ার তাৎপর্য্য কি? ভক্তের যথাবস্থিত দেহটীই যে গোপীদেহে পর্য্যবসিত হইয়া যায়, তাহা নহে। দেহভঙ্গ পর্য্যন্ত জাতপ্রেম ভক্তেরও যথাবস্থিত সাধকদেহই থাকে। দেহভঙ্গের পরেই গোপকন্যার দেহ পাইয়া থাকেন। প্রশ্ন হইতে পারে—তাহাই যদি হইবে, তাহা হইলে কেন বলা হইল, সপরিকরে দর্শন দানের পরে ভগবান্ সাধককে চিদানন্দময় গোপীদেহ দিয়া থাকেন? ইহার উত্তর বোধহয় এইরূপ। জলৌকা যেমন একটী তৃণকে অবলম্বন করিয়া আর একটী তৃণকে পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ জীবও তাহার মৃত্যু-সময়ে যে কর্ম্মফল উদ্বুদ্ধ হয়, সেই কর্ম্মফলের ভোগোপযোগীদেহকে আশ্রয় করিয়া, অথবা তাহার সংস্কারানুরূপ দেহকে আশ্রয় করিয়া তাহার পরে তাহার পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করিয়া থাকে (শ্রীভা, ১০।১।৩৯-৪২)। স্ব-স্ব-সংস্কার অনুসারে দেহত্যাগ-সময়ে যাহা যাহা চিন্তা করা যায়, জীব তাহা তাহাই পাইয়া থাকে। "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ গীতা। ৮.৬॥" ভোগায়তন দেহ, বা সংস্কারানুরূপ দেহ, কিম্বা অন্তকালে ভাবনার অনুরূপ দেহ ভগবান্ই দিয়া থাকেন। এই দেহকে আশ্রয় করিয়াই জীব পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করে। জাতপ্রেম ভক্তের সাধনানুরূপ বা সংস্কারানুরূপ দেহ হইতেছে তাঁহার অন্তশ্চিন্তিত চিদানন্দময় দেহ। দেহভঙ্গ-সময়ে—সপরিকর ভগবদ্দর্শনের পরে দেহভঙ্গ হয় বলিয়া, দর্শনলাভের পরেই—জাতপ্রেম ভক্ত দেহভঙ্গ-সময়ে তাঁহার সংস্কার-অনুরূপ এই দেহটী লাভ করিয়া থাকেন এবং এই দেহকে আশ্রয় করিয়াই তিনি তাঁহার যথাবস্থিত দেহত্যাগ করেন। এই দেহই পরে যথাসময়ে যোগমায়া প্রকটলীলাস্থলে গোপীগর্ভ হইতে আবির্ভাবিত করাইয়া থাকেন।

টীকায় বলা হইয়াছে "শ্রীনারদায় ইব"—নারদকে শ্রীভগবান্ যেমন চিদানন্দময় দেহ দিয়াছিলেন, তদ্রূপ। নারদ তাঁহার যথাবস্থিত দেহ ত্যাগ করিয়া চিদানন্দময়-দেহে বৈকুণ্ঠ-পার্ষদত্ব লাভ করিয়াছিলেন; উপরে উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত জলৌকার দৃষ্টান্ত-অনুসারে বলা যায়, ভবদ্দত্ত চিদানন্দময় দেহকে আশ্রয় করিয়াই নারদ তাঁহার যথাবস্থিত দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। দেহের চিদানন্দময়ত্বাংশেই নারদের প্রাপ্ত দেহের সঙ্গে জাতপ্রেম ভক্তের প্রাপ্ত দেহের সাদৃশ্য; সর্ব্ববিষয়ে সাদৃশ্য নাই। যেহেতু, নারদ যে দেহ পাইয়াছিলেন, তাহা ছিল বৈকুণ্ঠ-পার্ষদের দেহ; জাতপ্রেম-ভক্ত দেহভঙ্গের পরে যে দেহ লাভ করেন, তাহা ব্রজলীলার পার্ষদ-দেহ নহে; প্রেম ক্রমশঃ গাঢ় হইতে হইতে অভীষ্ট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণসেবার উপযোগী স্তরে উন্নীত হইলেই ভক্ত পরিকরত্ব লাভ করিতে পারেন; এবং তখন

যে দেহে তিনি লীলায় প্রবেশ করিবেন, সেই দেহই হইবে তাঁহার পার্ষদ-দেহ বা সিদ্ধ-দেহ। জাতপ্রেম ভক্ত যে শ্রীকৃষ্ণদর্শন লাভের পরে এইরূপ সিদ্ধদেহ পাইয়া থাকেন, তাহা চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন নাই; তিনি বলিয়াছেন—চিদানন্দময় গোপিকা দেহ পাইয়া থাকেন। এই দেহ যে বৈকুণ্ঠে রক্ষিত ভগবানের জ্যোতির অংশভূত কোনও একটী দেহ, তাহাও অনুমান করা যায় না; যেহেতু, বৈকুণ্ঠস্থিত তদ্রূপ দেহগুলির সমস্তই সেবোপযোগী পার্ষদদেহ বা সিদ্ধ-দেহ; কিন্তু ভক্ত তখনও সেবোপযোগী পার্ষদদেহ পাইবার যোগ্যতা লাভ করেন নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকৃপার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই যে জাতপ্রেম ভক্ত এই দেহটী লাভ করিয়া থাকেন, তাহাই মনে হয়।

এই দেহটীর আশ্রয়ে জাতপ্রেম ভক্ত যখন প্রকটলীলা-স্থলে জন্মগ্রহণ করেন, তখন নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সঙ্গের মাহাত্ম্যে, তাঁহাদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদির কথা শ্রবণাদির মাহাত্ম্যে, তাঁহার প্রেম ক্রমশঃ গাঢ়তা লাভ করিতে করিতে যখন সেবার উপযোগী স্তরে উন্নীত হয়, তখনই পরিকররূপে তিনি লীলাতে প্রবিষ্ট হয়েন। তাঁহাকে সেই দেহ ত্যাগ করিয়া অপর একটী দেহ আর গ্রহণ করিতে হয়না; সুতারং বৈকুণ্ঠস্থিত ভগবজ্জ্যোতিরংশভূত কোনও এক দেহের সঙ্গে তাঁহার সংযোজিত হওয়ায় প্রশ্নও উঠিতে পারে না। তাঁহাকে সেই দেহ কেন ত্যাগ করিতে হয় না, তাহার হেতুও বোধহয় আছে। সিদ্ধদেহের মোটামোটী এই কয়টী লক্ষণ দেখা যায়—প্রথমতঃ, ইহা সচ্চিদানন্দময়; দ্বিতীয়তঃ, ভাবানুরূপ, অর্থাৎ যিনি কান্তাভাবের সাধক, তাঁহার সিদ্ধদেহ হইবে গোপীদেহ, ইত্যাদি; তৃতীয়তঃ, ইহাতে থাকিবে ভাবানুকূল সেবার উপযোগী স্তর পর্য্যন্ত প্রেমের বিকাশ। এক্ষণে, জাতপ্রেম ভক্ত যে দেহে প্রকটলীলাস্থলে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহাতে প্রথম দুইটী লক্ষণ বিদ্যমান, বাকী কেবল তৃতীয় লক্ষণটী, অর্থাৎ প্রেমের যথোচিত পুষ্টি। সাধকভক্তের যথাবস্থিত দেহেই যখন রতির আবির্ভাব হয় এবং সেই রতি যখন প্রেম পর্য্যন্ত পুষ্টিলাভ করিতে পারে, তখন প্রকটলীলাস্থলে গোপীগর্ভ হইতে আবির্ভূত ভাবানুরূপ সচ্চিদানন্দময় দেহে নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সঙ্গাদির প্রভাবে যে সেবার উপযোগী স্তর পর্য্যন্ত প্রেম উন্নীত হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকিতে পারেনা। বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, গত দ্বাপরলীলায় যে সমস্ত ঋষিচরী সাধনসিদ্ধ গোপীগণ ব্রজে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দেহ ছিল "গুণময়"—সচ্চিদানন্দময় ছিলনা। মৃত্যুব্যতীতই তাঁহাদের এই গুণময় দেহও গুণময়ত্ব ত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দময় হইয়াছিল এবং সেবোপযোগী পার্ষদদেহে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তাঁহাদের গুণময়দেহও যখন সচ্চিদানন্দময় পার্ষদদেহরূপে পরিণত হইতে পারিয়াছিল, তখন জাতপ্রেম ভক্তের সচ্চিদানন্দময় দেহ কেন পার্ষদদেহে পর্য্যবসিত হইতে পারিবে না?

প্রশ্ন হইতে পারে, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জাতপ্রেম ভক্ত সচ্চিদানন্দময়দেহে প্রকটলীলাস্থলে গোপীগর্ভ হইতে আবির্ভূত হয়েন। কিন্তু ঋষীচরী গোপীগণ গুণময় দেহে আবির্ভূত হইলেন কেন? ইহার কারণসম্বন্ধে পরিষ্কার ভাবে কেহ কিছু উল্লেখ করেন নাই। তবে শাস্ত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহার কারণের একটা অনুমান বোধ হয় করা যাইতে পারে। তাহা এই।

উজ্জ্বলনীলমণিতে সাধনসিদ্ধা গোপীদিগকে দুইশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—যৌথিকী এবং অযৌথিকী। সাধনকালে বহুসাধক এক সঙ্গে মিলিত হইয়া একই ভাবে যদি ভজন করেন, ভিন্ন ভিন্ন দলে অবস্থিত থাকিলেও সম্মিলিত ভাবে তাঁহারা যদি একই যূথে অবস্থিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে যৌথিকী বলা হয়। "যৌথিক্যস্তত্র সংভূয় গণশঃ সাধনে রতাঃ। কৃষ্ণবল্লভা-প্রকরণে ২৮শ শোক। টীকা। যূথেভবা যৌথিক্যঃ। সংভূয়ঃ মিলিত্বা সাধনেনিরতাঃ। কিন্তু গণশঃ গণেন গণেন গণেনেতি অবান্তরগণা অপি বহবস্তত্র যূথে তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী॥" আর, ঐরূপ দলবদ্ধভাবে ভজন না করিয়া যাঁহারা গোপীভাবের প্রতি অনুরাগী হইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন এবং উৎকট রাগানুগীয় ভজনের ফলে যাঁহাদের পরমোৎকণ্ঠা জাগিয়া উঠে, উৎকণ্ঠা-অনুসারে তাঁহারা সময়ে সময়ে এক, অথবা দুই, অথবা তিন জন ক্রমে ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদিগকে অযৌথিকী বলে। "তদ্ভাববদ্ধরাগা যে জনাস্তে সাধনে রতাঃ। তদ্‌যোগ্যমনুরাগৌঘং প্রাপ্যোৎকণ্ঠানুসারতঃ। তা একশোঽথবা দ্বিত্রাঃ কালে কালে ব্রজে-

হ্যভবন্। প্রাচীনাশ্চনবাশ্চ স্যুরবৌথিক্যস্ততো দ্বিধা॥ কৃষ্ণবল্লভাপ্রকরণে ৩১শ শ্লোক।” পূর্ব্বে যে জাতপ্রেম ভক্তদের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা অযৌথিকী। যথাবস্থিতদেহে তাঁহাদের প্রেম পর্য্যন্ত লাভ হয়। আর ঋষিচরীগোপীগণ ছিলেন যৌথিকী।

যৌথিকী ঋষীচরী গোপীগণ সাধনকালে ছিলেন দণ্ডকারণ্যবাসী মুনি। তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই কান্তাভাবে গোপালের উপাসক ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে যখন দণ্ডকারণ্যে আসেন, তখন তাঁহার দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখিয়া কান্তাভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়ার জন্য তাঁহাদের বাসনা বলবতী হইয়া উঠে; তখন তাঁহারা মনে মনে শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে তদনুকূল বর প্রার্থনা করেন। রামচন্দ্রও মুখে কিছু না বলিয়া মনে মনেই তাঁহাদিগকে তাঁহাদের অভীষ্ট বর প্রদান করেন। পরে যোগমায়া তাঁহাদের সকলকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলা-স্থলে আনিয়া গোপীগর্ভ হইতে গোপকন্যারূপে আবির্ভাবিত করেন। (শ্রীজীবের টীকা)। ইঁহারাই ঋষিচরী গোপী।

যেই দেহে ঋষিচরী গোপীগণ গোপীগর্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই দেহ ছিল গুণময়, সচ্চিদানন্দময় ছিল না। বৈষ্ণবতোষণী টীকায়, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন, এই ঋষীচরী গোপীগণ ছিলেন ‘সিদ্ধপূর্ণভাবাঃ ন তু সিদ্ধদেহাঃ—তাঁহাদের ভাব বা রতি পর্য্যন্তই সিদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু দেহ সিদ্ধ (চিন্ময়) হয় নাই।” ব্রজের গোপীগর্ভ হইতে কিরূপে গুণময় দেহের আবির্ভাব হইতে পারে, তাহার বিচার-প্রসঙ্গে শ্রীজীব বৈষ্ণবতোষণীতে লিখিয়াছেন, প্রকট লীলায় প্রাপঞ্চিকের মিশ্রণ থাকে; তাহার প্রমাণ এই যে, প্রকটলীলায় শ্রীদেবকী-দেবীর প্রথম ছয়টী সন্তানের দেহও ছিল প্রাপঞ্চিক। “ন চ বক্তব্যং গোকুলজাতানাং প্রাপঞ্চিকদেহাদিত্বং ন সম্ভবতীতি। অবতারলীলায়াঃ প্রাপঞ্চিকমিশ্রত্বাৎ। শ্রীদেবকীদেব্যামপি ষড়্গর্ভ-সংজ্ঞকানাং জন্ম শ্রূয়তে ইতি।” কিন্তু ঋষিচরীদের দেহ গুণময় বা প্রাপঞ্চিক কেন ছিল? এসম্বন্ধে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—যখন সাধনান্তে তাঁহাদের দেহভঙ্গ হয়, তখন তাঁহারা প্রেম পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন না, প্রেমের পূর্ব্ববর্ত্তী স্তর রত্যঙ্কুর মাত্র লাভ করিয়াছিলেন। এই অবস্থাতেই যোগমায়া তাঁহাদিগকে ব্রজে গোপকন্যারূপে আবির্ভাবিত করাইয়াছেন। “গোপালোপাসকা ঋষয়স্তে শ্রীরামমূর্ত্তিমাধুরী-দর্শনাৎ রাগময়ভক্তে নিষ্ঠারুচ্যাসক্তিরত্যঙ্কুর-ভূমিকা আরূঢ়াঃ সম্যগপরিপক্ককষায়া অপি শ্রীযোগমায়য়া দেব্যা গোকুলমানীয় গোপীগর্ভে জনিতাঃ কন্যকা বভূবুঃ।” গোপীগর্ভে জন্ম সময়ে তাঁহারা ছিলেন “সম্যক্ অপরিপক্ক-কষায়”—গুণময়ত্বরূপ কষায় তখনও তাঁহাদের ছিল। তারপর, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা নিত্যসিদ্ধগোপীদের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন, ঐ সঙ্গের এবং নিত্যসিদ্ধ গোপীদের মুখে শ্রীকৃষ্ণকথাদি শ্রবণের প্রভাবে বয়ঃসন্ধিদশা হইতেই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্বরাগ জন্মে এবং স্ফূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গও তাঁহাদের হইয়াছিল; তাহারই ফলে তাঁহাদের কষায় সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হয়, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণরতিও প্রেম-স্নেহাদি ভূমিকায় আরূঢ় হয়। এই অবস্থায় গোপদিগের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হইয়া থাকিলেও পতিম্মন্যাদির অঙ্গসঙ্গাদি হইতে যোগমায়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দেহ চিন্ময়ীভূত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বেণুবাদন-সময়েই পতিম্মন্যদের দ্বারা নিবারিতা হওয়া সত্ত্বেও যোগমায়ার কৃপায় নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সঙ্গেই তাঁহারা অভিসার করিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপনীতা হইয়াছিলেন। “তাসামেব মধ্যে কাশ্চিন্নিত্যসিদ্ধগোপীসঙ্গভূম্না বয়ঃসন্ধিদশামারভ্য এব লব্ধপূর্ব্বানুরাগাঃ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গাঃ দগ্ধসম্যক্‌কষায়াঃ প্রেমস্নেহাদিভূমিকা আরূঢ়াঃ গোপৈর্ব্যূঢ়া অপি যোগমায়য়ৈব তদঙ্গস্পর্শদোষা-রহিতাঃ চিন্ময়দেহীভূতাঃ কৃষ্ণোপভুক্তাস্তস্যাং রাত্রৌ বেণুবাদন-সময়ে পতিভির্বার্য্যমাণা অপি যোগমায়াসাহায্য-প্রসাদাৎ নিত্যসিদ্ধগোপীভিঃ সহিতা এব প্রেষ্ঠমভিসস্রুঃ।” শ্রীমদ্ভাগবতের-“তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ। গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥ ১০।২৯।৮॥”-শ্লোকে ইঁহাদের কথাই বলা হইয়াছে।

আর, নিত্যসিদ্ধাদি-গোপীদের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য যাঁহাদের হয় নাই, তাঁহাদের প্রেম লাভও হয় নাই; সুতরাং তাঁহাদের কষায়ও (গুণময়ত্বও) দূরীভূত হয় নাই। গোপদিগের সহিত তাঁহাদেরও বিবাহ হইয়াছিল; তাঁহারা পতিকর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়াছিলেন এবং অপত্যবতীও হইয়াছিলেন। তাহার পরে নিত্যসিদ্ধাদি-গোপীদের সহিত তাঁহাদের সঙ্গ হইয়াছিল; তাহার ফলে কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গের জন্য তাঁহাদের লালসা জাগিয়াছিল, তাঁহারা পূর্ব্বরাগবতীও

হইয়াছিলেন। নিত্যসিদ্ধাদি-গোপীদের কৃপাপাত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের দেহ কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গের অযোগ্য ছিল বলিয়া যোগমায়া তাঁহাদের সাহায্য করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি-শ্রবণকালে তাঁহারা গৃহমধ্যে ছিলেন; পূর্ব্বরাগবতী ছিলেন বলিয়া বংশীধ্বনি-শ্রবণে তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণসমীপে যাওয়ার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন; কিন্তু যোগমায়ার সাহায্য না পাওয়ায় তাঁহারা তাঁহাদের পতিগণকর্ত্তৃক নিবারিতা হইয়া গৃহমধ্যেই আবদ্ধ হইয়া রহিলেন, বাহির হইতে পারিলেন না। মহাবিপদ্‌গ্রস্তা হইয়া তাঁহারা যেন মরণ-দশায় উপনীত হইলেন, পতি-আদিকে মহাশত্রু মনে করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকেই স্ব-স্ব-প্রাণৈকবন্ধু মনে করিয়া তীব্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান (স্মরণ) করিতে লাগিলেন। "কাশ্চিত্তু নিত্যসিদ্ধাদিগোপীসঙ্গ-ভাগ্যাভাবাদলব্ধপ্রেমত্বাদদগ্ধকষায়া গোপৈর্ব্যূঢ়া গোপোপভুক্তা অপত্যবত্যো বভূবুঃ। তাঃ খলু তদনন্তরমেব নিত্যসিদ্ধাদিগোপীসঙ্গভূম্না কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গস্পৃহোদ্রেকাৎ পূর্ব্বরাগবত্যঃ তাসাং কৃপাপাত্রী-ভবন্ত্যোঽপি কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গাযোগ্যদেহত্বেন যোগমায়াসাহায্যাকরণাৎ পতিভির্বারিতাঃ কৃষ্ণমভিসর্ত্তুমক্ষমা মহাবিপদ্‌গ্রস্তাঃ পতি-ভ্রাতৃপিত্রাদীন্ স্বপ্রাণবৈরিত্বেন পশ্যন্ত্যো মরণদশায়ামুপস্থিতায়াং সত্যাং যথাঙ্গা মাত্রাদিস্ববন্ধুজনং স্মরন্তি তথৈব স্বপ্রাণৈকবন্ধুং কৃষ্ণং সস্মরুরিত্যাহ অন্তরিতি।" তীব্রধ্যান-কালে শ্রীকৃষ্ণবিরহের ফলে তাঁহাদের যে জ্বালাময় উৎকট দুঃখের উদয় হইয়াছিল, তাহা যেমন ছিল অতুলনীয়, আবার স্ফূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গের ফলে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহাও ছিল তেমনি অতুলনীয়। ইহারই ফলে তাঁহাদের সমস্ত অন্তরায় দূরীভূত হইয়া গেল, পতিকর্ত্তৃক উপভুক্ত তাঁহাদের গুণময় দেহও গুণময়ত্ব ত্যাগ করিয়া চিন্ময়ত্ব লাভ করিল, শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের উপযোগী হইয়া পড়িল। কৃষ্ণসেবার উপযোগী এই সচ্চিদানন্দময় দেহেই তাঁহারা কেহ কেহ বা সেই দিন, কেহ কেহ বা পরের দিন রাসলীলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে—"অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্ গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ। কৃষ্ণং তদ্‌ভাবনা-যুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ॥ দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ। ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ। তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ। জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥ ১০।২৯।৯-১১॥"-শ্লোকে ইঁহাদের কথাই বলা হইয়াছে।

উল্লিখিত ঋষিচরী গোপীদিগের মধ্যে "তাঃ বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ"-ইত্যাদি শ্লোকোক্ত প্রথম শ্রেণীভুক্ত গোপীদের সম্বন্ধে টীকাকারগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়—যেই গুণময় দেহে তাঁহারা ব্রজে গোপীগর্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, নিত্যসিদ্ধগোপীদের সঙ্গের প্রভাবে তাঁহাদের সেই গুণময় দেহই সচ্চিদানন্দময় পার্ষদদেহে পরিণত হইয়াছিল; তাঁহাদিগকে সেই গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য সচ্চিদানন্দময় দেহ গ্রহণ করিতে হয় নাই—শ্রীধ্রুবের যথাবস্থিত সাধকদেহ যেমন বৈকুণ্ঠ-পার্ষদ-দেহে পরিণত হইয়াছিল, তদ্রূপ। আর "অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিৎ"-ইত্যাদি শ্লোকে পতিকর্তৃক উপভুক্তা যে ঋষিচরী গোপীদের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাঁহারা "জহুর্গুণময়ং দেহম্—গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।" এই গুণময়-দেহত্যাগসম্বন্ধে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী তাঁহার বৃহদ্বৈষ্ণব-তোষণীতে লিখিয়াছেন—"গুণময়ং দেহং জহুঃ। গুণাঃ ভাবাঃ। তত্র আন্তরা ভাবাঃ আর্জ্জব-স্থৈর্য্য-মার্দ্দব-বহির্নিষ্ক্রমোপায়াজ্ঞতা গুরুজনাদিসঙ্কোচাদয়ঃ। বাহ্যাঃ সন্তপ্ততা-গৃহান্তঃস্থতা-বদ্ধতাদয়ঃ। তন্ময়ং তৎপ্রধানং দেহং জহুরিতি। তদ্ভাবত্যাগ এবাত্র দেহত্যাগ উক্তঃ।—গুণ অর্থ ভাব। ভাব দুই রকমের—অন্তরের ও বাহিরের। অন্তরের ভাব—সরলতা, স্থৈর্য্য, মৃদুতা, বহির্গত হওয়ায় উপায়-বিষয়ে অজ্ঞতা, গুরুজনাদি হইতে সঙ্কোচাদি। আর বাহিরের ভাব—সন্তপ্ততা, গৃহান্তঃস্থিততা, বদ্ধতাদি। এ সমস্ত ভাবময় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এস্থলে সেই সেই ভাবের ত্যাগকেই দেহত্যাগ বলা হইয়াছে।" ইহাতে বুঝা যায়—গোপীগণের দেহ হইতে কতকগুলি ভাবই দূরীভূত হইয়াছিল, তাঁহাদের মৃত্যু হয় নাই। তাঁহাদের গুণময় দেহের গুণময়ত্বই দূরীভূত হইয়াছিল, সেই দেহই সচ্চিদানন্দময়ত্ব লাভ করিয়াছিল। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—মরণব্যতীতই ধ্রুবাদির দেহের ন্যায় তাঁহাদের দেহ গুণময়ত্ব ত্যাগ করিয়া চিন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছিল। "মরণবশাৎ দেহপাত এব তাসামিতি তু ন ব্যাখ্যেয়ম্। * *। তাসাং গুণময়দেহা গুণময়ত্বং পরিত্যজ্য চিন্ময়ত্বং ধ্রুবাদীনামিব প্রাপুরেষ এব দেহত্যাগঃ।" শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণব-তোষণীতে লিখিয়াছেন—"গুণময়ং

বিরহভাবময়ং দেহম্ আবেশমিত্যর্থঃ। তথা তৃতীয়ে সৃষ্টিপ্রসঙ্গে ব্রহ্মণো দর্শিতম্।—বিরহভাবময় আবেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সৃষ্টিপ্রসঙ্গে ব্রহ্মারও কেবল পূর্ব্বভাবের আবেশ ত্যাগ দর্শিত হইয়াছে॥” শ্রীজীব এস্থলে “গুণময়ত্ব” ত্যাগের কথাই বলিলেন; মৃত্যুর কথা বলেন নাই। কিন্তু অপর এক রকম অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—“তন্মায়য়া এব ত্যক্তানাং দেহানামন্তর্দ্ধাপনং তৎসদৃশীনামন্যানাং স্ফোরণঞ্চ গম্যতে।—গোপীদিগের পরিত্যক্ত দেহ শ্রীকৃষ্ণমায়াই অন্তর্দ্ধাপিত করিয়াছিলেন এবং তৎসদৃশ অন্য দেহ প্রকটিত করিয়াছিলেন।” ইহা হইতে বুঝা যায়, তাঁহারা যেন বাস্তবিকই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং পরে তদনুরূপ সচ্চিদানন্দময় দেহ পাইয়াছিলেন। এই সচ্চিদানন্দময় দেহও শ্রীকৃষ্ণমায়াই প্রকটিত করিয়াছিলেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণমায়া-শব্দে শ্রীকৃষ্ণশক্তি যোগমায়াকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে; বহিরঙ্গামায়া কৃষ্ণসেবার উপযোগী সচ্চিদানন্দময় দেহ দিতে পারেন না। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও লিখিয়াছেন—“পরয়া হরিশক্ত্যা আবির্ভাবিত-তদুপভোগযোগ্য-বিজ্ঞানানন্দময়-দেহাঃ সত্য ইতি লভ্যতে।—শ্রীহরির পরাশক্তির দ্বারাই কৃষ্ণের উপভোগযোগ্য বিজ্ঞানানন্দময়-দেহ আবির্ভাবিত হইয়াছিল।”

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যায়—ঋষিচরী-গোপীদিগের গুণময়-দেহই, ধ্রুবের যথাবস্থিত দেহের ন্যায়, সচ্চিদানন্দময় পার্ষদদেহে (অর্থাৎ সিদ্ধদেহে) পরিণত হইয়াছিল। আর, যদি তাঁহাদের বাস্তব দেহত্যাগ (বা মৃত্যু) স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও দেহত্যাগের পরে বা সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যে সচ্চিদানন্দময় দেহ পাইয়াছিলেন, তাহাও শ্রীকৃষ্ণশক্তিকর্ত্তৃকই আবির্ভাবিত হইয়াছিল। বৈকুণ্ঠে অবস্থিত ভগবানের জ্যোতির অংশভূত মূর্ত্তি-সকলের মধ্যে কোনও কোনও মূর্ত্তির সহিত যে ঋষিচরী গোপীগণ সংযোজিত হইয়াছিলেন, এইরূপ কথা কেহই বলেন নাই, এমন কি শ্রীজীবগোস্বামীও বলেন নাই।

যাঁহারা সালোক্যাদি মুক্তি পাইয়া বৈকুণ্ঠ-পার্ষদত্ব লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের সকলকেই যে বৈকুণ্ঠস্থিত ভগবজ্জ্যোতির অংশভূত মূর্ত্তির সহিত সংযোজিত হইতে হইবে, একথাও প্রীতি-সন্দর্ভে শ্রীজীব বলেন নাই। ধ্রুবাদির ন্যায় কাহারও কাহারও প্রাকৃতদেহও যে ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিতে চিন্ময় পার্ষদদেহে পরিণত হইয়া যায়, তাহাও শ্রীজীব লিখিয়াছেন। “ক্বচিৎ প্রাকৃত্যাপি মূর্ত্তিরচিন্ত্যয়া ভগবচ্ছক্ত্যা তাদৃশত্বমাপদ্যতে। যথোক্তং শ্রীধ্রুবমুদ্দিশ্য, চিদ্রূপং হিরণ্ময়মিতি। তদেব রূপং হিরণ্ময়ং বিভ্রদিতি টীকা চ। প্রীতিসন্দর্ভ॥ ১৩॥” শ্রীধ্রুবের বিবরণটী এই। শ্রীধ্রুবকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য দুইজন বিষ্ণুপার্ষদ রথ লইয়া উপস্থিত হইলে, ধ্রুব সেই রথকে প্রদক্ষিণ ও পূজা করিয়া বিষ্ণু-পার্ষদদ্বয়কে প্রণাম করিলেন। তারপর হিরণ্ময়রূপ ধারণ করিলেন এবং রথে আরোহণ করিলেন। “পরীত্যাভ্যর্চ্চ্য ধিষ্ণ্যাগ্রং পার্ষদাবভিবন্দ্যচ। ইয়েষ তদধিষ্ঠাতুং বিভ্রদ্রূপং হিরণ্ময়ম্॥ শ্রীভা, ৪।১২।২৯॥” শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় লিখিয়াছেন—“তদেবরূপং হিরণ্ময়ং বিভ্রদিতি—ধ্রুবের যে রূপ (বা দেহ) পূর্ব্বে ছিল, তাহাই হিরণ্ময় (বা চিন্ময়) হইল।”

এই প্রসঙ্গে কেহ হয়তো বলিতে পারেন—বৈকুণ্ঠে যে সকল ভগবজ্জ্যোতির অংশভূতা মূর্ত্তি বিরাজিত, তাহারা নিত্য; তাহাদের সহিত সংযোজিত হইয়া পার্ষদদেহ লাভ করিলে সেই পার্ষদদেহের নিত্যত্বসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকেনা। কিন্তু ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিতে যে গুণময় দেহ সচ্চিদানন্দময় হয়, তাহার নিত্যত্ব সম্বন্ধে আশঙ্কা আছে; যেহেতু, এই সচ্চিদানন্দময়ত্ব হইতেছে আগন্তুক। ইহার উত্তরে বলা যায়—ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা আবির্ভাবিত চিন্ময় দেহের চিন্ময়ত্ব আগন্তুক বলিয়া যদি অনিত্যত্বের আশঙ্কা হইতে পারে, তাহা হইলে বৈকুণ্ঠস্থিত ভগবজ্জ্যোতির অংশভূত দেহের সহিত সংযোজিত সাধকের পার্ষদদেহের অনিত্যত্বের আশঙ্কাও থাকিতে পারে; যেহেতু, বৈকুণ্ঠস্থিত মূর্ত্তি নিত্য হইলেও তাহার সহিত সাধকের সংযোজন আগন্তুক। আগন্তুক বলিয়া কোনও সময়ে এই সংযোগ নষ্টও হইয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ, বৈকুণ্ঠস্থ মূর্ত্তির সহিত সংযোগ, কিম্বা ভগবচ্ছক্তিতে আবির্ভাবিত দেহের চিন্ময়ত্ব, আগন্তুক বলিয়া তাহার অনিত্যত্বের আশঙ্কা বিচারসহ নহে। ভগবানের কৃপায় ধ্রুবের যথাবস্থিত দেহ যে চিন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহা কখনও নষ্ট হইবে না। ভগবানের স্বরূপশক্তির অচিন্ত্য-প্রভাবেরই ইহা ফল। জীবের স্বরূপে তো স্বরূপ-শক্তি নাই। শ্রীকৃষ্ণের বা কৃষ্ণভক্তের কৃপায় ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে স্বরূপশক্তি সাধকের চিত্তে

আবির্ভূত হইয়া ভক্তি-প্রেমাদিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। স্বরূপ-শক্তির আবির্ভাব এবং তজ্জাত ভক্তি-প্রেমাদি হইল আগন্তুক; আগন্তুক বলিয়া কি তাহা কখনও অন্তর্হিত হইবে? অন্তর্হিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে তো সাধন-ভজনেরই কোনও সার্থকতা থাকে না। জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। অনাদিবহির্ম্মুখ মায়াবদ্ধ জীবকে তাহার কৃষ্ণদাসত্বে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য "লোকনিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব"-বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেছেন; ইহারই ফলে জীবচিত্তে স্বরূপ-শক্তির আবির্ভাব; স্বরূপশক্তি কৃপা করিয়া জীবচিত্তে আসেন—তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণসেবার উপযোগী করিয়া তাঁহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবা করাইবার উদ্দেশ্যে, চলিয়া যাওয়ার জন্য তিনি আসেন না; যে মুহূর্ত্তে চলিয়া যাইবেন, সেই মুহূর্ত্তেই তো জীব শ্রীকৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হইবেন। ইহা স্বরূপ-শক্তির কিম্বা শ্রীকৃষ্ণেরও অভিপ্রেত হইতে পারে না। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া এবং স্বরূপশক্তির কৃপাব্যতীত কৃষ্ণসেবা হইতে পারেনা বলিয়া জীবস্বরূপের সহিত স্বরূপ-শক্তির এমনই একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ বর্ত্তমান, যাহাতে স্বরূপ-শক্তি কোনও জীবকে একবার কৃপা করিলে সেই কৃপা হইতে সেই জীব আর কখনও বঞ্চিত হইতে পারেন না। স্বরূপশক্তির বা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি ভক্তির স্বরূপগত ধর্ম্মই এইরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতের "ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি। যত্র ক বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং কোবার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥ ১।৫।১৭॥"—শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব এবং চক্রবর্ত্তিপাদ উভয়েই ভক্তির এরূপ অবিচ্ছিত্তি-ধর্ম্মের কথা বলিয়া গিয়াছেন। "ভক্তিবাসনায়া স্ববিচ্ছিত্তিধর্ম্মত্বাৎ—শ্রীজীব। ভক্তি-বাসনায়াস্ত্বনুচ্ছিত্তিধর্ম্মত্বাৎ সূক্ষ্মরূপেণ তদাপি সত্ত্বাৎ—চক্রবর্ত্তী।" গীতার "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"-এই শ্রীকৃষ্ণোক্তিতেও সে-কথাই ধ্বনিত হইতেছে। সুতরাং কৃষ্ণশক্তি বা কৃষ্ণের কৃপা আগন্তুকী বলিয়া অনিত্যত্বের প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না।

যাহা হউক, উপরে ঋষিচরী গোপীদিগের প্রসঙ্গে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে জানা গেল—তাঁহাদের সাধক-দেহ-ভঙ্গ-সময়ে তাঁহারা "জাতরত্যঙ্কুর" ছিলেন, "জাতপ্রেম" ছিলেন না। উজ্জ্বলনীলমণিতেও তাঁহাদের সম্বন্ধে একথাই বলা হইয়াছে—"লব্ধভাবা ব্রজে গোপ্যো জাতাঃ পাদ্মে ইতীরিতম্॥ কৃষ্ণবল্লভা-প্রকরণ॥ ২৯॥—পদ্ম-পুরাণ অনুসারে জানা যায়, 'লব্ধভাবা' হইয়া তাঁহারা ব্রজে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" ভাব ও রতি—একার্থক শব্দ। সুতরাং লব্ধভাব অর্থ জাতভাব বা জাতরতি। জাতরতিত্বের অবস্থাতেই যোগমায়া কেন তাঁহাদিগকে ব্রজে গোপকন্যারূপে আবির্ভাবিত করাইলেন? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—ঋষিচরী গোপীগণ ছিলেন যৌথিকী; যৌথিকী বলিয়াই কি তাঁহারা জাতপ্রেম হইতে পারেন নাই? তাহা মনে হয় না; কারণ, উজ্জ্বল-নীলমণি হইতে জানা যায়, শ্রুতিচরী গোপীগণও ছিলেন যৌথিকী এবং জাতপ্রেম হইয়াই তাঁহারা গোপকন্যারূপে ব্রজে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপনিষদ্গণ "তপাংসি শ্রদ্ধয়া কৃত্বা প্রেমাঢ্যা জজ্ঞিরে ব্রজে॥ কৃষ্ণবল্লভা-প্রকরণ॥ ৩০॥"

ঋষিচরী এবং শ্রুতিচরী—উভয়েই যৌথিকী। তথাপি রতিপর্য্যায়মাত্র উদ্বুদ্ধ হওয়ার পরই যোগমায়াদেবী ঋষিচরীদিগকে ব্রজে আনিয়া জন্ম দেওয়াইলেন; কিন্তু শ্রুতিচরীদিগকে প্রেমপর্য্যায়-লাভ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিদিগের প্রতি পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীরামচন্দ্রের কৃপাই তাঁহাদের প্রতি যোগমায়ার এই কৃপা-বৈশিষ্ট্যের হেতু কিনা বলা যায় না।

যাহাহউক, ঋষিচরী গোপীদিগেরই ব্রজে জাত দেহের গুণময়ত্বের কথা বলা হইয়াছে। শ্রুতিচরীদিগের সম্বন্ধে এরূপ কোনও কথা শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয় না। ইহাতে মনে হয়—ঋষিচরী গোপীগণ জাতপ্রেম হইয়া ব্রজে জন্ম গ্রহণ করেন নাই বলিয়াই তাঁহাদের দেহ প্রথম হইতেই চিন্ময় ছিল না, প্রথমে ছিল গুণময়। এজন্যই তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও পতিকর্ত্তৃক উপভুক্তাও হইতে হইয়াছে, নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সঙ্গে অভিসার করা হইতেও বাধাপ্রাপ্ত হইতে হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতিচরী গোপীগণ জাতপ্রেম হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া নিত্যসিদ্ধাদি গোপীদের সঙ্গের প্রভাবে বয়ঃসন্ধি অবস্থা হইতেই তাঁহাদের প্রেম ক্রমশঃ পরিপুষ্টি লাভ করিয়া মহাভাব-পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছিল; এবং এজন্যই তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সঙ্গেই অভিসারবতী হওয়ার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহাও জানা গেল—সাধকের যথাবস্থিত দেহে প্রেম পর্য্যন্ত লাভই সাধারণ নিয়ম।

কান্তাভাবের সাধনের কথা বর্ণন-প্রসঙ্গে রায়রামানন্দ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকটে যে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিদের দৃষ্টান্তের পরিবর্ত্তে শ্রুতিগণের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্যও ইহাই বলিয়া মনে হয় যে, গোপীদের আনুগত্যে যিনি রাগানুগীয় ভজনের অনুষ্ঠান করিবেন, শ্রুতিগণের ন্যায় তিনিও যথাবস্থিত সাধক-দেহে প্রেম পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিবেন। দণ্ডকারণ্যবাসী-মুনিগণের (ঋষিচরী-গোপীগণের) পক্ষে—সম্ভবতঃ শ্রীরামচন্দ্রের কৃপার ফলেই—রতি-পর্য্যায় পর্য্যন্ত লাভের পরেই যোগমায়াকর্ত্তৃক তাঁহাদের ব্রজে আনয়ন একটা বিশেষ ব্যবস্থা, সাধারণ বিধির ব্যতিক্রম।

যাহাহউক, উল্লিখিত আলোচনা হইতে, ব্রজভাবের সাধকদের সিদ্ধদেহ-প্রাপ্তিসম্বন্ধে, বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামি-পাদগণের অভিপ্রায় এইরূপ বলিয়া মনে হয় :—ব্রজভাবের সাধক তাঁহার যথাবস্থিত দেহে প্রেম পর্য্যন্ত লাভ করিলেই তাঁহার দেহভঙ্গের পরে,—তখন যে ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলা চলিতে থাকে, সেই ব্রহ্মাণ্ডে—যোগমায়া তাঁহাকে নিয়া আহিরী গোপীগর্ভ হইতে আবির্ভাবিত করাইবেন; যেই দেহে তিনি লীলাস্থলে জন্ম গ্রহণ করিবেন, তাহা হইবে সচ্চিদানন্দময় এবং তাঁহার অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহের অনুরূপ (অর্থাৎ তিনি যদি কান্তাভাবের সাধক হয়েন, তিনি গোপকন্যা-দেহ পাইবেন, তিনি যদি সখ্যভাবের সাধক হয়েন, তিনি গোপ-বালক-দেহ পাইবেন ; ইত্যাদি)। তারপর, তাঁহার ভাবানুকূল নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সঙ্গের মাহাত্ম্যে এবং তাঁহাদের মুখে শ্রীকৃষ্ণকথা-শ্রবণাদির মাহাত্ম্যে তাঁহার প্রেম ক্রমশঃ গাঢ়তা লাভ করিতে করিতে যখন অভীষ্ট-কৃষ্ণসেবার উপযোগী স্তরে উন্নীত হইবে, তখনই তাঁহার সেই দেহ সিদ্ধদেহে—পার্ষদদেহে—পরিণত হইবে এবং তখনই তিনি নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণপরিকররূপে (সাধনসিদ্ধ পরিকররূপে) স্বীয় অভীষ্ট লীলায় প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবার অধিকারী হইবেন। যে সচ্চিদানন্দময় দেহে তিনি ব্রজে আহিরী গোপের গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন, শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই তিনি তাহা পাইবেন ; এবং নিত্যসিদ্ধ-পরিকরদের সঙ্গের ফলে তাঁহার সেই দেহই যে পার্ষদদেহে পরিণত হইবে, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই। তিনি যদি কান্তাভাবের সাধক হয়েন, গোপকন্যারূপে চিন্ময় দেহে ব্রজে জন্ম গ্রহণ করিলে নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সঙ্গের সৌভাগ্য তাঁহার লাভ হইবে। কারণ, জাতপ্রেম বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার মমত্বাতিশয় জন্মিবে, তাঁহার মনও হইবে—সম্যক্‌রূপে মসৃণিত। তাঁহার এতাদৃশ প্রেমই তাঁহাকে নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সঙ্গের নিমিত্ত ঔৎসুক্য দান করিবে ; তাঁহার দেহে গুণময়ত্ব থাকিবেনা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য কোনও বিষয়েও তাঁহার মন যাইবে না। নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সঙ্গের প্রভাবে তাঁহার প্রেম ক্রমশঃ মহাভাব-পর্য্যায়ে উন্নীত হইবে, তিনি শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্বরাগবতীও হইবেন এবং স্ফুর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ লাভও তাঁহার হইবে। তথাপি পরকীয়াত্ব-সিদ্ধির নিমিত্ত কোনও গোপের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইবে ; কিন্তু পতিম্মন্যের অঙ্গস্পর্শাদি হইতে যোগমায়াই তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। যথাসময়ে নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সঙ্গেই তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলায় প্রবিষ্ট হইবেন।

নবদ্বীপের সিদ্ধদেহ-প্রাপ্তিও অনুরূপ ভাবেই হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীগৌরতত্ত্ব-সম্বন্ধে

(১)

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপায় মূলগ্রন্থের গৌরকৃপা-তরঙ্গিণীটীকাতে এবং ভূমিকাতেও গৌরতত্ত্ব-সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। সর্ব্বত্রই আমরা গোস্বামিশাস্ত্রের সহিত সঙ্গতি-রক্ষার চেষ্টা করিয়াছি। সেই আলোচনায় শ্রীল স্বরূপদামোদর-গোস্বামীর এবং শ্রীল কবিরাজগোস্বামীর উক্তি অনুসারে আমরা বলিয়াছি—শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণের মিলিত স্বরূপই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর।

শুনা যাইতেছে, কেহ কেহ নাকি বলেন—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়ে মিলিত হইয়াই যে গৌর হইয়াছেন, তাহা নয়; ইহা সম্ভব হইতে পারে না। একজন কখনও আর এক জনের সঙ্গে এই ভাবে মিলিয়া যাইতে পারে না। আসল কথা হইতেছে এই যে, শ্রীরাধার ভাব এবং কান্তি লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়াছেন; উভয়ের দেহের একত্র মিলন উৎপ্রেক্ষামাত্র, অর্থাৎ শ্রীরাধার ভাব-কান্তি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়াছেন বলিয়াই বলা হয়, যেন উভয়ে মিলিয়াই গৌর হইয়াছেন।

এসম্বন্ধে আমাদের নিবেদন এই। পরস্পর হইতে ভিন্ন দুই ব্যক্তির মধ্যে এক জনের দেহ যে অপর জনের দেহের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া এক হইয়া যাইতে পারে না, ইহা অতি সত্য কথা। কিন্তু এইরূপ দুই ব্যক্তির মধ্যে এক জনের ভাব এবং কান্তিও অপর জন গ্রহণ করিতে পারেনা। অন্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া পিতামাতার দৃষ্টান্ত ধরিয়াই আলোচনা করা যাউক। পিতা এবং মাতা উভয়েরই সন্তানের প্রতি বাৎসল্য আছে; কিন্তু উভয়ের বাৎসল্য সর্ব্বতোভাবে একরূপ নহে; পিতা অপেক্ষা মাতার বাৎসল্য তীব্রতর। যাহাহউক, সন্তানের প্রতি উভয়েরই বাৎসল্য থাকা সত্ত্বেও পিতা চেষ্টা করিলেও মাতার মত বাৎসল্যের অধিকারী হইতে পারেন না। এক জনের রূপ বা কান্তিও আর এক জন গ্রহণ করিতে পারেন না। সাধনে সিদ্ধিলাভের ফলে কোনও কোনও স্থলে সারূপ্যলাভের কথা শুনা যায়; কিন্তু তাহা হয়—সাধকের দেহত্যাগের পরে; বিশেষতঃ সেই সারূপ্যে কেবল কান্তিমাত্রের লাভই হয় না—ভিতরে এক রকম বর্ণ, বাহিরে আর এক রকম কান্তি থাকেনা; সেই সারূপ্যে একটী মাত্র বর্ণই থাকে, যাহা বাহিরে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই শ্রীরাধার রূপ চিন্তা করিয়া থাকেন সত্য; কিন্তু তাঁহার দেহত্যাগের কথা কল্পনাও করা যায় না; যেহেতু, তিনি অজ, শাশ্বত, নিত্য; সুতরাং সাধকের ন্যায় দেহত্যাগের পরে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে রাধারূপ চিন্তার ফলে রাধার বর্ণপ্রাপ্তির কল্পনা করা যায় না। যদি বলা যায়—দেহত্যাগ ব্যতীতও শ্রীরাধার রূপ চিন্তা করিতে করিতেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কান্তি পাইতে পারেন। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে ব্রজলীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ গৌরবর্ণ হইয়া যাইতেন, তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ আর থাকিত না। তাহা যখন হয়না, তখন কেবল রাধারূপ চিন্তার ফলে শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়াছেন, একথাও বলা যায় না।

দুই জন বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে এক জন আর এক জনের ভাব গ্রহণ করিতে পারে না সত্য; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও সত্য। কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাহা করিলেন, তাহা বর্ণন করিতে যাইয়া স্বরূপদামোদরের আনুগত্যেই কবিরাজ গোস্বামী দেখাইয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা তত্ত্বতঃ ভিন্ন বস্তু নহেন; তাঁহারা স্বরূপতঃ একই—"রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ ॥ ১।৪।৮৫ ॥" কিরূপে তাঁহারা একই স্বরূপ হইলেন? ইহার উত্তর কবিরাজ গোস্বামীর উক্তিতেই পাওয়া যায়। "রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ ॥ মৃগমদ, তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥ রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলা-রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥ ১।৪।৮৩-৮৫ ॥" শ্রীল স্বরূপদামোদরও একথাই বলিয়াছেন। "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়-বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।" শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে

তাত্ত্বিক সম্বন্ধ হইল অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ; যেহেতু, শ্রীরাধা হইলেন শক্তি, আর শ্রীকৃষ্ণ হইলেন শক্তিমান্। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে সম্বন্ধই হইল ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায় তাঁহারা পরস্পর হইতে অবিচ্ছেদ্য হইলেও লীলারস আস্বাদনের জন্য অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে অনাদিকাল হইতেই দুইরূপে বিদ্যমান। একথা নারদপঞ্চরাত্রও বলিয়াছেন। "দ্বিভুজঃ সোঽপি গোলোকে বভ্রাম রাসমণ্ডলে। গোপবেশশ্চ তরুণো জলদশ্যামসুন্দরঃ॥ ২।৩।২১॥ এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধারূপো বভুব সঃ। একা স্ত্রী বিষ্ণুমায়া যা পুমানেকঃ স্বয়ং বিভুঃ॥ স চ স্বেচ্ছাময়ঃ শ্যামঃ সগুণো নির্গুণঃ স্বয়ম্। তাং দৃষ্ট্বা সুন্দরীং লোলাং রতিং কর্তুং সমুদ্যতঃ॥ ২।৩।২৪-২৫॥" শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের তুল্যই ব্রহ্মস্বরূপ, তাহাও নারদপঞ্চরাত্র বলিয়াছেন। "যথা ব্রহ্মস্বরূপশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। তথা ব্রহ্মস্বরূপা চ নির্লিপ্তা প্রকৃতেঃ পরা॥ ২।৩।৫১॥" শ্রীরাধায় ও শ্রীকৃষ্ণে যে তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই, পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড হইতেও তাহা জানা যায়। শ্রীশিব নারদকে বলিতেছেন—"রাধিকা পরদেবতা। * *। সা তু সাক্ষান্মহালক্ষ্মী কৃষ্ণো নারায়ণঃ প্রভুঃ। নৈতয়োর্বিদ্যতে ভেদঃ স্বল্পোঽপি মুনিসত্তম॥ ৫০।৫৩-৫৫॥" আবার স্বয়ং শ্রীরাধাও নারদকে বলিয়াছেন—"অহং চ বাসুদেবাখ্যো নিত্যং কামকলাত্মকঃ। * * *। আবয়োরন্তরং নাস্তি সত্যং সত্যং হি নারদ॥ ৫৪।৫৪-৬॥" শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিক একই স্বরূপ; প্রাকৃত জগতের দুই ব্যক্তির মত তাঁহারা ভিন্ন নহেন। তাঁহারা একেই দুই, আবার দুইয়েও এক। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা উভয়ে মিলিয়া এক হইতে পারিয়াছেন। তাহাই কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন—"রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥ সেই দুই এক এবে চৈতন্যগোসাঞি। রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥ ১।৪।৪৯-৫০॥" এক জাতীয় রসবৈচিত্র্য আস্বাদনের উদ্দেশ্যে একই দুই হইয়াছেন; আর এক জাতীয় রস-বৈচিত্র্য আস্বাদনের জন্য দুইই এক হইয়াছেন। উভয়ই অনাদিকালে। শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইতে পারিয়াছেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি গ্রহণ সম্ভব হইয়াছে, তিনি "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত" হইতে পারিয়াছেন। একথাই শ্রীল স্বরূপদামোদরও বলিয়াছেন। "চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥" ইহাতেই তিনি "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" হইতে পারিয়াছেন। গৌরাঙ্গী শ্রীরাধার প্রতি গৌর অঙ্গদ্বারা স্বীয় প্রতি শ্যাম অঙ্গে স্পৃষ্ট (আলিঙ্গিত) হইয়াই যে শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু রায়রামানন্দের নিকটে তাহা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। "গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ-স্পর্শন। গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্য জন॥ তার ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন॥" শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোকের মর্ম্মও ইহাই। যে-খানেই গৌরতত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে, সে-খানেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের একীভূততত্ত্বের কথাই বলা হইয়াছে,উৎপ্রেক্ষার ভাব (যেন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ একত্রিতই হইয়াছেন, এইরূপ ভাব) কোনও স্থলেই ব্যক্ত হয় নাই।

স্বরূপতঃ এক এবং অভিন্ন তত্ত্ব বলিয়াই তাঁহাদের পক্ষে এক হওয়া সম্ভব হইয়াছে এবং এইভাবে এক হওয়াতেই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার ভাব এবং কান্তি গ্রহণ সম্ভব হইয়াছে। উভয়ে মিলিয়া এক না হইলে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার ভাব এবং কান্তি গ্রহণ সম্ভব হইত না। কারণ, দুইজন স্বরূপতঃ এক তত্ত্ব হইলেও এক জনের কেবল ভাব বা কেবল কান্তি, অথবা ভাব এবং কান্তি, অপর জনের পক্ষে গ্রহণ সম্ভব নয়; যেহেতু, কোনও স্বরূপের ভাব এবং কান্তি সেই স্বরূপ হইতে অবিচ্ছেদ্য। বস্তুতঃ, ভাবই স্বরূপের বৈশিষ্ট্য; স্বরূপ ভাবেরই মূর্ত্ত রূপ। একই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেবল ভাবভেদেই বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ রূপে বিরাজিত। একই শ্রীরাধা কেবল ভাবভেদেই বিভিন্ন কান্তাশক্তিরূপে বিরাজিত। ভাবকে বাদ দিয়া স্বরূপের কল্পনা করাও চলেনা। স্বরূপকে বাদ দিয়া ভাবকেও গ্রহণ করা চলেনা। স্বরূপকে গ্রহণ করিলেই স্বরূপের ভাব এবং কান্তিকেও গ্রহণ করা সম্ভব হইতে পারে। স্বরূপকে বাদ দিয়া যদি কেবল ভাবগ্রহণ সম্ভব হইত, ব্রজলীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পৃথক্ সত্তা রক্ষা করিয়া তাঁহার ভাব এবং কান্তি গ্রহণ করিয়া স্বীয় মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিতে পারিতেন; তাহাতে এক ব্রজেই বিষয়জাতীয় এবং আশ্রয়-জাতীয় এই উভয় জাতীয় রসই শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদন করিতে পারিতেন। তাহা সম্ভব নয় বলিয়াই শ্রীরাধার ভাব গ্রহণের জন্য

শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া এক হইতে হইয়াছে; শ্রীরাধার প্রতি-নবগোরচনা-গৌর অঙ্গদ্বারা স্বীয় প্রতি শ্যাম অঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া শ্যামসুন্দরকে গৌরসুন্দর হইতে হইয়াছে এবং আশ্রয়-জাতীয় রস আস্বাদনের জন্য শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণের আত্ম-মনকে (দেহেন্দ্রিয়-চিত্তকে) বিভাবিত করিতে হইয়াছে।

কোনও কোনও স্থলে অবশ্য বলা হইয়াছে—শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়াছেন। এসকল স্থলে কান্তি-অঙ্গীকারের দ্বারাই উভয়ের একীভূতত্ব সূচিত হইতেছে। স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য উদ্দেশ্য; গৌরাঙ্গ হওয়াই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য শ্রীরাধার ভাবগ্রহণই অত্যাবশ্যক, গৌরাঙ্গ হওয়ার—সুতরাং শ্রীরাধার কান্তি গ্রহণের—অত্যাবশ্যকতা নাই। শ্রীরাধার সহিত একীভূত না হইলে শ্রীরাধার ভাবগ্রহণ সম্ভব নয় বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া এক হইতে হইয়াছে; তাহাতেই শ্রীরাধার কান্তিও গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে গৌর হইতে হইয়াছে। উভয়ে মিলিত হইয়া একীভূত না হইলে কান্তিগ্রহণও সম্ভব নয়। তাই কান্তি অঙ্গীকারের দ্বারা (অর্থাৎ শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকারের দ্বারা) শ্রীরাধাকৃষ্ণের একীভূত হওয়াই সূচিত হইতেছে।

গৌরতত্ত্বের মূল প্রমাণেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের একত্ব প্রাপ্তির কথাই দৃষ্ট হয় এবং একত্ব-প্রাপ্তিবশতঃই রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিতত্বের কথা দৃষ্ট হয়। "চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥"

কেহ কেহ নাকি আবার বলেন—শ্রীকৃষ্ণ যে রাধিকাস্বরূপ হইতে চাহিয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। এবিষয়ে আমাদের নিবেদন এই যে—ইহার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "রাধিকাস্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥ ১।৪।১২১ ॥" শ্রীরূপগোস্বামীও তাঁহার ললিতমাধবে শ্রীকৃষ্ণের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ৮।৩২ ॥" এবং "চেতঃ কেলিকুতূহলোত্তরলিতং সত্যং সখে মামকং যস্য প্রেক্ষ্য স্বরূপতাং ব্রজবধূসারূপ্যমন্বিচ্ছতি ॥ ৪।১৯ ॥"

(২)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি হইতে জানা যায়, স্বয়ং ভগবানের ব্রজলীলা অপেক্ষা নবদ্বীপ-লীলার অনেক বিষয়ে বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ কৃপার বৈশিষ্ট্য। দ্বাপর-লীলায় শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি অসুরদিগকে সংহার করিয়াছেন, কলিতে শ্রীগৌররূপে কাহাকেও প্রাণে মারেন নাই, অসুরদিগের অসুরত্বের বিনাশ করিয়াছেন। দ্বাপরলীলায় অসুর-দিগকে নিহত করিয়াও ব্রজপ্রেম দেন নাই; কিন্তু নবদ্বীপলীলায় সকলকেই ব্রজপ্রেম দিয়াছেন। দ্বাপরলীলায় শ্রীকৃষ্ণ নিজে উপযাচক হইয়া আপামর-সাধরণকে ব্রজপ্রেম দান করেন নাই; কিন্তু কলি-লীলায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর অবতীর্ণই হইয়াছেন—নির্ব্বিচারে আপামর-সাধারণকে অনর্গল প্রেমভক্তি বিতরণের উদ্দেশ্যে এবং নিজেও বিতরণ করিয়াছেন, তাঁহার পার্ষদবৃন্দের দ্বারাও বিতরণ করাইয়াছেন। দ্বাপরলীলায় ভজনের আদর্শ স্থাপন করেন নাই, কলির লীলায় তাহাও করিয়াছেন। শ্রীরাধার প্রেমমহিমা গৌররূপে যেভাবে (দীর্ঘাকৃতি-কূর্ম্মাকৃতি-ধারণাদি লীলা প্রকটিত করিয়া) অভিব্যক্ত করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণরূপে সেভাবে করেন নাই। তাই পদকর্ত্তা বলিয়াছেন—"যদি গৌর না হৈত, কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম দে। রাধার মহিমা, প্রেমরস-সীমা, জগতে জানাত কে ॥ মধুরবৃন্দাবিপিন-মাধুরী প্রবেশ চাতুরী-সার। বরজ যুবতী ভাবের আরতি শকতি হইত কার ॥" এইরূপে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ অপেক্ষা শ্রীগৌর-স্বরূপেই স্বয়ংভগবানের করুণাবিকাশের উৎকর্ষ।

দ্বিতীয়তঃ, মাধুর্য্যের বৈশিষ্ট্য। গোদাবরী-তীরে ভাগ্যবান্ রায়রামানন্দ শ্যামসুন্দর বংশীবদনের সাক্ষাতে কাঞ্চন-পঞ্চালিকাসদৃশা শ্রীশ্রীরাধারাণীর দর্শন পাইয়াছেন; শ্রীশ্রীরাধারাণীর অঙ্গকান্তিতে শ্যামসুন্দরের সর্ব্ব-অঙ্গকে আচ্ছাদিত হইতেও দেখিয়াছেন। ইহা মদনমোহনরূপ—বরং মদনমোহনরূপ অপেক্ষাও একটা বৈশিষ্ট্যময়রূপ। একথা বলার হেতু এই যে, শ্রীরাধার সান্নিধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহনরূপের বিকাশ হয় সত্য; কিন্তু শ্রীরাধার সান্নিধ্যে শ্রীরাধার অঙ্গকান্তিতে শ্যামসুন্দরের অঙ্গ সকল-সময়েই কি আচ্ছাদিত হয়? শ্রীরাধার সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের যে অপূর্ব্ব

মাধুর্য্যের বিকাশ, তাহাতেই তিনি মদনমোহন। সেই মদনমোহনরূপের উপরে শ্রীরাধার অঙ্গকান্তির প্রলেপ মদনমোহনরূপের যে একটা বৈশিষ্ট্য দান করে, তাহা অস্বীকার করা যায় না—ইহা যেন আনন্দঘন-বিগ্রহের সর্ব্বত্র একটা তরল আনন্দের প্রলেপ। এই অপূর্ব্ব রূপের দর্শনে রায়রামানন্দ অবশ্যই এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন; কিন্তু এই আনন্দের আস্বাদনজনিত উন্মাদনা তিনি সম্বরণ করিতে পারিয়াছিলেন; তখন আনন্দাধিক্যে তিনি মূর্চ্ছিত হয়েন নাই। রায়রামানন্দ হইলেন ব্রজের বিশাখা। ব্রজলীলায়—ললিতা-বিশাখাদি নিত্যই মদনমোহনরূপ দর্শন করিয়া থাকেন; মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে তাঁহাদের পক্ষে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের তৎকালীন সেবা তো সম্ভব হয় না। মদনমোহনরূপের আস্বাদনজনিত আনন্দের উন্মাদনা সম্বরণ করার সামর্থ্য তাঁহাদের আছে। তাই বিশাখাস্বরূপ রায়রামানন্দ শ্রীরাধার হেমকান্তিদ্বারা আচ্ছাদিত শ্যামসুন্দরের দর্শনজনিত আনন্দোন্মাদনা সম্বরণ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভু কৃপা করিয়া যখন তাঁহাকে স্বীয়-স্বরূপ—রসরাজ-মহাভাব দুই একরূপ—দেখাইলেন, তখন এই রূপের দর্শনজনিত আনন্দোন্মাদনা রায়রামানন্দ সম্বরণ করিতে পারিলেন না; আনন্দের আধিক্যে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মদনমোহনরূপ অপেক্ষাও এই অপূর্ব্ব রূপে যে এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যাতিশয়ের বিকাশ, ইহাই তাহার প্রমাণ। ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ অপেক্ষা শ্রীশ্রীগৌরস্বরূপের মাধুর্য্যের উৎকর্ষ সূচিত হইতেছে।

তৃতীয়তঃ, লীলার বৈশিষ্ট্য। কবিরাজগোস্বামী বলেন, শ্রীচৈতন্যলীলারূপ অক্ষয়সরোবর হইতেই কৃষ্ণলীলামৃত-সারের শত শত ধারা সর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইতেছে। "কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার, দশদিকে বহে যাহা হৈতে। সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মনোহংস চরাহ তাহাতে॥ ২।২৫।২২৩॥"; কবিরাজগোস্বামী আরও লিখিয়াছেন, কৃষ্ণভক্তিসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তসমূহ এবং প্রেম-রসসমূহ শ্রীচৈতন্যলীলারূপ অক্ষয়-সরোবরেই প্রস্ফুটিত কমল-কুমুদের ন্যায় বিরাজিত। "কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তগণ, যাতে প্রফুল্ল পদ্মবন, তার মধু কর আস্বাদন। প্রেমরস-কুমুদ-বনে, প্রফুল্লিত রাত্রিদিনে, তাতে চরাও মনোভৃঙ্গগণ॥২।২৫।২২৫॥" কবিরাজগোস্বামী আরও লিখিয়াছেন—চৈতন্য-লীলা অমৃতের সমুদ্রতুল্য এবং কৃষ্ণলীলা সুকর্পূরতুল্য; কর্পূর-সংযোগে অমৃতের আস্বাদনজনিত উন্মাদনা বর্দ্ধিত হয়, মাধুর্য্যের প্রাচুর্য্য-স্ফুরিত হয়; তেমনি, কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত চৈতন্যলীলার আস্বাদনেও মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্যের অনুভব হইতে পারে। "চৈতন্যলীলামৃতপূর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর, দোঁহে মেলি হয় সুমাধুর্য্য। সাধুগুরু-প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে, সে-ই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য॥ যে লীলা অমৃত বিনে, খায় যদি অন্নপানে (পাঠান্তর—অন্নপানে), তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন। যার একবিন্দু পানে, উৎফুল্লিত তনুমনে, হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন॥ ২।২৫।২২৯-৩০॥"

কবিরাজগোস্বামীর উল্লিখিত বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ অপেক্ষা শ্রীশ্রীগৌরস্বরূপে করুণার, রূপের এবং লীলার এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যের হেতুও বোধ হয় আছে। ব্রজলীলায় শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়ের বৈশিষ্ট্য পৃথক্‌ভাবে অভিব্যক্ত; যেহেতু, ব্রজলীলায় একাত্মা হইয়াও তাঁহারা পৃথক্‌রূপে অবস্থিত; কিন্তু নবদ্বীপলীলায় তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া গৌর হইয়াছেন; সুতরাং একই গৌরস্বরূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্যের সম্মিলন। ব্রজলীলায় পূর্ণশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণা স্বরূপশক্তি আছেন অমূর্ত্তরূপে; আর মূর্ত্তা পূর্ণা স্বরূপশক্তি আছেন পৃথক্‌রূপে—শ্রীরাধারূপে। কিন্তু নবদ্বীপলীলায় শ্রীশ্রীগৌরে পূর্ণশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ আছেন, পূর্ণা অমূর্ত্তা স্বরূপশক্তিও আছেন, অধিকন্তু আছেন পূর্ণা মূর্ত্তা স্বরূপশক্তি শ্রীরাধা। ইহাই বোধহয় গৌরস্বরূপের করুণাদির বৈশিষ্ট্যের হেতু।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন, মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ অপেক্ষা শ্রীগৌরস্বরূপেই যখন করুণামাধুর্য্যের, রূপমাধুর্য্যের এবং লীলামাধুর্য্যের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যময় বিকাশ দৃষ্ট হয়, তখন ইহাও মনে হইতে পারে, সর্ব্ববিধ-মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব-বৈশিষ্ট্যময় বিকাশবশতঃ গৌরস্বরূপে ভগবত্তার, বা পরব্রহ্মত্বের, বা রসস্বরূপত্বেরও অপূর্ব্ব-বৈশিষ্ট্যময়-বিকাশ। এজন্যই বোধহয় স্বরূপদামোদর বলিয়াছেন—"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরতত্ত্ব আর নাই।"

কেহ কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সম্বন্ধে উল্লিখিতরূপ কথা বলিলে শ্রীকৃষ্ণকে খর্ব্ব করা হয়; তাহাতে অপরাধের আশঙ্কা আছে।

এসম্বন্ধে আমাদের নিবেদন এই। একই রস-স্বরূপ পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ রসবৈচিত্রী আস্বাদনের জন্য অনাদি কাল হইতে নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ রসস্বরূপ-পরব্রহ্ম-স্বয়ংভগবান্ হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও শক্তির বিকাশে, ভাববৈচিত্রীর বিকাশে এবং রসবৈচিত্রীর বিকাশে তাঁহাদের মধ্যে তারতম্য আছে। তারতম্য না থাকিলে বৈচিত্রীই সম্ভব হয় না। এই সমস্ত অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের লীলা—বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে স্বয়ংভগবানেরই লীলা। ইহা মনে না করিলে ঈশ্বরত্বে ভেদ মনন করা হয়; শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ।" পদকর্ত্তা গৌর-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"রাম আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধ'রে, অসুরেরে করিলে সংহার। এবে অস্ত্র না ধরিলে, প্রাণে কারে না মারিলে, চিত্তশুদ্ধি করিলে সভার॥"—একথা শুনিয়া কেহ যদি বলেন, পদকর্ত্তা এস্থলে শ্রীরামচন্দ্রের খর্ব্বতা খ্যাপন করিয়াছেন, তাহা লইলে ইহা সঙ্গত হইবে না; যেহেতু, শ্রীরামচন্দ্র শ্রীগৌর হইতে পৃথক্ তত্ত্ব নহেন; শ্রীরামচন্দ্রের খর্ব্বতা খ্যাপনে শ্রীগৌরেরই খর্ব্বতা খ্যাপিত হয়। পদকর্ত্তার উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরামচন্দ্রাদিরূপে যে কৃপাবৈচিত্রী প্রকাশ করেন নাই, গৌররূপে তাহা করিয়াছেন। কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য—"কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা-সভার মন॥"-ইহাতেও শ্রীনারায়ণাদি পরব্যোমস্থ ভগবৎ-স্বরূপগণের তাত্ত্বিক খর্ব্বতা খ্যাপিত হয় নাই। নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী যে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য উৎকট তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহাতেও শ্রীনারায়ণের তাত্ত্বিক খর্ব্বতা খ্যাপিত হয় নাই। এসমস্ত উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, নারায়ণাদি-স্বরূপেও স্বয়ংভগবানের যে মাধুর্য্য-বৈচিত্রী বিকশিত হয় নাই, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে তাহা বিকশিত। শ্রীনারায়ণাদি শ্রীকৃষ্ণ হইতে যদি পৃথক্ তত্ত্ব হইতেন, তাহা হইলেই উল্লিখিত উক্তিতে তাঁহাদের তাত্ত্বিক খর্ব্বতা খ্যাপিত হইত। এইরূপ উৎকর্ষ বা অপকর্ষ হইতেছে ভাবের, স্বরূপের নহে।

ব্রজেও ভাবের উৎকর্ষ-অপকর্ষ আছে। দাস্য অপেক্ষা সখ্যের, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যের এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুর-ভাবের উৎকর্ষ অবিসংবাদিত। ভাবোৎকর্ষের তারতম্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-বশ্যতার এবং ভাবানুকূল লীলা-বিলাসাদিরও তারতম্য হইয়া থাকে। সখ্যভাবের লীলা অপেক্ষা বাৎসল্যভাবের লীলা এবং বাৎসল্যভাবের লীলা অপেক্ষা মধুরভাবের লীলা অধিকতর মাধুর্য্যময়ী। সুতরাং সখ্যভাবের লীলাবিলাসী কৃষ্ণ অপেক্ষা বাৎসল্য-ভাবের লীলাবিলাসী কৃষ্ণের এবং বাৎসল্যভাবের লীলাবিলাসী কৃষ্ণ অপেক্ষা মধুরভাবের লীলাবিলাসী কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতেই হয়। বিভিন্ন ভাবের লীলায় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদির বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ভাবে বিকশিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু একই এবং অভিন্নই। মাধুর্য্যাদির বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন বৈচিত্রীতে বিকশিত হয় বলিয়া গোপীজন-বল্লভ কৃষ্ণ অপেক্ষা যশোদা-স্তন্যপায়ী কৃষ্ণ বা সুবল-সখা কৃষ্ণ যে খর্ব্ব বা ছোট, তাহা বলা সঙ্গত হইবে না—কৃষ্ণ একই। তাই, শ্রীরাধার প্রেমরূপ গুরুর শিষ্য-নটরূপ-কৃষ্ণের ভাবের উৎকর্ষ-খ্যাপনে যশোদাস্তন্যলোলুপ কৃষ্ণের বা সুবল-সখা কৃষ্ণের অপকর্ষ বা খর্ব্বতা খ্যাপিত হয় না।

ঠিক এই ভাবেই, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের করুণা-রূপ-লীলাদির উৎকর্ষ-খ্যাপনে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের অপকর্ষ বা খর্ব্বতা খ্যাপিত হয় না। যদি তাঁহারা পৃথক্ তত্ত্ব হইতেন, তাহা হইলে একের উৎকর্ষ-খ্যাপনে অপরের অপকর্ষ খ্যাপিত হইত; কিন্তু তাঁহারা পৃথক্ তত্ত্ব নহেন; একই অদ্বয়তত্ত্ব—বিষয়-প্রধানরূপে শ্যামসুন্দর এবং আশ্রয়-প্রধানরূপে গৌরসুন্দর। গৌরসুন্দরের মহিমা শ্যামসুন্দরের মহিমা হইতে ভিন্ন নহে; শ্যামসুন্দরের মহিমাও গৌরসুন্দরের মহিমা হইতে ভিন্ন নহে। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের লীলাও অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব-রসস্বরূপ-পরব্রহ্মের লীলা হইতে ভিন্ন নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব পরব্রহ্মই লীলা করিতেছেন; তাঁহাদের লীলাও সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের লীলারই বৈচিত্রীমাত্র। গৌরলীলা এবং কৃষ্ণলীলাও একই পরতত্ত্ববস্তুর—একই রসস্বরূপের—রসোৎসারিণী লীলার দুইটী বৈচিত্রীমাত্র। লীলাবিলাসী-তত্ত্ব এক এবং অভিন্ন বলিয়া লীলাবৈচিত্রীর পার্থক্য তত্ত্বের পার্থক্য সূচিত করে না। সুতরাং এক স্বরূপের লীলাদির উৎকর্ষ-খ্যাপনে অপর স্বরূপের নিকটে অপরাধের প্রশ্নই উঠিতে পারেনা।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম ও সন্ন্যাস

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যে সন্ন্যাসের স্থান সম্বন্ধে কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন; তাই এস্থলে এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

কোন্ অবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত, তাহাই প্রথমে বিবেচনা করা যাউক। মৈত্রেয়ী-উপনিষৎ বলেন—"যদা মনসি বৈরাগ্যং জাতং সর্ব্বেষু বস্তুষু। তদৈব সংন্যসেদ্ বিদ্বানন্যথা পতিতো ভবেৎ ॥২।১৯॥—যখন (ব্যবহারিক) সমস্ত-বস্তুবিষয়ে মনে বৈরাগ্য জন্মে, তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত; বৈরাগ্য জন্মিবার পূর্ব্বে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পতিত হইতে হয়।" সেই উপনিষৎ আরও বলিয়াছেন—"দ্রব্যার্থমন্নবস্ত্রার্থং যঃ প্রতিষ্ঠার্থমেব বা। সংন্যসেদুভয়-ভ্রষ্টঃ স মুক্তিং নাপ্তুমর্হতি ॥২।২০॥—অর্থের জন্য, অন্নবস্ত্রাদির জন্য, কিম্বা প্রতিষ্ঠার জন্য যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তিনি ইহকাল-পরকাল হইতে ভ্রষ্ট হয়েন, তিনি মুক্তি পাওয়ার যোগ্য নহেন।"

কিন্তু কলিযুগে যে সন্ন্যাসের বিধান নাই, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈত্রিকম্। দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥১।১৭।৭শ্লো॥" ইহা হইতে জানা যায়, উল্লিখিত শ্রুতিপ্রোক্ত লক্ষণ যাঁহার আছে, তাঁহার পক্ষেও কলিকালে সন্ন্যাস প্রশস্ত নহে।

বারাণসীতে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখে বেদান্তসূত্রের মুখ্যার্থ-শ্রবণের পরে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দসরস্বতীর এক মুখ্য শিষ্য নিজেদের আশ্রমে বসিয়া প্রভুর বেদান্ত-ব্যাখ্যা আলোচনা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাক্য দৃঢ় সত্য মানি। কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি ॥২।২৫।২৭॥" ইহা হইতেও কলিকালে সন্ন্যাসের অনুপযোগিতার কথাই জানা যায়।

কিন্তু উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতেছে সাধারণ বিধি। কোনও বিশেষ বিধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিতে উল্লিখিত হইয়াছে কিনা, তাহা দেখা যাউক।

বারাণসীতে শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর নিকটে অভিধেয়-তত্ত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে বৈষ্ণবের আচার-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥ এসব ছাড়িয়া আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ ॥ ২।২২।৪৯-৫০ ॥" মহাপ্রভুর এই উপদেশে বৈষ্ণবের পক্ষে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ত্যাগের কথা পাওয়া যায়। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বলিতে বর্ণধর্ম্ম এবং আশ্রম-ধর্ম্ম বুঝায়। শাস্ত্রে চারিটী আশ্রমের বিধান দৃষ্ট হয়—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। সন্ন্যাস হইল চতুর্থ আশ্রমধর্ম্ম। যাঁহারা ভক্তিমার্গের সাধক, তাঁহাদের পক্ষে ইহাও বর্জ্জনীয় বলিয়া মহাপ্রভু বলিয়া গিয়াছেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ বৈষ্ণবের একটী আচারের মধ্যে পরিগণিত।

চৌষট্টি-অঙ্গ সাধন-ভক্তি-প্রসঙ্গেও প্রভু সন্ন্যাসের উপদেশ দেন নাই; বরং বলিয়াছেন—"জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ ॥ ২।২২।৮২ ॥"

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণানুগত শ্রীরূপাদিগোস্বামিগণই বৈষ্ণবধর্ম্মের ভজনের আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-আদি ভজন-পথ-প্রদর্শক গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থে কোনও স্থলেই সন্ন্যাসের উপদেশ দৃষ্ট হয় না। তাঁহারাও কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা নিষ্কিঞ্চনের বেশমাত্র ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী বারাণসীতে শ্রীপাদ তপনমিশ্রের নিকট হইতে একখানা পুরাতন বস্ত্র পাইয়া তাহাদ্বারা কৌপীন-বহির্ব্বাস করিলেন। ইহাই নিষ্কিঞ্চনের বেশ।

শ্রীপাদ জগদানন্দ যখন বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন এক দিন তিনি আহারের জন্য শ্রীপাদ সনাতনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মুকুন্দসরস্বতীনামক কোনও এক সন্ন্যাসী শ্রীপাদ সনাতনকে একখানা বহির্ব্বাস দিয়াছিলেন।

সনাতন সেই বহির্ব্বাস মাথায় বাঁধিয়া জগদানন্দের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন। তখন "রাতুল বস্ত্র দেখি পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈলা। 'মহাপ্রভুর প্রসাদ' জানি তাঁহারে পুছিলা॥ কাঁহা পাইলে এই তুমি রাতুল বসন। 'মুকুন্দসরস্বতী দিল' কহে সনাতন॥ শুনি পণ্ডিতের মনে দুঃখ উপজিল। ভাতের হাণ্ডী লঞা তাঁরে মারিতে আসিল॥ ৩।১৩।৫১-৫৩॥" সনাতন লজ্জিত হইলেন; তাহা দেখিয়া জগদানন্দপণ্ডিত ভাতের হাঁড়ী "চুলাতে ধরিয়া" সনাতনকে বলিলেন—"তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ-প্রধান। তোমাসম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন॥ অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে। কোন্ ঐছে হয় ইহা পারে সহিবারে॥" তখন সনাতন বলিলেন— "—সাধু, পণ্ডিত মহাশয়। চৈতন্যের তোমাসম প্রিয় কেহ নয়॥ ঐছে চৈতন্যনিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে। তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কেমতে॥ যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিল। সেই অপূর্ব্ব প্রেম প্রত্যক্ষে দেখিল॥ রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়। কোন পরদেশীকে দিব, কি কাজ ইহায়॥ ৩।১৩।৫৫-৬০॥" এস্থলে শ্রীপাদ সনাতন বলিলেন—"**রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়।**" রক্তবস্ত্র—এস্থলে "রক্তবর্ণের বা লাল-রংএর" বস্ত্র নহে। মহাপ্রভু যে বর্ণের বহির্ব্বাস ব্যবহার করিতেন, ইহা সেই বর্ণের বস্ত্র; কারণ, ইহাকেই জগদানন্দ-পণ্ডিত মহাপ্রভুর প্রসাদী বস্ত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ইহা ছিল মুকুন্দ-সরস্বতীনামক সন্ন্যাসীর বহির্ব্বাস। সন্ন্যাসীরা যে বর্ণের বস্ত্র ব্যবহার করেন, ইহাও ছিল সেই বর্ণের বস্ত্র। রক্ত অর্থ—রঞ্জিত, রংকরা। শ্রীপাদ সনাতনের উক্তি হইতে জানা গেল—সন্ন্যাস গ্রহণ তো দূরে, সন্ন্যাসীদের ন্যায় রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করাও বৈষ্ণবের পক্ষে কর্ত্তব্য নয়।

কেহ হয়তো বলিতে পারেন—রামানুজ-সম্প্রদায়, কি মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ও তো বৈষ্ণব; কিন্তু এই সকল সম্প্রদায়েও তো সন্ন্যাসী দেখা যায়। ইহার উত্তরে বলা যায়, প্রত্যেক সাধক-সম্প্রদায়ের আচরণ হয় সেই সম্প্রদায়ের লক্ষ্যবস্তু-প্রাপ্তির অনুকূল। রামানুজ-সম্প্রদায়ের, কি মধ্বাচার্য্যসম্প্রদায়ের লক্ষ্য এবং গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের লক্ষ্য একরূপ নহে। এই দুই সম্প্রদায়ের উপাস্য—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ; গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের উপাস্য—ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। এই দুই সম্প্রদায়ের ভাব—বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যাত্মক ভাব; গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের ভাব—ব্রজের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাধুর্য্যাত্মক ভাব। এই দুই সম্প্রদায়ের কাম্য—সালোক্যাদি মুক্তি; গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের কাম্য—ব্রজে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা। মুক্তিকামনা হইল গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের ভাব-বিরোধী, ভজন-বিরোধী। এই সম্প্রদায়ের নিকট—"কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম। সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম॥ অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব॥" শ্রীমদ্ভাগবতের "প্রোজ্ঝিত-কৈতব পরম-ধর্ম্মই" গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সালোক্যাদি মুক্তি-প্রাপ্তির অনুকূল। এজন্য মুক্তিকামীরা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের অনুগত তত্ত্ববাদী আচার্য্য তাঁহার সম্প্রদায়ের সাধ্য-সাধন-সম্বন্ধে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর নিকটে বলিয়াছিলেন— "—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ। এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন॥ পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন। সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র-নিরূপণ॥ ২।৯।২৩৮-৩৯॥" শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যও তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে এবং গীতাভাষ্যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠানের কথা বলিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সন্ন্যাস হইল বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। মুক্তিকামী রামানুজ-সম্প্রদায় এবং মাধ্ব-সম্প্রদায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আচরণ করেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে সন্ন্যাস-গ্রহণ অবিধেয় নহে। ইহা তাঁহাদের জন্য বিশেষ-বিধি। কিন্তু গৌড়ীয়-সম্প্রদায় মুক্তিকামী নহেন; বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এবং তদন্তঃপাতী সন্ন্যাসও তাঁহাদের ভজনের অনুকূল নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে—"আপনি আচরি ধর্ম্ম শিক্ষাইমু সভায়।"-এই সঙ্কল্প লইয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই অবস্থায়, সন্ন্যাস যদি কলিতে নিষিদ্ধই হয় এবং সন্ন্যাস যদি শুদ্ধ-ভক্তিমার্গের সাধনের প্রতিকূলই হয়, তাহা হইলে প্রভু নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন কেন?

ইহার উত্তর এই। প্রথমতঃ, কলিতে সন্ন্যাসের নিষিদ্ধতা-সম্বন্ধে। কলিতে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ জীবের পক্ষে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু জীবতত্ত্ব নহেন, সাধনোদ্দেশ্যে সন্ন্যাস-গ্রহণেরও তাঁহার কোনও প্রয়োজন নাই। তিনি স্বয়ংভগবান্

ব্রজেন্দ্র-নন্দন; সুতরাং তিনি বিধি-নিষেধের অতীত। জীবের জন্যই বিধি-নিষেধ। দ্বাপরে ব্যাসদেবের নিকটে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছিলেন—কোনও বিশেষ কলিতে তিনি নিজেই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া কলিহত নরদিগকে হরিভক্তি (প্রেমভক্তি) গ্রহণ করাইবেন।"অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্ নরান্॥ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ধৃত পুরাণবচন॥" মহাভারতেও অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায়। "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তঃ নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণঃ॥" এসকল শাস্ত্রবাক্য-সিদ্ধির নিমিত্তই গৌরকৃষ্ণের সন্ন্যাস গ্রহণ। ইহা তাঁহার লীলা। কি উদ্দেশ্যে তিনি এই সন্ন্যাস-লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা তিনি নিজ মুখেই বলিয়া গিয়াছেন। "যত অধ্যাপক আর তাঁর শিষ্যগণ। ধর্ম্মী কর্ম্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুর্জ্জন॥ এই সব মোর নিন্দা-অপরাধ হৈতে। আমি না লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে॥ নিস্তারিতে আইলাঙ আমি হৈল বিপরীত। এ-সব দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত॥ ১।১৭।২৫৩-৫৫॥ এ-সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার॥ অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব। সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব॥ প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়। নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয়॥ ১।১৭।২৫৭-৫৯॥"

দ্বিতীয়তঃ, ভজনাদর্শ-সম্বন্ধে। প্রভুর মধ্যে দুইটী ভাবের প্রকাশ—ঈশ্বর-ভাব ও ভক্তভাব। ঈশ্বর-ভাবে জীব-উদ্ধারের জন্য তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন। ভক্তভাবে তিনি নিজেও ভজনের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহার পার্ষদবর্গের দ্বারাও তাহা করাইয়াছেন। সন্ন্যাস যদি তাঁহার উপদিষ্ট ভজনের অনুকূল হইত, তাহা হইলে প্রভু তাঁহার পার্ষদগণকেও সন্ন্যাস গ্রহণের উপদেশ দিতেন এবং চৌষট্টি-অঙ্গ সাধনভক্তির বিবৃতি-প্রসঙ্গে সন্ন্যাসের কথাও বলিতেন। প্রভু তাহা করেন নাই এবং তাঁহার পার্ষদবর্গের মধ্যেও কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। ঈশ্বর-ভাবে জীব-উদ্ধারের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকিলেও ভক্তভাবে প্রভু বলিয়াছেন—"কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজধন। যে কালে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন॥ ২।১৫।৫২॥ (ছন্ন—জীব-উদ্ধারের ভাবে আবিষ্ট)।" প্রভুর এই বাক্যের ধ্বনি বোধ হয় এই যে, প্রেম-প্রাপ্তির সাধনে সন্ন্যাসের কোনও প্রয়োজন নাই। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায়, সন্ন্যাস যে ভক্তিমার্গের ভজনের প্রতিকূল, শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মুখে মহাপ্রভু তাহাও প্রকাশ করাইয়াছেন (শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

আরও একটী কথা বিবেচ্য। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরণং ক্বচিৎ। তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ॥ ১০।৩৩।৩১॥" এই শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী-টীকা বলেন—"বচ আজ্ঞা সত্যং প্রমাণত্বেন গ্রাহ্যং স্ববচনেন অবিরুদ্ধমিতি স্বশব্দেন তেষামেব তথা বিচারাদাজ্ঞায়া বলবত্তরত্বং ব্যঞ্জিতম্। বুদ্ধিমানিতি তত্তদ্বিচার্য্য ইত্যর্থঃ। অন্যথা নির্ব্বুদ্ধিরেব ইতি ভাবঃ।" এই টীকানুসারে শ্লোকটীর তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপ। —ঈশ্বরের উপদেশই প্রমাণরূপে গ্রহণ এবং অনুসরণ করিবে। তাঁহার আচরণসম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিবে; ঈশ্বরের যে-আচরণ তাঁহার উপদেশের সহিত সঙ্গতিযুক্ত, সেই আচরণেরই অনুসরণ করিবে, অন্য আচরণের অনুসরণ করিবে না। অনুসরণের পক্ষে ঈশ্বরের আচরণ অপেক্ষা আদেশই বলবত্তর।" শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিও বলেন—"বর্ত্তিতব্যং শমিচ্ছদ্ভির্ভক্তবন্নতু কৃষ্ণবৎ। ইত্যেবং ভক্তিশাস্ত্রাণাং তাৎপর্য্যস্য বিনির্ণয়ম্। কৃষ্ণবল্লভাপ্রকরণ। ১২॥—যাঁহারা মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহারা ভক্তবৎ আচরণই (ভক্তের আচরণের অনুকরণই) করিবেন, কখনও কৃষ্ণবৎ আচরণ (শ্রীকৃষ্ণের আচরণের অনুকরণ) করিবেন না। এইরূপই সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রের নিশ্চিত তাৎপর্য্য।" শ্রীমন্মহাপ্রভু হইলেন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গৌর কৃষ্ণ। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই যদি তাঁহার চরণানুগত কোনও ভক্ত তাঁহার আদর্শের দোহাই দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহা হইবে ভক্তিশাস্ত্র-বিরোধী কর্ম্ম। যেহেতু, সন্ন্যাস-গ্রহণ হইতেছে মহাপ্রভুর আচরণ এবং এই আচরণের সহিত তাঁহার উপদেশের সঙ্গতি নাই; তাঁহার উপদেশে প্রভু কোথায়ও সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা বলেন নাই; বরং কলিতে সন্ন্যাস বর্জ্জনীয় বলিয়া এবং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-ত্যাগের কথায় সন্ন্যাস-ত্যাগের ইঙ্গিত দিয়া তিনি সন্ন্যাসের বিরুদ্ধেই উপদেশ দিয়াছেন। এক্ষণে

যদি কেহ বলেন —প্রভু স্বয়ংভগবান্ বলিয়া তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণরূপ আচরণের অনুসরণ না হয় অকর্ত্তব্য হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার চরণানুগত কোনও ভক্ত যদি সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন, সেই ভক্তের আচরণের অনুসরণে সন্ন্যাস-গ্রহণে তো কোনও দোষ থাকিতে পারে না; যেহেতু, শাস্ত্র তো ভক্তবৎ আচরণের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই—যদি কোনও ভক্ত সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার এই সন্ন্যাস-গ্রহণই হইবে অশাস্ত্রীয়; অশাস্ত্রীয়-আচরণের অনুকরণ বিধেয় হইতে পারে না। উপরে উদ্ধৃত উজ্জ্বলনীলমণি-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন—সিদ্ধভক্তই হউন, কি সাধকভক্তই হউন, ভক্তের যে আচরণ ভক্তিশাস্ত্র-সম্মত, তাহাই অনুসরণীয়, অন্য আচরণ অনুসরণীয় নহে (১।৪।৪-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

এ-সমস্ত আলোচনায় দেখা গেল, শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণানুগত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের পক্ষে সন্ন্যাস শাস্ত্রানুমোদিত নহে।

শুনিতে পাওয়া যায়, কেহ কেহ নাকি বলেন—সন্ন্যাস-গ্রহণ না করিলে ভজনই সম্ভব নয়। উত্তরে বক্তব্য এই—মায়াবাদীরাই এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন; ইহা ভক্তিশাস্ত্রের কথা নহে।

———

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের তারিখ

এই প্রসঙ্গটী পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে ভূমিকায় আলোচিত হইয়াছে ; কিন্তু সেই আলোচনা অতি সংক্ষিপ্ত। কয়েকজন ভক্তের বিশেষ অনুরোধে এস্থলে তাহা একটু বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইতেছে।

(ক) প্রভু কোন্ শকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কোন্ শকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, কোনও চরিতকারই তাহার স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই। কবিরাজগোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রভুর আবির্ভাবের এবং তিরোভাবের শকেরও উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু সন্ন্যাসের শকের উল্লেখ করেন নাই ; তবে তাঁহার উক্তিগুলির আলোচনা করিলে সন্ন্যাসের শক নির্ণীত হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে তাঁহার উক্তিগুলি এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

চব্বিশ বৎসর ছিলা গৃহস্থ আশ্রমে। পঞ্চবিংশতিবর্ষে কৈলা যতিধর্ম্মে॥ ১।৭।৩২
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি। অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি॥ ১।১৩,১
চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ। চৌদ্দ শত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান॥ ১।১৩,৮
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস। নিরন্তর কৈল কৃষ্ণ-কীর্ত্তন বিলাস॥১।১৩।৯
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস। চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস॥ ১।১৩।১০
চব্বিশ বৎসর ঐছে নবদ্বীপগ্রামে। লওয়াইলা সর্ব্বলোকে কৃষ্ণপ্রেম নামে॥ ১।১৩।৩১
চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস। ভক্তগণ লঞা কৈল নীলাচলে বাস॥ ১।১৩।৩২
চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান। তাহাঁ যে করিল লীলা আদিলীলা নাম॥ ২।১।১০
চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস। তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥ ২।১।১১
সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান। তাহাঁ যেই লীলা তার শেষলীলা নাম॥ ২।১।১২
মাঘশুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস। ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস॥ ২।৭।৩

উদ্ধৃত বাক্যগুলির সার মর্ম্ম এই :—১৪০৭ শকে প্রভু আবির্ভূত হয়েন এবং ১৪৫৫ শকে অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হয়েন। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। চব্বিশ বৎসর গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন এবং চব্বিশ বৎসর সন্ন্যাসাশ্রমে ছিলেন। প্রভু প্রকটলীলা করিয়াছেন আটচল্লিশ বৎসর। প্রভু যে চব্বিশ বৎসর গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন, কবিরাজ গোস্বামী চারি স্থলে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং সন্ন্যাসাশ্রমে যে চব্বিশ বৎসর ছিলেন, তাহাও তিন স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—এস্থলে যে বৎসরের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কি ৩৬৫ দিনের পূর্ণ বৎসর ? উত্তরে বলা যায়, ৩৬৫ দিনের পূর্ণ বৎসরের কথা কবিরাজ বলেন নাই। যে তারিখে প্রভুর আবির্ভাব, সেই তারিখেই যদি সন্ন্যাস এবং সেই তারিখেই যদি অন্তর্দ্ধান হইত, তাহা হইলেই গৃহস্থাশ্রমে পূর্ণ চব্বিশ বৎসর এবং সন্ন্যাসাশ্রমে পূর্ণ চব্বিশ বৎসর হইত এবং প্রভুর প্রকটলীলা-কালও পূর্ণ আটচল্লিশ বৎসর হইত। প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের মাস শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে—মাঘ মাস। প্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে। আবির্ভাব যখন ফাল্গুনে এবং সন্ন্যাস যখন মাঘে, তখন স্পষ্টই বুঝা যায়, প্রভু পূর্ণ চব্বিশ বৎসর গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন না। আর প্রভুর তিরোভাব সম্বন্ধে শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন—আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে রবিবারে বেলা তৃতীয় প্রহরে গুঞ্জাবাড়ীতে (গুণ্ডিচামন্দিরে) "জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥" (শ্রীল মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ ২১০—১১ পৃঃ)। শ্রীল জয়ানন্দও তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে ঐ তারিখের কথাই লিখিয়াছেন। অন্য কোনও চরিতকার প্রভুর তিরোভাব-

সম্বন্ধে কিছু লিখেন নাই। যাহা হউক, তিরোভাব যখন আসাঢ় মাসে, রথ-দ্বিতীয়ার পরবর্ত্তী সপ্তমী তিথিতে, তখন সন্ন্যাসাশ্রমেও যে প্রভু পূর্ণ চব্বিশ বৎসর ছিলেন না, তাহাই বুঝা যায়। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—১৪৫৫ শকে প্রভুর তিরোভাব। ইহার সঙ্গে লোচনদাস ঠাকুরের উক্তি মিলাইলে জানা যায়, ১৪৫৫ শকের আষাঢ়ী সপ্তমীতে রথযাত্রার পরেই প্রভু লীলা অন্তর্দ্ধাপিত করিয়াছেন। সুতরাং কবিরাজ গোস্বামী যে চব্বিশ এবং আটচল্লিশ বৎসর লিখিয়াছেন, তাহা সূক্ষ্ম গণনার (৩৬৫ দিনের) বৎসর নহে; মোটামোটী হিসাবের বৎসর। আবির্ভাব-তিরোভাবাদির শকাব্দ-সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন। ইহাও জানা যায়—পূর্ণ সাতচল্লিশ বৎসরের পরে মাত্র চারি-পাঁচ মাস প্রভু প্রকট ছিলেন। কেবল শকাব্দার হিসাবে ইহাকেই কবিরাজগোস্বামী (১৪৫৫—১৪০৭=৪৮) আটচল্লিশ বৎসর বলিয়াছেন।

এই ভাবে কেবল শকাব্দাঙ্ক ধরিলে মনে হয়, প্রভু যে ১৪৩১ শকেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই যেন কবিরাজ গোস্বামীর অভিপ্রায়; কারণ, ১৪৩১ শকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই শকাব্দাঙ্কের হিসাবে প্রভুর গৃহস্থাশ্রমে (১৪৩১—১৪০৭=২৪) চব্বিশ বৎসর এবং সন্ন্যাসাশ্রমেও (১৪৫৫—১৪৩১=২৪) চব্বিশ বৎসর হয়।

প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে এবং অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে কয়টী রথযাত্রা হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে প্রভুর সন্ন্যাসের শকাব্দাটীও সন্দেহাতীত ভাবে নির্ণয় করা যায়। ইহা নির্ণয় করার উপাদান কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেই পাওয়া যায়। সেই উপাদানেরই আলোচনা করা হইতেছে। কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—

মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস। ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস॥ ২।৭।৩
ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা যে দেখিল। প্রেমাবেশে তাহাঁ বহু নৃত্যগীত কৈল॥ ২।৭।৪
চৈত্রে রহি কৈল সার্ব্বভৌম-বিমোচন। বৈশাখ-প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন॥ ২।৭।৫

যেই মাঘ মাসে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী বৈশাখমাসের প্রথমভাগেই দক্ষিণদেশ ভ্রমণের জন্য প্রভুর ইচ্ছা হইল। সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের নিকটে প্রভু তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে সার্ব্বভৌম বলিলেন—"দিন কথো রহ, দেখি তোমার চরণ॥ ২।৭।৪৮॥" তাঁহার অনুরোধে "দিন চারি রহি প্রভু ভট্টাচার্য্যসনে। চলিবার লাগি আজ্ঞা মাগিল আপনে॥ ২।৭।৫৩॥ প্রভুর আগ্রহে ভট্টাচার্য্য সম্মত হইলা। ২।৭।৫৪॥" ইহা হইতেই জানা যায়, প্রভু বৈশাখ মাসেই, সেই শকাব্দার রথযাত্রার পূর্ব্বেই, দক্ষিণদেশ-ভ্রমণের জন্য নীলাচল ত্যাগ করিয়াছিলেন। "দক্ষিণ যাত্রা আসিতে দুই বৎসর লাগিল॥ ২।১৬।৮৩॥" প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে আসেন। প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রথযাত্রার পূর্ব্বেই যে তাঁহারা নীলাচলে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার দশম ও একাদশ পরিচ্ছেদ হইতেই তাহা জানা যায়। প্রভু গৌড়ের ভক্তদের সঙ্গেই রথযাত্রা দর্শন করিয়াছিলেন; ইহাই নীলাচলে প্রভুর প্রথম রথযাত্রা দর্শন।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহাও জানা যায়—যে-শকাব্দার বৈশাখমাসে প্রভু দক্ষিণযাত্রা করেন, সেই শকাব্দা এবং তাহার পরবর্ত্তী শকাব্দায়ও প্রভু দক্ষিণদেশে ছিলেন; তাহারও পরবর্ত্তী শকাব্দার (অর্থাৎ দক্ষিণযাত্রার শকাব্দা হইতে তৃতীয় শকাব্দার) রথযাত্রার পূর্ব্বেই প্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যে দুই শকাব্দায় প্রভু দক্ষিণদেশে ছিলেন, সেই দুই শকাব্দার দুই রথযাত্রা প্রভু দর্শন করেন নাই—সুতরাং গৌড়ীয় ভক্তগণও দর্শন করেন নাই। প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রথযাত্রাতেই গৌড়ীয় ভক্তগণ সর্ব্বপ্রথম প্রভুর সঙ্গে রথযাত্রা দর্শন করেন। তাঁহাদের দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে প্রভু তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—"প্রত্যব্দ আসিবে সভে গুণ্ডিচা দেখিবারে॥ ২।১।৪৩॥" আর "প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া। গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া॥ বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি। অন্যোন্যে দোঁহার দোঁহা বিনা নাহি স্থিতি॥ ২।১।৪৪-৪৫॥" এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, প্রভুর আদেশে এবং নিজেদেরও অত্যাগ্রহে গৌড়ের ভক্তগণ রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মাত্র বিশ বৎসর নীলাচলে গিয়াছিলেন। এই বিশ বার যাওয়ার পরেই প্রভু অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীল লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল হইতে জানা যায়,

রথযাত্রার পরবর্ত্তী সপ্তমী তিথিতে গুণ্ডিচামন্দিরে প্রভু যখন অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীবাস পণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব দত্ত, গৌরীদাস আদি গৌড়ীয় ভক্তগণ সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং প্রভুর অন্তর্দ্ধানের ১৪৫৫ শকেই প্রভুর সঙ্গে গৌড়ীয় ভক্তদের শেষ রথযাত্রা দর্শন—ইহাই তাঁহাদের বিংশতিতম রথযাত্রা দর্শন।

উক্ত আলোচনা হইতে বাইশটী রথযাত্রার সংবাদ পাওয়া যায়—প্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণের সময়ে দুইটী এবং দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে এবং প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে, গৌড়ীয় ভক্তদের উপস্থিতিতে বিশটী। এতদ্ব্যতীত প্রভুর নীলাচলে উপস্থিতি সত্ত্বেও প্রভুরই আদেশে যে গৌড়ীয় ভক্তগণ দুই বৎসরের রথযাত্রায় নীলাচলে গমন করেন নাই, তাহাও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়। প্রভু যেবার গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন, সেইবার গৌড় হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে প্রভু গৌড়দেশবাসী ভক্তদের বলিয়াছিলেন—"সভা সহিত ইহাঁ মোর হইল মিলন। এ বৎসর নীলাদ্রি কেহ না করিহ গমন ॥ ২।১৬।২৪৫ ॥" সে-বার প্রভু গৌড়ে যাত্রা করিয়াছিলেন বিজয়া দশমীতে; পরবর্ত্তী রথযাত্রার পূর্ব্বেই নীলাচলে ফিরিয়া আসেন। প্রভুর আদেশে প্রভুর গৌড়দেশ-ভ্রমণের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রথযাত্রায় গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে গমন করেন নাই। এই হইল একবার। আর একবার শিবানন্দসেনের ভাগিনেয় শ্রীকান্তসেনের যোগে প্রভু গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচলে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

শিবানন্দের ভাগিনা—শ্রীকান্তসেন নাম। প্রভুর কৃপাতে তেঁহো বড় ভাগ্যবান্ ॥ ৩।২।৩৬
এক বৎসর তেঁহো প্রথমেই একেশ্বর। প্রভু দেখিবারে আইলা উৎকণ্ঠা অন্তর ॥ ৩।২।৩৭
মহাপ্রভু দেখি তাঁরে বহু কৃপা কৈলা। মাস দুই মহাপ্রভুর নিকটে রহিলা ॥ ৩।২।৩৮
তবে প্রভু তারে আজ্ঞা দিল গৌড়ে যাইতে। "ভক্তগণে নিষেধিহ এথাকে আসিতে ॥ ৩।২।৩৯
এ বৎসর তাহাঁ আমি যাইব আপনে। তাহাঁই মিলিব সব অদ্বৈতাদি সনে ॥" ৩।২।৪০
শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেশ কহিল। শুনি ভক্তগণ মনে আনন্দ হইল ॥ ৩।২।৪৩
চলিতে ছিলা আচার্য্য গোসাঞি রহিলা স্থির হৈয়া ॥ ৩।২।৪৪

এইবারও প্রভুর আদেশে গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে যায়েন নাই।

এক্ষণে জানা গেল—প্রভুর সন্ন্যাসের পরে এবং অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে, প্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের দুই বৎসরে দুই রথযাত্রায় এবং তাহার পরে প্রভুরই আদেশে আরও দুইটী রথযাত্রায়—মোট চারিটী রথযাত্রায়—গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে যায়েন নাই; আর বিশটী রথযাত্রায় তাঁহারা নীলাচলে গিয়াছিলেন। এইরূপে, সন্ন্যাসের পরে এবং অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে চব্বিশটী রথযাত্রার সংবাদ পাওয়া গেল।

দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে এবং অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে প্রতি রথযাত্রাতেই যে প্রভু নীলাচলে উপস্থিত ছিলেন, তাহাই এক্ষণে দেখান হইতেছে। দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে প্রভু মাত্র দুইবার নীলাচলের বাহিরে গিয়াছিলেন—একবার গৌড়ে, আর একবার ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবনে। প্রভুর গৌড়ে অবস্থিতি-কালের মধ্যে যে কোনও রথযাত্রা হয় নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বৃন্দাবন-গমনের উদ্দেশ্যে নীলাচল-ত্যাগের এবং পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের মধ্যেও যে রথযাত্রা হয় নাই, তাহাই দেখান হইতেছে। গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে আসিয়া প্রভু বনপথে বৃন্দাবন-গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নীলাচলবাসী ভক্তগণ বলিলেন—"এই আইল প্রভু বর্ষা চারিমাস। এই চারিমাস কর নীলাচলে বাস ॥ ২।১৬।২১৯ ॥" তখন—"সভার ইচ্ছায় প্রভু চারিমাস রহিলা ॥ ২।১৬।২৮২ ॥" বর্ষার শেষে প্রভু বৃন্দাবন যাত্রা করেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে মাঘ মাসে প্রয়াগে গঙ্গাস্নান করেন; তারপর কাশীতে আসেন। কাশীতে দুইমাস শ্রীপাদ সনাতনকে শিক্ষা দিয়া তারপর রথযাত্রার পূর্ব্বেই প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর মধ্যলীলাও শেষ হয়। ইহা হইতে জানা গেল—বৃন্দাবন-ভ্রমণ-উপলক্ষ্যে প্রভুর নীলাচলে অনুপস্থিতি-সময়েও রথযাত্রা হয় নাই। এবং ইহাও জানা গেল—দক্ষিণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে এবং অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে যে কয়টী রথযাত্রা হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেক

রথযাত্রাতেই প্রভু নীলাচলে উপস্থিত ছিলেন। আর, প্রভুর আদেশ ব্যতীত প্রভুর নীলাচলে উপস্থিতি-কালের কোনও রথযাত্রায় গৌড়ীয় ভক্তগণ নিজেরা ইচ্ছা করিয়া নীলাচলে যায়েন নাই—এইরূপ অনুমানও অস্বাভাবিক। এইরূপ প্রতি রথযাত্রাতেই প্রভুর দর্শনের জন্য তাঁহারা নীলাচলে গিয়াছিলেন।

এইরূপে অকাট্য প্রমাণবলে জানা গেল—**প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে এবং অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে মোট রথযাত্রা হইয়াছিল চব্বিশটী।** এই চব্বিশটী রথযাত্রার মধ্যে সর্ব্বশেষটী যে প্রভুর অন্তর্দ্ধানের বৎসরেই (অর্থাৎ ১৪৫৫ শকেই) হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

চব্বিশটী রথযাত্রা চব্বিশটী বিভিন্ন শকেই হইয়াছিল; তন্মধ্যে সর্ব্বশেষ রথযাত্রাটী যদি ১৪৫৫ শকে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমটী যে ১৪৩২ শকেই হইয়াছিল, তাহাতেও সন্দেহ থাকিতে পারে না। রথযাত্রা সাধারণতঃ আষাঢ় মাসেই হয়; আর প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন মাঘ মাসে। ১৪৩২ শকের আষাঢ় মাসের রথযাত্রাই যখন প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রথযাত্রা, তখন প্রভু যে **১৪৩১ শকের মাঘ মাসেই সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন,** তাহা অকাট্য প্রমাণবলে এবং সন্দেহাতীত রূপেই নির্ণীত হইল। ১৪৩১ শকে সন্ন্যাস-গ্রহণ হওয়ায় শকাব্দাঙ্কের হিসাবে প্রভুর গৃহস্থাশ্রমের স্থিতিকালও (১৪৩১—১৪০৭ = ২৪) চব্বিশ বৎসর হয় এবং সন্ন্যাসাশ্রমের স্থিতিকালও (১৪৫৫—১৪৩১ = ২৪) চব্বিশ বৎসর হয়; এসম্বন্ধে কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তির সহিতও কোনও বিরোধ হয় না।

এই প্রসঙ্গে কবিরাজগোস্বামীর আরও কয়েকটী উক্তিসম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক।

কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—"চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।১।১৩।১০॥" এবং "চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘমাস। তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥ ২।১।১১॥" এই উক্তিদ্বয়ে "চব্বিশ বৎসর শেষে" কথার তাৎপর্য্য কি? এই কথার দুইটী অর্থ হইতে পারে—(ক) চব্বিশ বৎসর অতীত হইয়া যাওয়ার পরে যে মাঘমাস আসিয়াছিল, সেই মাঘমাস এবং (খ) চতুর্ব্বিংশতি বৎসরের শেষভাগের মাঘ মাস। এক্ষণে প্রথমে (ক) অর্থসম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। ১৪৩১ শকের ফাল্গুন মাসেই প্রভুর বয়স চব্বিশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল; তাহার পরবর্ত্তী মাঘ মাস হইবে ১৪৩২ শকের মাঘ মাস। ১৪৩২ শকের মাঘেই যদি প্রভু সন্ন্যাস করিয়া থাকেন, তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল চব্বিশ বৎসর এগার মাস; ইহাকে চব্বিশ না বলিয়া মোটামোটী হিসাবে পঁচিশ বলাই সঙ্গত। ইহাতে প্রভুর গৃহস্থাশ্রমের স্থিতিকাল হয় পঁচিশ বৎসর এবং সন্ন্যাসাশ্রমের স্থিতিকাল হয় মোটামোটী তেইশ বৎসর। কিন্তু কবিরাজ চারিস্থলে বলিয়াছেন—গৃহস্থাশ্রমের সময় চব্বিশ বৎসর এবং তিনস্থলে বলিয়াছেন—সন্ন্যাসাশ্রমের সময়ও চব্বিশ বৎসর। সুতরাং (ক)-অর্থে কবিরাজের উক্তির সঙ্গে বিরোধ ঘটে। আবার ১৪৩২ শকের মাঘ মাসে সন্ন্যাস-গ্রহণ স্বীকার করিলে সন্ন্যাসের পরে এবং অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে রথযাত্রার সংখ্যাও হইয়া পড়ে তেইশটী; কিন্তু অকাট্য প্রমাণবলে পূর্ব্বেই নির্ণীত হইয়াছে—ঐ সময়ের মধ্যে রথযাত্রা হইয়াছিল চব্বিশটী। সুতরাং (ক)-অর্থ বিচারসহ নহে।

এক্ষণে (খ)-অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। চতুর্ব্বিংশতি বর্ষের শেষ ভাগের মাঘ মাস—বয়সের চব্বিশ বৎসরের মধ্যে যতগুলি মাঘ মাস ছিল, তাহাদের মধ্যে শেষ মাঘ মাস—বয়সের চতুর্ব্বিংশতি মাঘ মাস। ইহা হইবে ১৪৩১ শকের মাঘ মাস। এই অর্থ গ্রহণ করিলে কবিরাজের উক্তির সঙ্গেও বিরোধ ঘটে না এবং সন্ন্যাসের পরে এবং অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে চব্বিশটী রথযাত্রাও ঠিক থাকে। সুতরাং এই অর্থই গ্রহণীয়।

এক্ষণে আর একটী সমস্যা হইতেছে কবিরাজের অন্য একটী উক্তি সম্বন্ধে—"পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈলা যতিধর্ম্মে॥ ১।৭।৩২॥" এই উক্তির যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে মনে হয়—প্রভুর বয়সের পঞ্চবিংশতি বর্ষেই প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন। চব্বিশ বৎসর পূর্ণ হইয়া গেলেই পঞ্চবিংশতি বৎসর আরম্ভ হয়। চব্বিশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে ১৪৩১ শকের ফাল্গুনে (ফাল্গুনের তেইশ তারিখে); প্রভু যদি ফাল্গুনের শেষ সপ্তাহে বা চৈত্রে সন্ন্যাস-গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলেও উক্ত যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করা যাইত; যেহেতু, তাহাতে সন্ন্যাসের এবং অন্তর্দ্ধানের মধ্যে চব্বিশটী

রথযাত্রা পাওয়া যাইত এবং কবিরাজের অন্য উক্তির সঙ্গেও মোটামোটী সঙ্গতি থাকিত। কিন্তু প্রভু যে মাঘ মাসেই সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহের কোনও অবকাশই নাই। পঞ্চবিংশতি বর্ষের মাঘ মাস হইল ১৪৩২ শকের মাঘ মাস। কিন্তু ১৪৩২ শকের মাঘ মাসে সন্ন্যাস-গ্রহণের সিদ্ধান্ত যে গ্রহণীয় হইতে পারে না, পূর্ব্ববর্ত্তী (ক)-অর্থের আলোচনা-প্রসঙ্গেই তাহা দেখান হইয়াছে।

সুতরাং "পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈলা যতি ধর্ম্ম"-বাক্যের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়। তাৎপর্য্য-মূলক অর্থ গ্রহণ না করিলে সমস্ত উক্তির সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। তাৎপর্য্যমূলক অর্থ কি হইতে পারে দেখা যাউক। ১৪৩১ শকের মাঘে সন্ন্যাস গ্রহণ; তখনও প্রভুর বয়স চব্বিশ পূর্ণ হয় নাই, প্রায় একমাস কম হয়; তথাপি কবিরাজ-গোস্বামী গৃহস্থাশ্রমের অবস্থিতিকালকে চব্বিশ বৎসর বলিয়াছেন—তাৎপর্য্য, প্রায় চব্বিশ বৎসর। অনধিক একমাসের অল্পপরিমিত সময়কে উপেক্ষা করা হইয়াছে। তদ্রূপ "পঞ্চবিংশতি"-শব্দের তাৎপর্য্যও হইবে—প্রায় পঞ্চবিংশতি, পঞ্চবিংশতি বৎসর আরম্ভ হয় হয়—এমন সময়ে। ইহাই তাৎপর্য্যমূলক অর্থ। এইরূপ অর্থ গ্রহণ না করিলে কবিরাজের অন্যান্য উক্তির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না, অকাট্যপ্রমাণবলে লব্ধ রথযাত্রার সংখ্যার সহিতও সঙ্গতি থাকেনা।

উপরের আলোচনায় "যতিধর্ম্ম"-শব্দের "সন্ন্যাস-গ্রহণ"-অর্থই ধরা হইয়াছে। ইহার অন্য অর্থও হইতে পারে—যতির ধর্ম্ম, বা সন্ন্যাসীর আশ্রমোচিত আচরণ। সন্ন্যাস-গ্রহণ হইতেছে—সন্ন্যাসের (বা যতির) বেশ ধারণপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশমাত্র; ইহাকেই সন্ন্যাসীর (যতির) একমাত্র ধর্ম্ম বলা সঙ্গত হয়না; সন্ন্যাস-গ্রহণের পরেই যতি-সংজ্ঞা লাভ হয়। তাহার পরে আশ্রমোচিত যে ধর্ম্মের পালন করিতে হয়, তাহাই বাস্তবিক যতিধর্ম্ম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি হইতে এই যতিধর্ম্মের দিগ্দর্শন পাওয়া যায়। "সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া। নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া॥ ২।৩।১৭৪॥ মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম। তিনবার শীতে স্নান ভূমিতে শয়ন॥ ২।৭।২২॥ ইত্যাদি।" তাহা হইলে জানা গেল—নিজের জন্মস্থান ত্যাগ, তিন বেলা স্নান, ভূমিতে শয়নাদিই হইল যতিধর্ম্ম। প্রভু স্বীয় জন্মস্থান ত্যাগ করিয়া নীলাচলে যখন বাস করিতে লাগিলেন, তখনই এই যতিধর্ম্মের আচরণ আরম্ভ হইল। নীলাচলে বাস করার সময়ে বিষয়ীর সংশ্রব ত্যাগ আদি অন্যান্য যতিধর্ম্মের আদর্শও প্রভু স্থাপন করিয়াছেন। প্রভু যখন শান্তিপুর হইতে নীলাচলে গিয়া উপনীত হইয়াছিলেন, তখন বাস্তবিকই প্রভুর বয়সের পঞ্চবিংশতি বর্ষ আরম্ভ হইয়াছিল এবং তখনই যতির আচরণরূপ ধর্ম্মেরও আরম্ভ। কবিরাজগোস্বামী হয়তো ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বলিয়াছেন—"পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্ম্ম।" যতিধর্ম্ম-শব্দের এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে "পঞ্চবিংশতি"-শব্দেরও যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহাতে কোনওরূপ অসঙ্গতিও থাকে না।

প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের তারিখ

এ পর্য্যন্ত আমরা কেবল শ্রীল কবিরাজগোস্বামীর উক্তিরই আলোচনা করিয়াছি। তাহা হইতে জানা গেল—১৪৩১ শকের মাঘ মাসে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মাঘ মাসের কোন্ তারিখে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীল কবিরাজের উক্তি হইতে তাহা জানা যায় না। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের উক্তি হইতে সন্ন্যাসের তারিখ নির্ণীত হইতে পারে।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন :—

যেদিন চলিব প্রভু সন্ন্যাস করিতে। নিত্যানন্দ স্থানে তাহা কহিলা নিভৃতে॥
"শুন শুন নিত্যানন্দ-স্বরূপ-গোসাঞি। একথা কহিবে সবে পঞ্চজন-ঠাঞি॥
এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে। নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥
ইন্দ্রাণি নিকটে কাটোয়া নামে গ্রাম। তথা আছে কেশব-ভারতী শুদ্ধনাম॥
তান স্থানে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত। এই পাঁচ জনে মাত্র করিবা বিদিত॥

আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ। শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, অপর মুকুন্দ॥"
এই কথা নিত্যানন্দ-স্বরূপের স্থানে। কহিলেন প্রভু, ইহা কেহো নাহি জানে॥
পঞ্চজন-স্থানে মাত্র এসব কথন। কহিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর গমন॥
সেই দিন প্রভু সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সঙ্গে। সর্ব্বদিন গোঙাইলা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥
পরম আনন্দে প্রভু করিয়া ভোজন। **সন্ধ্যায় করিলা গঙ্গা দেখিতে গমন॥**
গঙ্গা নমস্করিয়া বসিলা গঙ্গাতীরে। ক্ষণেক থাকিয়া পুনঃ আইলেন ঘরে॥
আসিয়া বসিলা গৃহে শ্রীগৌরসুন্দর। চতুর্দ্দিকে বসিলেন সব অনুচর॥
সেদিন চলিব প্রভু কেহো নাহি জানে। কৌতুকে আছেন সবে ঠাকুরের স্থানে॥
বসিয়া আছেন প্রভু কমল-লোচন। সর্ব্বাঙ্গে শোভিত মালা সুগন্ধি চন্দন॥
যতেক বৈষ্ণব আইসেন দেখিবারে। সবেই চন্দন মালা লই দুই করে॥

* * *

দণ্ড পরণাম হৈয়া পড়ে সর্ব্বজন। এক দৃষ্টে সবাই চাহেন শ্রীচরণ॥
আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া। আজ্ঞা করে প্রভু—"সবে কৃষ্ণ গাও গিয়া॥
বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণবিনু কেহো কিছু না ভাবিহ আন॥"

* * *

এই মত শুভদৃষ্টি করি সভাকারে। উপদেশ কহি, আজ্ঞা করে যাইবারে॥

* * *

এই মতে মহানন্দে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর। কৌতুকে আছেন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর॥
সবারে বিদায় দিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর। ভোজনে বসিলা আসি ত্রিদশ-ঈশ্বর॥
ভোজন করিয়া প্রভু মুখ-শুদ্ধি করি। চলিলা শয়ন-ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

* * *

চারিদণ্ড রাত্রি আছে ঠাকুর জানিয়া। উঠিলেন চলিবারে সামগ্রী লইয়া॥

* * *

জননীর পদধূলি লই প্রভু শিরে। প্রদক্ষিণ করি তানে চলিলা সত্বরে॥

* * *

গঙ্গার হইয়া পার শ্রীগৌরসুন্দর। সেই দিন আইলেন কণ্টক নগর॥
যাঁরে যাঁরে আজ্ঞা প্রভু পূর্ব্বে করিছিলা। তাঁহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা॥
শ্রীঅবধূতচন্দ্র, গদাধর, মুকুন্দ। শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, আর ব্রহ্মানন্দ॥

* * *

এইমত কৃষ্ণকথা আনন্দ-প্রসঙ্গে। বঞ্চিলেন সে নিশা ঠাকুর সভাসঙ্গে॥
পোহাইল নিশা সর্ব্ব-ভুবনের পতি। আজ্ঞা করিলেন চন্দ্রশেখরের প্রতি॥
"বিধিযোগ্য যত কর্ম্ম সব কর তুমি। তোমারেই প্রতিনিধি করিলাম আমি॥"
প্রভুর আজ্ঞায় চন্দ্রশেখর আচার্য্য। করিতে লাগিলা সর্ব্ব বিধিযোগ্য কার্য্য॥

* * *

তবে মহাপ্রভু সর্ব্ব-জগতের প্রাণ। বসিলা করিতে শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান॥

* * *

কথং কথমপি সর্ব্বদিন-অবশেষে। ক্ষৌরকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইল প্রেমরসে॥

তবে সর্ব্বলোকনাথ করি গঙ্গাস্নান। আসিয়া বসিলা যথা সন্ন্যাসের স্থান॥
"সর্ব্ব-শিক্ষা-গুরু গৌরচন্দ্র"—বেদে বলে। কেশব-ভারতীস্থানে তাহা কহে ছলে॥
প্রভু কহে-"স্বপ্নে মোরে কোনো মহাজন। কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিলা কথন॥
বুঝি দেখ তাহা তুমি—হয় কিবা নয়।" এই বলি প্রভু তাঁর কর্ণে মন্ত্র কয়॥

* * *

ভারতী বলেন—"এই মহামন্ত্র বর। কৃষ্ণের প্রসাদে কি তোমার অগোচর॥"
প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশব-ভারতী। সেই মন্ত্র প্রভুরে কহিল মহামতি॥
চতুর্দ্দিকে হরিনাম সুমঙ্গল ধ্বনি। সন্ন্যাস করিলা বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি॥
পরিলেন অরুণ-বসন মনোহর। * * *
দণ্ড কমণ্ডলু দুই শ্রীহস্তে উজ্জ্বল। * * *
তবে নাম থুইবারে কেশব-ভারতী। মনে মনে চিন্তিতে লাগিলা মহামতি॥

* * *

যত জগতের তুমি 'কৃষ্ণ বোলাইয়া। করাইলা চৈতন্য—কীর্ত্তন প্রকাশিয়া॥
এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সর্ব্বলোক তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্য॥'

—চৈ, ভা, মধ্য ২৬শ অধ্যায়।

ইহাই হইল প্রভুর গৃহত্যাগের দিনের পূর্ব্বাহ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া কাটোয়াতে সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় পর্য্যন্ত ঘটনার বিবরণ। এই বিবরণ হইতে জানা গেল—যেদিন প্রভু গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দিনই পূর্ব্বাহ্নে তিনি শ্রীমন্-নিত্যানন্দের নিকটে নিভৃতে তাঁহার সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন; এবং প্রকাশ করার পরে ভক্তবৃন্দের সঙ্গে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিয়া গৃহে আসিয়া প্রভু ভোজন করেন। সন্ধ্যা সময়ে গঙ্গা দর্শনে যায়েন। গঙ্গাতীরে অল্প সময়মাত্র থাকিয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন। ক্রমে ভক্তবৃন্দ আসিয়া মিলিত হয়েন। প্রভু যে **সেইদিনই** গৃহত্যাগ করিবেন, একথা তাঁহারা কেহই জানিতেন না। দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত ভক্তবৃন্দের সহিত থাকিয়া, তাহার পরে আহার করিয়া প্রভু শয়ন করেন। রাত্রিশেষ চারি দণ্ড থাকিতে উঠিয়া প্রভু বাহির হয়েন এবং শচীমাতাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া গৃহত্যাগ করেন। গঙ্গা পার হইয়া পরের দিন কাটোয়াতে কেশব-ভারতীর আশ্রমে উপনীত হয়েন। চন্দ্রশেখর আচার্য্যাদিও সেই দিনই কাটোয়াতে আসেন। গৃহত্যাগের পরের দিন সূর্য্যাস্তের পরবর্ত্তী রাত্রি প্রভু ভক্তদের সহিত কৃষ্ণকথা-রঙ্গে অতিবাহিত করেন। তাহার পরের দিন (অর্থাৎ গৃহত্যাগের তৃতীয়দিন) "সর্ব্বদিন অবশেষে (অর্থাৎ সন্ধ্যা সময়ে)" ক্ষৌরকর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়; তাহার পরে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রভু সন্ন্যাসের স্থানে আসিয়া বসেন। তাহার পর কেশব-ভারতীর কর্ণে প্রভু স্বীয় স্বপ্নপ্রাপ্ত সন্ন্যাস-মন্ত্র প্রকাশ করেন। ভারতীগোস্বামী সেই মন্ত্রেই প্রভুকে সন্ন্যাস দান করেন। কেশব-ভারতী প্রভুকে সন্ন্যাসোচিত অরুণ-বসন এবং দণ্ড-কমণ্ডলুও দান করেন এবং প্রভুর সন্ন্যাস-আশ্রমের নাম রাখেন "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।"

উক্ত বর্ণনা হইতে জানা যায়—গৃহত্যাগের তৃতীয় দিনে সন্ধ্যার অল্প কিছুকাল পরেই প্রভুর সন্ন্যাস-দীক্ষা হইয়াছিল।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উল্লিখিত বিবরণ হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণের তারিখের ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। তাহা এই। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের নিকটে প্রভু বলিয়াছেন।

এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে। নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥

—চৈ, ভা, মধ্য ২৬শ অধ্যায়।

"এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে" প্রভু কি গৃহত্যাগ করিবেন, না কি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, উল্লিখিত পয়ার হইতে তাহা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় না; কারণ, এই পয়ারের দুই রকম অন্বয় হইতে পারে। "সন্ন্যাস করিতে

এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে আমি নিশ্চয়ই চলিব"—এই এক রকম অন্বয়; এই অন্বয়ে—"সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে" গৃহত্যাগই সূচিত হয়। আবার "এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে সন্ন্যাস করিতে আমি নিশ্চয়ই চলিব"—এই হইল আর এক রকম অন্বয়; এই অন্বয়ে "এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে" সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্পই সূচিত হইতেছে। প্রভুর বাস্তব অভিপ্রায় কি, তাহা বিচারের দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে। সেই বিচার করা হইবে পরে। "এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে।"-বাক্যের তাৎপর্য্য কি, তাহাই আগে বিবেচিত হউক। সর্ব্বাগ্রে সংক্রমণ, উত্তরায়ণ ও দিবস শব্দগুলির তাৎপর্য্য কি, তাহাই দেখা যাউক।

সংক্রমণ। মেষ, বৃষ ইত্যাদি বারটী রাশি আছে; সূর্য্যদেব এক এক মাসে এক এক রাশিতে থাকেন। একটী রাশি অতিক্রম করিতে সূর্য্যের যে সময় লাগে, তাহাকেই এক মাস বলে। সূর্য্যদেব বৈশাখ মাসে থাকেন মেষ রাশিতে, জ্যৈষ্ঠ মাসে থাকেন বৃষ রাশিতে ইত্যাদি। এক রাশি হইতে অপর রাশিতে যাওয়াকে বলে সংক্রমণ বা সংক্রান্তি। সংক্রমণ-সময়েই পূর্ব্বমাসের শেষ এবং পরবর্ত্তী মাসের আরম্ভ হয়। যেদিন এই সংক্রমণ হয়, তাহাকে পূর্ব্ব মাসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়, ইহাই প্রচলিত রীতি। এইরূপে, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যবর্ত্তী যে সংক্রান্তি, তাহাকে বৈশাখ মাসের শেষ তারিখ বলা হয়, এবং তাহা বৈশাখ মাসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ব্যবহারিক জগতে তাহাকে বৈশাখের সংক্রান্তিও বলা হয়।

উত্তরায়ণ। বৎসরে দুইটী অয়ন আছে—উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। বৎসরের মধ্যে সূর্য্যদেব বিষুব-রেখার উত্তরে থাকেন ছয় মাস এবং দক্ষিণে থাকেন ছয় মাস। যে সময় ব্যাপিয়া তিনি বিষুব-রেখার উত্তরে থাকেন, তাহাকে বলে উত্তরায়ণ; আর যে সময় ব্যাপিয়া তিনি বিষুব-রেখার দক্ষিণে থাকেন, সেই সময়কে বলে দক্ষিণায়ন। মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ছয় মাস হইল দক্ষিণায়ন।

শব্দকল্পদ্রুম-অভিধানে লিখিত আছে—'উত্তরায়ণম্ সূর্য্যস্য উত্তরদিগ্‌গমনকালঃ। স তু মাঘাদিষণ্মাসাত্মকঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ।" অয়ন-শব্দের অর্থ-প্রসঙ্গেও শব্দকল্পদ্রুম বলিয়াছেন—"মাঘাদি ষণ্মাসাঃ উত্তরায়ণম্। শ্রাবণাদি-ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নম্। ইত্যমরঃ।" এইরূপে দেখা গেল—আভিধানিক হেমচন্দ্র, অমর প্রভৃতির মতে এবং শব্দকল্পদ্রুম-অভিধানের মতেও উত্তরায়ণ-শব্দের অর্থ হইতেছে—মাঘ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত ছয় মাস সময়।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার—"অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্॥ ৮.২।২৪॥"—এই শ্লোকেও বলা হইয়াছে—"ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্—ছয়মাসব্যাপী উত্তরায়ণ।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—ষণ্মাসাঃ উত্তরায়ণম্।', শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামীও লিখিয়াছেন—"উত্তরায়ণরূপাঃ ষণ্মাসাঃ।"

এইরূপে দেখা গেল—মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ছয় মাস সময়কেই উত্তরায়ণ বলা হয়। ইহা সর্ব্বসম্মত। অন্যরূপ অর্থ কোথাও দৃষ্ট হয় না।

তারপর "দিবস"। দিবস-শব্দে সাধারণতঃ এক সূর্য্যোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত অষ্টপ্রহর সময়কে বুঝায়। দিবসের একটী প্রতিশব্দ হইতেছে—দিন। আবার ব্যাপক অর্থেও দিন-শব্দ ব্যবহৃত হয়। "বর্ষার দিনে", "শীতের দিনে", "গ্রীষ্মের দিনে", "দুর্ভিক্ষের দিনে", "অভাব-অনটনের দিনে"—ইত্যাদি স্থলেও "দিন"-শব্দের ব্যাপক অর্থে "সময় বা কালই" ধরা হয়। এসকল স্থলে "দিন" বলিতে একটা অষ্ট-প্রহরব্যাপী দিনকে বুঝায় না।

আলোচ্য পয়ারে "উত্তরায়ণ দিবসে" একটা অষ্টপ্রহরব্যাপী দিনকে বুঝাইতে পারে না; কারণ, "উত্তরায়ণ" বলিতে একটামাত্র দিনকে বুঝায় না, বুঝায় ছয়মাস-ব্যাপী একটা সময়কে। সুতরাং এস্থলে দিবস-শব্দেরও ব্যাপক অর্থ—"সময় বা কাল" গ্রহণ করিতে হইবে, নচেৎ, অর্থ-সঙ্গতি থাকিবে না। সুতরাং "উত্তরায়ণ দিবস" বলিতে "উত্তরায়ণ সময়ই" বুঝিতে হইবে; উত্তরায়ণ দিবস—মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ছয় মাস সময়। আর "উত্তরায়ণ দিবসে"-বাক্যের অর্থ হইবে—"উত্তরায়ণের দিবসে (সময়ে)", মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ছয় মাস সময়ের মধ্যে।

এই সংক্রমণ। "এই"-শব্দে উপস্থিতি বা সামীপ্য বুঝায়। এই সংক্রমণ—যে সংক্রমণ উপস্থিত হইয়াছে, অর্থাৎ অদ্যই যে সংক্রমণ; অথবা, যে সংক্রমণ নিকটবর্ত্তী, সম্মুখে যে সংক্রমণটী আসিতেছে।

তাহা হইলে, "এই সংক্রমণ"-ইত্যাদি পয়ারের অর্থ হইল—উত্তরায়ণ-সময়ের মধ্যে অদ্যই যে সংক্রমণটী উপস্থিত (অথবা সম্মুখে যে সংক্রমণটী আসিতেছে), সেই সংক্রমণেই "নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে।"

কিন্তু প্রভু কোন্ সংক্রমণটীর প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন? উত্তরায়ণ-কালের মধ্যে পাঁচটী সংক্রমণ আছে—মাঘ মাসের শেষ তারিখে, ফাল্গুন মাসের শেষ তারিখে, চৈত্র মাসের শেষ তারিখে, বৈশাখ মাসের শেষ তারিখে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ তারিখে। এই পাঁচটী সংক্রমণের মধ্যে কোন্ সংক্রমণের কথা প্রভু বলিয়াছেন? পৌষ মাসের শেষ তারিখের কথা হইতে পারেনা; যেহেতু, পৌষ মাস উত্তরায়ণ-সময়ের মধ্যে নহে; পহিলা মাঘ হইতেই উত্তরায়ণ আরম্ভ।

উল্লিখিত পাঁচটী সংক্রমণের মধ্যে কোন্‌টী প্রভুর অভীষ্ট, তাহা নির্ণয় করিবার উপায়, শ্রীল বৃন্দাবন দাসের উক্তি হইতে পাওয়া যায় না; কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি হইতে তাহা নির্ণয় করা যায়।

কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—"মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস। ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস॥ ২।৭।৩॥" সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে প্রভু যখন ফাল্গুন মাসেই নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তখন পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—ফাল্গুনের পূর্ব্ববর্ত্তী (অর্থাৎ মাঘ মাসের শেষ তারিখে যে সংক্রমণ হইয়াছিল, সেই) সংক্রমণের কথাই প্রভু বলিয়াছেন।

এক্ষণে বিচার করিতে হইবে—প্রভু কি মাঘমাসের শেষ তারিখে গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, না কি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন?

কবিরাজ গোস্বামী বলেন—মাঘ মাসেই প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মাঘ মাসের শেষ তারিখে রাত্রিশেষ চারিদণ্ড থাকিতে গৃহ ত্যাগ করিয়া (ইহাই শ্রীল বৃন্দাবন দাসের উক্তি) গেলে মাঘ মাসের মধ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ সম্ভব হয় না। সুতরাং বুঝিতে হইবে—মাঘ-মাসের শেষ তারিখে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণই করিয়াছেন; গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন তাহার পূর্ব্বে—পূর্ব্ববর্ত্তী তৃতীয় দিনের শেষ রাত্রিতে।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, যে দিন প্রভু গৃহত্যাগ করিবেন, সেই দিনই পূর্ব্বাহ্নে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের নিকটে প্রভু বলিয়াছিলেন—"এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে। নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥" তাহা হইলে এই পয়ারটীর পরিষ্কার অর্থ হইবে এই—এই সম্মুখে মাঘমাসের শেষ তারিখে যে সংক্রমণটী (বা সংক্রান্তিটী) আসিতেছে, সেই সংক্রান্তিতে সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই আমি অদ্য চলিব (গৃহত্যাগ করিব)।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের উক্তির এই আলোচনা হইতে জানা গেল—**মাঘমাসের শেষ তারিখেই প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছিলেন।**

মাঘ মাসের শেষ তারিখে কোন্ সময়ে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও শ্রীল বৃন্দাবন দাসের উক্তি হইতে জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

কথং কথমপি সর্ব্বদিন অবশেষে। ক্ষৌর-কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইল প্রেমরসে॥
তবে সর্ব্ব-লোকনাথ করি গঙ্গাস্নান। আসিয়া বসিলা যথা সন্ন্যাসের স্থান॥

তারপর প্রভু কেশব-ভারতীর কর্ণে স্বীয় স্বপ্নপ্রাপ্ত সন্ন্যাস-মন্ত্র প্রকাশ করেন এবং সেই মন্ত্রেই তিনি প্রভুকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করেন।

গঙ্গাস্নান করিয়া সন্ন্যাস-স্থানে আসিয়া উপবেশন এবং কেশব-ভারতী কর্ত্তৃক সন্ন্যাস-মন্ত্র দান—এতদুভয়ের মধ্যে নৃত্য-কীর্ত্তনাদির বা অপর কোনও কার্য্যে সময় অতিবাহিত হওয়ার কোনও কথা শ্রীল বৃন্দাবনদাস বলেন নাই। সুতরাং সন্ধ্যার অল্প কিছুকাল পরেই যে সন্ন্যাস-গ্রহণ হইয়াছিল, পরিষ্কার ভাবেই তাহা জানা যায়।

কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তির আলোচনা হইতে পূর্ব্বেই আকাট্য-যুক্তি বলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ১৪৩১ শকেই প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্যোতিষের গণনায় ইহাও জানা যায়, ১৪৩১ শকের মাঘ ও ফাল্গুনের মধ্যবর্ত্তী সংক্রমণ হইয়াছিল মাঘমাসের শেষ তারিখে—২৯শে মাঘ শনিবার সন্ধ্যার অল্প কিছু কাল পরে। সুতরাং শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উক্তি হইতে জানা গেল—**১৪৩১ শকের মাঘমাসের শেষ তারিখেই সন্ধ্যার অল্প কিছু কাল পরে প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন।** ঠিক সংক্রমণের সময়েই সন্ন্যাসগ্রহণ হইয়াছিল কিনা, শ্রীল বৃন্দাবন দাসের উক্তি হইতে তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না।

জ্যোতিষের গণনা হইতে ইহাও জানা যায়—**সেই দিন পূর্ণিমা তিথিও—সুতরাং শুক্লপক্ষও—ছিল ;** সুতরাং কবিরাজগোস্বামীর উক্তির সঙ্গেও সঙ্গতি থাকে।

গৃহত্যাগের পরবর্ত্তী তৃতীয় দিবসেই যখন প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি যে ২৭শে মাঘ বৃহস্পতিবার শেষ রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতেই গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তাহাও শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উক্তি হইতে জানা গেল।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—পৌষমাসের শেষ তারিখে যে সংক্রমণ হয়, তাহাকে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি বলে। "এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে"-বাক্যে প্রভু কি উত্তরায়ণ-সংক্রান্তির কথাই বলেন নাই ?

উত্তর। পৌষমাসের শেষ তারিখে সংক্রমণ-সময়ে সূর্য্যদেব দক্ষিণায়ন হইতে উত্তরায়ণে প্রবেশ করেন বলিয়া ঐ তারিখকে যে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি (উত্তরায়ণে সংক্রমণ বা সংক্রান্তি) বলা হয়, তাহা সত্যই ; কিন্তু পৌষ-মাসের শেষ তারিখকে "উত্তরায়ণ দিবস" বলেনা ; যেহেতু, উহা "উত্তরায়ণ-কালের" অন্তর্ভুক্ত নহে ; পহিলা মাঘ হইতেই উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। উত্তরায়ণ-দিবস এবং উত্তরায়ণ-সংক্রমণ এক কথা নহে।

আবার "সংক্রমণ উত্তরায়ণ" এবং "উত্তরায়ণ সংক্রমণও" একার্থক নহে। এই দুইটীকে একার্থক মনে করিতে হইলে "উত্তরায়ণ সংক্রমণ" শব্দটীকে দ্বন্দ-সমাসে আবদ্ধ বলিয়া মনে করিতে হয়। দুই বা ততোঽধিক পৃথক্ বস্তুই দ্বন্দ-সমাসে আবদ্ধ হয় ; যেমন চক্র ও দণ্ড, দ্বন্দ-সমাসে আবদ্ধ হইলে হইবে চক্রদণ্ড। পূর্ব্বের শব্দটিকে পরে এবং পরের শব্দটীকে পূর্ব্বে বসাইলে সমাস-বদ্ধ পদটী হইবে—দণ্ডচক্র ; তাহাতে অর্থের কোনও পরিবর্ত্তন হইবেনা ; যেহেতু, এস্থলেও দণ্ড ও চক্র এই দুইটী পৃথক্ বস্তুর পৃথকত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ঠিক এই ভাবে, সংক্রমণ এবং উত্তরায়ণ—এই দুইটী বাস্তবিকই পৃথক্ বস্তু ; এই দুইটী পৃথক্ বস্তুকে দ্বন্দ-সমাসে আবদ্ধ করিলে "উত্তরায়ণ-সংক্রমণও" হইতে পারে "সক্রমণ-উত্তরায়ণও (সংক্রমণোত্তরায়ণও)" হইতে পারে। এই অবস্থায় "সংক্রমণ উত্তরায়ণ" এবং "উত্তরায়ণ সংক্রমণ" একার্থকই হইবে—চক্রদণ্ড এবং দণ্ডচক্র, এই দুইটী শব্দের ন্যায়। কিন্তু তাহাতে সমগ্র বাক্যটীর কোনও সঙ্গত অর্থ পাওয়া যাইবে না। তাহাই আলোচনা দ্বারা দেখান হইতেছে। সমগ্র বাক্যটী হইতেছে—"এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে। নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে"॥ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই বাক্যটীর দুইটী অর্থ হইতে পারে—"সংক্রমণ-উত্তরায়ণ দিবসে" গৃহত্যাগ, অথবা "সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে" সন্ন্যাস গ্রহণ। "চক্রদণ্ড-ভূষিত" বলিলে যেমন "চক্রভূষিত এবং দণ্ডভূষিত" উভয়ই বুঝায়, তদ্রূপ "সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে" বলিলেও "সংক্রমণ দিবসে" এবং "উত্তরায়ণ দিবসে" উভয়ই বুঝাইবে। তাহা হইলে, বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের সমগ্র বাক্যটীর অর্থ হইবে—"সংক্রমণ দিবসে" (অর্থাৎ মাসের শেষ তারিখে) এবং (অথবা নহে) "উত্তরায়ণ দিবসে" (অর্থাৎ পৌষমাসের শেষ তারিখের পরে)—এই উভয় দিবসে "আমি গৃহত্যাগ করিব", অথবা "সন্ন্যাস গ্রহণ করিব।" একই গৃহত্যাগ, অথবা একই-সন্ন্যাস-গ্রহণ হইবে দুইটী পৃথক্ দিনে। ইহার কোনও অর্থ-সঙ্গতি হইতে পারে না। এই রূপে দেখা গেল—সংক্রমণ ও উত্তরায়ণ—এই দুইটী পৃথক্ বস্তুকে দ্বন্দ-সমাসে আবদ্ধ করিলে "সংক্রমণ উত্তরায়ণ" এবং "উত্তরায়ণ সংক্রমণ" একার্থক হইলেও তাহাতে সমগ্রবাক্যের কোনও অর্থ-সঙ্গতি হয় না। সুতরাং এই দুইটী বস্তুকে দ্বন্দ-সমাসে আবদ্ধ বলিয়া মনে করা যায় না, এবং তজ্জন্য "সক্রমণ উত্তরায়ণ" এবং "উত্তরায়ণ সংক্রমণও" একার্থবোধক হইতে পারে না।

বাস্তবিক, "উত্তরায়ন-সংক্রমণ" পদটীর অর্থ হইতেছে—উত্তরায়ণে সংক্রমণ, তৎপুরুষ-সমাস-বদ্ধ পদ। তৎপুরুষ সমাসে আবদ্ধ দুইটী শব্দের পূর্ব্বেরটিকে পরে এবং পরেরটীকে পূর্ব্বে বসাইলে অর্থ অক্ষুণ্ণ থাকে না। কারণ, তাহাতে বিভক্তির বিপর্য্যয় হয়; বিভক্তির বিপর্য্যয় হইলে অর্থেরও বিপর্য্যয় হইবে। "নন্দনন্দন" একটী তৎপুরুষ-সমাসবদ্ধ পদ; অর্থ—নন্দের নন্দন; কিন্তু "নন্দন-নন্দ" অর্থ "নন্দের নন্দন" নয়। "গৃহপতি" একটী তৎপুরুষ-সমাসবদ্ধ পদ; অর্থ—গৃহের পতি; কিন্তু "পতিগৃহ" অর্থ "গৃহের পতি" নয়। "পুরুষোত্তম" একটী তৎপুরুষ সমাসবদ্ধ পদ; অর্থ—পুরুষগণের মধ্যে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ; উত্তম পুরুষগণের মধ্যেও যিনি শ্রেষ্ঠ বা উত্তম, তিনিই পুরুষোত্তম; কিন্তু "উত্তম পুরুষ" অর্থ তাহা নহে। এই রূপে, তৎপুরুষ-সমাসে আবদ্ধ "উত্তরায়ণ-সংক্রমণ" শব্দকে ভাঙ্গিয়া "সংক্রমণ-উত্তরায়ণ" করিলেও অর্থের বিপর্য্যয় ঘটিবে, অর্থ অক্ষুণ্ণ থাকিবেনা। সুতরাং "এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে" ইত্যাদি পয়ারে "উত্তরায়ণ সংক্রান্তি" বা পৌষমাসের শেষ তারিখকে বুঝাইতে পারেনা।

তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, ঐ পয়ারে পৌষমাসের শেষ তারিখকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা হইলে কবিরাজ গোস্বামীর উক্তির সহিতই বিরোধ ঘটে। তাহার হেতু এই।

পয়ারটীতে উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি বুঝাইতেছে মনে করিলে মনে করিতে হয়—হয়তো ঐ দিনে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন; আর না হয়, ঐ দিনে প্রভু গৃহত্যাগ করিয়াছেন। পৌষ মাসের শেষ তারিখে সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা কবিরাজগোস্বমামী বলেন নাই; তিনি বলিয়াছেন—"মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।" সুতরাং উত্তরায়ণ-সংক্রান্তিতে সন্ন্যাস-গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় নয়। আর যদি সেই দিন প্রভু গৃহত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সন্ন্যাস-গ্রহণ হইবে তাহার পরবর্ত্তী তৃতীয় দিবসে—অর্থাৎ দোসরা মাঘ; কিন্তু ১৪৩১ শকের দোসরা মাঘ ছিল কৃষ্ণপক্ষ।

এইরূপে দেখা গেল, "এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে" বাক্যে কোনও রকমেই "উত্তরায়ণ সংক্রান্তি বা পৌষ-মাসের শেষ তারিখ" বুঝাইতে পারে না।

যাহা হউক, এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা কেবল শ্রীল করিবাজগোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তিরই আলোচনা করিয়াছি এবং এই আলোচনার ফলেই জানা গিয়াছে যে, ১৪৩১ শকের মাঘ ও ফাল্গুনের মধ্যবর্ত্তী সংক্রমণ-দিনেই প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। এসম্বন্ধে শ্রীল মুরারিগুপ্ত এবং শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর কি বলেন, তাহাও এক্ষণে দেখান হইতেছে।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যাশ্রমের নিত্যসঙ্গী, প্রভুর আদি চরিতকার শ্রীল মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন—

ততঃ শুভে সংক্রমণে রবেঃ ক্ষণে কুম্ভং প্রয়াতে মকরাৎ মনীষী।
সন্ন্যাসমন্ত্রং প্রদদৌ মহাত্মা শ্রীকেশবাখ্যো হরয়ে বিধানবিৎ॥৩।২।১০॥

—সূর্য্যদেব যখন মকর-রাশি হইতে কুম্ভ-রাশিতে গমন করিতেছিলেন, তখন সেই সংক্রমণ-ক্ষণেই মহাত্মা কেশব-ভারতী শ্রীহরিকে (শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে) সন্ন্যাস-মন্ত্র দিয়াছিলেন। (সূর্য্যদেব মাঘমাসে থাকেন মকরে এবং ফাল্গুনমাসে থাকেন কুম্ভে)।

আর শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর তাঁহার রচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন—

মুণ্ডন করিয়া প্রভু বসে শুভক্ষণে। সন্ন্যাস করয়ে শুভদিন সংক্রমণে॥
মকর নেউটে কুম্ভ আইসে যেই বেলে। সন্ন্যাসের মন্ত্র গুরু কহে হেন কালে॥—মধ্যখণ্ড।

("নেউটে" স্থলে "লেউটে" এবং "নিয়ড়ে" পাঠান্তর এবং "যেই বেলে" স্থলে "হেন বেলে" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়)

শ্রীল লোচনদাসের উক্তি শ্রীল মুরারিগুপ্তের উক্তিরই প্রতিধ্বনি। উভয়েই বলিয়াছেন—মাঘ ও ফাল্গুনের মধ্যবর্ত্তী সংক্রান্তি-দিনে সংক্রমণের সময়েই প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের উক্তি শ্রীল বৃন্দাবনদাসের এবং শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তিরই অনুরূপ। ইঁহারা লিখিয়াছেন, সংক্রমণ-সময়েই প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস তাহা পরিষ্কারভাবে না লিখিলেও তিনি লিখিয়াছেন, সন্ধ্যার অল্প পরেই সন্ন্যাস গ্রহণ করা

হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—সেদিন সংক্রমণও হইয়াছিল সন্ধ্যার অল্প পরে। সুতরাং বৃন্দাবনদাসের সঙ্গে মুরারিগুপ্তের বা লোচনদাসের কোনও বিরোধ নাই।

অতি আধুনিক বিরুদ্ধবাদ

সম্প্রতি একটী অতি আধুনিক বিরুদ্ধবাদ আত্মপ্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক আনন্দ-বাজার পত্রিকার ইংরেজী ৭।৮।১৯৪৯ তারিখের পত্রিকায় একজন বিরুদ্ধবাদী এবং ইংরেজী ৬।১১।১৯৪৯ তারিখের পত্রিকায় আর একজন বিরুদ্ধবাদী এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। এস্থলে তাঁহাদের উক্তি এবং যুক্তির কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

(১) বিরুদ্ধবাদীরা বলেন—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের "এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে"-বাক্যে উত্তরায়ণ-সংক্রান্তির কথাই বলা হইয়াছে; "সংক্রমণ উত্তরায়ণ" অর্থ যাহা, "উত্তরায়ণ সংক্রমণ" অর্থও তাহাই।

মন্তব্য। এই উক্তি যে বিচারসহ নহে, পূর্ব্বেই আমরা তাহা দেখাইয়াছি।

(২) বিরুদ্ধবাদীরা বলেন—উত্তরায়ণ-সংক্রান্তিতেই প্রভু গৃহত্যাগ করিয়াছেন এবং পহিলা মাঘ তারিখে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন।

মন্তব্য। শ্রীল বৃন্দাবনদাসের উক্তি হইতে জানা যায়—প্রভুর গৃহত্যাগ এবং সন্ন্যাস-গ্রহণের মধ্যে একটী রাত্রি ছিল; প্রভু কাটোয়াতে ভক্তবৃন্দের সঙ্গে কৃষ্ণকথা-রসে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছেন। উত্তরায়ণ-সংক্রান্তিতে (পৌষমাসের শেষ তারিখে) রাত্রিশেষ চারিদণ্ড থাকিতে গৃহত্যাগ করিয়া পহিলা মাঘ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকিলে গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাসের মধ্যে কোনও রাত্রি থাকে না। তাহাতে ভক্তবৃন্দের সঙ্গে কৃষ্ণকথা-রসে সন্ন্যাসের পূর্ব্ববর্ত্তী রাত্রি অতিবাহিত করার কথাও মিথ্যা হইয়া পড়ে।

এই প্রসঙ্গে বিরুদ্ধবাদীরা বলেন—"রাত্রির শেষ চারি দণ্ডকে আগামী দিনের অরুণোদয়-কাল বা ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত বলে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু উত্তরায়ণ-সংক্রমণ দিবসারম্ভে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সন্ন্যাস করিতে যাত্রা করিলেন।"—অর্থাৎ সংক্রান্তি-দিনের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে চারিদণ্ড থাকিতে প্রভু গৃহত্যাগ করেন; সংক্রান্তি-দিনের সূর্য্যাস্তের পরবর্ত্তী রাত্রিটী প্রভু কাটোয়াতে কৃষ্ণকথা-রসে অতিবাহিত করেন; তাহার পরের দিন পহিলা মাঘ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

মন্তব্য। বিরুদ্ধবাদীদের উক্তি অনুসারে কোনও এক সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী চারিদণ্ড হইতে পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্বপর্য্যন্ত সময়কেই এক দিন বা এক দিবস বলিয়া গণ্য করিতে হয়; কিন্তু ইহা যে ঠিক নয়, এক সূর্য্যোদয় হইতে আর এক সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময়কেই যে এক দিন বা এক দিবস বলিয়া গণ্য করা হয়, যে কোনও পঞ্জিকার পাতা উল্টাইলেই যে কোনও ব্যক্তি তাহা দেখিতে পাইবেন। এক সূর্য্যোদয় হইতে পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময়কে দিন ধরিয়াই যে ত্র্যহস্পর্শাদির বিচার করা হয়, পঞ্জিকায় তাহাই দেখা যায়। একটীমাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা অনুসারে বাঙ্গালা ১৩৫৯ সনের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ রবিবারে ত্র্যহস্পর্শ। সেই দিন সূর্য্যোদয়ের পরে নবমী আছে দং ১।১২, তারপর দশমী দং ৫৭।২৫ (শেষরাত্রি ঘ ৩।১৮মিঃ) পর্য্যন্ত; তার পর একাদশী। পরের দিন ৫ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার সূর্য্যোদয় হইয়াছে ঘ ৫।১৯।৩৯ সে, সময়ে; তাহাতে দেখা গেল, সোমবারের সূর্য্যোদয়ের মাত্র ঘ ১।১।৩৯ (অর্থাৎ দং ২।৩৪।১০—চারিদণ্ড অপেক্ষা দং ১।২৫।৫০ কম সময়) পূর্ব্বে একাদশীর আরম্ভ। সোমবারে সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্বে একাদশী ছিলনা, ছিল দশমী। আর ৩রা জ্যৈষ্ঠ শনিবারে প্রাতঃকাল ঘ ৭।৩৪ এর পরেই নবমী আরম্ভ হয়; এই নবমী রবিবারের সূর্য্যোদয়ের পরেও দং ১।১২ পর্য্যন্ত ছিল। ইহাতে দেখা যায়, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ রবিবারের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী চারিদণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া সোমবারের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী চারিদণ্ডের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীদের দিনের মধ্যে) তিথি থাকে মাত্র দুইটী—নবমী ও দশমী; তিনটী তিথি থাকেনা। তাঁহাদের মত মানিয়া চলিলে ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ত্র্যহস্পর্শ হয় না। কিন্তু সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময়কে দিন ধরিলেই তিনটী তিথি থাকে, ত্র্যহস্পর্শও হয়।

পূর্ব্ববিদ্ধা তিথির ব্রতাদি-বিচারেও সূর্য্যোদয় হইতে পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময়কেই এক দিন ধরা হয়, বিরুদ্ধবাদীদের কল্পিত সময়কে দিন ধরা হয় না। সুতরাং বিরুদ্ধবাদীরা যে বলেন—সংক্রান্তি-দিনে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী রাত্রির (অর্থাৎ প্রচলিত রীতি অনুসারে সংক্রান্তির পূর্ব্বদিনের রাত্রির) শেষ চারিদণ্ড থাকিতেই প্রভু গৃহত্যাগ করিয়াছেন—একথা বিচারসহ নহে এবং তাহাতে পহিলা মাঘ সন্ন্যাস-গ্রহণের উক্তিও বিচারসহ হইতে পারে না।

(৩) শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি-সমূহের আলোচনা করিয়া ইংরেজী ৭।৮।১৯৪৯ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় বিরুদ্ধবাদীরা লিখিয়াছিলেন—"শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর যখন চব্বিশ বৎসর বয়স প্রায় অতিক্রম হয়, অর্থাৎ ২৩ বৎসর ১১ মাস পূর্ণ হইবার পর এবং ২৫ বৎসর বয়সের অব্যবহিত পূর্ব্ব সময়েই শ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।"

এই উক্তিদ্বারা তাঁহারা ১৪৩১ শকে সন্ন্যাস-গ্রহণই স্বীকার করিয়া লইলেন। অবশ্য এস্থলেও তাঁহারা পহিলা মাঘই সন্ন্যাসের তারিখ বলিয়াছেন।

কিন্তু যখন পুনরায় বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদের মতে ১৪৩১ শকের পহিলা মাঘ কৃষ্ণপক্ষ, তখন তাঁহারা আবার মত পরিবর্ত্তন করিয়া ইংরেজী ৬।১১।১৯৪৯ তারিখের আনন্দবাজারে লিখিলেন—১৪৩১ শকের পহিলা মাঘ প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করেন নাই; যেহেতু, ১৪৩১ শকের পহিলা মাঘ শুক্লপক্ষ ছিলনা। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন—১৪৩২ শকের পহিলা মাঘ শেষরাত্রি ৫৫ দণ্ডের পরে। তাঁহারা বলিয়াছেন—সেই দিন শেষরাত্রি ৫৫ দণ্ড পর্য্যন্ত অমাবস্যা ছিল; ৫৫ দণ্ডের পরে শুক্লা প্রতিপদ আরম্ভ হইয়াছে; সুতরাং ৫৫ দণ্ড বাদ দিয়া শুক্লপক্ষের আরম্ভে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন।

মন্তব্য। প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পরের এবং অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বের রথযাত্রার সংখ্যা সম্বন্ধীয় অকাট্য প্রমাণের উল্লেখ করিয়া আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি—১৪৩১ শক ব্যতীত অন্য কোনও শকে সন্ন্যাসগ্রহণ স্বীকার করিতে গেলে কবিরাজগোস্বামীর উক্তির সঙ্গে সঙ্গতি থাকেনা; সুতরাং ১৪৩২ শকে প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ বিচারসহ নহে।

শেষরাত্রি ৫৫ দণ্ডের পরে সন্ন্যাস-গ্রহণও বিচারসহ নহে; যেহেতু, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—সন্ধ্যার অল্প পরেই প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। এবিষয়ে বিরুদ্ধবাদীদের মত গ্রহণ করিলে বৃন্দাবনদাসঠাকুরের উক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে হয়।

(৪) তাঁহাদের উক্তির সমর্থনে বিরুদ্ধবাদীরা বলিয়াছেন:—১৪৩২ শকের পহিলা মাঘ সন্ধ্যাসময়ে প্রভু সন্ন্যাসের স্থানে আসিয়া বসেন এবং কেশবভারতীর কর্ণে স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্র প্রকাশ করেন। শুনিয়া কেশবভারতী বলিলেন—ইহাইতো মহামন্ত্রবর, কৃষ্ণের প্রসাদে তোমার কিছুই অগোচর নহে। তুমিই সেই কৃষ্ণ (এপর্য্যন্ত বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের উক্তির সঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদের উক্তির ঐক্য আছে। বিরুদ্ধবাদীরা ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সন্ন্যাসের পূর্ব্বের ঘটনা নহে, পরের ঘটনা। যাহা হউক, তাঁহারা বলিতেছেন)। প্রভুর কৃপা লাভ করিয়া কেশবভারতী প্রেমে মত্ত হইলেন। প্রভুও পরম সন্তোষে গুরুর সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। (এই উক্তির সমর্থনে তাঁহারা নিম্নলিখিত পয়ারগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন)।

> সন্তোষে গুরুর সঙ্গে প্রভু করে নৃত্য। দেখিয়া পরম সুখে গায় সব ভৃত্য॥—চৈ, ভা, ৩।১।১০
> চারিবেদধ্যানে যারে দেখিতে দুষ্কর। তার সঙ্গে সাক্ষাতে নাচয়ে ন্যাসিবর॥—চৈ, ভা, ৩।১।১০
> এই মত সর্ব্বরাত্রি গুরুর সংহতি। নৃত্য করিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি॥

তার পরে বিরুদ্ধবাদীরা লিখিয়াছেন:—ইহাতে "অনুমান" হয়, প্রভু সন্ধ্যাকালে সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে বসিয়াছিলেন; কিন্তু প্রেমরসে মত্ত হইয়া ক্ষৌরকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে যেমন সর্ব্বদিন অবশেষ হইয়াছিল, প্রেমোন্মাদে নর্ত্তন-কীর্ত্তনে সন্ন্যাস-গ্রহণ-কার্য্য সম্পন্ন করিতেও তেমনি "বোধহয়" সর্ব্বরাত্রি অবশেষ হইয়াছিল। রাত্রিশেষে ৫৫

দণ্ডের পরে প্রভু শ্রীকেশবভারতীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া "অনুমান" হয়। (অনুমান এবং বোধহয়-শব্দদুইটীকে আমরাই কোটেশন-চিহ্নে চিহ্নিত করিয়াছি)।

মন্তব্য। সন্ন্যাসের স্থানে প্রভুর উপবেশনের পরে এবং সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বে কোনও নৃত্যকীর্ত্তনের কথা বৃন্দাবনদাস লিখেন নাই।

সন্ন্যাসের রাত্রিতে সন্ন্যাস-গ্রহণের পরবর্ত্তী ঘটনা সম্বন্ধে শ্রীল বৃন্দবনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে :—

করিয়া সন্ন্যাস বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর। সে রাত্রি আছিলা প্রভু কণ্টকনগর॥
করিলেন মাত্র প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ। মুকুন্দেরে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্ত্তন॥
"বোল বোল" বলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য। চতুর্দ্দিকে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য॥"

* * *

কোন্ দিকে দণ্ডকমণ্ডলু বা পড়িলা। নিজপ্রেমে বৈকুণ্ঠের পতি মত্ত হৈলা॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু গুরুরে ধরিয়া। আলিঙ্গন করিলেন বড় তুষ্ট হৈয়া॥
পাইয়া প্রভুর অনুগ্রহ আলিঙ্গন। ভারতীর প্রেমভক্তি হইল তখন॥
পাক দিয়া দণ্ডকমণ্ডলু দূরে ফেলি। সুকৃতী ভারতী নাচে হরি হরি বলি॥
বাহ্য দূরে গেল ভারতীর প্রেম-রসে। গড়াগড়ি যায় বস্ত্র না সম্বরে শেষে॥
ভারতীরে কৃপা হৈল প্রভুর দেখিয়া। সর্ব্বগণ হরি বলে ডাকিয়া ডাকিয়া॥
সন্তোষে গুরুর সঙ্গে প্রভু করে নৃত্য। দেখিয়া পরম সুখে গায় সব ভৃত্য॥
চারিবেদে ধ্যানে যাঁরে দেখিতে দুষ্কর। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে নাচয়ে ন্যাসিবর॥

* * *

এই মত সর্ব্বরাত্রি গুরুর সংহতি। নৃত্য করিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি॥
প্রভাত হইলে প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া। চলিলেন গুরুস্থানে বিদায় মাগিয়া॥—চৈ, ভা, অন্ত্য ১ম অধ্যায়

উদ্ধৃত বিবরণের শেষের দিকে মোটা অক্ষরে যে তিনটী পয়ার দৃষ্ট হইতেছে, বিরুদ্ধবাদীরা এই তিনটী পয়ার উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, এই তিনটী পয়ারে প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্ববর্ত্তী নৃত্যকীর্ত্তনই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত পয়ারগুলি যে সন্ন্যাসের পরবর্ত্তী ঘটনার বিবরণ এবং বিরুদ্ধবাদীদের উদ্ধৃত পয়ার তিনটীও যে সন্ন্যাসের পরবর্ত্তী নৃত্য-কীর্ত্তনের কথাই প্রকাশ করিতেছে, উপরে উদ্ধৃত পয়ারগুলি যিনি দেখিবেন, তিনি সহজেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

রাত্রি ৫৫ দণ্ডের পরেই প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন—ইহা বিরুদ্ধবাদীদের, "অনুমান-মাত্র", তাঁহাদের "বোধ হওয়া" মাত্র, একথা তাঁহারাই স্পষ্টকথায় বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই অনুমানের কোনও নির্ভরযোগ্য হেতু তাঁহারা দেখান নাই। ইহা বরং শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উক্তির বিরোধীই।

(৫) বিরুদ্ধবাদীরা শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী হইতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বারমাসিয়ার অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত পদটী উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চাহেন যে, মহাপ্রভু পহিলা মাঘ তারিখেই যে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা এই পদটী হইতে জানা যায় :—

"ইহ পহিল মাঘ কি মাহ, সব ছোড়ি চলু মঝু নাহ।"

মন্তব্য। এই পদের প্রথমার্দ্ধের অর্থ যদি পহিলা মাঘ ধরিয়াও লওয়া হয়, তাহা হইলেও সেই তারিখে প্রভুর গৃহত্যাগের কথাই পদটী হইতে জানা যায়, পহিলা মাঘে সন্ন্যাসের কথা জানা যায় না। পহিলা মাঘে—সব

ছাড়িয়া আমার (বিষ্ণুপ্রিয়ার) নাথ (মহাপ্রভু) চলিয়া গেলেন—একথাই পদটী বলিতেছে। সুতরাং এই পদটী কল্পিত পহিলা মাঘে সন্ন্যাস-গ্রহণের সমর্থক নহে।

বাস্তবিক, উল্লিখিত পদের প্রথমার্দ্ধের অর্থ মাঘ মাসের প্রথম তারিখ নহে। পদকর্ত্তা শচীনন্দন দাস তাঁহার বারমাসিয়া-বর্ণন মাঘ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া পৌষ মাসে শেষ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় মাঘমাসই প্রথম (পহিল) মাস; তাহাই উক্ত পয়ারার্দ্ধে বলা হইয়াছে। "ইহ (ইহাতে এই বারমাসিয়া বর্ণনায়) পহিল (প্রথম হইল) মাঘ কি মাহ (মাঘ মাস)"—ইহাই অর্থ। শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণীতে শ্রীশচীনন্দন দাসের পরেই শ্রীভুবনদাস-বর্ণিত বার-মাসিয়ার পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনিও মাঘ মাস হইতে বর্ণনা আরম্ভ করিয়া পৌষ মাসে শেষ করিয়াছেন। তিনিও লিখিয়াছেন,—

"পহিলহি মাঘ, গৌরবর নাগর, দুঃখ সাগরে মুঝে ডালি।
রজনীক শেষ, সেজ সঞে ধায়ল, নদীয়া করি আঁধিয়ারি॥"

আবার, তিনি ফাল্গুনের বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন এই ভাবে :—

দোসর ফাল্গুন, গুণ সঞে নিমগন, ফাগুমণ্ডিত অঙ্গ।
রঙ্গে সঙ্গিয়া, মৃদঙ্গ বাজাও ত, গাওত কতহু তরঙ্গ॥

ফাল্গুনের বর্ণনায় পদকর্ত্তা শ্রীভুবনদাস দোলযাত্রায় ফাগু-খেলার এবং মৃদঙ্গ-সহকারে কীর্ত্তনের কথা বর্ণন করিয়াছেন। দোলযাত্রা হয় ফাল্গুনী পূর্ণিমায়। ফাল্গুন মাসের দোসরা তারিখে কখনও ফাল্গুনী পূর্ণিমা হইতে পারে না। যে নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রের স্থিতি হয়, সেই নক্ষত্রের নাম অনুসারেই পূর্ণিমার নাম হয়, এবং তাহা যেই মাসের পূর্ণিমা, সেই মাসের নামও সেই নক্ষত্রের নাম অনুসারেই হইয়া থাকে। এই পূর্ণিমা কখনও মাসের দোসরা তারিখে হইতে পারে না। পঞ্জিকা দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারেন—কোনও মাসের পূর্ণিমা সেই মাসের প্রথমাংশের পরেই হয়; কখনও কখনও বা পরবর্ত্তী মাসেও হইয়া থাকে; তাই কোনও বৎসরে চৈত্রমাসেও দোলযাত্রা হইয়া থাকে; সুতরাং দোলযাত্রা-বর্ণনাত্মক উল্লিখিত পদে পদকর্ত্তা যে "দোসর ফাল্গুন" বলিয়াছেন, তাহার অর্থ দোসরা ফাল্গুন হইতে পারে না। "দোসর ফাল্গুন—দ্বিতীয় ফাল্গুন"—বাক্যে তিনি বলিয়াছেন—তাঁহার বর্ণনায় ফাল্গুন মাসই দ্বিতীয়—দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। মাঘ মাসের বর্ণনার প্রারম্ভে তিনি যে বলিয়াছেন,— "পহিলহি মাঘ", তাহাদ্বারাও পদকর্ত্তা জানাইয়াছেন যে,—তাঁহার বর্ণনায় মাঘমাসই প্রথম স্থানে। মাঘের বর্ণনায় শ্রীভুবনদাস ইহাও বলিয়াছেন যে—নদীয়া আঁধার করিয়া প্রভু রজনীর শেষ ভাগে চলিয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারাও বুঝা যায়,—"পহিলহি মাঘ" অর্থ মাঘমাসের প্রথম তারিখ নহে; যেহেতু, মাঘ মাসের প্রথম তারিখে শেষ রাত্রিতে প্রভুর গৃহত্যাগের কথা অপর কেহ বলেন নাই, বিরুদ্ধবাদীরাও বলেন না। বারমাসিয়ার মাঘমাসের বর্ণনায় শ্রীশচীনন্দন দাস ও শ্রীভুবনদাস এই উভয় পদকর্ত্তাই প্রভুর গৃহত্যাগের কথাই বলিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা উভয়েই বলিতেছেন—মাঘ মাসেই প্রভু গৃহত্যাগ করিয়াছেন, পৌষমাসে (উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে) নহে।

যাহা হউক, উল্লিখিত আলোচনা হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যাইতেছে—শ্রীশচীনন্দন দাসের "পহিল মাঘ কি মাহ" এবং শ্রীভুবনদাসের "পহিলহি মাঘ" পদাংশে মাঘ মাসের প্রথম তারিখ বুঝাইতেছেনা, বুঝাইতেছে—তাঁহাদের বর্ণনায় প্রথম মাস হইল মাঘ মাস এবং শ্রীভুবনদাসের "দোসর ফাল্গুন"-বাক্যেও দোসরা ফাল্গুন বুঝাইতেছেনা, বুঝাইতেছে—বারমাসিয়া বর্ণনায় ফাল্গুন হইতেছে দ্বিতীয় মাস।

এইরূপে দেখা গেল—বারমাসিয়ার পদ প্রাচীন গ্রন্থকারদের উক্তিরই সমর্থন করিতেছে, বিরুদ্ধবাদীদের উক্তির সমর্থন তো করিতেছেই না, বরং ইহা তাঁহাদের উক্তির প্রতিকূল।

(৬) বিরুদ্ধবাদীরা আরও বলেন—"শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রেমছলে ভুলাইয়া ৫ই মাঘ তারিখে

শ্রীধাম শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে আনয়ন করেন।” সম্ভবতঃ ঐতিহ্যিক প্রমাণ দেখাইবার জন্য তাঁহারা আরও লিখিয়াছেন—“শ্রীধাম শান্তিপুরে সন্ন্যাসান্তে ভক্ত-সম্মিলন উৎসব প্রতিবর্ষে ৫ই মাঘ তারিখে অনুষ্ঠিত হইতেছে।”

মন্তব্য। বিরুদ্ধবাদীদের এই উক্তি একেবারেই ভিত্তিহীন। শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষ্যেই প্রতিবর্ষে উৎসব হয়। মাঘী শুক্লা সপ্তমীতে তাঁহার আবির্ভাব। শান্তিপুরের গোস্বামিপাদগণ মাঘী শুক্লা প্রতিপদে উৎসবের অধিবাস করিয়া সপ্তমীতে উদ্‌যাপন করেন। এই উৎসবের তারিখ পঞ্জিকাতেও প্রতি বর্ষে উল্লিখিত হয়। এই উৎসবের অধিবাস যে প্রতি বর্ষে ৫ই মাঘই হয়, তাহাও নহে। ১৩৫৪ সনের পঞ্জিকায় দেখা যায়—মাঘী শুক্লা প্রতিপদ পড়িয়াছিল ২৮শে মাঘ বুধবারে এবং সেই দিনই শান্তিপুরে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসবের মঙ্গলাধিবাস। সেই বৎসরের ৫ই মাঘ শান্তিপুরে কোনও উৎসবের কথা কোনও পঞ্জিকাতেই দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বিরুদ্ধবাদীরা যে বলেন—শান্তিপুরে প্রতিবর্ষে ৫ই মাঘ তারিখে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসান্তে ভক্তসম্মিলন উৎসব উদ্‌যাপিত হয়, তাহার কোনও ভিত্তিই নাই।

তাঁহাদের উক্তির সমর্থক কোনও ঐতিহ্যিক প্রমাণ বর্ত্তমানে না থাকিলেও বিরুদ্ধবাদীরা যে ঐতিহ্যিক প্রমাণ সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছেন, তাহাই মনে হইতেছে। একথা বলার হেতু এই। তাঁহাদেরই কর্ত্তৃত্বাধীনে সম্প্রতি একটি পঞ্জিকা প্রকাশিত হইতেছে; এই পঞ্জিকাতে পহিলা মাঘ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের তারিখ বলিয়া তাঁহারা উল্লেখ করিতেছেন এবং তাঁহাদেরই নিয়ন্ত্রণাধীনে কয়েকটী স্থানে প্রভুর সন্ন্যাসের স্মরণে অনুষ্ঠানাদির কথাও উল্লেখ করিতেছেন। কোনও কৌশলে অন্য কোনও পঞ্জিকার উপরে যদি তাঁহারা প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন, তাহা হইলে অন্য পত্রিকাতেও ভবিষ্যতে ঐরূপ কথা প্রচারিত হইতে পারে। তাঁহারা বোধ হয় মনে করিতেছেন, এই উপায়েই তাঁহাদের সমর্থক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বহু বৎসর যাবৎ নিজেদের পঞ্জিকায় বা অন্য পঞ্জিকাতেও এইরূপ প্রচার-কার্য্য চলিতে থাকিলেও এবং কোনও স্থানে তদনুকূল অনুষ্ঠানাদি চলিতে থাকিলেও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহাকে ঐতিহ্য বলিয়া কখনও গ্রহণ করিবেন না, ঐতিহ্য-সৃষ্টির আধুনিক কৃত্রিম প্রয়াস বলিয়াই মনে করিবেন; যেহেতু, তাঁহাদের এইরূপ প্রচার-কার্য্যের মধ্যেই আধুনিকতা এবং কৃত্রিমতার চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। একথা কেন বলা হইল, তাহাই পরিষ্কার করিয়া বলা হইতেছে।

আমাদের দেশে ধর্ম্মকর্ম্মাদি কখনও সৌর মাসের তারিখ অনুসারে অনুষ্ঠিত হয় নাই, এখনও হইতেছে না; সমস্তই অনুষ্ঠিত হয় চান্দ্রমাস অনুসারে; তিথিকে চান্দ্রমাসের তারিখ মনে করা যায়; তিথি অনুসারেই সমস্ত ব্রতাদি উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবও বিশেষ তিথিতেই (জন্মাষ্টমী বা রামনবমী তিথিতেই) উদ্‌যাপিত হয়; কোনও সৌর মাসের কোনও নির্দ্দিষ্ট তারিখে উদ্‌যাপিত হয় না। এমন কি, পরলোকগত পিতৃপুরুষাদির শ্রাদ্ধও প্রতি বৎসরে তাঁহাদের মৃত্যু-তিথিতেই অনুষ্ঠিত হয়, কখনও সৌরমাসানুসারে মৃত্যু-তারিখে অনুষ্ঠিত হয় না। মুসলমানেরাও চান্দ্রমাস অনুসারেই তাঁহাদের ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; তাই রমজান ব্রতের বা ইদজ্জোহা-ব্রতের প্রাক্‌কালে তাঁহাদিগকে চন্দ্রের সন্ধানে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখা যায়। গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব-তিথির উদ্‌যাপনও বৈশাখী পূর্ণিমাতেই হইয়া থাকে, কোনও সময়েই বৈশাখমাসের কোনও নির্দ্দিষ্ট তারিখে ইহার উদ্‌যাপন হয় না (১৩৬০ বঙ্গাব্দে এই তিথি পড়িয়াছে জ্যৈষ্ঠ মাসে)। প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যদের তিরোভাবাদিও তাঁহাদের তিরোভাবের তিথিতেই উদ্‌যাপিত হয়। একমাত্র খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরাই যীশুখৃষ্টের আবির্ভাব-দিনের উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন, সৌর মাসের নির্দ্দিষ্ট তারিখে—২৫শে ডিসেম্বরে। ইহারই অনুকরণে এক্ষণে আমাদের দেশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, ঠাকুর হরনাথ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, প্রভৃতি মহাপুরুষ-দিগের আবির্ভাবাদিও সৌর মাসের নির্দ্দিষ্ট তারিখে উদ্‌যাপিত হইতেছে। মনে হয় ইহা ইংরেজশাসনেরই ফল, ইংরেজ-সংস্কৃতিদ্বারা ভারতীয়দের পরাজয়ের চিহ্ন। আবার কেহ কেহ ইংরেজ-সংস্কৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত যে না

আছেন, তাহাও নহে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ-আদি মহাপুরুষের আবির্ভাবাদি চান্দ্র মাসের তিথি অনুসারেই উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে।

যাহা হউক, সৌরমাস অনুসারে মহাত্মা গান্ধী বা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আদির আবির্ভাবাদির উদ্যাপন-রীতি প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের অনুকূল নহে; ইহা আধুনিক এবং ইংরেজ-শাসনের শেষভাগে বা ইংরেজ-শাসনের অবসানের পরে ইংরেজ-সংস্কৃতির অনুকরণেই অবলম্বিত হইয়াছে। বিরুদ্ধবাদীরাও প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ বা বৈষ্ণব-আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজ-সংস্কৃতির অনুকরণেই পহিলা মাঘে প্রভুর সন্ন্যাসের কথা প্রচার করিতেছেন। বহুকাল এইরূপ প্রচার-কার্য্য চলিতে থাকিলেও বিচারজ্ঞ ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিবেন—ইংরেজ-শাসনের শেষভাগে বা অবসানের পরেই ইহার আরম্ভ হইয়াছে; ইহা প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুকুল নহে, ঐতিহ্য-সৃষ্টির প্রয়াস মাত্র। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিপাদগণের অনুগত বৈষ্ণব-সমাজে প্রভুর সন্ন্যাস-তিথির উদ্‌যাপন কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইহার হেতু এই যে,—শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব বা মথুরাগমন, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বা শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু-আদির তিরোভাব বৈষ্ণবদের পক্ষে যে রূপ হৃদয়-বিদারক, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সন্ন্যাসও তাঁহাদের পক্ষে তদ্রূপ হৃদয়-বিদারক। তাই শ্রীকৃষ্ণাদির তিরোভাব-তিথি আদির উদ্‌যাপন যেমন তাঁহারা করেন না, মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-তিথির উদ্‌যাপনও তেমনি তাঁহারা করেন না; যদি করিতেন, চান্দ্রমাস অনুসারে সন্ন্যাসের তিথিতেই করিতেন, সৌরমাস অনুসারে সন্ন্যাসের তারিখে করিতেন না। তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

(৭) বিরুদ্ধবাদীরা বলেন—কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন, "মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস। ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস। ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা যে দেখিল। প্রেমাবেশে তাহাঁ বহু নৃত্য গীত কৈল॥ চৈ, চ॥" ইহার পরে তাঁহারা বলেন—"১লা মাঘ প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ২রা, ৩রা, ৪ঠা মাঘ এই তিন দিন প্রেমে বিহ্বল হইয়া রাঢ়দেশে ভ্রমণ করেন। * * শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে প্রেমছলে ভুলাইয়া ৫ই মাঘ তারিখে শ্রীধাম শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে আনয়ন করেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু নিজগৃহে প্রভুর দশ দিন সেবা করেন। * * ৫ই মাঘ হইতে ১৪ই মাঘ এই দশদিন শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীধাম শান্তিপুরে অবস্থান করেন। ১৫ই মাঘ তারিখে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীনীলাচলের পথে যাত্রা আরম্ভ করেন এবং আটিসারা, ছত্রভোগ, প্রয়াগঘাট, গঙ্গাঘাট, শ্রীগ্রাম, দানিঘাটি, সুবর্ণরেখা, জলেশ্বর, বাঁশদা, রেমুণা, যাজপুর, বৈতরণী, নাভিগয়া, দশাশ্বমেধ, আদিবরাহ, কটক, সাক্ষিগোপাল, ভুবনেশ্বর, ভার্গীতীর, কপোতেশ্বর, কমলপুর, আঠার নালা প্রভৃতি স্থানে কীর্ত্তন, নর্ত্তন, দেবদর্শন, ভোজন, বিশ্রাম করিতে করিতে নীলাচলে আগমন করেন। ঐ সকল স্থানে এক এক দিনে গমন ও এক এক দিন মাত্র বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এই হিসাবে ধরিলেও শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বর্ণিত উক্ত স্থানসমূহে গমন, কীর্ত্তন, নর্ত্তন, দেবদর্শন ও ভোজন-বিশ্রামে প্রভুর অন্ততঃ ২২ দিন অতীত হয়। অতএব প্রভু ৭ই ফাল্গুন নীলাচলে আগমন করেন। * *। যদি ২৯শে মাঘ সংক্রান্তির দিনে প্রভুর সন্ন্যাস ধরা হয়, তাহা হইলে ১লা, ২রা, ৩রা ফাল্গুন রাঢ়দেশে ভ্রমণ, ৪ঠা ফাল্গুন হইতে ১৪ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত শ্রীধাম শান্তিপুরে অবস্থিতি, ১৫ই ফাল্গুন হইতে ২২ দিন শ্রীনীলাচলের পথে গমন, সুতরাং ৭ই চৈত্রের পূর্ব্বে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর নীলাচলে আগমন সম্ভব হয় না। ইহাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পূর্ব্বোক্ত 'ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস', 'ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা যে দেখিলা' ইত্যাদি প্রমাণ-বচনের অন্যথা হইতেছে।"

মন্তব্য। বিরুদ্ধবাদিগণ মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের পথে বাইশটী স্থানের উল্লেখ করিয়া তাহাদের প্রত্যেক স্থানেই এক দিন করিয়া প্রভুর বিশ্রাম ধরিয়া শান্তিপুর হইতে নীলাচল যাইতে প্রভুর বাইশ দিন সময় লাগিয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের এই হিসাবে যে ত্রুটী আছে, তাহা দেখান হইতেছে।

প্রথমে বিরুদ্ধবাদীদের উল্লিখিত স্থানগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

প্রয়াগ-ঘাট ও গঙ্গাঘাট। ছত্রভোগ হইতে নৌকাযোগে যাত্রা করিয়া প্রভু "প্রবেশ হইলা আসি শ্রীউৎকল-

দেশে॥ উত্তরিলা গিয়া নৌকা শ্রীপ্রয়াগঘাটে। নৌকা হৈতে মহাপ্রভু উঠিলেন তটে॥ * * ॥ সেই স্থানে আছে—তার 'গঙ্গাঘাট' নাম। তঁহি গৌরচন্দ্র প্রভু করিলেন স্নান॥ যুধিষ্ঠির স্থাপিত মহেশ তথি আছে। স্নান করি তাঁরে নমস্করিলেন পাছে॥ চৈ, ভা, অন্ত্য ২য় অধ্যায়।" সুতরাং প্রয়াগ-ঘাট পৃথক্ একটী স্থান নহে; যে নদী দিয়া প্রভুর নৌকা গিয়াছিল, সেই নদীরই একটী ঘাট এবং তাহার নিকটে গঙ্গাঘাটও আর একটী ঘাট

শ্রীগ্রাম। এই গ্রামের উল্লেখ শ্রীচৈতন্যভাগবতে বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। গঙ্গাঘাটে স্নানান্তে মহেশ দর্শন করিয়া "এক দেবস্থানেতে থুইয়া সবাকারে। আপনে চলিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে॥" —এইরূপ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে দৃষ্ট হয়। প্রভু যে গ্রামে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, সেই গ্রামকেই বিরুদ্ধবাদীরা শ্রীগ্রাম বলিতেছেন কি না জানিনা। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলেও প্রয়াগ-ঘাট, গঙ্গাঘাট ও শ্রীগ্রাম এই তিন স্থানেই প্রভু যে তিন দিন গিয়া তিন দিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তাহা নহে। শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তি হইতে জানা যায়—প্রয়াগ-ঘাটে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া গঙ্গাঘাটে স্নান করিয়া প্রভু মহেশ দর্শন করেন, তার পরে ভিক্ষায় যায়েন। একটী দিনেরই ঘটনা।

দানী ঘাটী। ইহা একটী পথকর আদায়ের স্থান; দেবদর্শন, নৃত্যগীতাদির স্থান নহে। এস্থানে প্রভু একদিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন বা ভিক্ষা করিয়াছিলেন—একথা শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন নাই।

সুবর্ণরেখা। সুবর্ণরেখাতে স্নান করিয়াই প্রভু চলিয়া যায়েন; কতদূর যাইয়া শ্রীনিত্যানন্দের অপেক্ষায় বসিয়া থাকেন। "সুবর্ণরেখার জল পরম নির্ম্মল। স্নান করিলেন প্রভু বৈষ্ণব সকল॥ স্নান করি স্বর্ণরেখা নদী ধন্য করি। চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি॥ রহিলা অনেক পাছে নিত্যানন্দচন্দ্র। সংহতি তাঁহার সবে শ্রীজগদানন্দ॥ কতদূরে গৌর-চন্দ্র বসিলেন গিয়া। নিত্যানন্দস্বরূপের অপেক্ষা লাগিয়া॥ চৈ, ভা, অন্ত্য ২য় অধ্যায়।" শ্রীপাদ নিত্যানন্দের নিকটে প্রভুর দণ্ড রাখিয়া জগদানন্দ ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে যায়েন; এদিকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলেন। দণ্ডভঙ্গ-ব্যাপার লইয়া কথাবার্ত্তা হওয়ার পরে প্রভু একাকীই চলিয়া গেলেন, সেই স্থানে বিশ্রাম বা ভোজনের কথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবত বলেন না।

বাঁশদা। এস্থানে এক শাক্ত-সন্ন্যাসী তাঁহার মঠে "আনন্দ—মদ" সহযোগে ভিক্ষার নিমিত্ত প্রভুকে আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু সে স্থানে ভিক্ষা বা বিশ্রাম করিয়াছেন বলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায় না।

যাজপুর, বৈতরণী, নাভিগয়া, দশাশ্বমেধ, আদিবরাহ—এই পাঁচটী স্থানে প্রভু পাঁচটী পৃথক্ দিনে গিয়াছেন এবং পাঁচদিন বিশ্রাম করিয়াছেন বলিয়া বিরুদ্ধবাদীরা উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহারা পাঁচটী পৃথক্ স্থান নহে; এক যাজপুরেই অন্য চারিটী স্থান এবং প্রভু এক দিনেই এই কয়টী স্থান দর্শন করিয়াছেন। "কত দিনে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর। আইলেন যাজপুর ব্রাহ্মণ-নগর॥ যঁহি আদিবরাহের অদ্ভুত প্রকাশ। যাঁর দরশনে হয় সর্ব্ববন্ধ নাশ॥ মহাতীর্থ বহে যথা নদী বৈতরণী। * * *। নাভিগয়া—বিরজাদেবীর যথা স্থান। যথা হৈতে ক্ষেত্র দশ যোজন প্রমাণ॥ যাজপুরে আছয়ে যতেক দেবস্থান। লক্ষ বৎসরেও লৈতে নারি সব নাম॥ দেবালয় নাহি হেন নাহি তথা স্থান। কেবল দেবের বাস যাজপুর গ্রাম॥ প্রথমে দশাশ্বমেধ ঘাটে ন্যাসিমণি। স্নান করিলেন ভক্তসংহতি আপনি॥ তবে প্রভু গেলা আদি বরাহ-সম্ভাবে। বিস্তর করিলা নৃত্যগীত প্রেমরসে॥ চৈ, ভা, অন্ত্য ২য় অধ্যায়।" পরে প্রভু সকল সঙ্গীকে ত্যাগ করিয়া একাকী পলাইয়া গেলেন। সঙ্গিগণ নানা দেবালয়ে প্রভুকে অন্বেষণ করিয়াও পাইলেন না। প্রভুর অপেক্ষায় সকলে সেই রাত্রি যাজপুরে রহিয়া গেলেন এবং "ভিক্ষা করি আনি সবে করিলা ভোজনে।" পরে "প্রভুও বুলিয়া সব যাজপুর গ্রাম। দেখিয়া যতেক যাজপুর পুণ্যস্থান॥ সর্ব্ব ভক্তগণ যথা আছেন বসিয়া। আর দিনে সেই স্থানে মিলিলা আসিয়া॥ আথে ব্যথে ভক্তগণ হরি হরি বলি। উঠিলেন সবেই হইয়া কুতুহলী। সবা সহ প্রভু যাজপুর ধন্য করি। চলিলেন হরি বলি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ চৈ, ভা, অন্ত্য ২য় অধ্যায়।"

কটক ও সাক্ষিগোপাল। কটকেই তখন সাক্ষিগোপাল ছিলেন; কটক ও সাক্ষিগোপাল দুইটী পৃথক্ স্থান নহে; সাক্ষিগোপাল-দর্শনের জন্যই প্রভুর কটকে আসা। এই দুই স্থানে প্রভু এক দিনই ছিলেন, দুই দিন নয়।

ভার্গীতীর, কপোতেশ্বর ও কমলপুর। কমল-পুরেই ভার্গীনদী এবং কপোতেশ্বর। "উত্তরিলা আসি প্রভু কমলপুরেতে॥ দেউলের ধ্বজ মাত্র দেখিলেন দূরে॥ চৈ, ভা, অন্ত্য ২য় অধ্যায়।" "কমলপুরে আসি ভার্গীনদী স্নান কৈল। নিত্যানন্দ হাতে প্রভু দণ্ড ধরিল॥ কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ সঙ্গে॥ চৈ, চ, ২।৫।১৪০-৪১॥" এস্থানে প্রভু বিশ্রাম করেন নাই; কপোতেশ্বর মহাদেব দর্শন করিয়াই প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে নীলাচলের দিকে চলিলেন; এস্থান হইতে নীলাচল মাত্র "তিন ক্রোশ পথ (২।৫।১৪৫)॥" যাহা হউক ভার্গীতীর, কপোতেশ্বর ও কমলপুরকে তিনটী দূরবর্ত্তী পৃথক্ স্থান দেখাইয়া বিরুদ্ধবাদীরা এসকল স্থানে প্রভুর তিন দিন বিশ্রামের কথা বলিয়াছেন, বস্তুতঃ প্রভু এক দিনও বিশ্রাম করেন নাই।

আঠার নালা। পুরীর সংলগ্ন স্থান। কমলপুর হইতেই প্রভু এস্থানে আসেন এবং বিশ্রাম না করিয়াই জগন্নাথ-মন্দিরে যায়েন; সেদিন প্রভু ও তাঁহার সঙ্গীগণ ভিক্ষা করিয়াছিলেন সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের গৃহে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা যায়, বিরুদ্ধবাদীরা প্রয়াগ-ঘাট ও গঙ্গাঘাটে এক দিনের স্থলে দুই দিন, যাজপুর, আদিবরাহ, বৈতরণী, নাভিগয়া, দশাশ্বমেধে এক দিনের স্থলে পাঁচ দিন, কটক ও সাক্ষিগোপালে এক দিনের স্থলে দুই দিন প্রভুর বিশ্রাম দেখাইতে চেষ্টা করিয়া প্রভুর নীলাচল-গমনের সময় মোট ছয় দিন বাড়াইয়াছেন; আবার দানীঘাটী, শ্রীগ্রাম, সুবর্ণরেখা, বাঁশদা, কমলপুর, ভার্গীনদী, কপোতেশ্বর এবং আঠার নালায় এক এক দিন বিশ্রাম দেখাইয়াও প্রভুর নীলাচল গমনের সময় মোট আট দিন বাড়াইয়াছেন; এইরূপে মোট চৌদ্দ দিন সময় বাড়াইয়া তাঁহারা নীলাচল-গমনের সময় নির্ণয় করিয়াছেন "অন্ততঃ বাইশ দিন"। এই বাইশ দিন হইতে অতিরিক্ত চৌদ্দ দিন বাদ দিলে বিরুদ্ধবাদীদের মতেই প্রভুর নীলাচল-গমনের সময় দাঁড়ায় অন্ততঃ আট দিন। কিন্তু প্রভু যে কেবল আট দিনেই শান্তিপুর হইতে নীলাচলে গিয়াছিলেন, তাহা নহে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মাত্র এই আটটী স্থানে প্রভুর রাত্রিতে বিশ্রামের কথা বলিয়াছেন :—আটিসারা, ছত্রভোগ, গঙ্গাঘাট, জলেশ্বর, রেমুণা, যাজপুর, কটক এবং ভুবনেশ্বর। আবার সুবর্ণরেখা এবং যাজপুরে প্রভুর উপস্থিতির পূর্ব্বে "কত দিনে উত্তরিলা" বলিয়াও শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিয়াছেন। "কত দিনে উত্তরিলা সুবর্ণরেখাতে।" "কত দিনে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। আইলেন যাজপুর ব্রাহ্মণনগর॥" সুতরাং প্রভু উল্লিখিত আটটী স্থানেই মাত্র আটদিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তাহা মনে করা সঙ্গত হইবে না। আট দিনের বেশীই বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

শান্তিপুর হইতে নীলাচলে যাইতে প্রভুর বাস্তবিক কতদিন লাগিয়াছিল, তাহা আলোচনা দ্বারা স্থির করিতে হইবে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়—সপ্তগ্রাম হইতে নীলাচলে যাইতে শ্রীমদ্দাসগোস্বামীর বার দিন সময় লাগিয়াছিল। তার মধ্যে প্রথম দিন তিনি ধরা পড়িবার ভয়ে কেবল পূর্ব্ব দিকেই গিয়াছিলেন। সেই দিনের গমন তাঁহার নিষ্ফল হইয়াছিল। সপ্তগ্রাম হইতে সোজা দক্ষিণ দিকে গেলে হয়তো তাঁহার এগার দিনই লাগিত। ধরা পড়ার ভয়ে তিনি আবার প্রসিদ্ধ পথেও যান নাই, ঘুরিয়া ফিরিয়া উপ-পথে গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ পথে গেলে হয়তো আরও কম সময় লাগিত। তথাপি এগার দিনই ধরা গেল। প্রভু গিয়াছেন শান্তিপুর হইতে। শান্তিপুর ও সপ্তগ্রাম হইতে দক্ষিণ দিকে নীলাচলের দূরত্ব প্রায় সমানই। মহাপ্রভুর পক্ষে আরও দুই একদিন বেশী লাগিয়াছিল মনে করিলেও ১২।১৩ দিন লাগিবার সম্ভাবনা।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, কোন্ তারিখে প্রভু কাটোয়া হইতে শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন এবং কোন্ তারিখে শান্তিপুর হইতে নীলাচল যাত্রা করিয়াছিলেন। এস্থলে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, প্রাচীন চরিতকারদের উক্তি

অনুসারে মাঘ মাসের শেষ তারিখেই প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ এবং পহিলা ফাল্গুন প্রভাতে কাটোয়াত্যাগ স্বীকার করিয়াই আমরা আলোচনা করিব।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর এবং শ্রীল বৃন্দাবন দাসের উক্তি পৃথক্ ভাবেই আলোচিত হইবে।

কবিরাজের উক্তি। ১লা ফাল্গুন প্রাতঃকালে কাটোয়া ত্যাগ করিয়া প্রেমাবেশে রাঢ়দেশে তিন দিন ভ্রমণ করিয়া তিন দিনের উপবাসের পরে প্রভু শান্তিপুরে আসিয়া আহার করেন—৪ঠা ফাল্গুনে। এই ৪ঠা ফাল্গুন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রভু দশ দিন শান্তিপুরে থাকেন—১৩ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত। ১৪ই ফাল্গুন প্রাতঃকালে নীলাচলের দিকে রওনা হয়েন।

বৃন্দাবনদাসের উক্তি। তাঁহার উক্তি তিন রকম; পৃথক্ ভাবে আলোচিত হইতেছে।

(ক) কাটোয়া ত্যাগ করিয়া প্রভু বক্রেশ্বর শিবের অভিমুখে চলিলেন। "দিন অবশেষে প্রভু ধন্য এক গ্রামে। রহিলেন পুণ্যবন্ত ব্রাহ্মণ আশ্রমে॥" পরের দিন বক্রেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিয়া কিছুদূর যাইয়া গঙ্গার দিকে ফিরিয়া যাত্রা করিয়া—"সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে আইলেন রঙ্গে।" এবং "নিত্যানন্দ-সংহতি সে নিশা সেই গ্রামে" বাস করিয়া পরের দিন শ্রীমন্নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া নিজে কুলিয়ায় গেলেন। কুলিয়া হইতে পরের দিন প্রভু শান্তিপুরে যায়েন। তাঁহার উপস্থিতির পরে সেই দিনই নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দও শান্তিপুরে আসিয়া উপনীত হয়েন। প্রভু "সুখে গোঙাইল রাত্রি ভক্তগণ সঙ্গে॥ পোহাইল নিশা প্রভু করি নিজ কৃত্য। বসিলেন চতুর্দ্দিকে বেড়ি সব ভৃত্য॥ প্রভু বলে—আমি চলিলাম নীলাচলে।" সেই দিনই প্রভু নীলাচল যাত্রা করেন। বৃন্দাবনদাসের মতে প্রভু একদিন মাত্র শান্তিপুরে ছিলেন। শচীমাতার শান্তিপুরে গমনের কথা বৃন্দাবনদাস বলেন নাই।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়—কাটোয়া-ত্যাগের দ্বিতীয় দিনে গঙ্গাতীরে, তৃতীয় দিনে কুলিয়ায় এবং চতুর্থ দিনে (অর্থাৎ ৪ঠা ফাল্গুনে) প্রভু শান্তিপুরে আসেন এবং ৫ই ফাল্গুন প্রাতঃকালে নীলাচল যাত্রা করেন।

(খ) উল্লিখিত বিবরণ দেওয়ার আনুষঙ্গিকভাবে বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন—গঙ্গাতীরাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইতে প্রভু যখন শিশুদের মুখে হরিধ্বনি শুনিলেন, তখন বলিলেন—"দিন দুই চারি যত দেখিলাম গ্রাম। কাহারো মুখেতে না শুনিলাম হরিনাম॥" ইহাতে বুঝা যায়, গঙ্গাতীরে উপনীত হইতেই প্রভুর প্রায় চারিদিন লাগিয়াছিল। যেই দিন শিশুদের মুখে হরিনাম শুনিয়া উল্লিখিতরূপ কথা বলিয়াছিলেন, সেই দিন সন্ধ্যাকালেই প্রভু গঙ্গাতীরে পৌছেন; ইহা হইবে সম্ভবতঃ ৪ঠা ফাল্গুন। তাহা হইলে শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন—৬ই ফাল্গুন এবং নীলাচলে যাত্রা করিয়াছিলেন—৭ই ফাল্গুন।

(গ) বৃন্দাবনদাস আরও লিখিয়াছেন, গঙ্গাতীর হইতে প্রেরিত শ্রীমন্নিত্যানন্দ নবদ্বীপে "আসিয়া দেখয়ে আই দ্বাদশ উপবাস॥" এবং "যে দিবসে গেলা প্রভু করিতে সন্ন্যাস। সেই দিবস হইতে আইর উপবাস॥" রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতে প্রভু গৃহত্যাগ করিয়াছেন; সুতরাং গৃহত্যাগের দিবসে শচীমাতার উপবাসের হেতু নাই। পরের দিন হইতেই যদি উপবাস আরম্ভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, শ্রীপাদ নিত্যানন্দের নবদ্বীপে আগমনের পূর্ব্বের দিনই তাঁহার দ্বাদশ উপবাস পূর্ণ হইয়াছে। যদিও এই উক্তির সহিত অন্য কোনও চরিতকারের, এমন কি স্বয়ং বৃন্দাবনদাসের পূর্ব্বোল্লিখিত উক্তিরও সঙ্গতি নাই, তথাপি তর্কের অনুরোধে ইহাও স্বীকৃত হইতেছে। গৃহত্যাগের তৃতীয় দিনে মাঘ-মাসের শেষ তারিখে সন্ন্যাস; সুতরাং উপবাসের দ্বাদশ-দিবসের মধ্যে দুই দিবস পড়িয়াছে মাঘ মাসে, আর দশ দিন ফাল্গুনে। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন ১১ই ফাল্গুন, ভক্তবৃন্দকে লইয়া শান্তিপুরে গিয়াছিলেন ১২ই ফাল্গুন এবং প্রভু শান্তিপুর ত্যাগ করেন ১৩ই ফাল্গুন।

বস্তুতঃ, গৃহত্যাগের পরে মাঘমাসে দুইদিন এবং ফাল্গুনে গঙ্গাতীর-পর্য্যন্ত আগমনে চারিদিন—মোট এই ছয় দিবসই বৃন্দাবনদাসের (খ) উক্তি অনুসারে শচীমাতার অনাহার হওয়ার কথা। প্রতিদিবসে মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে

এই দুই বেলায় দুই উপবাস ধরিয়াই ছয় দিনে দ্বাদশ উপবাসের কথা তিনি লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয়; এইরূপ অর্থ করিলে তাঁহার সমস্ত উক্তির সঙ্গতি থাকে; সুতরাং ইহাই সমীচীন অর্থ বলিয়া মনে হয়। এইরূপ অর্থ অনুসারে ৭ই ফাল্গুনেই প্রভুর নীলাচল-যাত্রা হয়।

উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—বৃন্দাবনদাসের মতে (ক)-আলোচনা অনুসারে ৫ই ফাল্গুনে, (খ) ও (গ) আলোচনা অনুসারে ৭ই ফাল্গুনে এবং (গ) আলোচনার যথাশ্রুত অর্থ অনুসারে ১৩ই ফাল্গুনে এবং কবিরাজের মতে ১৪ই ফাল্গুনে প্রভু শান্তিপুর হইতে নীলাচলে যাত্রা করেন। সর্ব্বপরবর্ত্তী ১৪ই ফাল্গুন ধরিয়াই বিচার করা যাউক।

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শান্তিপুর হইতে নীলচলে আসিয়া "ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা যে দেখিল।" দোলযাত্রা হয় ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের বৎসরে, অর্থাৎ ১৪৩১ শকে, মাঘী পূর্ণিমা হইয়াছিল, মাঘমাসের শেষ তারিখে সংক্রান্তিতে; সুতরাং ফাল্গুন মাসের ২৯শে তারিখের পূর্ব্বে ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা দোলযাত্রা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং শ্রীমন্ মহাপ্রভু ২৭শে কি ২৮শে ফাল্গুন, নীলাচলে পৌঁছিয়া থাকিলেও অবাধে দোলযাত্রা দেখিতে পারিয়াছেন। শান্তিপুর হইতে ১৪ই ফাল্গুন প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া তের চৌদ্দ দিন পরে নীলাচলে উপনীত হইলে দোলযাত্রা দেখা অসম্ভব হয় না। পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় আমরা দেখাইয়াছি—শান্তিপুর হইতে নীলাচলে আসিতে প্রভুর অনুমান ১২।১৩ দিন লাগিয়াছিল। আর শ্রীল বৃন্দাবনদাসের উক্তি অনুসারে দেখা গিয়াছে—প্রভু ৫ই, কি ৭ই ফাল্গুনে শান্তিপুর হইতে যাত্রা করেন; তাহার ২২।২৪ দিন পরেই দোলযাত্রা; সুতরাং দোলযাত্রার পূর্ব্বে নীলাচলে প্রভুর উপস্থিতি কিছুতেই অসম্ভব হয় না।

(৮) অমৃতবাজার-পত্রিকা-কার্য্যালয় হইতে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত"-নামে শ্রীল মুরারিগুপ্তের কড়চার কয়েকটী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের অপর কোনও মুদ্রিত সংস্করণ দৃষ্ট হয় না। এই "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃত"-গ্রন্থে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোদ্ধৃত "ততঃ শুভে সংক্রমণে"-ইত্যাদি শ্লোকটী আছে। বিরুদ্ধবাদীরা বলেন—এই গ্রন্থখানি প্রামাণিক নহে; সুতরাং "ততঃ শুভে সংক্রমণে"-ইতাদি শ্লোকটিও প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

মন্তব্য। এই গ্রন্থখানি প্রামাণিক কিনা, তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ-কলেবর বর্দ্ধিত করার ইচ্ছা আমাদের নাই। লব্ধপ্রতিষ্ঠ-সাহিত্যিকগণের কেহই এপর্য্যন্ত এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, "ততঃ শুভে সংক্রমণে"-ইত্যাদি শ্লোকটী প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না, তাহা হইলেও ক্ষতি কিছু নাই। যেহেতু, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তি হইতেই ইতঃপূর্ব্বে প্রভুর সন্ন্যাসের তারিখ নির্ণয় করা হইয়াছে; তাহাতে "ততঃ শুভে সংক্রমণে"-ইত্যাদি শ্লোকটীর কোনও সাহায্যই গ্রহণ করা হয় নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবতের এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তির সঙ্গে যে "ততঃ শুভে সংক্রমণে"-ইত্যাদি শ্লোকোক্তির সঙ্গতি আছে, তাহা জানাইবার জন্যই এই শ্লোকটী, তারিখ-নির্দ্ধারণের পরে, উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৯) শ্রীল লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলকে বিরুদ্ধবাদীরা কৃত্রিম বলেন নাই বটে; তবে, এই গ্রন্থ হইতে "মকর নেউটে কুম্ভ আইসে হেনকালে"-ইত্যাদি যে বাক্যটী পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, বিরুদ্ধবাদীরা বলেন—এই বাক্যটী শ্রীল লোচনদাসের লিখিত নহে। সুতরাং এই বাক্যটীও প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

মন্তব্য। পূর্ব্ববর্ত্তী (৮)-অনুচ্ছেদে "ততঃ শুভে সংক্রমণে"-ইত্যাদি শ্লোক-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, বিরুদ্ধ-বাদীদের এই আপত্তি সম্বন্ধেও আমাদের তাহাই বক্তব্য।

(১০) বিরুদ্ধবাদীরা বলেন—১৪৩১ শকের মাঘমাসের শেষ তারিখে পূর্ণিমা ছিলনা; দৃগ্‌গণিতানুযায়ী গণনায় সে দিন ছিল কৃষ্ণাপ্রতিপদ।

মন্তব্য। আমাদের দেশে বহু শতাব্দী যাবৎ দৃগ্‌গণিতানুযায়ী গণনার রীতি অপ্রচলিত। কিঞ্চিদধিক ষাইট বৎসর পূর্ব্ব হইতে বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা প্রকাশিত হইতেছে এবং তাহাতে দৃগ্‌গণিতানুযায়ী সূক্ষ্ম গণনা সন্নিবেশিত হইতেছে। সম্প্রতি ঐরূপ সূক্ষ্ম গণনা সম্বলিত আরও দু'একখানা পঞ্জিকা প্রকাশিত হইতেছে। "অন্যান্য"-শব্দটী থাকিবে স্থূল-গণনার পঞ্জিকার সঙ্গে বিশুদ্ধসিদ্ধান্তাদি পঞ্জিকার তিথি আদির স্থিতিকালের পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে। ১৪৩১ শকে সূক্ষ্মগণনার রীতিপ্রচলিত ছিলনা। সুতরাং বিশুদ্ধসিদ্ধান্তাদি পঞ্জিকার সূক্ষ্ম গণনায় এবং অন্যান্য পঞ্জিকার স্থূল গণনায় ১৪৩১ শকেও তিথ্যাদির স্থিতিকালের কিছু পার্থক্য থাকা অসম্ভব নয়।

আমাদের গণনাতেও দেখা যায় ১৪৩১ শকের মাঘমাসের শেষ তারিখে কৃষ্ণাপ্রতিপদও ছিল এবং পূর্ণিমাও ছিল। পূর্ণিমার পরে কৃষ্ণাপ্রতিপদ।

বৈষ্ণব-পরম্পরাগত ঐতিহ্যও যে আমাদের সিদ্ধান্তেরই অনুকূল, তাহাও দেখান হইতেছে।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের বর্ত্তমান মোহান্ত মহারাজ (পূর্ব্বাশ্রমে এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল) হইতেছেন গোবর্দ্ধন গোবিন্দকুণ্ডের সিদ্ধমহাত্মা পণ্ডিত-বাবাজী বলিয়া খ্যাত শ্রীল মনোহর দাস বাবাজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য এবং ভেকের শিষ্য। ২১।৮।১৯৪৯ ইং তারিখের একপত্রে মোহান্ত-মহারাজ আমাদিগকে জানাইয়াছেন :—

"ব্রজমণ্ডলে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের তিথির আরাধনা প্রচলন নাই। আমার মত অযোগ্যকে শ্রীগুরুমহারাজ মাঘী পূর্ণিমার দিনে বেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার শ্রীমুখে ঐ তিথিতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সন্ন্যাস হইয়াছে—এইরূপই শুনিয়াছিলাম। ১লা মাঘ বলিয়া কোনও মতান্তর ব্রজে নাই।"

গোবর্দ্ধন হইতে জনৈক নিষ্কিঞ্চন পণ্ডিত-বাবাজী মহারাজ ১২।৮।১৯৪৯ ইং তারিখের পত্রে জানাইয়াছেন :—

"শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণকাল প্রামাণিক গ্রন্থানুযায়ী আপনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই ধ্রুব সত্য। * *। এই সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থ ছাড়া আর কোনও জাজ্জ্বল্য প্রমাণ নাই। ১লা মাঘ যাঁহারা বলেন, তাঁহারা মনমুখী। তারপর সন্ন্যাসোৎসব উদ্‌যাপন ব্রজমণ্ডলে কোন কালে বা কোথাও হয় না, হয় নাই, হইতেও কেহ শুনে নাই। সন্ন্যাস-মূর্ত্তি ব্রজমণ্ডলে কাহারও আরাধ্য নয়; তাঁর ব্রতও উদ্‌যাপিত হয় না। এখানকার বনবাসী বৈষ্ণব-পণ্ডিতেরা আপনার প্রমাণই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।"

লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ বৈষ্ণব-সাহিত্যাচার্য্য পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় ৪।১২।৪৯ ইং তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা বিরুদ্ধবাদীদের উক্তির ও যুক্তির অসারতা দেখাইয়া আমাদের সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন—"১৪৩১ শকের ২৯শে মাঘ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও ফাল্গুনের শেষে পুরীধামে গিয়া দোলযাত্রা দেখিতে কোনও বাধা নাই। তিন দিন রাঢ়দেশে এবং দশ দিন শান্তিপুরে—এই তের দিন বাদ দিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বাকী ১০।১২ দিনেও পুরীধামে পৌঁছিতে পারেন। ইহাতে কোনও অসঙ্গতি পাওয়া যাইতেছে না।" আরও লিখিয়াছেন—"১লা মাঘ সন্ন্যাস-গ্রহণের দিন ১৪৩১ ও ১৪৩২ কোন শকাব্দাতেই যে হইতে পারে না, ইহা একেবারে স্থির নিশ্চয়। যাঁহারা ঐ দিন উৎসব করেন, তাঁহারা যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের বশে শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিরুদ্ধাচরণ করেন, একথা বলিলে কাহারও ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়।"

উপসংহারে আমাদের নিবেদন এই—বিরুদ্ধবাদীদের উক্তি ও যুক্তির আলোচনায় দেখা গেল, (১) পহিলা মাঘেই যে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের এই উক্তির সমর্থনে তাঁহারা একটী শাস্ত্রীয় প্রমাণও দেখাইতে পারেন নাই; (২) বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের উক্তি অনুসারে সন্ধ্যার অল্পপরেই প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন; বিরুদ্ধ-বাদীরা এই উক্তির প্রতিবাদ করেন নাই; কিন্তু তাঁহাদেরই মতে ১৪৩১ এবং ১৪৩২ শকেরও পহিলা মাঘে সন্ধ্যার

পরেও ছিল কৃষ্ণপক্ষ, শুক্ল পক্ষ ছিলনা; এই দুই শকের কোনও শকেই পহিলা মাঘ সন্ধ্যার অল্প পরে প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ তাঁহাদের মতেই অসিদ্ধ। ইহাতে পরিষ্কারভাবেই প্রমাণিত হইল যে, বিরুদ্ধবাদীদের উক্তি এবং যুক্তি তাঁহাদের মতের সমর্থন করিতেছে না। বৈষ্ণব-পরম্পরাগত ঐতিহ্যও তাঁহাদের মতের অনুকূল নয়। শান্তিপুরের উৎসব সম্বন্ধে তাঁহারা যে ঐতিহ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও ভিত্তিহীন। আমরা যাহা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা বৈষ্ণব-শাস্ত্রেরই উক্তি এবং তাহা বৈষ্ণব-পরম্পরাগত ঐতিহ্যদ্বারাও সমর্থিত।*

সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ।

---

* কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্তের আগ্রহাতিশয্যে প্রসঙ্গটী বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইল এবং বিরুদ্ধবাদীদের উক্তির এবং যুক্তির সমালোচনা করা হইল। বিরুদ্ধবাদীদের চরণে দণ্ডবৎ-প্রণিপাত জানাইয়া আমাদের ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। শাস্ত্রসম্মত আলোচনা অবাঞ্ছনীয় নয়; শাস্ত্রের মর্য্যাদা সকলের উপরে।

টীকা-পরিশিষ্ট

(কোনও কোনও পয়ার বা শ্লোকের টীকার সংশ্রবে কিছু অতিরিক্ত বিষয় সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় এই টীকা-পরিশিষ্ট দেওয়া হইল)

১।১।২২ শ্লো। ॥ টীকার সর্ব্বশেষ অনুচ্ছেদ (৪৬ পৃঃ)। সাধন-ভক্তি ও প্রেমভক্তি বস্তুতঃ স্বরূপশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ; ভগবানের কৃপাশক্তিও স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ। ভক্তির সঙ্গে তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হইয়া তাহা সাধককে কৃতার্থ করেন; এই কৃপাশক্তি-বিকাশের তারতম্যানুসারেই ভক্তিবিকাশেরও তারতম্য এবং ভগবৎ-স্বরূপের অনুভবেরও তারতম্য হইয়া থাকে।

১।১।২৬ শ্লো। ॥ ৫৭ পৃষ্ঠা। অন্যনিরপেক্ষতা সম্বন্ধে। "অন্যনিরপেক্ষ"-শব্দটী মূলশ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নাই; কিন্তু ইহা "সর্ব্বত্র"-শব্দের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করা যায়; তাহার কারণ এই। সার্ব্বত্রিকতা-শব্দের বিবৃতিতে "সকল অবস্থাকে" সার্ব্বত্রিকতার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। যাহা অন্যনিরপেক্ষ, তাহাই সকল অবস্থায় গৃহীত হইতে পারে; যাহা অন্যনিরপেক্ষ নহে,—তাহা যাহার অপেক্ষা রাখে, তাহার অনুপস্থিতিতে যে অবস্থার উদ্ভব হয়, সেই অবস্থায় তাহা গ্রহণীয় বা অনুসরণীয় হইতে পারে না। অন্যনিরপেক্ষতা একটী অত্যাবশ্যক বস্তু বলিয়া টীকাতে পৃথক্ ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

১।১।৫১ ॥ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সাধন করিলে সেই সাধনের সিদ্ধিতে যে ফল পাওয়া যাইবে, তাহার ভোগের স্থানও প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডই—এই মর্ত্ত্যলোক বা স্বর্গাদি লোক। ধর্ম্মার্থকামের ফল হইল—ইহ (মর্ত্ত্য) লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বা পরলোকের (স্বর্গাদি-লোকের) সুখভোগ। মর্ত্ত্যলোকও প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে, স্বর্গাদিলোকও—এমন কি ব্রহ্মলোকও (বা সত্যলোকও) প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে। পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগের পরে স্বর্গাদিলোক হইতেও জীবকে আবার মর্ত্ত্যে আসিতে হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাহা বলিয়া গিয়াছেন—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" এমন কি ব্রহ্মলোক হইতেও ফিরিয়া আসিতে হয়। "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। গীতা ৮।১৬॥" সুতরাং ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-কামীদের পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হয়; মর্ত্ত্যলোকে আসিলে কোনও জন্মে ভজনের উপযোগী মনুষ্যদেহ-লাভের সম্ভাবনাও তাঁহাদের আছে। মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া কোনও ভাগ্যে যদি শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের প্রবৃত্তি জাগে এবং ভজন করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণচরণসেবা লাভের সৌভাগ্যও তাঁহাদের হইতে পারে; সুতরাং ধর্ম্ম-অর্থ-কামের বাসনা কৈতব হইলেও এই কৈতবের অবসানের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু মোক্ষকামী মোক্ষপ্রাপক সাধনে সিদ্ধ হইয়া সাযুজ্য মুক্তিলাভ করিলে তাঁহার আর মর্ত্ত্যে প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনা থাকে না; যেহেতু, মায়াতীত সিদ্ধলোকেই তাঁহাকে যাইতে হয়। মোক্ষপ্রাপক সাধনের সময়ে তাঁহার যে সেব্য-সেবক-ভাবশূন্যতা থাকে, মোক্ষাবস্থাতেও তাঁহার তাহা থাকিয়া যায়। পূর্ব্ব-ভক্তিবাসনা না থাকিলে তাঁহার এই ভাব তিরোহিত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না। সুতরাং সেব্যসেবক-ভাবহীনতারূপ যে কৈতব, সেই কৈতবের অবসানের সম্ভাবনা তাঁহার নাই বলিয়াই মোক্ষবাঞ্ছাকে কৈতব-প্রধান বলা হইয়াছে।

১।১।৫৭ ॥ "সমকালে দোঁহার প্রকাশ"-বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ এক সময়েই তাঁহাদের মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা একই সময়ে তাঁহাদের জন্মলীলা প্রকটিত করিয়াছেন—ইহা এই বাক্যের তাৎপর্য্য নহে; যেহেতু, গৌরের জন্মলীলা প্রকটনের কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই শ্রীনিতাই স্বীয় জন্মলীলা প্রকটিত করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ যখন নবদ্বীপে আগমন করেন, তখন হইতেই তাঁহাদের স্বরূপগত মহিমাদি বিশেষরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে।

১।২।৫ শ্লো। ॥ শ্রুতিবাক্যানুসারে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শক্তি যখন স্বাভাবিকী, তখন তাঁহার প্রত্যেক প্রকাশেই

তাঁহার স্বাভাবিকী (অবিচ্ছেদ্যা) চিচ্ছক্তি থাকিবে ; সুতরাং এই শ্লোকের আলোচ্য—শ্রীগোবিন্দের অঙ্গকান্তিরূপ ব্রহ্মেও চিচ্ছক্তি আছে, অবশ্য চিচ্ছক্তির "বিলাস" নাই ; অর্থাৎ এই ব্রহ্মের অস্তিত্ব ও ব্রহ্মত্বাদি রক্ষার জন্য যতটুকু শক্তির বিকাশের প্রয়োজন, শক্তির ততটুকুমাত্র বিকাশই আছে, তদতিরিক্ত বিকাশ নাই ; যাহাতে পরিদৃশ্যমান্ বিশেষত্ব প্রকাশ পাইতে পারে, শক্তির তদ্রূপ বিকাশ এই ব্রহ্মে নাই। পরিদৃশ্যমান্ বিশেষত্ব নাই বলিয়াই এই ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ, এই ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্ব্বিশেষ নহেন ; শক্তিই হইতেছে বস্তুর বিশেষত্ব ; এই স্বরূপে শক্তি যখন আছে, তখন তাঁহাকে স্বরূপতঃ নির্ব্বিশেষ বা নিঃশক্তিক বলা যায় না। ব্রহ্ম-শব্দদ্বারাই তাঁহার বিশেষত্ব বা শক্তিত্ব সূচিত হইতেছে। যাহা সর্ব্বতোভাবে নিঃশক্তিক বা নির্ব্বিশেষ, কোনও শব্দদ্বারা তাহা প্রকাশ করা যায় না। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের কথা বলেন, তাঁহা সর্ব্বতোভাবে নিঃশক্তিক বলিয়া শব্দদ্বারা প্রকাশের অযোগ্য ; তাই এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী এতাদৃশ ব্রহ্মকে "শব্দাবাচ্যম্" বলিয়াছেন। শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের কথা আছে, তাঁহা শব্দের বাচ্য—সুতরাং সম্যক্‌রূপে নিঃশক্তিক বা নির্ব্বিশেষ নহেন। শ্রীজীব বলেন—কেবলাদ্বৈতবাদীদের ব্রহ্ম শাস্ত্র-প্রতিষ্ঠিত নহেন ; শাস্ত্রে তাঁহার প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। এই স্বরূপের রূপাদি নাই বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণের অবকাশ নাই। আবার কেবলাদ্বৈতবাদীরা বলেন—রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম ; জগতের বাস্তবিক কোনও অস্তিত্বই নাই ; সুতরাং ব্রহ্মসংস্রবযুক্ত কোনও বস্তুও কোথাও নাই ; এই অবস্থায় অনুমান-প্রমাণেরও অবকাশ নাই ; অগ্নির সহিত সংস্রবযুক্ত ধূম না থাকিলে অগ্নির অনুমান করা যায় না। যাহা সর্ব্বশব্দের অবাচ্য, তাহাতে লক্ষণাপ্রমাণেরও স্থান থাকিতে পারে না। উপদেশরূপ প্রমাণের স্থানও নাই ; কারণ, উপদেষ্টারই অভাব ; সুতরাং উপদেশেরও অভাব। উপদেশ করিবেন কে ? ব্রহ্ম নিঃশক্তিক বলিয়া উপদেশের শক্তি তাঁহার নাই ; এই ব্রহ্মব্যতীত অপর কিছুই কোথাও নাই বলিয়া অন্য উপদেষ্টারও অভাব। এইরূপে দেখা যায়, কেবলাদ্বৈতবাদীদের স্থাপিত ব্রহ্মের কোনও অস্তিত্বের প্রমাণই নাই, থাকিতেও পারে না ; এই শ্লোকে যে ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম কেবলাদ্বৈতবাদীদের ব্রহ্ম নহেন। এই ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা ; কেবলাদ্বৈতবাদীদের ব্রহ্মে সঙ্কল্প-শক্তি নাই বলিয়া তিনি সৃষ্টিকর্ত্তাও হইতে পারেন না। বস্তুতঃ, ব্রহ্ম যে নিঃশক্তিক, নির্ব্বিশেষ—কোনও সূত্রেই বেদান্তও একথা বলেন নাই।

১।২।১৩॥ প্রতিজীবে পরমাত্মারূপে ভগবানের অবস্থিতি তাঁহার পরম করুণত্বেরই, "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাবেরই" পরিচায়ক। বহির্ম্মুখ জীব অনাদি কাল হইতে তাঁহাকে ভুলিয়া আছে ; কিন্তু তিনি জীবকে ভুলেন না, তাঁহার স্বরূপগত স্বভাববশতঃ বোধহয় ভুলিতে পারেনও না ; তাই তিনি জীবের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন—তাহার মঙ্গলের জন্য ; চৈত্ত্যগুরুরূপে তিনি জীবকে শিক্ষা দিতেছেন—জীবের উন্মুখতা-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে। তাঁহার শিক্ষার ইঙ্গিতকে উপেক্ষা করিয়া জীব সুখস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য তাহার চিরন্তনী বাসনাকে বহির্ম্মুখতা-জনিত ভ্রান্তিবশতঃ দেহেন্দ্রিয়ের সুখবাসনা মনে করিয়া ইন্দ্রিয়ের সুখসাধক কর্ম্ম করিতেছে, তাহার ফল ভোগ করিতেছে ; জীবহৃদয়স্থিত পরমাত্মারূপে তিনি কেবল চাহিয়া থাকেন, আর বোধ হয় ভাবেন—"হায়, হতভাগ্য জীব ক্ষীরভ্রমে পূতিগন্ধময় নর্দ্দমার পর্য্যুসিত কর্দ্দম ভক্ষণ করিয়া আত্মবঞ্চনা করিতেছে ; ক্ষীর কি বস্তু, তাহা কোথায় আছে—জানে না ; যদি একবার আমার উপদেশ গ্রহণ করিত, ক্ষীরের অনুসন্ধান করিত, তাহা হইলে কৃতার্থ হইতে পারিত।"

১।২।১৩ শ্লো। ১৩৬ পৃঃ উপর হইতে ১৪শ পংক্তির শেষে সংযোজ্য। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্ত্বাসম্বন্ধে শ্রুতি-প্রমাণ। "ওঁ যোঽসৌ পরংব্রহ্ম গোপলঃ ওঁ॥ গোপালতাপনী-শ্রুতি। উঃ ৩ঃ ২৪॥ গোপালঃ—শ্রীকৃষ্ণঃ॥" প্রণব বা ওঙ্কারই পরব্রহ্ম (প্রশ্নোপনিষৎ ॥৫।২॥ ; মাণ্ডুক্য উপনিষৎ। ১ ॥ তৈত্তিরীয়-উপনিষৎ ॥ ১।৮ ॥)। সর্ব্বোপনিষৎ-সার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণকেই প্রণব বা ওঙ্কার বলা হইয়াছে। "পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সামযজুরেব চ ॥ ৯।১৭ ॥" গীতাতে শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্মও বলা হইয়াছে। "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্। পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥১০।১২॥" পরব্রহ্মই স্বয়ংভগবান্—সকলের আদি, ব্রহ্মেরও মূল। শ্রীকৃষ্ণই যে ব্রহ্মেরও মূল, গীতাও তাহা বলেন-"ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্"-বাক্যে।

১।৩।৬ শ্লো। (১৮৯ পৃঃ ; যথা-তথা-সম্বন্ধে)। তথা-শব্দ যখন আছে, তখন যথা-শব্দও থাকিবে। কিন্তু কোন্ পদের সহিত যথা-শব্দের অন্বয় হইবে ? শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে যথা-শব্দ প্রয়োগের স্থান নাই ; দ্বিতীয়ার্দ্ধেই কোনও স্থলে যথা-শব্দ বসাইতে হইবে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে দুই স্থলে "যথা" বসান যায়—যথা শুক্লোরক্তঃ, তথা পীতঃ। অথবা, যথা ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ, তথা পীতঃ (পীততাং গতঃ)। এক্ষণে দেখিতে হইবে, কোন রকম অন্বয় বিচারসহ। প্রথমে, "যথা শুক্লোরক্তঃ, তথা পীতঃ" এইরূপ অন্বয়েরই বিচার করা যাউক। যথা-তথাদ্বারা অন্বিত শব্দসমূহের সমানধর্ম্মত্ব থাকে। সুতরাং এই অন্বয় গ্রহণ করিতে হইলে শুক্ল এবং রক্তের যেই ধর্ম্ম, পীতেরও সেই ধর্ম্মই স্বীকার করিতে হইবে। শুক্ল এবং রক্ত হইতেছেন সাধারণ-যুগাবতার ; সুতরাং পীতকেও সাধারণ-যুগাবতাররূপেই গ্রহণ করিতে হইবে—অর্থাৎ পীতকে কলির সাধারণ-যুগাবতার বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ; কিন্তু পূর্ব্বেই শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, কলির সাধারণ-যুগাবতার পীতবর্ণ নহেন। এইরূপে, দেখা গেল—যথা "শুক্লোরক্তঃ, তথা পীতঃ"—এই অন্বয় বিচারসহ নহে। এক্ষণে দ্বিতীয়-প্রকারের অন্বয়ের—"যথা কৃষ্ণতাং গতঃ, তথা পীতঃ" এই অন্বয়ের সম্বন্ধে বিচার করা যাউক। "তথা" যখন আছে, তখন "যথা" উহ্য আছে বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। অন্য কোনও স্থলে "যথা"-শব্দের অন্বয়ে বিচারসহ অর্থ যখন পাওয়া যায় না, তখন "যথা কৃষ্ণতাং গতঃ, তথা পীতঃ"-এই অন্বয়ও স্বীকার করিতেই হইবে। এক্ষণে দেখিতে হইবে, এই অন্বয়ের তাৎপর্য্য কি ? যথা-শব্দের সহিত অন্বিত "কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যে যে ধর্ম্ম সূচিত হইতেছে, "তথা পীতঃ"-বাক্যেও সেই ধর্ম্মই সূচিত হইবে ; যেহেতু, যথা-তথার সহিত অন্বিত শব্দে সমান-ধর্ম্ম থাকে। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, "কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যে স্বয়ংভগবত্তা সূচিত হয় ; সুতরাং "পীতঃ"-শব্দেও স্বয়ংভগবত্তাই সূচিত হইবে। পূর্ব্ব কোনও কলিতে স্বয়ংভগবান্‌ই যে স্বয়ংভগবান্‌রূপে পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যথা-তথা-শব্দে তাহাই প্রতিপাদিত হইল।

১।৩।১৮ শ্লো।॥ **তদ্বিপর্য্যয়ঃ আসুরঃ**—ভক্তের বিপরীত যাঁহারা, তাঁহারা আসুর-সৃষ্টি। ভক্তের বিপরীত বলিতে কি বুঝায় ? ভক্ত—ভগবানে ও ভগবদ্‌ভক্তে প্রীতিযুক্ত ; প্রীতির বিপরীত হইল বিদ্বেষ ; সুতরাং ভক্তের বিপরীত হইল—ভগবানে এবং ভগবদ্‌ভক্তে বিদ্বেষযুক্ত। যাঁহারা ভগবদ্দ্বেষী এবং ভক্তদ্বেষী, তাঁহারাই অসুর-স্বভাব।

১।৩।৭৯॥ প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য যুগাবতারের অবতরণ কামনা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের জন্য প্রার্থনা করিলেন কেন ? কলির যুগাবতারও তো কলির যুগধর্ম্ম নামই প্রচার করিতেন এবং নামের আশ্রয়েই তো জীব শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিতেন ? এই প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় এই। কলির যুগাবতারও অবতীর্ণ হইয়া নাম-উপদেশ করিতেন, ইহা সত্য এবং সেই উপদেশের অনুসরণ করিয়া নাম-কীর্ত্তন করিলে জীব প্রেম লাভ করিতে পারিতেন—তাহাও সত্য। কিন্তু কয়জন লোক উপদেশের অনুসরণ করিয়া থাকেন ? গত দ্বাপরে স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণওতো অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া "মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তঃ"-ইত্যাদি এবং "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়ের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু কয়জন এই উপদেশের অনুসরণ করিয়াছেন ? যে কয়জন করিয়াছেন, তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন ; কিন্তু সার্ব্বজনীন ভাবে তো ঐ উপদেশ অনুসৃত হয় নাই। শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের ইচ্ছা—সকলেই যেন কৃষ্ণভজন করিয়া কৃতার্থ হয়েন। গত দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ভজনের উপদেশ দিয়াছেন ; কিন্তু ভজনের কোনওরূপ আদর্শ স্থাপন করেন নাই ; এইবার যদি তিনি নিজে আসিয়া ভজনের আদর্শও স্থাপন করেন, তাহা হইলে অনেকে সেই আদর্শের অনুসরণ করিতে পারেন। এজন্যই শ্রীমদাচার্য্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবতরণই প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাহাতেও প্রশ্ন হইতে পারে—"ভজনাদর্শের অনুসরণই বা কয়জন করিবেন ? মায়ামুগ্ধ জীব মনে করেন—সংসারে দুঃখ আছে বটে ; কিন্তু সুখও তো আছে ; এই সুখ তো আমার নিশ্চিত, প্রত্যক্ষ ; শাস্ত্র বা সাধুমহাত্মারা যাহা বলেন, তাহাতো অনিশ্চিত ; অনিশ্চিতের পশ্চাতে ধাবিত হইতে যাইয়া আমাকে নিশ্চিত বস্তুকে হারাইতে হইবে ; যদি অনিশ্চিত বস্তুটী না পাই, তাহা হইলে আমার দুই দিকই যাইবে। এই অবস্থায়, অনিশ্চিতের সন্ধানে আমার নিশ্চিতকে ত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না।" তাই, ভজনের আদর্শই বা কয়জনে অনুসরণ করিবেন ? ইহার উত্তরে বলা যায়—শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যও এসমস্ত কথা বিবেচনা করিয়াই বোধহয় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের

অবতরণ কামনা করিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া অবতীর্ণ হইলে কেবল ভজনের আদর্শ প্রদর্শন নয়, ভজনের ফলে যে প্রেম পাওয়া যায়, সেই প্রেমও দিতে পারিবেন; যুগাবতার তো তাহা দিতে পারিবেন না। মায়ামুগ্ধ জীব ক্ষীরের লোভে জীর্ণ নর্দ্দমার পূতিগন্ধময় কর্দ্দম ভক্ষণ করিয়াই যেন তৃপ্তিলাভ করিতেছেন; এই কর্দ্দমকেই ক্ষীর বলিয়া মনে করিতেছেন। ইহা যে ক্ষীর নয়, একথা কেহ বলিলেও তাহা বিশ্বাস করিতেছেন না। এই অবস্থায় কেহ যদি বাস্তব ক্ষীরই তাঁহাদের মুখের মধ্যে পূরিয়া দেন, তাহা হইলে তাহার স্বাদ ও গন্ধ অনুভব করিয়া তাঁহারা নিজেরাই নর্দ্দমার কর্দ্দমের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং তাহা ত্যাগ করিয়া বাস্তব ক্ষীরের জন্য লুব্ধ হইবেন; তখন আর উপদেশের প্রয়োজন হইবে না। প্রেমরূপ এই বাস্তব ক্ষীর দিতে পারেন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ, ভজন-সাধনের অপেক্ষা না রাখিয়াও তিনি তাহা দিতে পারেন; যুগাবতার তাহা পারেন না। এসমস্ত ভাবিয়াই বোধ হয় জীব-দুঃখ-কাতর পরমকরুণ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাবই কামনা করিয়াছেন।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও দ্বাপর-লীলার অন্তর্দ্ধানের পরে, গোলোকে বসিয়া, পুনরায় অবতীর্ণ হইয়া প্রেমদান করার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। পরমকরুণ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কল্পিত অবতরণকে বোধহয় ত্বরান্বিত করিল। শ্রীল আচার্য্যের ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বোধহয়—তাঁহার অখণ্ড-প্রেম-ভাণ্ডারস্বরূপ "রসরাজ-মহাভাব দুই একরূপ" গৌররূপেই অবতীর্ণ হওয়া স্থির করিয়াছিলেন।

১।৩।১৯ শ্লো॥ রসিক-শেখর বলিয়া পূর্ণতম স্বরূপ হইয়াও ভগবান্ প্রীতির কাঙ্গাল। যিনি তাঁহাকে তাঁহার পরম-লোভনীয় প্রীতিরস দান করিতে পারেন, তিনি তাঁহারই বশীভূত হয়েন, তাঁহাকেই আত্মপর্য্যন্ত দান করিয়া থাকেন। জল-তুলসী প্রীতির বাহকমাত্র; প্রীতিহীন জলতুলসী তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারেনা। "নানোপচার-কৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ প্রেম্নৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ॥" ভগবান্ বলিয়াছেন—"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি॥ তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ শ্রীভা, ১০।৮১।৪॥—ভক্তির (প্রীতির) সহিত পত্র, পুষ্প, ফল, জল—যাহাই কিছু তাঁহাকে দেওয়া যায়, তাহাই তিনি ভক্ষণ করেন।" পত্র-পুষ্পাদি ভক্তের প্রীতিরস বহন করিয়া আনে বলিয়াই প্রীতিরসের লোভে তিনি সেই পত্র-পুষ্পাদি পর্য্যন্ত ভক্ষণ করেন। ভক্তের প্রীতিরস যেন তাঁহার প্রদত্ত পত্র-পুষ্পের মধ্যেও প্রবেশ করিয়া যায়; পত্র-পুষ্প ত্যাগ করিয়া কেবল প্রীতিরসটুকু আস্বাদন করিলে পত্র-পুষ্পের রন্ধ্র-প্রবিষ্ট প্রীতিরসটুকু পাছে পত্রের সঙ্গে পরিত্যক্ত হইয়া যায়, ইহা ভাবিয়াই বোধহয় রসলোলুপ ভগবান্ ভক্তদত্ত পত্র-পুষ্পাদি পর্য্যন্ত ভোজন করিয়া থাকেন। আর, তাঁহার পক্ষে এই পরম-লোভনীয় বস্তুটী যে ভক্ত তাঁহাকে দিয়া থাকেন, ইহার প্রতিদানে সেই ভক্তকে তিনি কি দিবেন, তাহা যেন তাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্যের ভাণ্ডারেও খুঁজিয়া—প্রতিদানের উপযোগী বস্তু খুঁজিয়া—পায়েন না; তাই তিনি নিজেকেই ভক্তের নিকটে দান করিয়া থাকেন, ভক্তের হৃদয়ে সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন। "ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।"

১।৪।৪৭॥ পঞ্চম শ্লোকের বিচার করিয়া কবিরাজগোস্বামী দেখাইয়াছেন, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একই অভিন্ন তত্ত্ব। এক এবং অভিন্ন হইলেও (বিষয়জাতীয়) লীলারস আস্বাদনের জন্য অনাদিকাল হইতেই সেই একই তত্ত্ব—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ, এই—দুইরূপে বিরাজিত (১।৪।৪৯)। আবার, অপর এক (আশ্রয় জাতীয়) রসবৈচিত্রী আস্বাদনের জন্য—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুইরূপে বিভক্ত—সেই একই তত্ত্ব এক হইয়াছেন; সেই দুইএর মিলিত স্বরূপই শ্রীচৈতন্যগোসাঞি। "সেই দুই এক এবে—চৈতন্যগোসাঞি। রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈল একঠাঁই॥১।৪।৫০॥" স্বরূপতঃ এক এবং অভিন্ন তত্ত্ব বলিয়াই তাঁহাদের পক্ষে এক হওয়া সম্ভব হইয়াছে এবং এইভাবে এক হওয়াতেই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার ভাব এবং কান্তি গ্রহণও সম্ভব হইয়াছে। উভয়ে মিলিয়া এক না হইলে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার কেবল ভাব এবং কেবল কান্তিগ্রহণও সম্ভব হইত না। কারণ, দুইজন স্বরূপতঃ এক তত্ত্ব হইলেও এক জনের কেবল ভাব বা কেবল কান্তি, অথবা ভাব এবং কান্তি, অপর জনের পক্ষে গ্রহণ সম্ভব নয়; যেহেতু, কোনও স্বরূপের ভাব এবং কান্তি সেই স্বরূপ হইতে অবিচ্ছেদ্য; স্বরূপকে গ্রহণ করিলেই স্বরূপের ভাব এবং কান্তিকেও গ্রহণ

করা সম্ভব হয়। শ্রীরাধার ভাব গ্রহণের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া এক হইতে হইয়াছে। শ্রীরাধার প্রতি-হেমগৌর অঙ্গদ্বারা স্বীয় প্রতি-শ্যাম অঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া শ্যামসুন্দরকে গৌরসুন্দর হইতে হইয়াছে এবং আশ্রয়-জাতীয় রস আস্বাদনের জন্য শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে বিভাবিত করিতে হইয়াছে।

কোনও কোনও স্থলে অবশ্য বলা হইয়াছে—শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়াছেন। উভয়ে মিলিয়া এক না হইলে যখন একের ভাব এবং কান্তি অপরের পক্ষে গ্রহণীয় হইতে পারে না, তখন ভাব-কান্তি অঙ্গীকারের কথা দ্বারাই উভয়ের মিলন সূচিত হইতেছে। কেবল কান্তি অঙ্গীকারের দ্বারাও দুই স্বরূপের মিলন সূচিত হইতেছে। স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য শ্রীরাধার ভাবই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অত্যাবশ্যক ; কান্তির প্রয়োজন নাই। গৌরাঙ্গ হওয়াই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনই উদ্দেশ্য। শ্রীরাধার ভাব গ্রহণের জন্য তাঁহাকে গৌরাঙ্গী শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া এক হইতে হইয়াছে ; তাহাতে তাঁহাকে শ্রীরাধার কান্তিও নিতে হইয়াছে ; তাই তিনি গৌরাঙ্গ হইয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার কান্তি অঙ্গীকারের তাৎপর্য্যই হইতেছে—শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া তিনি এক হইয়াছেন। একথা শ্রী শ্রীগৌরসুন্দর নিজেই শ্রীল রামানন্দ রায়ের নিকটে বলিয়াছেন—"গৌর অঙ্গ নহে মোর, রাধাঙ্গস্পর্শন। গোপেন্দ্রসুত বিনা তিঁহো না স্পর্শে অন্য জন॥" রামানন্দরায়কে তিনি নিজের স্বরূপও দেখাইয়াছেন। "তবে হাসি প্রভু তারে দেখান স্বরূপ। রসরাজ-মহাভাব দুই একরূপ॥"

১।৪।২০ শ্লো॥ **অয়ম্ অহমপি**—এই আমিও ; যাঁহার প্রতিবিম্ব দর্পণে প্রতিফলিত হইয়াছে, সেই আমিও। সাধারণতঃ নিজের মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য কাহারও লোভ জন্মে না ; নিজের মাধুর্য্য বরং নিজের প্রিয়ব্যক্তিকে আস্বাদন করাইবার জন্যই ইচ্ছা জন্মে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের এমনি এক অদ্ভুত স্বভাব যে, তাহার আস্বাদনের জন্য পূর্ণতমস্বরূপ আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণেরও বলবতী লালসা জাগে। "কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল। কৃষ্ণ-আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল॥ ১।৪।১২৮॥" **সরভসম্**—উৎকণ্ঠার সহিত। প্রতি মুহূর্ত্তে নবনবায়মান ঔৎসুক্যের সহিত। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-আস্বাদনের জন্য শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা জাগে ; যখন শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদি হয়, তখন তিনি তাহা আস্বাদনও করেন ; কিন্তু তাহাতে উৎকণ্ঠা প্রশমিত হয় না, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। "তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর।" শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"প্রতি মুহূর্ত্তে নব-নবায়মান ঔৎসুক্যের সহিত শ্রীরাধা যেমন আমার মাধুর্য্য উপভোগ করেন, তেমনি প্রতিমুহূর্ত্তে নব-নবায়মান ঔৎসুক্যের সহিত স্বীয় মাধুর্য্য উপভোগ করার জন্য আমারও লোভ জন্মিতেছে।"

১।৪।১৪০॥ পূর্ব্ববর্ত্তী ১।৪।১৩৯ পয়ারের এবং পরবর্ত্তী ১।৪।১৪১-৪৭ পয়ারের টীকায় কাম ও প্রেমের স্বরূপ সম্বন্ধীয় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১।৪।২৯ শ্লো॥ আবার তোমরা যাহা চাও, তাহা দিতে গেলেও তোমাদের সাধুকৃত্যের কোনওরূপ প্রতিদান করা হইবে না। কারণ, তোমরা চাও আমার সুখ ; তাহা দিতে গেলে, তোমাদিগকে কিছু দেওয়া হইবে না, দেওয়া হইবে আমার নিজেকেই—আমার সুখ। তাই তোমাদের সাধুকৃত্যের প্রতিদানের চেষ্টাও আমার পক্ষে সম্ভব নহে।

মা অভজন্—আমার ভজন (প্রীতিবিধান) করিয়াছ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"আমার প্রীতিবিধানের জন্যই তোমরা দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল সম্যক্‌রূপে ছেদন করিয়া আমার সহিত—কুলবতী তোমাদের পক্ষে পর-পুরুষ আমার সহিত—মিলিত হইয়াছ ; তোমাদের নিজেদের কোনওরূপ সুখের অভিলাষ তোমাদের চিত্তে ছিল না এবং নাই। এজন্যই আমার সহিত তোমাদের মিলন নিরবদ্য, অনিন্দনীয়। যদি তোমাদের স্বসুখ-বাসনা থাকিত, তাহা হইলে এই মিলনকে নিরবদ্য বলা চলিতনা।

১।৪।২২২॥ শ্রীরাধার ভাব গ্রহণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া এক হওয়ার প্রয়োজন। একীভূত হওয়াতেই শ্রীরাধার কান্তিও গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ১।৪।৪৭ পয়ারের টীকা-পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১।৫।৩-৫॥ এই কয় পয়ারে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব বলা হইয়াছে—ব্রজের শ্রীবলরামই নবদ্বীপের নিত্যানন্দ। শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের কড়চার আনুগত্যে এই পরিচ্ছেদে কবিরাজগোস্বামী এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীনিত্যানন্দকে ব্রজের বলদেবই বলিয়াছেন। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরও বলিয়াছেন—"ব্রজেন্দ্র-নন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই, বলরাম হইল নিতাই॥" অন্যরূপ সিদ্ধান্ত কোনও বৈষ্ণবাচার্য্যই প্রকাশ করেন নাই। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"নিত্যানন্দ অবধূত সাক্ষাৎ ঈশ্বর। ৩।৭।১৭॥" শ্রীনিত্যানন্দকে "সাক্ষাৎ ঈশ্বর" বলাতে তিনি যে শ্রীবলরাম, তাহাই সূচিত হইতেছে; যেহেতু, "সর্ব্ব-অবতারি কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম॥ একই স্বরূপ, দুই ভিন্নমাত্র কায়। আদ্য কায়ব্যূহ—কৃষ্ণলীলার সহায়॥ ১।৫।৩-৪॥"

এ-সমস্ত স্পষ্ট উল্লেখ থাকাসত্ত্বেও আজকাল কেহ কেহ শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্বসম্বন্ধে অভিনব মতবাদ প্রচার করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন—শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন—"শৈব্যা-চন্দ্রাবলী-লক্ষ্মী-মঞ্জু-সরস্বতী"—ইঁহাদের মিলনেই "প্রভু নিত্যানন্দ।" এই উক্তির কোনও শাস্ত্রীয়-ভিত্তি নাই। আবার কেহ বলিতেছেন—শ্রীরাধাই হইলেন গৌরলীলার নিত্যানন্দ। ইহারও কোনও শাস্ত্রীয় ভিত্তি নাই। এই উক্তির সমর্থনে অভিনব মতবাদ-প্রচারক বৃন্দাবনদাসের ভণিতাযুক্ত একটী পদের উল্লেখ করেন। পদটী এই:—"নিতাই নাগর, রসের সাগর, সকল রসের গুরু। যে যাহা চায়, তারে তাহা দেয়, বাঞ্ছাকল্পতরু॥ (নিতাই) রাধার সমান, কৃষ্ণে করে মান, সতত থাকয়ে সঙ্গে। বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, কৃষ্ণকথা-রসরঙ্গে॥ বসি বাম পাশে, মৃদু মৃদু হাসে, প্রাণনাথ বলি ডাকে। রাধার যেমন মনের বাসনা, তেমনি করিয়া থাকে॥ সোনার কেতকী, দেখিতে মুরতি, সাধিতে মনের সাধা। দাসবৃন্দাবন, করে নিবেদন, দেখিতে নিতাই রাধা॥"

প্রচারক বলেন—শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীল বৃন্দাবনদাসই নাকি উল্লিখিত পদের রচয়িতা। এ-সম্বন্ধে নিবেদন এই। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর একজন প্রাচীনতম বৈষ্ণবাচার্য্য; তিনি শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর শিষ্য; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচিত হওয়ার অনেক পূর্ব্বেই তিনি শ্রীচৈতন্য-ভাগবত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত কতকগুলি পদও আছে। বৈষ্ণব-পদাবলী-সংগ্রহ-গ্রন্থে তাঁহার রচিত পদগুলিও উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু কি আধুনিক কি প্রাচীন—কোনও পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থেই উল্লিখিত পদটী দৃষ্ট হয় না। ইহাতেই মনে হয়, এই পদটী নিতান্ত আধুনিক, ইহা শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের রচিত নহে। আরও একটী কথা বিবেচ্য। উল্লিখিত পদের মর্ম্মের সঙ্গে বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের সিদ্ধান্তেরও সঙ্গতি নাই। তিনি সর্ব্বত্রই শ্রীনিত্যানন্দকে ব্রজের বলরাম বলিয়া গিয়াছেন, কোনও স্থানেই শ্রীরাধা বলেন নাই; শ্রীনিত্যানন্দে বলরামের সঙ্গে শ্রীরাধাও আছেন—একথাও তিনি বলেন নাই এবং এরূপ কোনও ইঙ্গিত পর্য্যন্তও তিনি কোথাও দেন নাই। আবার, শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন গৌর-পরিকর, নিত্যানন্দরূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর নহেন। এ-কথা বৃন্দাবনদাস ঠাকুর জানিতেন। তিনি কখনও লিখিতে পারেন না—"(নিতাই) রাধার সমান, কৃষ্ণে করে মান, সতত থাকয়ে সঙ্গে। বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, কৃষ্ণকথা রসরঙ্গে॥ বসি বাম পাশে, মৃদু মৃদু হাসে, প্রাণনাথ বলি ডাকে। রাধার যেমন মনের বাসনা, তেমতি করিয়া থাকে॥" যদি বলা হয়, উক্ত পদে "কৃষ্ণ"-শব্দে "গৌর-কৃষ্ণকেই" লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাহা হইলেও ঐরূপ উক্তি বিচারসহ নহে; যেহেতু, শ্রীশ্রীগৌর-সম্বন্ধে শ্রীনিত্যানন্দের উল্লিখিত রূপ আচরণের কথা কোথাও দৃষ্ট হয় না। এ-সমস্ত কারণে, ইহা কিছুতেই স্বীকার করা যায়না যে, উল্লিখিত পদটী শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের রচিত।

প্রচারক হয়তো বলিতে পারেন—কোনও কোনও মহাজন তো বলেন, শ্রীনিত্যানন্দে শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর আবেশও আছে; শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী তো শ্রীরাধার ভগিনী; সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দকে শ্রীরাধা বলিতে ক্ষতি কি? উত্তরে নিবেদন এই। শ্রীঅনঙ্গ মঞ্জরী শ্রীরাধার ভগিনী হইলেও শ্রীরাধা নহেন; যেহেতু, শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীতে শ্রীরাধার ভাব নাই। ভাবের মূর্ত্তরূপই হইল স্বরূপ। শ্রীরাধার ভাব হইল—মাদন, যাহা শ্রীরাধা ব্যতীত অপর কোনও গোপ-সুন্দরীতেই নাই। সর্ব্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদোনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনীসারঃ রাধায়ামেব যঃ সদা॥—উঃ নীঃ॥" শ্রীরাধার সেবা হইল রাগাত্মিকা; আর শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর সেবা হইল রাগানুগা। রাগানুগা-ভাববতী কোনও মঞ্জরীই

কোনও সময়েই শ্রীকৃষ্ণের বামপাশে বসিয়া শ্রীরাধার ন্যায় আচরণ করেন না; ইহা মঞ্জরীদের ভাবের বিরোধী। ভাবের দিক দিয়াই হউক, কি সেবার দিক দিয়াই হউক, কোনও রকমেই শ্রীঅনঙ্গ মঞ্জরীকে শ্রীরাধা বলা যায় না।

এইরূপ আধুনিক মতবাদ বিচারসহ নহে, শাস্ত্রসম্মতও নহে। ইহাকে অনুভব-লব্ধ সত্যও বলা যায়না; যেহেতু, যাহা বাস্তব—অপরোক্ষ—অনুভব, তাহা কখনও শাস্ত্রবিরোধী হইতে পারে না।

১৷৫৷১৯ শ্লো॥ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক বৎস-বৎসপালগণের হরণের দিন হইতেই ব্রজে এক অদ্ভুত ব্যাপার চলিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অচিন্ত্য-লীলাশক্তির সহায়তায়, বহ্মাকর্ত্তৃক অপহৃত বৎসগণের এবং বৎপাল-গোপবালকগণের অবিকল রূপ ধারণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সমস্ত বৎসগণের প্রতি গাভীদিগের এবং গোপবালকগণের প্রতি তাঁহাদের পিতামাতার আচরণে এক পরম অদ্ভুত ব্যাপার প্রকাশ পাইতে লাগিল। বৎসগণের প্রতি গাভীগণ পূর্ব্বেও সস্নেহ আচরণ করিত; কিন্তু এই দিন হইতে গাভীদের আচরণে অত্যধিক স্নেহ প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং এই অত্যধিক স্নেহ দিনের পর দিন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে কোনও গাভীর আবার নূতন বৎসও জন্মিয়াছিল; কিন্তু ঐসকল বৎসদের প্রতি গাভীদের যেরূপ ক্রমবর্দ্ধমান অত্যধিক স্নেহ প্রকাশ পাইতেছিল, নূতন বৎসদের প্রতি তদ্রূপ ছিলনা। অন্যদিকে গোপ-গোপীদেরও ঠিক অনুরূপ অবস্থা। পূর্ব্বে, তাঁহাদের সন্তানদের প্রতি যেরূপ বাৎসল্যের প্রকাশ পাইত, কৃষ্ণের প্রতি ততোঽধিক বাৎসল্য ও স্নেহ প্রকাশ পাইত। এক্ষণে, কৃষ্ণের প্রতি যেরূপ স্নেহ, স্ব-স্ব-সন্তানদের প্রতিও ঠিক সেইরূপ স্নেহ। এই স্নেহও আবার দিনের পর দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল। এই সমস্ত গোপ-বালকদের অনুজদিগের প্রতিও গোপ-গোপীদের এরূপ স্নেহাধিক্য প্রকাশ পাইতেছিল না। আগুনকে ঢাকিয়া রাখিলেও তাহার দাহিকাশক্তি অবিকৃতই থাকে। কোনও বস্তুকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেও তাহার স্বভাবকে বা স্বরূপগতধর্ম্মকে আচ্ছাদিত করা যায়না। "আচ্ছন্নেঽপি রূপে বস্তু-স্বভাবস্য অনাচ্ছাদ্যত্বাৎ অগ্নিবৎ॥ গোগোপীনাং মাতৃতাস্মিন্নাসীৎ ইত্যাদি শ্রীভা, ১০৷১৩৷২৫ শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকা॥" এই সকল বৎস ও গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণই—তবে বৎস ও গোপবালকদের রূপের দ্বারা যেন আচ্ছাদিত। আচ্ছাদিত হইলেও স্বরূপতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণই; শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বচিত্তাকর্ষকত্বকে কোনও আচ্ছাদনই আবৃত করিতে পারে না—অবশ্য অনাবৃত রাখাই যদি কৃষ্ণের ইচ্ছা হয়। ব্রহ্মমোহন-লীলা-প্রকটনের উদ্দেশ্যই হইতেছে বৎস ও বৎসপালগণের জননীদের আনন্দ-বিধান এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মারও আনন্দ-বিধান। "ততঃ কৃষ্ণঃ মুদং কর্ত্তুং তন্মাতৄণাঞ্চ কস্য চ। উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ॥ শ্রীভা, ১০৷১৩৷১৮॥" সুতরাং এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপগত ধর্ম্ম সর্ব্বচিত্তাকর্ষকত্বাদির আচ্ছাদন তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তাই, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যেরূপ স্নেহ, বৎস-বৎসপালগণের প্রতিও গাভী এবং গোপ-গোপীদের ঠিক সেইরূপ ক্রমবর্দ্ধমান স্নেহ প্রকটিত হইয়াছিল। কিন্তু যোগমায়ার প্রভাবে এই ক্রমবর্দ্ধমান স্নেহের কথা কেহই লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, এমন কি শ্রীবলদেবও না। বৎস-বৎসপাল-হরণের দিন হইতে একবৎসর সময় পূর্ণ হওয়ার পাঁচ-ছয় দিন বাকী থাকিতে বলদেব ইহা লক্ষ্য করিলেন। সেই দিন বয়োবৃদ্ধ গোপগণ গোবর্দ্ধনের শিখরদেশে গাভীগণকে চরাইতেছিলেন। সেই স্থান হইতে হঠাৎ গাভীগণ বহুদূরে ব্রজসমীপে বিচরণশীল বৎসগণকে দেখিতে পাইবামাত্র উর্দ্ধমুখে উর্দ্ধপুচ্ছে পদদ্বয় একত্র করিয়া তীব্রবেগে বৎসদিগের প্রতি ধাবিত হইল; গোপগণও তাহাদিগকে বাধা দিতে পারিলেন না, পথের দুর্গমত্বও তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিলনা। রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া গাভীগণ বৎসগণের সঙ্গে মিলিত হইল এবং ঐ সকল বৎসগণের অনুজ বৎসগণকে উপেক্ষা করিয়াও তাহারা স্নেহভরে ঐসকল বৎসগণকেই স্তন্য পান করাইতে লাগিল। এই দিকে গোপগণও গাভীদিগকে বাধা দিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত হইয়াছিলেন এবং গাভীগণের দৃষ্টিপথে বৎসগণকে আনিয়াছে বলিয়া স্ব-স্ব-পুত্র গোপবালকগণের প্রতিও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। দুর্গমপথ অতিক্রম করিয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া তাঁহারা গাভীদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া বৎসদিগের নিকটে স্ব-স্বপুত্রগণকেও দেখিতে পাইলেন। পুত্রাদিগকে দেখিবামাত্রই তাঁহাদের ক্রোধাদি দুরীভূত হইয়া গেল, স্নেহার্দ্র চিত্তে তাঁহারা স্ব-স্বপুত্রগণকে বাহুদ্বারা

দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন, পুত্রগণের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিলেন। কার্য্যানুরোধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুত্রদিগকে তাঁহারা আলিঙ্গনপাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন; কিন্তু পুত্রদের কথা স্মরণপথে উদিত হওয়াতেই তাঁহারা স্নেহাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অথচ এই সকল গোপবালক তখন স্তন্যপায়ী শিশু মাত্র ছিলেন না। বৎস-বৎসপদিগের প্রতি গো-গোপগণের এইরূপ অদ্ভুত স্নেহাধিক্য দেখিয়া বলদেব চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন—"পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদিগের যেরূপ বৃদ্ধিশীল প্রেম দেখিয়াছি, এক্ষণে স্ব-স্ব-সন্তানদের প্রতিও ঠিক সেইরূপ বর্দ্ধনশীল প্রেম দেখিতেছি। ইহাদের প্রতি আমারও দেখিতেছি সেইরূপ বর্দ্ধনশীল প্রেম। কি আশ্চর্য্য! ইহা কোন মায়া, কাহার মায়া?"-ইত্যাদি।

১।৬।৯৫॥ **সর্ব্বভাবে পূর্ণ**-বাক্যের একটী ব্যঞ্জনা এইরূপও হইতে পারে। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণও পূর্ণ। শচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও পূর্ণ; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকটিত। পরব্রহ্ম যখন শক্তিযুক্ত আনন্দ, তখন পূর্ণশক্তি এবং পূর্ণশক্তিমানের মিলনেই তাঁহার সম্যক্ পূর্ণত্ব। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্; শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভাব-বিশেষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও পূর্ণশক্তিমান্। পূর্ণশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণে অমূর্ত্তা পূর্ণশক্তি পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত; পূর্ণশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেও অমূর্ত্তা পূর্ণশক্তি পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত। মূর্ত্তা পূর্ণশক্তিরূপা শ্রীরাধা ব্রজেন্দ্রনন্দন-কৃষ্ণের বিগ্রহে নাই; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিগ্রহে আছেন। ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিগ্রহে মূর্ত্তা পূর্ণশক্তির অভাব বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে মূর্ত্তা পূর্ণশক্তির সংযোগ আছে বলিয়াই যেন বলা হইয়াছে—"ভক্তভাব অঙ্গী করি হৈলা অবতীর্ণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ॥" পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ "সর্ব্বভাবে পূর্ণ" হইতেছেন "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপেই।" যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপেই পূর্ণশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তা এবং অমূর্ত্তা এই উভয় রকমের পূর্ণশক্তির সহিত সংযুক্ত। এজন্যই বোধহয় শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর বলিয়াছেন—"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥" শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এক এবং অভিন্ন তত্ত্ব বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উৎকর্ষে শ্রীকৃষ্ণের অপকর্ষ খ্যাপিত হইতেছে বলিয়া মনে করা সঙ্গত হইবে না।

১।৭।১৪॥ একমাত্র শ্রীবাসই যে পঞ্চতত্ত্বের অন্তর্গত ভক্ততত্ত্ব, তাহা নহে। "শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণই" ভক্ততত্ত্ব।

১।৭।৩২॥ **যতিধর্ম্ম**-শব্দের অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। যতির ধর্ম্ম—যতিধর্ম্ম। সন্ন্যাস-গ্রহণ যতি হওয়ার আরম্ভ মাত্র; ইহাই একমাত্র যতিধর্ম্ম নহে। নিজের জন্মভূমিতে বাস না করা, ভূমিতে শয়ন, তিনবেলা স্নান, ইত্যাদিই যতিধর্ম্ম বা সন্ন্যাস-আশ্রমের ধর্ম্ম। নীলাচলে যাওয়ার পরেই প্রভু এই সমস্ত যতিধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। যখন প্রভু নীলাচলে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন (ফাল্গুনের শেষে), তখন প্রভুর বয়সের পঞ্চবিংশতিবর্ষ আরম্ভ হইয়াছিল। তাই কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—"পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্ম্ম॥" পরিশিষ্টে "শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের তারিখ"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (৫০৬ পৃঃ)।

১।৭।৪৩॥ জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকেই অব্রাহ্মণমাত্রকেই শূদ্র বলিতেন (এবং এখনও অনেকস্থলে বলিয়া থাকেন)। তাহার ফলে জনসাধারণের মধ্যেও এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল যে, অব্রাহ্মণমাত্রেই শূদ্র। এজন্যই কবিরাজগোস্বামী স্বয়ং বৈদ্যবংশে আবির্ভূত হইয়া থাকিলেও বৈদ্যবংশজাত চন্দ্রশেখরকে শূদ্র বলিয়াছেন। ক্ষত্রিয় রামানন্দরায়ও নিজেকে "শূদ্রাধম" বলিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, মহাপ্রভু সর্ব্বত্রই সন্ন্যাসাশ্রমের বিধিনিষেধ পালনে বিশেষ সাবধানতা দেখাইয়াছেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে শূদ্রের দর্শন নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি চন্দ্রশেখর, বা রায়রামানন্দ-আদির সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিলামিশা কেন করিলেন এবং শূদ্র গোবিন্দকেই বা স্বীয় অঙ্গসেবার অধিকার কেন দিলেন? ইহার উত্তর কবিরাজগোস্বামীই দিয়াছেন—"প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।" ঈশ্বরের নিকটে ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদির ভেদ নাই, থাকিতেও পারে না। আরও একটী হেতু বোধহয় আছে। গোবিন্দাদি শূদ্রবংশে আবির্ভূত হইলেও তাঁহারা ভক্ত ছিলেন। যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, শূদ্রবংশে জন্ম হইলেও তাঁহারা শূদ্র নহেন। "ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাঃ॥" তাঁহারা দ্বিজশ্রেষ্ঠ। "চণ্ডালোঽপি

দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ॥” সুতরাং শূদ্রবংশজাত ভক্তদিগের দর্শনাদিতে প্রভুর সন্ন্যাস-আশ্রমের বিধিনিষেধ তাত্ত্বিক-বিচারে লঙ্ঘিত হইয়াছে বলা যায় না।

১।৭।১০৫॥ ৫৪০ পৃষ্ঠায় লিখিত এই পয়ারের টীকার পরে এই অংশ সংযোজিত হইবে:—শ্রীভগবানের উল্লিখিত আদেশে কাহারও কোন ক্ষতির সম্ভাবনাও নাই, বরং উপকারের সম্ভাবনা আছে। একথা বলার হেতু এই। যাঁহারা বাস্তবিকই ভগবদুন্মুখ, তাঁহারা এই সকল কল্পিত শাস্ত্রে মুগ্ধ হইবেন না; সুতরাং তাঁহাদের কোনও অমঙ্গল হইবে না। যাঁহারা ভগবদুন্মুখ নহেন, বিষয়সুখেই মত্ত, তাঁহারাই এই সকল কল্পিত শাস্ত্রের অনুসরণ করিবেন—বিষয়সুখ লাভের আশায়। কোনও একরূপ শাস্ত্রের অনুসরণে তাঁহারাও উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে রক্ষা পাইবেন—ইহাই তাঁহাদের মঙ্গল।

উত্তরোত্তর সৃষ্টিবৃদ্ধি-সম্বন্ধীয় অভিপ্রায়ের তাৎপর্য্য বোধহয় এই। সৃষ্টিবৃদ্ধি পাইলে কর্ম্মফল-ভোগের জন্ম জীব জগতে আসিবেন। তখন সাধুসঙ্গাদির সৌভাগ্য লাভ করার, এবং ভগবদুন্মুখতা-লাভের, সম্ভাবনাও তাঁহার হইতে পারে—ইহাই তাঁহার মঙ্গল।

১।৮।১৯-২০॥ **চৈতন্য-নাম**—শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন—“যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়।”

১।৮।২২॥ **প্রেমের-কারণ-ভক্তি**—অথবা, প্রেমের হেতুভূতা ভক্তি, এইরূপ অর্থও হইতে পারে। এই অর্থে, ভক্তি-শব্দে সাধনভক্তিকে লক্ষ্য করা হয় নাই, সাধ্য-ভক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। যে ভক্তির পরিপক্ক অবস্থার নাম প্রেম, যে ভক্তি গাঢ়তা লাভ করিলেই প্রেমে পরিণত হয়, সেই ভক্তিকেই প্রেমের কারণ বলা যায়; সেই ভক্তিকেই এস্থলে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কি সেই ভক্তি? বোধহয় এস্থলে রতি বা প্রেমাঙ্কুরকেই ভক্তি বলা হইয়াছে—যে রতি গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই প্রেমনামে অভিহিত হয়। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে, অন্য কোনও ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানব্যতীত কেবল কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের ফলেই যে প্রেম পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে, তাহাই বুঝা যায়। পরবর্ত্তী ১।৮।২৪-পয়ারের মর্ম্মও তাহাই।

১।৮।২৭॥ যাঁহারা অন্ততঃ একবারও নাম গ্রহণ করিয়াছেন, কেবল তাঁহাদিগকেই যে প্রভু প্রেম দিয়াছেন, আর যাঁহারা নাম গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদিগকে যে প্রেম দেন নাই, তাহা নহে। “কৃষ্ণপ্রেম জন্মে যাঁর দূর দরশনে।”-দূর হইতেও প্রভুর দর্শনের সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারাও, কেবল প্রভুর দর্শনের ফলেই, কৃষ্ণপ্রেম পাইয়াছেন; এই ভাবে প্রেমলাভের পরেই তাঁহারা “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” উচ্চারণ করিতে করিতে প্রেমাবেশে আত্মহারা হইয়া হাসিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন, নাচিয়াছেন। প্রভুর অঙ্গ-উপাঙ্গাদিই অস্ত্রাদির কাজ করিয়াছে, কেবল দর্শনদানের দ্বারা জীবের অসুরত্ব পর্য্যন্তও বিনষ্ট করিয়াছে। প্রেমঘনবিগ্রহ প্রভু প্রেমের অচিন্ত্য এবং অপরিসীম শক্তি বিকশিত করিয়া সর্ব্বদিকে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছেন। যে কেহ সাক্ষাতে আসিয়া পড়িয়াছেন, প্রভুর দর্শনমাত্রেই সেই অপূর্ব্ব শক্তির প্রভাবে তাঁহার চিত্তের সমস্ত কলুষ—তাঁহার অপরাধাদিও—তৎক্ষণাৎ সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইয়া গিয়াছে, প্রেমবন্যার স্পর্শে তিনিও প্রেমাপ্লুত হইয়াছেন। প্রভুর অচিন্ত্যশক্তি যেন প্রকাণ্ড ডিনামাইটের মত কাজ করিয়াছে, অপরাধরূপ দুর্ল্লঙ্ঘ্য এবং দুর্ভেদ্য পর্ব্বতকেও চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ধূলিসাৎ করিয়াছে, বহু দূরে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। নামগ্রহণের অপেক্ষা তিনি রাখেন নাই। তাই প্রেমকল্পতরু-বর্ণনায় বলা হইয়াছে—“পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর। বিলায় চৈতন্যমালী, নাহি লয় মূল॥ ১।৯।২৫॥ মাগে না মাগে কেহো—পাত্র বা অপাত্র। ইহার বিচার নাহি, জানে ‘দিব’ মাত্র॥ অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দিশে। দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে॥ ১।৯।২৭-২৮॥”

১।৯।২৫॥ ১।৮।২৭ পয়ারের টীকা-পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১।১০।৬০॥ “পুরীদাস” নামের তাৎপর্য্য পরিশিষ্টে, পাত্রপরিচয়ে, “কর্ণপূর”-চরিতে দ্রষ্টব্য।

১।১০।১৫০॥ ১।৭।৪৩ পয়ারের টীকাপরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১।১১।২১॥ পরিশিষ্টে "পাত্রপরিচয়ে" কমলাকর পিপ্পলাইয়ের চরিত্র দ্রষ্টব্য।

১।১২।৬৮-৬৯॥ অথবা, চৈতন্য-শব্দে সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বকেই বুঝায়; সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বের প্রতি বিমুখ হইয়া যাহারা চৈতন্য-বিরোধী জড় বস্তুতে আসক্ত (জড়দেহে আবেশ-প্রাপ্ত) হয়, সচ্চিদানন্দতত্ত্ব ভগবানের প্রতি বিমুখ হইয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে আসক্ত হয়, ভগবদ্‌বিমুখতাবশতঃ তাহারা পাষণ্ড মধ্যে পরিগণিত।

১।১৩।৬৮-৬৯॥ ১।৩।৭৯-পয়ারের টীকা-পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১।১৩।১১১-১১৪॥ পট্টশাড়ী এবং পট্টপাড়ী। পট্ট—পাট। প্রাচীনকালে পাট হইতে অতি সূক্ষ্ম উচ্চ শ্রেণীর সূতা প্রস্তুত হইত। তদ্দ্বারা আধুনিক কালের রেশমী বস্ত্রের ন্যায় মূল্যবান্ বস্ত্র প্রস্তুত হইত। এইরূপ পট্টবস্ত্রদ্বারা প্রস্তুত শাড়ীই পট্টশাড়ী। এই সূতাদ্বারা কাপড়ের পাইড়ও দেওয়া হইত। পট্টসূত্র অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। আনারসের পাতা, অতসীকুসুমের লতা, সূর্য্যমুখীফুলের ডগা হইতেও এইভাবে সূতা প্রস্তুত হইত এবং তদ্দ্বারা মূল্যবান্ বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত।

১।১৩।১২০॥ অন্যরকম অর্থও হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে মহাপুরুষের চিহ্ন লগ্ন (বিদ্যমান)। নাসা-ভুজাদি পাঁচটী অঙ্গে দীর্ঘত্ব, ত্বক্-কেশাদি পাঁচটী অঙ্গে সূক্ষ্মত্ব, নেত্রপ্রান্ত-পদতলাদি সাতটী অঙ্গে রক্তবর্ণত্ব, বক্ষঃ-স্কন্ধাদি ছয়টী অঙ্গে উন্নতত্ব, গ্রীবা ও জঙ্ঘাদি তিনটী অঙ্গে হ্রস্বত্ব, কটি-ললাটাদি তিনটি অঙ্গে বিস্তীর্ণত্ব—এসমস্তই ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে বিদ্যমান মহাপুরুষের লক্ষণ (১।৪।৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিমাত্রেই এসমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হইতে পারে।

২।১।৪৩-৪৪॥ কেবল রথযাত্রা উপলক্ষ্যেই নীলাচলে আসিবার জন্য প্রভু গৌড়ীয়ভক্তদিগকে আদেশ করিলেন কেন? প্রভুর উক্তিতে ইহার উত্তর পাওয়া যায়—"গুণ্ডিচা দেখিবারে।", রথযাত্রা দেখিবার নিমিত্ত। কিন্তু মনে হয় যেন—এহো বাহ্য। আর গৌড়ীয় ভক্তগণও রথযাত্রা ব্যতীত অন্য সময়ে নীলাচলে আসিতেন না কেন? উত্তর—প্রভুর আদেশই হইতেছে, রথযাত্রা-সময়ে আসিবার নিমিত্ত; তাই তাঁহারা ঐ সময়েই আসিতেন। কিন্তু মনে হয় যেন—ইহাও "বাহ্য।" রথযাত্রা-দর্শনের জন্য ভক্তগণ তত ব্যাকুল নহেন, যত ব্যাকুল গৌরদর্শনের জন্য। প্রভুর দর্শন পাইবেন না বলিয়া প্রভুর দক্ষিণদেশে অবস্থিতি-সময়ে কেবল রথযাত্রা দর্শনের জন্য তাঁহারা নীলাচলে যায়েন নাই। প্রভুর সঙ্গে মিলনই যে তাঁহাদের নীলাচল-গমনের একমাত্র উদ্দেশ্য, প্রভুর উক্তিতেও তাহা জানা যায়। যেবার প্রভু গৌড়ে আসিয়াছিলেন, সেবার গৌড়ে থাকাকালেই প্রভু তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—"এবার তো এখানেই দেখা হইল; এবার আর কেহ নীলাচলে যাইও না।" যাহা হউক, অন্য সময়ে গেলেও প্রভুর দর্শন এবং প্রভুর সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী সম্ভব হইত; কিন্তু রথস্থ জগন্নাথদর্শনে শ্রীরাধার কুরুক্ষেত্র-মিলনের ভাবে আবিষ্ট প্রভুর প্রলাপোক্তির আস্বাদন এবং "কৃষ্ণকে লইয়া ব্রজে যাইতেছি"—এই ভাবের আবেশে প্রভুর নৃত্যাদির ব্যপদেশে যে এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের বিকাশ হইত, তাহার আস্বাদন—রথযাত্রার সময়ব্যতীত অন্যসময়ে সম্ভব হইত না। তাই বোধহয় রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে নীলাচলে গমনই গৌড়ীয় ভক্তদের পক্ষে বিশেষ লোভনীয় ছিল। আর, শ্রীরাধা একাকিনী কুরুক্ষেত্রে যায়েন নাই, কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিতও তিনি একাকিনী মিলিত হয়েন নাই। গিয়াছেন এবং মিলিত হইয়াছেন তাঁহার সখীবৃন্দের সহিত। গৌরসুন্দরের পার্ষদগণও তাঁহার পূর্ব্বলীলার সঙ্গী। তাঁহাদের সঙ্গে রথস্থ জগন্নাথ-দর্শনে কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরাধার ভাবে প্রভুর আবেশ নিবিড়তা লাভ করার এবং নিবিড় আবেশে সেই ভাবের উচ্ছলনও সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার—সম্ভাবনা ছিল বলিয়াই বোধ হয় প্রভুর পক্ষে রথযাত্রাকালেই গৌড়ীয় ভক্তদিগকে নীলাচলে আসার আদেশের গূঢ় উদ্দেশ্য। প্রভুর আদেশের ধ্বনি বোধ হয় এই—"সকলে আসিও; সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে প্রাণবল্লভের সঙ্গে মিলিত হইব।"

২।১।৭১॥ কুরুক্ষেত্র-মিলন। এই মিলন হইয়াছিল স্যমন্তপঞ্চক ক্ষেত্রে। পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিবার উদ্দেশ্যে শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ পরশুরাম ক্ষত্রিয়দিগকে নিহত করিয়া তাঁহাদের রক্তদ্বারা এই স্থানে পাঁচটী মহাহ্রদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন (শ্রীভা, ১০।৮২।২-৩)। মহাভারত হইতে জানা যায়—কৌরব ও পাণ্ডবগণের পূর্ব্বপুরুষ কুরু-মহারাজের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই এই স্থান সমন্তপঞ্চক নামে পরিচিত ছিল। পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুলকে নিঃশেষে উৎসন্ন করিয়া এই সমন্তপঞ্চকে শোণিতময় পাঁচটী হ্রদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই হ্রদের রুধির দ্বারা তিনি স্বীয় পিতৃপুরুষের তর্পণ করিয়াছিলেন। ঋচীক প্রভৃতি পিতৃগণ সেস্থলে আগমন করিয়া পরশুরামের অসাধারণ পিতৃভক্তি এবং পরাক্রম দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ক্রোধপরবশ হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে হত্যা করাতে তাঁহার যে পাপ হইয়াছে, সেই পাপ হইতে তিনি যাহাতে মুক্ত হইতে পারেন এবং শোণিতময় হ্রদগুলি যাহাতে তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত হইতে পারে—পরশুরাম সেইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন। পিতৃগণ তাঁহাকে তদনুকূল বরই দিলেন। এই পাঁচটী হ্রদের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ সমন্তপঞ্চক ক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত। অমিততেজা কুরুমহারাজ পরে এই ক্ষেত্রকে কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম হয় কুরুক্ষেত্র। যাহারা এই ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিবে, তাহারা যেন স্বর্গলোকে গমন করিতে পারে—এই উদ্দেশ্যেই মহারাজ কুরু এই ক্ষেত্রকে কর্ষণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ও ব্রহ্মাদি দেবগণের বরে মহারাজ কুরুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে এই স্থানেই কুরুপাণ্ডবদের বিখ্যাত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পূর্ব্বে এবং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞেরও পূর্ব্বে কোনও এক সময়ে সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণ সমন্তপঞ্চকক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, তখনই সেইস্থানে শ্রীরাধিকাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন হইয়াছিল। "এবং রুক্মৈস্তদন্ বাক্যৈঃ"—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-১০।৭৮।৭-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকা হইতে জানা যায়—"প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের সূর্য্যোপরাগযাত্রা (কুরুক্ষেত্রযাত্রা), তার পর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়সভা, তারপর কুরু-পাণ্ডবদের কপট-দ্যূতক্রীড়া, তারপর পাণ্ডবদিগের বনগমন, পাণ্ডবদের বনবাসকালেই শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সাল্ব-দন্তবক্রবধ এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমন, পাণ্ডবদের বনবাস হইতে আগমনের পরে শ্রীবলদেবের তীর্থযাত্রাদি। এই কুরুক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণমহিষীদের সহিত শ্রীদ্রৌপদীদেবীর সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎ হয়।"

সমন্তপঞ্চক-ক্ষেত্র পুণ্যতীর্থ বলিয়া বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে বহুলোক ধর্ম্মকর্ম্ম-সাধনের নিমিত্ত এইস্থানে আসিয়া থাকেন। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কোনও ধর্ম্মকর্ম্ম-সাধনের প্রয়োজন না থাকিলেও লোকসংগ্রহার্থ তিনিও সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে সেই স্থানে গিয়াছিলেন। গূঢ় উদ্দেশ্য বোধ হয় ব্রজবাসীদিগের, বিশেষতঃ ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত সাক্ষাৎ।

২।১।১৫৯-৬০॥ অথবা, গো-অর্থ পৃথিবী, উপলক্ষণে—ব্রহ্মাণ্ড; তাহার স্বামী—অধীশ্বর। যিনি অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, তিনি গোস্বামী; স্বয়ংভগবান্।

২।২।২৬॥ "পড়ু তার মাথে বাজ" বলার তাৎপর্য্য এই। এতাদৃশ নয়নের অস্তিত্বের কোনও সার্থকতা নাই; যতই এই নয়ন বিদ্যমান থাকিবে, ততই তাহার অসার্থকতার মাত্রা বর্দ্ধিত হইবে; সুতরাং যতশীঘ্র ইহার অস্তিত্ব নষ্ট হইতে পারে, ততই ইহার পক্ষে মঙ্গল; যেহেতু, তাহাতে ইহার অসার্থকতার বৃদ্ধি স্থগিত হইবে। বজ্রাঘাতে যত শীঘ্র কাহারও অস্তিত্ব নষ্ট হয়, তত শীঘ্র আর কিছুতেই হয় না; তাই বলা হইয়াছে—এই নয়নের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়। বজ্রাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অস্তিত্বও নষ্ট হইবে; আর, অসার্থক জীবন-ধারণের শাস্তিরূপে আকস্মিক বজ্রাঘাতজনিত তীব্র যন্ত্রণাও ভোগ করিতে পারিবে।

কেহ কেহ মনে করেন, এই বাক্যে "বাজ" অর্থ বাজপাখী। বাজপাখী মাথায় পড়িলে তাহার তীক্ষ্ণ চঞ্চুদ্বারা চক্ষুর্দ্বয়কে উৎপাটিত করিয়া খাইয়া ফেলিবে; তাহাতে নয়নের অস্তিত্বও নষ্ট হইবে, অসার্থকতার শাস্তিরূপে তীব্র যন্ত্রণাও ভোগ করিবে। কিন্তু এই অর্থে কয়েকটা আপত্তি উঠিতে পারে; তাহা এই। প্রথমতঃ, কাহারও মাথায়

বাজপাখী আসিয়া বসিলেই যে সেই পাখী তাহার চক্ষুর্দ্বয়কে উৎপাটিত করিবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নাই। উৎপাটিত না করিতেও পারে; তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে নয়নের অসার্থক অস্তিত্ব থাকিয়াই যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, যদিই বা বাজপাখী কাহারও মাথায় পড়িয়া তাহার চক্ষুর্দ্বয়কে উৎপাটিত করে, তাহা হইলেও তাহার মৃত্যু না হইতেও পারে। কোনও কোনও তস্কর ধরা পড়িলে তাহার চক্ষু খুলিয়া লওয়া হয় বলিয়াও শুনা যায়; তাহাতে সকল সময় তস্কর মরিয়া যায় না। তদ্রূপ, অসার্থক নয়নের মাথায় বাজপাখী পড়িয়া তাহার চক্ষুকে উৎপাটিত করিলেও নয়নের অস্তিত্ব নষ্ট হইবে না। তৃতীয়তঃ, মূলে আছে—"পড়ু তার মাথে বাজ।" তার মাথে—নয়নের মাথে; "যাহার নয়ন, তাহার মাথায় বাজ পড়ুক"—এইরূপ অর্থ হইতে পারে না; কারণ, মূল বাক্যে "নয়নের" পরিবর্ত্তেই "তার" বলা হইয়াছে। এই অবস্থায়, নয়নের মাথায় বাজপাখী পড়িয়া তাহার নয়নকে উৎপাটিত করুক—একথার কোনও অর্থ হয়না। নয়নের আবার নয়ন কি? চতুর্থতঃ, বাজপক্ষী কাহারও মাথায় আসিয়া বসে না, চক্ষুও উপাটিত করে না।

২।৪।৪১-৪২॥ যে প্রেম বিতরণ করার জন্য অল্প কয়েক বৎসর পরেই শ্রীগোপালদেব শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইবেন, সেই প্রেমের স্বরূপ এবং প্রভাবের কিঞ্চিৎ আভাস পূর্ব্ব হইতেই জগতের জীবকে জানাইবার জন্যই বোধ হয় শ্রীগোপালদেবের এই ভঙ্গী। সূর্য্য নয়নের গোচরীভূত হওয়ার পূর্ব্বেই তাহার কিরণ জগতে প্রকাশ পায়। অখণ্ড-প্রেম-ভাণ্ডাররূপ সূর্য্য আবির্ভূত হওয়ার পূর্ব্বেই যেন গোপালদেব মাধবেন্দ্রপুরীকে উপলক্ষ্য করিয়া সেই সূর্য্যের কিরণরূপ আভাস জগতে প্রকাশ করিলেন।

২।৪।২০৫॥ অথবা, শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত আস্বাদনের জন্য লুব্ধ হইয়াই গোপীনাথের প্রসাদী ক্ষীরের আস্বাদন করিলেন।

২।৬।৬৭॥ তাঁরে—গোপীনাথ আচার্য্যকে; অথবা মুকুন্দদত্তকে। পরবর্ত্তী ২।৬।৭০-পয়ার হইতে মনে হয়, সার্ব্বভৌম যেন গোপীনাথ আচার্য্যকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যদি মুকুন্দদত্তকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও গোপীনাথ আচার্য্য উত্তর দিতে পারেন। তাহাতে অসামঞ্জস্য কিছু হয় না।

২।৬।৭৭-৭৮॥ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মধ্যে যে সমস্ত-ভগবৎস্বরূপ অবস্থিত, নবদ্বীপে অবস্থানকালে গোপীনাথ আচার্য্য তাহা দেখিয়াছেন। কর্ণপূরও তাঁহার নাটকে এজন্যই লিখিয়াছেন—"ময়া তু যদ্‌যদ্ দৃষ্টং তেন অনুমিতম্ অয়মীশ্বর এবেতি (ষষ্টাঙ্কে গোপীনাথ আচার্য্যের উক্তি)।"

২।৬।৭৯॥ **বিজ্ঞমত**। বিজ্ঞ কাকে বলে? জ্ঞান এবং বিজ্ঞান—এই দুইটী কথা আছে। কোনও বস্তুর পরোক্ষ জ্ঞানকে বলে জ্ঞান; আর, অপরোক্ষ জ্ঞানকে বলে বিজ্ঞান। যিনি কখনও বরফ দেখেন নাই, গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া কিম্বা কাহারও মুখে শুনিয়া বরফ সম্বন্ধে তিনি যদি কিছু জানিতে পারেন, তবে তাঁহার সেই জানাকে বলে জ্ঞান—পরোক্ষ জ্ঞান। এইরূপ জ্ঞানের স্থান মস্তিষ্কে। আর, তিনি যদি নিজের হাতে বরফ পায়েন, তখন বরফ সম্বন্ধে তাঁহার যে জ্ঞান বা অনুভব জন্মিবে, তাহাকে বলে বিজ্ঞান—অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎ অনুভব। এইরূপ বিজ্ঞান যাঁহার লাভ হইয়াছে, তাঁহাকেই বলে বিজ্ঞ বা বিদ্বান্ এবং তাঁহার এই প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ অনুভবকে বলে বিজ্ঞের অনুভব বা বিদ্বদনুভব। অনুভবমাত্রই শ্রদ্ধেয় নহে। দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তি দক্ষিণ দিক্‌কেও পূর্ব্বদিক্ বলেন এবং ইহা তাঁহার অনুভবও। কিন্তু ইহা ভ্রান্তি মাত্র। অপরোক্ষ অনুভবে বা বিজ্ঞানে কোনওরূপ ভ্রান্তি থাকিতে পারে না। এজন্যই বলা হয়—"ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব। আর্ষ-বিজ্ঞ-বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥ ১।২।৭২॥" যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তের মায়ামলিনতা থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধে কাহারও বিজ্ঞান বা অপরোক্ষ অনুভব লাভ হইতে পারে না, সুতরাং ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ বিজ্ঞ বা বিদ্বান্‌ও হইতে পারেন না। যিনি বিজ্ঞ, ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধে তাঁহার অনুভব কখনও শাস্ত্রবিরোধী হইতে পারে না। ভগবত্তত্ত্বাদি-সম্বন্ধে কাহারও অনুভব যথার্থ অনুভব কিনা, তাহা বিচার করিতে হইবে একমাত্র শাস্ত্রদ্বারা; যেহেতু, ভগবত্তত্ত্বাদির কথা অপৌরুষেয় শাস্ত্র হইতেই জানা যায়। শাস্ত্রোক্তির সহিত যাঁহার অনুভবের সঙ্গতি নাই, তাঁহার অনুভব যথার্থ অনুভব নহে; তাহা হইবে দিগ্‌ভ্রান্ত লোকের

দিক্‌সম্বন্ধে ভ্রান্তির তুল্য। এইরূপ অনুভবের কোনও মূল্য নাই। যাঁহার অনুভবের সহিত অপৌরুষেয় শাস্ত্রের সঙ্গতি আছে, তাঁহার অনুভবই যথার্থ অনুভব; তাঁহার অনুভবেরই মূল্য আছে। ঈশ্বর-তত্ত্বাদিসম্বন্ধে এইরূপ অনুভব যাঁহার জন্মিয়াছে, তাঁহার অনুভবই বিজ্ঞানুভব, তাঁহার মতই বিজ্ঞমত। ঈশ্বর-তত্ত্বাদি-সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন, তাহা অভ্রান্ত; যেহেতু, অপৌরুষেয় শাস্ত্র তাঁহার অভ্রান্ততা-সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়া থাকে।

২।৮।১৭৫-৭৬॥ শ্রীরাধা বলিয়াছেন—"মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণসুখ সঙ্গমে, অতএব দেহ দেঙ দান॥ ৩।২০।৫০॥"

২।৮।২২০॥ **সংশয়**—সন্দেহ। যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই, এমন কিছু দেখিলে সাধারণতঃ বিস্ময়ই জন্মে, সন্দেহ জন্মে না। যাহা পূর্ব্বে একটু একটু দেখা গিয়াছে, তাহা বা তাহার অনুরূপ কিছু দেখিলেই সংশয় জন্মে—পূর্ব্বে একটু একটু যাহা দেখিয়াছিলাম, এখনকার দৃষ্ট বস্তুটী কি তাহাই? এরূপ সংশয় মনে জাগে। সাধ্যসাধন-তত্ত্বের আলোচনার সময়ে প্রেমবশে রামানন্দরায় মাঝে মাঝে যেন প্রভুর স্বরূপ দেখিতেন—কিন্তু যেন আলেয়ার মত। কেন না, রামানন্দ তখনই তাঁহাকে চিনিতে না পারুক, ইহাই ছিল প্রভুর বলবতী ইচ্ছা (২।৮।১০২-৩)। এক্ষণে, সন্ন্যাসিদেহের পরিবর্ত্তে সম্মুখে দণ্ডায়মানা কাঞ্চন-পঞ্চালিকার গৌরকান্তিতে সর্ব্ব-অঙ্গ-ঢাকা শ্যামসুন্দর বংশীবদনকে দেখিয়া রামানন্দের যেন মনে হইয়াছিল—এইরূপ একটী রূপ আলেয়ার মতন যেন পূর্ব্বেও দেখিয়াছিলাম। ইহাই কি সেই রূপ? তাই রামানন্দের সংশয়।

২।৮।২৩৩-৩৪॥ ৩২৪-পৃষ্ঠায় পয়ার-টীকার শেষে এই অংশ সংযোজিত হইবে:—এস্থলে গৌরের স্বরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে; গৌর হইলেন—রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাব-বিগ্রহ শ্রীরাধার মিলিত স্বরূপ। আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে এবং অন্যত্রও কবিরাজগোস্বামী তাহাই বলিয়াছেন। সমস্ত বৈষ্ণবাচার্য্যই শাস্ত্রীয় প্রমাণ অনুসারে এইরূপ অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু আজকাল এক অভিনব মতবাদও কেহ প্রচার করিতেছেন—"রাধা-শ্যাম-বীরাকুন্দ-ললিতাসুন্দরী। পঞ্চ; এক মহাপ্রভু; দশমী শিহরি। বড় দুঃখে এক রে, দশমী দশা কি মনে নাই?" এই নূতন মতে, শাস্ত্রোক্ত "রাধা-শ্যাম" মিলিত স্বরূপ গৌরের উপরে "বীরা-কুন্দ-ললিতাসুন্দরীর" প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে; অথচ ইহার শাস্ত্রীয় ভিত্তি কিছু নাই। "দশমী শিহরি" বাক্যের মর্ম্ম বুঝা যায়না। ইহার তাৎপর্য্য যদি এই হয় যে—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুতে শ্রীরাধার দশমী দশাই অভিব্যক্ত, তাহাহইলে নিবেদন এই। চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, কৃশতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু (মৃতপ্রায় অবস্থা)—প্রবাসাখ্য-বিপ্রলম্ভে এই দশটী দশা হয়; ইহাদের মধ্যে দশমী দশাটী হইতেছে—মৃত্যু। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—"কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয়। সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয় এই দশ দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রি দিনে। কভু কোন দশা উঠে, স্থির নহে, মনে॥ ৩।১৪।৪৯-৫০॥" সুতরাং প্রভুর মধ্যে যে কেবল দশমী দশাই অভিব্যক্ত হইয়াছিল, ইহা প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যদের মত নহে। আর, "বড় দুঃখে এক রে, দশমীদশা কি মনে নাই?"—এই উক্তি হইতে মনে হয়—দশমী দশার দুঃখ হইতেই রাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ গৌরের আবির্ভাবের সূচনা। দশমীদশার দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন শ্রীমতী রাধিকা; শ্রীকৃষ্ণের দশমী দশার কথা শুনা যায় না। তবে কি শ্রীকৃষ্ণকে দশমী দশার মর্ম্মন্তুদ দুঃখ ভোগ করাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীরাধাই উপযাচিকা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া গৌররূপে আবির্ভূত হইলেন? প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যদের কেহই এইরূপ কথা বলেন নাই। বিশেষতঃ, ইহা শ্রীরাধার স্বরূপগত ভাবের বিরোধী; যেহেতু, শ্রীরাধার একমাত্র কাম্য এবং একমাত্র প্রয়াস হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের সুখ-বিধানের নিমিত্ত। শ্রীকৃষ্ণের দুঃখ-বিধানের চেষ্টা শ্রীরাধার পক্ষে কল্পনাও করা যায় না। আর যদি মনে করা যায়—বিরহখিন্না শ্রীরাধার দশমী দশার কথা জানিয়া শ্রীরাধার বিরহ-যন্ত্রণা দূর করার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া নিত্য-নিবিড়তম মিলনের বিগ্রহরূপে গৌররূপে প্রকটিত হইলেন, তাহা হইলেও বক্তব্য এই যে, "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বা"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের গৌরস্বরূপ প্রকটনের হেতুরূপে যে অপূর্ণ-বাসনা-ত্রয়ের কথা বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত এই নূতন মতের কোনও সঙ্গতি দেখা যায় না।

আর একটী নূতন মতবাদও প্রচারিত হইতেছে। এই নূতন মতে—রাই-কানুর মিলিতস্বরূপই যে গৌর, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" যে রাই-কানু-মিলিত স্বরূপ, তাহা স্বীকৃত হয় নাই; এই মতে, নিতাই-গৌর-মিলিত-স্বরূপই হইলেন "রসরাজ মহাভাব।" ইহা গোস্বামি-শাস্ত্র-সম্মত কথা নহে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের যে স্থলে "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপের" কথা বলা হইয়াছে, সে-স্থলে উল্লিখিত রূপ কোনও কথাই বলা হয় নাই; বরং বলা হইয়াছে—প্রভু রামানন্দরায়কে যে-রূপটী দেখাইলেন, তাহা হইতেছে প্রভুর—গৌরের—স্বরূপ। "তবে হাসি প্রভু তারে দেখান স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।" এই স্বরূপটী যে রাই-কানু-মিলিত স্বরূপ, প্রভুর নিজের উক্তিতেও তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। "গৌর-অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গস্পর্শন। গোপেন্দ্রসুত বিনা তিঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥ তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন॥" এস্থলে "নিজমাধুর্য্যরস" বলিতে "কৃষ্ণস্বরূপের মাধুর্য্যের" কথাই বলা হইয়াছে; কৃষ্ণস্বরূপের মাধুর্য্য আস্বাদনের উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণের গৌররূপে আবির্ভাব। কবিরাজগোস্বামী বা মহাপ্রভু—ইঁহাদের কেহই এস্থলে বলেন নাই যে—নিতাই-গৌর-মিলিত স্বরূপই "রসরাজ মহাভাব।"

যাহা হউক, উল্লিখিত অভিমতের সমর্থনে যে যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা হইতেছে এইরূপ:—স্বীয় মাধুরী আস্বাদনের জন্য গৌরের বাসনা জাগিল; "কিন্তু কেমন করে ভোগ হবে বল। দুই ত আছে জড়াজড়ি, ভোক্তা ভোগ্য এক ঠাঁই, স্বতন্ত্রস্বরূপ না হ'লে—কেমন ক'রে ভোগ হবে বল।" তখন "সেই আশা পুরাইতে, যোগমায়া লীলাশক্তি, অভিন্নস্বরূপের করিল প্রকাশ। রাই-কানু মিলিত গোরার অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ। আমার নিত্যানন্দরাম, পূরায় চৈতন্যকাম। রসরাজ-মহাভাব তখন, এই দুই স্বরূপে বিলাস যখন॥ গোদাবরীতীরে রামরায় দেখে, এই রসরাজ মহাভাব প্রত্যক্ষ্যে। দেখি নিতাই-গৌর জড়িত, দেখি নিতাই-গৌর আলিঙ্গিত, দেখি নিতাই-গৌর বিলসিত, রামরায় মুরছিত।" এই সকল উক্তি সম্বন্ধে নিবেদন এই। (১) গৌরের নিজের মাধুরী-ভোগের জন্য যে কখনও কোনও বাসনার উদয় হইয়াছিল, কোনও বৈষ্ণব-গ্রন্থ হইতে তাহা জানা যায় না; শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরী ভোগের বাসনাই গৌর-স্বরূপের পক্ষে স্বাভাবিক। তর্কের অনুরোধে না হয় স্বীকার করা গেল—গৌরেরই তদ্রূপ বাসনা জাগিয়াছিল, অথবা শ্রীকৃষ্ণমাধুরী আস্বাদনের জন্যই গৌরের বাসনা জাগিয়াছিল। (২) কিন্তু "দুই ত আছে জড়াজড়ি, ভোক্তাভোগ্য এক ঠাঁই" বলিয়া ভোগ সম্ভব নয়। গৌরে "রাই এবং কানু, ভোক্তা-কানু—এবং ভোগ্য রাই"—এই দুই-ই তো "জড়াজড়ি এক ঠাঁই।" "স্বতন্ত্র স্বরূপ না হ'লে, দেখা দেখি না হ'লে" ভোগ হইতে পারে না। তাঁহারা যদি পৃথক্ থাকিতেন, তাহা হইলে ভোগ সম্ভব হইত। ইহাই যেন এই নূতন মতের অভিপ্রায়। তাহাই যদি হয়, কে কাহাকে ভোগ করিতেন? ভোক্তা কানু কি ভোগ্যা রাইকে ভোগ করিতেন? তাহা হইলে তো কানুকর্ত্তৃক রাইকেই ভোগ করা হইত, গৌরকর্ত্তৃক "নিজের মাধুরী ভোগ" বা কৃষ্ণের মাধুরা-ভোগ কিরূপে হইত, তাহা বুঝা যায় না। (৩) রাইকানুকে গৌর হইতে পৃথক্ যখন করা যায় না, তখন অঘটন-ঘটন-পটীয়সী-যোগমায়া লীলাশক্তি নিত্যানন্দের প্রকাশ করিলেন। তখন "নিতাই-গৌর জড়িত, নিতাই-গৌর আলিঙ্গিত, নিতাই-গৌর বিলসিত" হইলেন। এইরূপেই "নিত্যানন্দরাম পূরায় চৈতন্যকাম।" "ভোগ্যরূপেই" কি "নিত্যানন্দরাম" "চৈতন্যকাম" পূর্ণ করিলেন? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ইহা দ্বারা তো গৌর নিত্যানন্দকেই ভোগ করিলেন; তাহাতে গৌরের "নিজের মাধুরী ভোগের সাধ" কিরূপে পূর্ণ হইতে পারে, তাহাও বুঝা যায় না। আর, যে ভাবে "নিতাই-গৌর জড়িত, আলিঙ্গিত, বিলসিত" হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, নায়ক-নায়িকার পরস্পরের সহিত "জড়িত, আলিঙ্গিত, বিলসিত" হওয়ার চিত্রই যেন অঙ্কিত হইয়াছে; কিন্তু গৌর এবং নিতাই—উভয়েই তো পুরুষ; ইঁহাদের মধ্যে নারীর দেহ তো কাহারও নাই। দুই পুরুষ-স্বরূপ কিরূপে ঐ-ভাবে "বিলসিত" হইলেন, তাহাও বুঝা যায় না। যিনি "স্ত্রী"-শব্দটী পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতেন না, বৃদ্ধা তপস্বিনী মাধবীদেবীর নিকট হইতে ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে প্রভুর সেবার জন্য

চাউল চাহিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া যিনি স্বীয় অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছোট-হরিদাসকে পর্য্যন্ত বর্জন করিয়াছিলেন, সেই গৌরসুন্দরকে পুংশ্চলরূপে চিত্রিত করা এক অদ্ভুত জুগুপ্সিত কল্পনা বলিয়াই মনে হয়। (৪) রামানন্দরায়কে নিজের স্বরূপ দেখাইবার জন্যই প্রভু "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" প্রকটিত করিয়াছিলেন; "নিজের মাধুরী ভোগের সাধ" পূর্ণ করিবার জন্যই যে এই রূপটি প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহা কবিরাজ গোস্বামী বলেন নাই। (৫) রামানন্দরায় রাই-কানু-মিলিত স্বরূপই দেখিয়াছিলেন; "নিতাই-গৌর বিজড়িত, আলিঙ্গিত, বিলসিত"-স্বরূপ দেখিয়াছিলেন বলিয়া কবিরাজগোস্বামী বলেন নাই।

এই অভিনব মতবাদটী যে কেবল শাস্ত্রবিরুদ্ধ তাহাই নহে; ইহা জুগুপ্সিত রসদুষ্ট বলিয়াও মনে হইতে পারে।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দেহ পুরুষের দেহ হইলেও অন্তরে বা ভাবে তিনি নাগরী—নাগরীকুল-শিরোমণি শ্রীরাধিকা। "রাধিকার ভাবমূর্ত্তি প্রভুর অন্তর॥ ১.৪.৯৩॥ গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত। ব্রজেন্দ্র-নন্দনে মানে আপনার কান্ত॥ ১।১৭।২৭০॥" তাঁহাকে পুংশ্চলরূপে চিত্রিত করার প্রয়াস প্রভুর ভাব-বিরোধী। শ্রীরাধার ভাবে প্রভু ব্রজলীলা আস্বাদন করিতেছেন। গৌরের লীলা হইতেছে ভাবাস্বাদনময়ী লীলা। এই আস্বাদন দেহ-নিরপেক্ষ, দৈহিক-বিলাস নিরপেক্ষ। একজন্যই বোধ হয় রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ গৌরের পার্ষদবর্গের—স্বরূপ-দামোদর, রায়রামানন্দ, শ্রীরূপসনাতনাদি সকলেরই—দেহ পুরুষের দেহ; কিন্তু তাঁহাদের দেহ পুরুষের দেহ হইলেও ভাবে তাঁহারা সকলেই মহাভাববতী ব্রজনাগরী। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যেমন শ্রীরাধার ভাবে ব্রজলীলা আস্বাদন করেন, তাঁহার পরিকরবর্গও ব্রজগোপীর ভাবে প্রভুর আনুগত্যে সেই ব্রজলীলাই আস্বাদন করেন; এই আস্বাদন-ব্যাপারে নবদ্বীপলীলায় দৈহিক বিলাসের সম্বন্ধ নাই। বস্তুতঃ, দৈহিক বিলাসই আস্বাদনের বস্তু নহে; আস্বাদনের বস্তু হইতেছে ভাব। ব্রজলীলাতে—যেস্থানে দৈহিক বিলাস আছে, তাহাতেও—পরিকর ভক্তবৃন্দের প্রেমরস-নির্য্যাসই হইতেছে রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র আস্বাদনের বিষয়; দৈহিক-বিলাস এই প্রেমরস-নির্য্যাস উৎসারিত করার একতম উপায় মাত্র; কিন্তু ইহাই যে প্রেমরস-নির্য্যাস উৎসারিত করার একমাত্র উপায় নহে, নবদ্বীপ-লীলাই তাহার প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-খিন্না শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ-লীলাতেও তিনি শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহাতে দৈহিক-বিলাসের অভাব। বস্তুতঃ ভাবাস্বাদনময়ী লীলাতেই বোধ হয় লীলারসাস্বাদনের চরমতম পর্য্যবসান; ব্রজসুন্দরীদিগের রসোদ্গার-লীলাতেও তাহা বুঝা যায়। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ভাবাস্বাদনময়ী লীলাতে বিলসিত থাকিয়াই তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী লীলারস আস্বাদন করিয়াছেন। দৈহিক-বিলাসের অবকাশ এই লীলাতে নাই। ২।২৫।২২৩-পয়ারের টীকা পরিশিষ্টে (খ) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২।৯।১৮-১৯ শ্লো॥ **পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ** ইত্যাদি। নববিধা ভক্তি আগে শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়া তাহার পরে যদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেই তাহা হইবে শুদ্ধা ভক্তির সাধন। অনুষ্ঠান করিয়া তারপর অর্পণ করিলে তাহা হইবে—কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ-জাতীয়; ইহা শুদ্ধা ভক্তির সাধন হইবে না। কিন্তু অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে কিরূপে অর্পণ হইতে পারে? সন্দেশ প্রস্তুত না হইতে তাহা কিরূপে কাহাকেও অর্পণ করা যায়? তাৎপর্য্যবৃত্তিদ্বারা ইহার অর্থ নির্ণয় করিতে হইবে। যে বস্তু যাঁহাকে অর্পণ করা যায়, সেই বস্তু হইয়া যায় তাঁহারই; সেই বস্তু তখন আর অর্পণকারীর থাকেনা, অর্পণকারী সেই বস্তু তখন আর ভোগ করিতে পারেন না, ভোগের অধিকারও তখন অর্পণকারীর থাকেনা। নিজের জন্য সেই বস্তু ব্যবহার করার অধিকার তখন আর অর্পণকারীর থাকে না বটে; কিন্তু যাঁহাকে সেই বস্তু অর্পণ করা হইয়াছে, তাঁহার সেবার বা প্রীতির উদ্দেশ্যে অবশ্য অর্পণকারী তাহা ব্যবহার করিতে পারেন। গরমের দিনে যদি কেহ একখানা পাখা আনিয়া স্বীয় গুরুদেবকে দান করেন, নিজের গ্রীষ্মজ্বালা দূর করার জন্য তিনি সেই পাখা ব্যবহার করিতে পারেন না; তবে সেই পাখাদ্বারা তাঁহার গুরুদেবের গ্রীষ্মজ্বালা দূর করার চেষ্টা করিতে পারেন। এস্থলে গুরুদেবে অর্পিত বস্তু গুরুদেবের সেবার নিমিত্ত অর্পণকারী শিষ্য ব্যবহার করিতে পারেন—ইহাই দেখা গেল। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণে দৃশ্যমানরূপে অর্পিত হইতে পারে না; কিন্তু যদি তাহা হইতে

পারিত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে সাধক তাহা ব্যবহার করিতে পারিতেন। এইরূপে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠানের যাহা তাৎপর্য্য (তাৎপর্য্য—শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি), স্থূলভাবে অর্পণের পরে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির নিমিত্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্যও তাহাই। সুতরাং শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গ আগে শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া তাহার পরে অনুষ্ঠান (শ্রবণকীর্ত্তনাদি) করার তাৎপর্য্য হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করা; ইহাই তাৎপর্য্যবৃত্তি মূলক অর্থ। নিজের জন্য কিছু চাওয়া (ইহকালের বা পরকালের সুখ, স্বর্গাদিলোকের সুখ, এমন কি মুক্তি পর্য্যন্ত চাওয়াও) মনে রাখিয়া যদি কেহ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাহা শুদ্ধা ভক্তির সাধন হইবে না।

২।১০।১৪২-৪৫॥ পরিশিষ্টে "পাত্রপরিচয়ে" "বড় হরিদাস" দ্রষ্টব্য। ১৪৪-পয়ারোক্ত হরিদাস—হরিদাস ঠাকুর নহেন; ইনি কীর্ত্তনীয়া বড় হরিদাস।

২।১০।১৪৬॥ পরিশিষ্টে "পাত্রপরিচয়ে" "ব্রহ্মানন্দ ভারতী" দ্রষ্টব্য।

২।১৩.২৭॥ রথ প্রাকৃত কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত হইলেও, শ্রীজগন্নাথে তাহা অর্পিত বা শ্রীজগন্নাথের জন্য সঙ্কল্পিত হইলেই তাহা চিন্ময় হইয়া যায়—ভগবানে নিবেদিত প্রাকৃত বস্তুও যেমন চিন্ময়ত্ব লাভ করে, তদ্রূপ।

২।১৩.৪১॥ হরিদাস ঠাকুর তৃতীয় সম্প্রদায়ে নৃত্য করিয়াছেন (২।১৩।৪০); এই পয়ারের হরিদাস হইলেন অন্য এক হরিদাস—সম্ভবতঃ ইনি ছিলেন কীর্ত্তনীয়া বড় হরিদাস, যিনি প্রভুর নিকটে থাকিয়া সর্ব্বদা প্রভুকে কীর্ত্তন শুনাইতেন (২।১০।১৪৪ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

২।১৫।৫৪॥ শচীমাতার শুদ্ধ-বাৎসল্য-ভাব; ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান নাই; তাই তিনি মনে করেন—"নিমাই তো এখন নীলাচলে; কিরূপে এখানে আসিবে?" এজন্য তিনি নিমাইকে ভোজন করিতে দেখিয়াও নিমাইর উপস্থিতি সত্য বলিয়া মনে করিতে পারেন না (সত্য নাহি মানে)। স্ফূর্ত্তি বা স্বপ্ন বলিয়া মনে করেন। যদি ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে মনে করিতে পারিতেন—নিমাই যখন ঈশ্বর, তাঁহার পক্ষে নীলাচল হইতে এখানে আসিয়া ভোজন করা অসম্ভব নয়।

২।১৫।৭১॥ অথবা, একেকটী নারিকেলের মূল্য পাঁচগণ্ডা কড়ি (এক পয়সা)। পরবর্ত্তী ২।১৫।৭৩ পয়ারে বলা হইয়াছে, রাঘব পণ্ডিত চারিপণ দিয়াও একেকটী নারিকেল আনিতেন। ৭১-পয়ারেও একেকটী ফলের মূল্য পাঁচগণ্ডা মনে করিলেই অর্থের সারস্য থাকে। পাঁচগণ্ডা খরচ করিলেই যাহা পাওয়া যায়, তাহাও রাঘব চারিপণ দিয়া কিনিয়া আনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া থাকেন।

২।১৫।২ শ্লো।॥ ৬২২ পৃষ্ঠায় নিম্ন হইতে ছয় পংক্তি উপরে এই অংশ যোগ করিতে হইবে:—দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিদিগের সম্বন্ধে পূর্ব্বপক্ষ যাহা বলিয়াছেন, তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড হইতে জানা যায়, শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন-লাভের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা কান্তাভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতেছিলেন; শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের কোনও কোনও অংশে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখিয়া তাঁহাদের পূর্ব্বভাব (শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে কান্তভাব) উদ্দীপ্ত হইয়াছিল মাত্র। শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনলাভের পূর্ব্ব হইতেই যখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের যে পূর্ব্বে দীক্ষা হইয়াছিল না, একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। বরং দীক্ষা হইয়াছিল বলিয়াই অনুমান হয়; তাঁহারা যে কেবল নামকীর্ত্তন করিতেছিলেন, একথা শাস্ত্র হইতে জানা যায় না; উপাসনার কথাই জানা যায়; দীক্ষা ব্যতীত উপাসনা হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। শ্রুতিগণ সম্বন্ধেও এইরূপই বলা যায়।

যাঁহারা ব্রজভাবের উপাসক, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদি কোনও এক ভাবের অনুরূপ সম্বন্ধই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্থাপন করিতে অভিলাষী। মন্ত্রদ্বারাই যে এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে, তাহা শ্রীজীবও তাঁহার ভক্তি-সন্দর্ভে বলিয়া গিয়াছেন—"ননু ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ। তত্র বিশেষেণ নমঃশব্দাদ্যলঙ্কৃতাঃ শ্রীভগবতা শ্রীমদ্ ঋষি-

ভিগ্‌চাহিতশক্তিবিশেষাঃ **শ্রীভগবতা সমমাত্মসম্বন্ধবিশেষ-প্রতিপাদকাশ্চ।**" ইহাদ্বারা মন্ত্রদীক্ষার আবশ্যকতা স্পষ্টভাবেই সূচিত হইতেছে।

২।১৬।১৫॥ এই পয়ারের "বাসুদেব মুরারি গোবিন্দ তিন ভাই"-এই উক্তিটীর তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। "মুরারি"-স্থলে যদি "মাধব"-পাঠ হইত, তাহা হইলে অর্থ পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইত; যেহেতু, ১।১০।১১৩ পয়ারে বলা হইয়াছে—"গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।" ইঁহারা "ঘোষ" উপাধিধারী। কিন্তু আমাদের দৃষ্ট কোনও গ্রন্থেই "মাধব"-পাঠ নাই। বাসুদেব, মুরারি ও গোবিন্দ—এই তিন নামের তিন সহোদরের উল্লেখ শ্রীগ্রন্থে অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। শ্রীচৈতন্যশাখাভুক্ত বাসুদেব দত্তের উল্লেখ আছে (১।১০।৩৯-৪০) এবং গোবিন্দ দত্তের উল্লেখও আছে (১।১০।৬২); কিন্তু ইঁহারা সহোদর কিনা জানা যায় না। প্রভুর নিত্যসঙ্গী মুকুন্দদত্ত যে বাসুদেবদত্তের কনিষ্ঠ সহোদর, শ্রীগ্রন্থে তাহারও উল্লেখ দৃষ্ট হয় (২।১১।১২৩-২৬)। মুকুন্দ ব্যতীত বাসুদেব দত্তের যে আর কোনও সহোদর ছিলেন, তাহাও কোনও উক্তি হইতে জানা যায় না। হয়তো বাসুদেব দত্তের আরও সহোদর ছিলেন; গোবিন্দদত্তও হয়তো বাসুদেব দত্তের সহোদর এবং মুরারিও হয়তো বাসুদেব দত্তের সহোদর। ইহা অবশ্য অনুমানমাত্র। এই অনুমান যদি গ্রহণীয় হয়, তাহা হইলে আলোচ্য পয়ারের উক্তির একটা সমাধান পাওয়া যায়। গৌড় হইতে যাঁহারা নীলাচলে আসার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তাঁহাদের উল্লেখ-প্রসঙ্গেই "বাসুদেব মুরারি গোবিন্দ তিন ভাই" বলা হইয়াছে। মুকুন্দদত্ত নীলাচলেই প্রভুর সঙ্গে থাকিতেন; তাই এস্থলে তাঁহার উল্লেখ নাই।

২।১৬।৬৪॥ প্রভুর পক্ষে "আমার দুষ্কর কর্ম্ম তোমা হৈতে হয়" বলার আরও একটী গূঢ় উদ্দেশ্য বোধ হয় আছে। শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে জানা যায়, "কৃষ্ণবর্ণ ত্বিষাঽকৃষ্ণ" শ্রীমন্‌মহাপ্রভুই বর্ত্তমান কলির উপাস্য। প্রভু ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া নিজের ভজনের উপদেশ নিজে দিতে পারেন না—ইহা তাঁহার পক্ষে "দুষ্কর কর্ম্ম।" মূলভক্ততত্ত্ব শ্রীসঙ্কর্ষণস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দই এই কার্য্যসমাধার যোগপাত্র। বস্তুতঃ শ্রীনিত্যানন্দই "ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম। যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে যে আমার প্রাণ॥"—বলিয়া গৌর-ভজনের উপদেশ দিয়াছেন। প্রভু স্বীয় ভজনের উপদেশ দানের কথা শ্রীনিত্যানন্দকে প্রকাশ্যভাবে না বলিলেও তাঁহার অভিন্ন-কলেবর শ্রীনিত্যানন্দ তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সন্ন্যাসের পূর্ব্বে প্রভু যখন নবদ্বীপে ছিলেন, তখন প্রভুর আদেশে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ কৃষ্ণ-ভজনের উপদেশই দিয়াছিলেন। তখন গৌর-ভজনের উপদেশ প্রকাশ্যভাবে দেওয়া হয় নাই।

২।১৭।১৬॥ আবার কেহ কেহ বলিতে পারেন, জলপাত্রাদিবহন হইল ভৃত্যের কাজ; একজন বিপ্রের দ্বারা প্রভু এই কাজ করাইয়াছিলেন মনে করা সঙ্গত হয় না। সুতরাং পয়ারস্থ "বিপ্র এক ভৃত্য"-বাক্যের "এক বিপ্র এবং এক ভৃত্য" অর্থ করাই সঙ্গত; ভৃত্যই জলপাত্র-বস্ত্রাদি বহন করিয়াছিল। ইহার উত্তরে যাহা বলা যায়, তাহা এই। প্রথমতঃ, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর জলপাত্রাদি বহন ব্যবহারিক জগতের অপমানজনক ভৃত্যকৃত্য নহে। এই সেবাটুকু করার ভাগ্য যাঁহার হইয়াছে, তিনি সামাজিক হিসাবে যত সম্মানিতই হউন না কেন, নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। ইহা যে হীন কাজ, শ্রীমন্নিত্যানন্দাদিও তাহা মনে করেন নাই; তাই প্রভুর দক্ষিণ-গমন-সময়ে তাঁহারা "সরল ব্রাহ্মণ" কৃষ্ণদাসকে প্রভুর সঙ্গী করিয়া দিয়াছিলেন। কিসের জন্য কৃষ্ণদাসকে প্রভুর সঙ্গে দিলেন? জলপাত্র-বস্ত্র বহন করার নিমিত্ত। "জলপাত্র-বস্ত্র বহি তোমার সঙ্গে যাবে ২।৭।৩৯॥" প্রভুর সঙ্গে দ্বিতীয় লোক আর কেহই যায়েন নাই; কৃষ্ণদাস-ব্রাহ্মণই প্রভুর বস্ত্রাম্বুভাজন বহন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন-গমন-প্রসঙ্গেও স্বরূপ-রামানন্দ প্রভুকে বলিয়াছিলেন—"উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি। ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে, যাবে পাত্র বহি॥ ২।১৭।১০॥" বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে যে বিপ্র ছিলেন, তিনিই যে প্রভুর "বস্ত্রাম্বুভাজন" বহন করিবেন, তাহাও তাঁহারা বলিয়াছেন। "এই বিপ্র বহি নিবে বস্ত্রাম্বুভাজন। ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন॥ ২।১৭।১৮॥" দ্বিতীয়তঃ, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য এই বিপ্রকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন কিসের জন্য? রান্না করার জন্য

নয়; যেহেতু, সর্ব্বত্র বলভদ্রভট্টাচার্য্য নিজেই রান্না করিয়াছেন বলিয়া কবিরাজগোস্বামীর উক্তি হইতে জানা যায়। লোকালয় হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছেনও বলভদ্র, রান্না করিয়া প্রভুকে ভিক্ষা দিয়াছেনও বলভদ্র। সুতরাং তাঁহার কোনও পাচকের প্রয়োজন ছিল না; তাঁহার জিনিসপত্র বহনব্যতীত এই বিপ্রের অন্য কোনও কৃত্যের কথাও শ্রীগ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। অপর ভৃত্যের প্রয়োজনও কিছু দেখা যায় না, অপর কেহ ভৃত্যকৃত্য করিয়াছেন বলিয়াও কবিরাজগোস্বামীর উক্তি হইতে জানা যায় না।

প্রভু যখন দক্ষিণদেশে গিয়াছিলেন, তখন কৌপীন-বহির্ব্বাস এবং জলপাত্র ব্যতীত অপর কোনও জিনিস-পত্রই যে প্রভুর সঙ্গে যায় নাই, কবিরাজ তাহাও বলিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ বলিয়াছেন—"কৌপীন বহির্ব্বাস, আর জলপাত্র। আর কিছু সঙ্গে নাহি যাবে এইমাত্র॥ ২।৭।৩৫॥" প্রভুর কোনও বিছানাপত্র ছিল না। শেষ লীলার শেষভাগে যখন প্রভুর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইয়া গিয়াছিল, তখনই ভক্তদের আগ্রহাতিশয্যে "কলার শরলাতে" শয়ন করিতেন; তৎপূর্ব্বে প্রথম হইতেই ছিল প্রভুর "ভূমিতে শয়ন॥ ২।৭।২২॥" সুতরাং প্রভুর বিছানাপত্রাদি বহনের জন্য যে ভৃত্যের প্রয়োজন ছিল, তাহাও বলা যায় না। সেই সময়ে দুর্গমপথে পদব্রজে বৃন্দাবনে যাইতে হইত; তাই ভারী জিনিস কেহ সঙ্গে লইতেন না। বলভদ্রভট্টাচার্য্যের শয্যাদি থাকিলেও তাহা ছিল অতি হাল্কা; তাঁহার সঙ্গের বিপ্রই তাহা বহন করিতেন এবং এই উদ্দেশ্যেই ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। সুতরাং কি প্রভুর জন্য, কি ভট্টাচার্য্যের নিজের জন্য কাহারও জন্যই কোনও ভৃত্যের প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। এসমস্ত কারণে "বিপ্র এক ভৃত্য"-বাক্যের "এক বিপ্র এবং এক ভৃত্য" এইরূপ অর্থেরও কোনও সার্থকতা দেখা যায় না। ২।১৮।১৬২-পয়ারে কোনও কোনও গ্রন্থের "গৌড়ীয়া ঠক এই কাঁপে তিন জন॥"-উক্তির সমর্থনের জন্যও যে "এক বিপ্র এবং এক ভৃত্য" অর্থ করার প্রয়োজন নাই, তাহাও ২।১৭।১৬ পয়ারের টীকাতেই দেখান হইয়াছে।

২।১৮।:২॥ অথবা, সুমনঃ অর্থ পুষ্প বা কুসুম; সুমনঃসরোবর—কুসুমসরোবর।

২।১৮।৬ শ্লো।॥ **বামঃ ভুজদণ্ডঃ** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বাম ভুজদণ্ড তোমাদিগকে রক্ষা করুক। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বাম বাহুদ্বারা তোমাদিগকে তাঁহার বক্ষঃস্থলে জড়াইয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা তোমাদের চিবুক উন্নীত করিয়া তোমাদের অধরে স্বীয় অধর-সুধা ঢালিয়া দিয়া কন্দর্পজ্বালা হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

২।১৮।৪৮॥ শ্রীরূপের সঙ্গী ভক্তদের নাম দেখিয়া মনে হয়, ৪৩-৫৬ পয়ার-সমূহের উক্তি প্রত্যক্ষদর্শীরই উক্তি। অনুমান হয়—গ্রন্থকার কবিরাজগোস্বামীও এই সঙ্গে ছিলেন, দৈন্যবশতঃ নিজের নাম উল্লেখ করেন নাই।

২।১৮।১৩০॥ এই পয়ারের মর্ম্ম হইতে মনে হয়, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য প্রভুর সঙ্গে বৃন্দাবনে যাইতেন না; কিন্তু ২।১৭।২০৮ পয়ার হইতে জানা যায়, যে দিন বৃন্দাবনের কণ্টকময়-স্থানে প্রভু গড়াগড়ি দিয়াছিলেন, সেই দিন বলভদ্র ভট্টাচার্য্য প্রভুর সঙ্গে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সকল সময়ে তিনি প্রভুর সঙ্গে বৃন্দাবনে যাইতেন না। প্রভুর মথুরামণ্ডলে স্থিতির শেষের দিকে-বোধহয় তিনি আর প্রভুর সঙ্গে যাইতেন না।

২।১৯।১৮৮॥ প্রেম হইল স্বরূপশক্তির বৃত্তি—সুতরাং তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং শক্তি বলিয়া শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণেরই অধীন, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃকই নিয়ন্ত্রিত হওয়ার যোগ্য। এই অবস্থায় প্রেম কিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যায়—শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং স্বতন্ত্র ভগবান্, পরব্রহ্ম হইলেও "রসো বৈ সঃ—রসিকশেখর" বলিয়া এবং প্রেমের বা প্রেমের আশ্রয় ভক্তের বশীভূত না হইলে প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করা যায় না বলিয়া তিনি তত্ত্বতঃ প্রেমের বা তাঁহার স্বরূপশক্তির নিয়ন্তা হওয়া সত্ত্বেও প্রেমের বা স্বরূপশক্তির বশীভূত হয়েন। স্বরূপে তিনি ব্রহ্ম বা ভূমা বস্তু হইলেও, তাঁহাকে প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত তাঁহার স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ প্রেমভক্তি প্রভাবে যেন তাঁহা অপেক্ষাও ভূয়সী। তাই তিনি ভক্তির বশীভূত। শ্রুতিও একথাই বলেন—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সী।" শক্তির বা শক্তির বৃত্তিবিশেষের একমাত্র কর্ত্তব্যই হইতেছে

শক্তিমানের সেবা ; এই সেবার অনুরোধে যদি শক্তিকে বা শক্তির বৃত্তি-বিশেষকে শক্তিমানের উপরেও প্রভাব বিস্তার করিতে হয়, শক্তি বা শক্তির বৃত্তিবিশেষ তাহাও করিয়া থাকেন ; যে হেতু, ইহাতেই সেবা সিদ্ধ হইতে পারে। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ প্রেমভক্তি—শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত, শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত—শ্রীকৃষ্ণকে নিজের বশীভূত করাইয়া থাকেন। প্রেমভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া এইরূপ বশ্যতায় শ্রীকৃষ্ণের স্বাতন্ত্র্যেরও হানি হয় না ; যেহেতু, স্বীয় শক্তির বশ্যতায় কাহারও স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয় না।

২।১৭।১৭০॥ **নিজাঙ্গ দিয়া**—নিজের অঙ্গ দান করার জন্য ব্রজদেবীদিগের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ইচ্ছা নাই ; কৃষ্ণ তাঁহাদের অঙ্গ উপভোগ করিতে চাহেন বলিয়াই তাঁহারা অঙ্গ দান করিয়া থাকেন। তাই শ্রীরাধা বলিয়াছেন—"মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে, অতএব দেহ দেও দান॥ ৩।২০।৫০॥" শ্রীকৃষ্ণেরও সঙ্গমেচ্ছার উদ্দেশ্য—নিজের সুখ নহে, পরন্তু ব্রজদেবীদের চিত্তবিনোদন। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥"-শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিই তাহার প্রমাণ।

২।২০।১৩১-৩২॥ ৮৬৮ পৃষ্ঠায় ১৩১-৩২ পয়ারের টীকার পরে এই অংশ সংযুক্ত হইবে :—শ্রুতি এবং সর্বোপনিষৎসার গীতা বলেন, শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। পরব্রহ্ম বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরও শ্রীকৃষ্ণই ; সুতরাং তিনিও পরব্রহ্ম, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। পরব্রহ্ম বা অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব অপেক্ষা বড়, বা তাঁহার সমানও কোনও তত্ত্ব থাকিতে পারেন না, ইহাই শাস্ত্রের কথা। "ন তৎসমোঽভ্যধিকশ্চ কশ্চিৎ॥—শ্রুতি।" আজকাল এক নূতন মতবাদ প্রচারিত হইতেছে যে, কৃষ্ণ এবং গৌর অপেক্ষাও বড়, অধিকতর মহিমাসম্পন্ন এক তত্ত্ব আছেন, এক মহাপুরুষরূপে তিনি নাকি আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি নাকি আবার গৌর-গোবিন্দের মিলিত স্বরূপ। গৌর এবং গোবিন্দ হইতেছেন কেবল উদ্ধারকর্ত্তা ; ঐ মহাপুরুষ নাকি মহা-উদ্ধারকর্ত্তা। গৌরের বা গোবিন্দের নাম হইতেছে—কেবল নাম ; আর, ঐ মহাপুরুষের নাম নাকি মহানাম। ইত্যাদি। কোনও শাস্ত্রে এইরূপ কোনও স্বরূপের কথা আছে বলিয়া জানা যায় না ; থাকিবার কথাও নয় ; পরব্রহ্মের উপরে কোনও তত্ত্বই যদি থাকিবে, তাহা হইলে, শ্রুতি-স্মৃতি যাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন, তিনি পরব্রহ্ম হইতে পারেন না ; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বই পরব্রহ্ম। এই নূতন মতবাদের কথাগুলি গৌর-গোবিন্দের প্রতি এবং তাঁহাদের নামের প্রতি অপরাধজনক বলিয়াই মনে হয়।

২।২০।২১৭॥ 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্'-এই বেদান্তবাক্য হইতে জানা যায়, আনন্দের উচ্ছ্বাসেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টিলীলা-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, আনন্দাস্বাদনব্যতীত নিজের অপর কোনও প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য তিনি সৃষ্টিকার্য্য করেন না। কিন্তু তিনি মঙ্গলময় বলিয়া তাঁহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট সকল কার্য্যেই মঙ্গলের উদয় হইয়া থাকে। সৃষ্টিকার্য্যে মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে মঙ্গলের উদয় হইয়াছে ; যেহেতু, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় বলিয়াই জীব ভোগায়তন দেহ পাইতে পারেন—যাহার সাহায্যে জীব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া তাহার অবসান ঘটাইতে পারেন ; এবং যথাসময়ে ভজনের উপযোগী মনুষ্যদেহও পাইতে পারেন—যাহার সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন। সৃষ্টি-ইচ্ছার পশ্চাতে জীবের এইরূপ মঙ্গলোদয়ের বাসনা সাক্ষাদ্ভাবে বিদ্যমান না থাকিলেও ঐ ইচ্ছার ফলেই যখন জীবের ঐরূপ সৌভাগ্যের উদয় হয়, তখন জীবের পক্ষে ইহা মনে করা অস্বাভাবিক নয় যে—জীবের প্রারব্ধ ভোগের জন্য এবং ভজনাদিদ্বারা জীবের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ করাইবার জন্যই যেন করুণাময় শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টি-ইচ্ছার উদয় হয়। আবার অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের এইরূপ সৌভাগ্যের উদয়েও পরমকরুণ ভগবানের আনন্দ ; যেহেতু, "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব।"

২।২১।২২ শ্লো॥ **বিভোঃ**—বিভুর (শ্রীকৃষ্ণের)। বিভু-শব্দে বিষ্ণু বা সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মকে বুঝায়। এই শ্লোকে বিভু-শব্দদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিচিত করার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ জীবতত্ত্ব নহেন, পরন্তু বিভু-তত্ত্ব ; শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম, রসস্বরূপ, পরম-মধুর। বিভু-শব্দের ধ্বনি এই যে—শ্রীকৃষ্ণের বপুর ন্যায় তাঁহার মাধুর্য্যও বিভু।

২।২২।১৮॥ এই পয়ারে প্রভু কৃষ্ণভজন এবং গুরুসেবার উপদেশই দিলেন ; এইরূপ করিলেই "মায়াপাশ

ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ।" কৃষ্ণব্যতীত অপর কেহই মায়াপাশও ছুটাইতে পারেন না, কৃষ্ণচরণ-সেবার উপযোগী ব্রজপ্রেমও দিতে পারেন না। তাই এস্থলে কৃষ্ণভজনের কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু গুরুকৃপা ব্যতীত কেহ কৃষ্ণভজনে অগ্রসর হইতে পারেন না; তাই গুরুসেবারও অপরিহার্য্যতা। গুরুসেবা অপরিহার্য্য হইলেও মুখ্য ভজনীয় কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই। "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদিত্যাদি" শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকেও বলা হইয়াছে, "বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈক-য়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২০।১২ শ্লোঃ॥—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গুরুদেবতাত্মা হইয়া (গুরুতে দেবতাবুদ্ধি এবং প্রিয়তাবুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক) অব্যভিচারিণী ভক্তির সহিত পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিবেন।" এস্থলেও শ্রীকৃষ্ণ-ভজনেরই মুখ্যতা খ্যাপিত হইয়াছে।

কিন্তু এক মুদ্রিত পুস্তিকায় দেখা গেল, বক্তা বলিতেছেন—যেদিন গুরুদেব আমাকে কৃপা করিয়াছেন, সেই দিনই আমার ভজন-সাধন শেষ হইয়াছে; যেহেতু, শ্রীগুরুদেবের মধ্যেই গৌর-গোবিন্দ আছেন; গুরুদেবকে পাইলেই গৌর-গোবিন্দ পাওয়া হইয়া গেল। ইহার পরেই বক্তা নিজেই পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন—"তবে আবার গৌর-গোবিন্দের ভজন কর কেন?" উত্তরে নিজেই বলিয়াছেন—"আমার কোনও প্রয়োজন নাই।" গুরুদেব তাতে সুখী হয়েন বলিয়াই গৌর-গোবিন্দের ভজন করি।

নিবেদন। (১) গুরুদেবের প্রথম কৃপা দীক্ষাদানে। বক্তা যদি এই কৃপার কথাই বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার বক্তব্যের মর্ম্ম গ্রহণ করা শক্ত। কারণ, আমরা জানি—দীক্ষাতে সাধন-ভজনের আরম্ভ হয় মাত্র, দীক্ষা পাইলেই সাধন-ভজন শেষ হইয়া যায় না। (২) শ্রীগুরুদেবকে তাঁহার যথাবস্থিত দেহে পাইলেই তাঁহার হৃদয়স্থিত গৌর-গৌবিন্দকেও একভাবে পাওয়া যায় সত্য—আধারকে পাইলে আধেয়কে পাওয়ার মতন। একটী ডাব-নারিকেল পাওয়া গেলে তাহার মধ্যস্থিত জল এবং শাঁসকে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু এই পাওয়ার সার্থকতা কি? জল এবং শাঁসের আস্বাদানেই ডাব পাওয়ার সার্থকতা; এই সার্থকতা লাভের জন্য ডাবটী পাওয়ার পরেও আরও কিছু করিতে হয়। গুরুদেবের হৃদয়স্থিত গৌর-গোবিন্দকে নিজের হৃদয়ে অনুভব করার জন্যও সাধন-ভজনের প্রয়োজন। (৩) গৌর-গোবিন্দকে হৃদয়ে অনুভব করাই অন্তঃসাক্ষাৎকার। কেবল অন্তঃসাক্ষাৎকার যোগীর কাম্য হইতে পারে; কিন্তু শুদ্ধাভক্তিমার্গের সাধকের কাম্য নহে। ভক্তিমার্গের সাধকের কাম্য হইতেছে—ভগবানের ধামে স্বীয় অভীষ্ট-লীলায় বিলসিত ভগবানের সেবা। তাহা পাইতে হইলে সাধন-ভজনের প্রয়োজন। সাধন ব্যতীত যে এই সাধ্য বস্তু পাওয়া যায় না, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুই বলিয়া গিয়াছেন। "সাধন বিনা সাধ্য বস্তু কভু নাহি মিলে॥" এজন্যই প্রভু সনাতন গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া চৌষট্টি-অঙ্গ সাধনভক্তির উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। দীক্ষাগ্রহণমাত্রেই যদি তাহা হইত, তাহা হইলে কেবলমাত্র দীক্ষাগ্রহণের উপদেশই দিতেন। (৪) গৌর-গোবিন্দ-ভজনে "আমার কোনও প্রয়োজন নাই"-বাক্যের গূঢ় তাৎপর্য্য যদি কিছু থাকেও, সাধারণ লোক তাহা বুঝিতে পারিবেনা; সাধারণ লোক যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিয়া মনে করিতে পারে—গৌর-গোবিন্দ-ভজনের প্রতি যেন অনাদর বা উপেক্ষাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে গৌর-গোবিন্দও তুষ্ট হইতে পারেন না, গৌর-গোবিন্দ-ভক্ত-গুরুদেবও তুষ্ট হইতে পারেন না। দীক্ষা দিয়া গুরুদেব গৌর-গোবিন্দ-ভজনেই শিষ্যকে প্রবর্ত্তিত করেন; কিন্তু গৌরগোবিন্দ-ভজনে উপেক্ষা বা অনাদর প্রকাশ পাইলে কিরূপ ব্যাপার হয়?

২।২২।৯০॥ পরবর্ত্তী ২।২৫।২২৩-পয়ারের টীকা-পরিশিষ্টে (ক) ও (খ) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২।২৪।২২॥ কৃষ্ণসুখ-কামনা-মূলা ভক্তিকে এই নিমিত্তও অহৈতুকী বলা যায় যে, ইহাতে নিজের সুখের জন্য কোনও কামনা থাকে না।

১২৩৭ পৃষ্ঠায় যে-স্থলে ঐশ্বর্য্যশক্তিকর্ত্তৃক হ্লাদিনীর প্রতিহত হওয়ার কথা আছে, সে-স্থলে "প্রতিহত-"শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে—প্রতিহত-প্রায়, যেন প্রতিহত। তত্ত্বকথা হইতেছে এইরূপ। স্বরূপতঃ সর্ব্বত্রই ঐশ্বর্য্য-শক্তি হইতে হ্লাদিনী-শক্তির এবং ঐশ্বর্য্য হইতে হ্লাদিনীজাত মাধুর্য্যের প্রধান্য। বৈকুণ্ঠাদি ঐশ্বর্য্য-প্রধান ধামে ঐশ্বর্য্যেরই

সমধিক বিকাশ, মাধুর্য্যের (বা হ্লাদিনীর) বিকাশ কম ; তাই মনে হয় যেন ঐশ্বর্য্যদ্বারা মাধুর্য্যের বিকাশ প্রতিহত হইয়াছে। লীলারস-বৈচিত্রী-সম্পাদনের জন্যই মাধুর্য্যের (বা হ্লাদিনীর) বিকাশ কম ; ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে যে মাধুর্য্য বিকশিত হইতে পারেন না, বাস্তবিক তাহা নহে ; তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে ব্রজে ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ সত্ত্বেও মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ সম্ভব হইত না। দ্বারকাদিধামে ঐশ্বর্য্যের বিকাশে যে মাধুর্য্যের সঙ্কোচ দৃষ্ট হয়, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, মাধুর্য্য নিজেই যেন একটু দূরে সরিয়া গিয়া ঐশ্বর্য্যকে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ দেন—ঐশ্বর্য্যাত্মিকা লীলার অভিব্যক্তির উদ্দেশ্যে। ঐশ্বর্য্যের প্রভাবকে সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়াই যে মাধুর্য্য দূরে পলায়ন করেন, তাহা নহে। কংসবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া দেবকী-বসুদেবের চরণ-বন্দনা করিলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈশ্বর-বুদ্ধিতে তাঁহাদের ভয় হইয়াছিল। কংস-কারাগারে যিনি চতুর্ভুজ রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, এই কৃষ্ণ যে তিনিই, অপর কেহ নহেন এবং কংস-কারাগারে জন্মলীলা-প্রকটনের পরে দেবকী-বসুদেব, আর দেবকী-গর্ভস্থিতাবস্থায় ব্রহ্মাদি দেবতাগণ যে কংসের ভয় হইতে সকলকে উদ্ধার করার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, কংসকে নিহত করিয়া তিনি যে সেই প্রার্থনা পূরণ করিয়াছেন, তাহা জানাইবার জন্য দেবকী-বসুদেবের মাধুর্য্যাত্মক বাৎসল্যভাব নিজেই একটু অন্তরালে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানকে তাঁহাদের চিত্তে উদিত হওয়ার সুযোগ দিলেন। বাৎসল্য-ভাব নিজে নিজেকে প্রচ্ছন্ন না করিলে তাঁহাকে অপসারিত করিয়া ঐশ্বর্য্য নিজেকে প্রকট করিতে পারিতেন না ; কারণ, ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যের প্রভাব বেশী। এস্থলেও তাহার প্রমাণ এই যে, পরে বাৎসল্যই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবকী-বসুদেবের ঈশ্বর-বুদ্ধিকে অপসারিত করিয়া নিজে তাঁহাদের চিত্তকে অধিকার করিলেন ; এইরূপ সিদ্ধান্ত না করিলে "মাধুর্য্য ভগবত্তাসার"-বাক্যের সার্থকতা থাকে না।

২।২৪।৪৬॥ **অবিদ্যা**—এস্থলে ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকেই অবিদ্যা বলা হইয়াছে।

২।২৪।৭৯॥ এই পয়ার হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়, ভক্তির সাহচর্য্যে জ্ঞানমার্গের সাধন করিয়া যিনি "প্রাপ্তব্রহ্মলয়" হইয়াছেন (অর্থাৎ ব্রহ্মসাযুজ্য বা ব্রহ্মতাদাত্ম্য লাভ করিয়াছেন), সাধন-সময়ে যে ভক্তি তাঁহার চিত্তে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নির্বিশেষ-ব্রহ্মোপলব্ধির যোগ্যতা দিয়াছেন, প্রাপ্তব্রহ্মলয়-অবস্থাতেও সেই ভক্তি তাঁহার মধ্যে অবস্থিতি করেন। সাধকদেহে তিনি যখন ব্রহ্মস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত হয়েন, যখন তাঁহার জ্ঞানমার্গের সাধনানুষ্ঠান বন্ধ হইয়া যায়, তখনও যে এই ভক্তি তাঁহার মধ্যে থাকেন, "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা"-ইত্যাদি গীতাশ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তী তাহা বলিয়া গিয়াছেন (২।৮।৮ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। তাঁহার দেহভঙ্গের পরে তিনি যখন অন্তিমা মুক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মতাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হয়েন, তখনও এই ভক্তি তাঁহার মধ্যে থাকেন ; এই ভক্তি কখনও তাঁহাকে ত্যাগ করেন না। এই ভক্তির কৃপাতেই তিনি ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। অবশ্য মায়াবাদীরা বলেন—মুক্ত জীব ব্রহ্মই হইয়া যায়েন, ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন না, আনন্দ হইয়া যায়েন, আনন্দ আস্বাদন করেন না। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্র বলেন—আনন্দ আস্বাদন না হইলে মুক্তির পুরুষার্থতাই থাকে না ; সাধনের প্রবর্ত্তকতাও থাকে না।

২।২৪।৪৩ শ্লো॥ পরিশিষ্টে "মুক্তি"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২।২৪।৯৬॥ যিনি ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন, তিনি কিরূপে কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হইতে পারেন ? ভক্তির কৃপায় দিব্যদেহ পাইলেই কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হইতে পারেন। ২।২৪।৬৩ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

২।২৪।২০৯—১১॥ বিধিমার্গের সাধকের প্রাপ্য ধাম হইল পরব্যোম। পরব্যোমস্থিত ভগবৎ-স্বরূপগণের মধ্যে যাঁহারা নরলীল (যেমন শ্রীরামচন্দ্র), কেবলমাত্র তাঁহাদেরই সখ্য-বাৎসল্য-ভাবের ভক্ত থাকিতে পারেন। যাঁহারা নরলীল নহেন, যাঁহাদের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের ভাব পূর্ণরূপে প্রকটিত, তাঁহাদের সখ্য-বাৎসল্য-ভাবের পরিকর থাকা সম্ভব নয় ; যিনি ঈশ্বর, তাঁহার পিতা-মাতারূপ পরিকর থাকিতে পারেন না ; যেহেতু, তিনি যে জন্মরহিত, এই জ্ঞান তাঁহার আছে। সমান-সমান ভাব থাকিলেই সখ্যভাব থাকা সম্ভব। ঈশ্বরের সহিত সমান-সমান-বোধযুক্ত কোনও পরিকর থাকাও সম্ভব নয়।

হয়েন না। হেতু বোধ হয় এই যে—গৃহস্থাশ্রমের লীলাতেও প্রভু কোনও রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতেন (শ্রীলক্ষ্মীদেবী বা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কথা স্বতন্ত্র; তাঁহারা ব্রজপরিকরও ছিলেন না)। যাঁহারা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে নাগর-ভাবে পাইতে চাহেন, তাঁহাদের সাধন ব্রজের কান্তাভাবের অনুকূল হইবে বলিয়া মনে হয় না এবং তাঁহাদের পক্ষে রাধাভাবাবিষ্ট গৌরের সেবাও সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।" (২।৮।২৩৩-৩৪ পয়ারের টীকা-পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

২।২৫।২৩০। পাঠান্তরের "অন্নপানে" (১৪২৫ পৃঃ)-শব্দে কেবল অন্ন এবং পানীয় (জল) বুঝায় বলিয়া মনে হয় না। তাহার হেতু এই। ত্রিপদীতে "ভক্ত"-শব্দ আছে—"তভু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন।" অন্ন-জল দ্বারা লোকের জীবন রক্ষা হয় সত্য, দেহও পুষ্ট হয় সত্য, কিন্তু ভক্তত্ব রক্ষিতও হয় না, পুষ্টিও লাভ করে না। ভক্তত্ব বা ভক্তিই হইল ভক্তের জীবন (১৪২৩ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য)। অন্নজল কেবল ভক্তই গ্রহণ করেন না, সকলেই গ্রহণ করেন। কেবলমাত্র অন্নজল গ্রহণেই কাহারও ভক্তি পুষ্টিলাভ করে না। ভক্তি পুষ্টি লাভ করে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে; যিনি এই অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকেই ভক্ত বলা যায়। এ-সমস্ত কারণে মনে হয়—"অন্নপান"-শব্দে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠানই যেন গ্রন্থকারের অভিপ্রেত।

৩।১।৬১॥ ১৫ পৃষ্ঠার টীকায় নিম্ন হইতে ১৬ পংক্তি উপরে "ক্বচিৎ"-শব্দের অর্থ-প্রসঙ্গে এইটুকু যোগ করিতে হইবে:—"ক"-শব্দের উত্তর "চিৎ"-প্রত্যয় যোগ করিয়া "ক্বচিৎ"-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "অসাকল্যে চিৎ-চনৌ"—এই ব্যাকরণ-বিধি অনুসারে, চিৎ ও চন প্রত্যয়ের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, এই দুইটী প্রত্যয় "অসাকল্য" বুঝায়—সকল সময় বুঝায় না, অ-সকল সময়ই বুঝায়। তাহা হইলে "ক্বচিৎ"-শব্দের অর্থ হইবে—কখনও কখনও; "সকল-সময়ে" এইরূপ অর্থ হইবে না। এইভাবে "ক্বচিৎ ন গচ্ছতি"—বাক্যের অর্থ হইবে—কখনও কখনও যায়েন না। "কখনওই যায়েন না"—এইরূপ অর্থ চিৎ-প্রত্যয়দ্বারা সমর্থিত নহে। তাহা হইলে কখন যায়েন, আর কখন যায়েন না? উত্তর—প্রকট-লীলায় যায়েন; অপ্রকট-লীলায় যায়েন না। এই অর্থ পূর্ব্বোল্লিখিত শাস্ত্র-প্রমাণাদিদ্বারাও সমর্থিত।

উক্ত (৩।১।৬১) পয়ারের টীকার শেষে, ১৭ পৃষ্ঠায় এই অংশ যোগ করিতে হইবে:—**(চ)** কেহ কেহ হয়তো বলিতে পারেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু আদেশ করিলেন—"কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।" কিন্তু শ্রীরূপ-গোস্বামী তাঁহার পুরলীলাত্মক ললিতমাধব-নাটকে তো শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির করিয়াছেন। তাহাতে প্রভুর আদেশ কিরূপে রক্ষিত হইল?

উত্তর বোধহয় এইরূপ:—প্রভুর আদেশ শুনিয়া শ্রীরূপ বিচার করিলেন—"পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিলা। জানি পৃথক্ করিতে প্রভুর আজ্ঞা হৈলা॥ ৩।১।৬৩॥" ইহার পরেই শ্রীরূপ দুইটী পৃথক্ নাটকের জন্য পৃথক্ পৃথক্ নান্দী-প্রস্তাবনাদি লিখিলেন (৩।১।৬৪-৬৫)। ইহাতে মনে হয়, শ্রীরূপ মনে করিয়াছেন—ব্রজলীলার পৃথক্ নাটক লিখিবার জন্যই প্রভু আদেশ করিলেন এবং ব্রজলীলাত্মক নাটকে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির না করার জন্যও প্রভু আদেশ করিলেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই শ্রীরূপ নাটক লিখিয়াছেন। তিনি ব্রজলীলা-বর্ণনাত্মক বিদগ্ধমাধব-নাটকে কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির করেন নাই। তাহাতেই তাঁহার পক্ষে প্রভুর আদেশ রক্ষিত হইয়াছে। শ্রীরূপ মনে করিয়াছেন—পুরলীলা-বর্ণনাত্মক নাটকেও যে কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির করিতে হইবে না, ইহা প্রভুর আদেশের অভিপ্রায় নহে; তাই তিনি পুরলীলা-বর্ণনাত্মক ললিতমাধব-নাটকে কৃষ্ণকে ব্রজের বাহির করিয়াছেন; তাহাতে প্রভুর আদেশ লঙ্ঘিত হয় নাই। পুরলীলা-বর্ণনাত্মক নাটকে কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির করা যে প্রভুর অনভিপ্রেত ছিল না—সুতরাং ললিতমাধব-নাটকে কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির করাতে যে শ্রীরূপকর্তৃক প্রভুর আদেশ লঙ্ঘিত হয় নাই—তাহার প্রমাণ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেই দৃষ্ট হয়। তাহা এই। নীলাচলে শ্রীরূপ তাঁহার নাটকদ্বয়ের যতটুকু লিখিয়াছিলেন, রায়রামানন্দ ও স্বরূপদামোদরাদির সঙ্গে প্রভু তাহা আস্বাদন করিয়াছেন। ললিতমাধব-নাটকের যে অংশ তাঁহারা আস্বাদন করিয়াছেন, সেই অংশে ব্রজস্থ শ্রীকৃষ্ণের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। "হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ"-ইত্যাদি (৩।১।৫১ শ্লো), "হরিমুদ্দিশ্য রজোভরঃ"-ইত্যাদি (৩।১।৫২ শ্লো),

"সহচরি নিরাতঙ্কঃ"-ইত্যাদি (৩.১৫৩ শ্লো), "বিহারসুরদীর্ঘিকা মম"-ইত্যাদি (৩।১।৫৪-শ্লো)—ললিতমাধব হইতে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত শ্লোকসমূহই তাহার প্রমাণ। পুরলীলা-বর্ণনার প্রারম্ভে ব্রজস্থ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় বিষয়ের উল্লেখেই জানা যাইতেছে যে, পুরলীলা-বর্ণনাত্মক ললিতমাধব-নাটকে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির করা হইবে। প্রভু এই শ্লোকগুলি আস্বাদন করিয়াছেন এবং পুরলীলা-বর্ণনাত্মক নাটকে শ্রীরূপ যে কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির করার সূচনা করিতেছেন, তাহাও প্রভু অবগত হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে তিনি আপত্তি প্রকাশ করেন নাই। ইহাতেই বুঝা যায়—পুরলীলাত্মক-নাটকে কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির করা প্রভুর অনভিপ্রেত ছিলনা। তাই, ললিতমাধব-নাটকে কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির করায় শ্রীরূপের পক্ষে প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করা হয় নাই।

৩।১।১২৪॥ টীকার সর্বশেষে ৪৭ পৃষ্ঠায় এই অংশ যোগ করিতে হইবে:—কবিরাজগোস্বামী যখন এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহার অনেক পূর্বেই বিদগ্ধমাধব এবং ললিতমাধবের লেখা শেষ হইয়াছিল। ললিতমাধবের সর্বশেষ অংশ হইতে "যা তে লীলারসপরিমলোদ্গারিবন্যাপরিতা"-ইত্যাদি শ্লোকও তিনি তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন (২।১।৯ শ্লো)। ইহাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়, সম্পূর্ণভাবে লিখিত নাটকদ্বয় কবিরাজগোস্বামী দেখিয়াছেন এবং আলোচনা করিয়াছেন। তথাপি তিনি যে স্বরূপদামোদরাদির সহিত শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকর্তৃক শ্রীরূপের নাটক-আলোচনা-বর্ণন-প্রসঙ্গে ললিতমাধবের উল্লিখিত শ্লোকত্রয়কে বিদগ্ধমাধবের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার হেতু বোধ হয় এই যে, স্বরূপদামোদরের কড়চায় তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতেও বুঝা যায়, এই শ্লোকত্রয় পূর্বে বিদগ্ধমাধবেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩।১।১৩৬ শ্লো॥ শ্রীকৃষ্ণের বেণু, মুরলী ও বংশী—এই তিনটী বস্তু এক নহে; প্রত্যেকটীরই বিশেষ লক্ষণ আছে। মুরলীর লক্ষণ শ্লোকটীকায় উল্লিখিত হইয়াছে। বেণু ও বংশীর লক্ষণ এস্থলে লিখিত হইতেছে। বেণু—"পাবিকাখ্যো ভবেদ্বেণু র্দ্বাদশাঙ্গুলদৈর্ঘ্যভাক্। স্থৌল্যেঽঙ্গুষ্ঠমিতঃ ষড়্‌ভিরেব রন্ধ্রৈঃ সমন্বিতঃ॥ ভ, র, সি, ২।১।১৮৮॥—বেণুর আর একটী নাম পাবিক। ইহা দ্বাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ, অঙ্গুষ্ঠের ন্যায় স্থূল এবং ছয়টী ছিদ্রযুক্ত।" আর বংশী—"অর্দ্ধাঙ্গুলান্তরোন্মানং তারাদিবিবরাষ্টকম্। ততঃ সার্দ্ধাঙ্গুলাদ্যত্র মুখরন্ধ্রং তথাঙ্গুলম্॥ শিরো বেদাঙ্গুলং পুচ্ছং ত্র্যঙ্গুলং সা তু বংশিকা। নবরন্ধ্রা স্মৃতা সপ্তদশাঙ্গুলমিতা বুধৈঃ॥ ভ, র, সি, ২।১।১৮৯॥—বংশী দৈর্ঘ্যে সতর আঙ্গুল; ইহাতে নয়টী ছিদ্র আছে, তন্মধ্যে একটী মুখচ্ছিদ্র। মুখচ্ছিদ্র এবং স্বরচ্ছিদ্রের ব্যবধান সার্দ্ধ অঙ্গুলি। শিরোভাগে চারি আঙ্গুল, পুচ্ছভাগে তিন আঙ্গুল।

তাহা হইলে জানা গেল—লম্বায় মুরলী দুই হাত, বংশী সতর আঙ্গুল এবং বেণু বার আঙ্গুল বা এক বিঘত। ছিদ্র—মুরলীতে মুখের রন্ধ্রব্যতীত চারিটী, বংশীতে মুখরন্ধ্রসহ নয়টী এবং বেণুতে ছয়টী স্বরচ্ছিদ্র (মুখের রন্ধ্রব্যতীত)।

বংশী আবার কয়েক রকমের আছে। মুখচ্ছিদ্র এবং স্বরচ্ছিদ্রের ব্যবধান যদি দশ আঙ্গুল হয়, তাহা হইলে সেই বংশীকে বলে মহানন্দা, অথবা সম্মোহিনী। ঐ ব্যবধান যদি দ্বাদশ অঙ্গুলি হয়, তবে সেই বংশীকে বলে আকর্ষিণী। আর ঐ ব্যবধান যদি চতুর্দ্দশ অঙ্গুলি হয়, তবে তাহাকে বলে আনন্দিনী। সম্মোহিনী বংশী—মণিময়ী; আকর্ষিণী বংশী—স্বর্ণনির্ম্মিতা এবং আনন্দিনী—বংশনির্ম্মিতা। মুরলী এবং বেণু বোধহয় বংশনির্ম্মিত। সম্মোহিনী, আকর্ষিণী এবং আনন্দিনী বংশীর দৈর্ঘ্যও সতর আঙ্গুলের বেশীই হইবে বলিয়া মনে হয়।

৩।১।১৩৭ শ্লো॥ বংশীর লক্ষণ ৩।১।১৩৬ শ্লোকের টীকাপরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। বংশী ও মুরলীর লক্ষণ ভিন্ন।

৩।৩।১৭৭॥ ১৪৫ পৃষ্ঠায় (ঠ)-অনুচ্ছেদে লিখিত টীকার পরে এই অংশ যোগ করিতে হইবে:—অদীক্ষিত-নামাশ্রয়ীর সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন (ট-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), অদীক্ষিত নামাশ্রয়ী ভজনের দ্বারা বিষ্ণুকে ভজনীয়-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তিনিও বৈষ্ণব; সুতরাং তাঁহারও নরক-পাত হইবে না। মতান্তরবাদীরা বলেন—ভক্তি বা ভগবান্ সম্বন্ধে যাঁহাদের কোনও ধারণাই নাই, কেবলমাত্র সেই সকল গো-গর্দ্দভ-তুল্য মূর্খ লোকদিগেরই দীক্ষাব্যতীত নামবলে ভগবৎ-প্রাপ্তি হইতে পারে; অন্যের হইবে না।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—শ্রীনাম "দীক্ষাপুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে। জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সভারে উদ্ধারে॥ আনুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়। চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণপ্রেমোদয়॥ ২।১৫।১০৯-১০॥"

অথচ "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভম্"-ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকে (১১।২০।১৭) দীক্ষার অপরিহার্য্যতার কথাও বলা হইয়াছে। লৌকিক-লীলায় দীক্ষাগ্রহণের অভিনয় করিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন।

এই সমস্তের সমাধান কি? সমাধান বোধহয় এইরূপ। নাম গ্রহণের ফলে অদীক্ষিত ব্যক্তিও নিরপরাধ হইলে উদ্ধার পাইতে পারেন, কৃষ্ণপ্রেমও পাইতে পারেন এবং তাঁহার ভগবৎ-প্রাপ্তিও হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইবে বোধহয় বৈকুণ্ঠে, ব্রজে নহে; তাঁহার যে প্রেম লাভ হইবে, তাহাও বোধহয় ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান প্রেম; তাহা বোধ হয় ব্রজপ্রেম হইবে না। যেহেতু, ব্রজপ্রেম লাভের একমাত্র উপায় হইতেছে শুদ্ধাভক্তির সাধন, যাহার আরম্ভ হয় দীক্ষার পরে। বিশেষতঃ, ব্রজপ্রেম লাভ হইলে ব্রজে যে শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রাপ্তি হয়, তাহা হইতেছে আনুগত্যময়ী; ব্রজপরিকরদের আনুগত্যেই সেই সেবা করিতে হয়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরদের আনুগত্য-লাভের সৌভাগ্য কোনও সাধকের আপনা-আপনি হয়না; সিদ্ধগুরুবর্গের কৃপাতেই তাহা সম্ভব হইতে পারে। যিনি দীক্ষা গ্রহণ করিবেন না, তাঁহার গুরুও থাকিবেন না; সুতরাং তাঁহার পক্ষে সিদ্ধগুরুবর্গের কৃপায় ব্রজপরিকরদের আনুগত্য লাভও সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। এ-সমস্ত কারণে মনে হয়—দীক্ষাগ্রহণব্যতীতও কেবলমাত্র নামের আশ্রয়ে বৈকুণ্ঠের পার্ষদত্ব লাভ হইতে পারে; কিন্তু ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভ করিতে হইলে শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ের প্রয়োজন আছে।

৩।৬।২৮৬॥ এস্থলে প্রভু গোবর্দ্ধন-শিলাকে "কৃষ্ণ-কলেবর" বলিয়াছেন; পরবর্ত্তী ২৮৮ পয়ারেও "কৃষ্ণের বিগ্রহ" বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ প্রভুর এই উক্তির অনুসরণ করিয়া এখনও বহু ভক্ত শ্রীশ্রীগিরিধারী জ্ঞানে গোবর্দ্ধন-শিলার অর্চ্চনাদি করিয়া থাকেন। কেহ হয়তো বলিতে পারেন—শ্রীমদ্ভাগবতের "হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যঃ"-ইত্যাদি (১০।২১।১৮)-শ্লোকানুসারে গিরিগোবর্দ্ধন হইতেছেন "হরিদাসবর্য্য—কৃষ্ণের সেবকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ"—ভক্ততত্ত্ব মাত্র; প্রভু ভাবাবেশেই গোবর্দ্ধন-শিলাকে "কৃষ্ণ-কলেবর" বলিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে নিবেদন এই। গোবর্দ্ধন-পূজাকালে ব্রজবাসিগণ গোবর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে যে সকল উপহার নিবেদন বা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, গোবর্দ্ধনের উপরে স্বীয় এক বৃহদ্বপু প্রকটন করিয়া "আমিই-গোবর্দ্ধন"-একথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত উপকরণ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। "কৃষ্ণস্ত্বন্যতমং রূপং গোপবিশ্রম্ভনং গতঃ। শৈলোঽস্মীতি ব্রুবন্ ভূরিবলিমাদদ্বৃহদ্বপুঃ॥ শ্রীভা, ১০।২৪।৩৫॥" শ্রীমদ্ভাগবতের এই প্রমাণ হইতে জানা যায়—গোবর্দ্ধন যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহা হইলে, গোবর্দ্ধন শিলা যে শ্রীকৃষ্ণ-কলেবর, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণেই সমর্থিত হইতেছে। অবশ্য গোবর্দ্ধন-শিলার দর্শনে গোবর্দ্ধনের, এবং গোবর্দ্ধনে শ্রীকৃষ্ণের বহু বহু লীলার, স্মৃতিতে প্রভু যে প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাও অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু কেবল প্রেমাবেশ-বশতঃই যে প্রভু গোবর্দ্ধন-শিলাকে "কৃষ্ণ-কলেবর" বলিয়াছেন, তাহাও স্বীকার যায় না। গোবর্দ্ধন-শিলার কৃষ্ণকলেবরত্ব শ্রীমদ্ভাগবত-সম্মতও। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নিজেও গোবর্দ্ধনে উঠিতেন না, অপরকেও উঠিতে নিষেধ করিতেন; ইহার একটী বিশেষ কারণও বোধ হয় এই যে, গোবর্দ্ধন শ্রীকৃষ্ণ-কলেবর।

৩।৯।১১০॥ পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৩ পয়ারে বলা হইয়াছে, রাজা গোপীনাথকে বলিয়াছেন—"সে মালজাঠ্যাদণ্ড পাট তোমারে ত দিল।" আলোচ্য পয়ারে বলা হইল—প্রভুর ইচ্ছা নয় যে "পুন তারে বিষয় দিব।" এই সমস্ত উক্তি হইতে মনে হয়, রাজা যেন গোপীনাথকে পদচ্যুত—অন্ততঃ সাময়িকভাবে পদচ্যুত—করিয়াছিলেন; এক্ষণে আবার নিযুক্ত করিলেন এবং নিযুক্তির নিদর্শনরূপে "নেতধটী" পরাইলেন (৩।৯।১০৫)।

৩।১০।৩ শ্লো॥ "মন মাতিলা রে চকা চন্দ্রকু চাহিঁ"—জগমোহন-জগন্নাথের বদনরূপ চন্দ্রকে দেখিয়া মনোরূপ চকোর মত্ত হইল। চকা—চকোর। চন্দ্রকু—চন্দ্রকে।

৩।১২।৪৬ ॥ পরিশিষ্টে "পাত্র-পরিচয়"-নামক প্রবন্ধের অন্তর্গত "কর্ণপূর"-প্রবন্ধে "পুরীদাস"-নামের রহস্যসম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৩।১২।৯১ ॥ ২।১৫।৫৪-পয়ারের টীকা-পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৩।১৩।৬০ ॥ পরিশিষ্টে "গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও সন্ন্যাস প্রবন্ধ" দ্রষ্টব্য।

৩।১৪।২৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণবিরহ-খিন্না গোপীভাবের আবেশে দৈন্যপ্রকাশই পুর্ব্বাপর-সঙ্গতি যুক্ত।

৩।১৪।৩৪ ॥ এ-সমস্ত উক্তি হইতে মনে হইতেছে—যখন প্রভু মনে করিলেন, তিনি কুরুক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন, তখন হইতেই যেন তাঁহার রাধাভাবের আবেশ হইয়াছিল।

৩।১৮।১০২ ॥ **খিরিণী**—অথবা, কেহ কেহ বলেন, খিরিণী হইতেছে বৃন্দাবন-জাত "ক্ষীরী"-নামক নিম্বফলের ন্যায় ছোট, মিষ্ট এক রকম ফল।

৩।১৯।৯২ ॥ **গন্ধ দিয়া করে অন্ধ**—অন্ধ ব্যক্তি কোনও স্থানে উপস্থিত হইলে যেমন পূর্ব্বস্থানে যাইতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে আনন্দ-তন্ময়তা লাভ করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের জন্য লুব্ধ হইয়া ব্রজযুবতীগণও আর গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারেন না।

৩।২০।৭ ॥ ৭১২-পৃষ্ঠার "নামসঙ্কীর্ত্তন"-প্রসঙ্গে। শাস্ত্রে যেখানে-যেখানে নামকীর্ত্তনের কথা বলা হইয়াছে, সেখানে-সেখানেই কেবল ভগবানের নামকীর্ত্তনের কথাই বলা হইয়াছে ; অন্য কোনও নামকীর্ত্তনের কথা বলা হয় নাই। ভগবানের কোনও নামের সমান নাম যদি কাহারও থাকে (যেমন অজামিলের পুত্রের নাম ছিল নারায়ণ), তাহা হইলে তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেই নামের কীর্ত্তনও হইবে নামাভাস, তাহা নামকীর্ত্তনরূপে গণ্য হইতে পারে না। অধুনা যদি কেহ কোনও মহাপুরুষকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া প্রচার করার চেষ্টা করেন, তাঁহার নামের কীর্ত্তনও ভগবন্নাম-কীর্ত্তন হইবেনা ; যেহেতু, তাঁহার আবির্ভাব-সময়ে স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাবের কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। শাস্ত্র বলেন, ব্রহ্মার একদিনে (অর্থাৎ এক কল্পে) স্বয়ং ভগবান্ একবারমাত্রই আবির্ভূত হয়েন ; বর্ত্তমানকল্পে সেই আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে। এই কল্পে স্বয়ং ভগবানের পুনরায় আবির্ভাব শাস্ত্রসম্মত নহে। আবার কোনও স্থলে কোনও মহাপুরুষকে যদি গৌর-গোবিন্দ অপেক্ষাও অধিকতর মাহাত্ম্যময় ভগবৎ-স্বরূপ বলিয়া প্রচারের চেষ্টা হয়, তাহা হইলে তাঁহার নামের কীর্ত্তনও ভগবন্নাম-কীর্ত্তন বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারেন না ; যেহেতু, এতাদৃশ কোনও ভগবৎ-স্বরূপের কথাও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। সর্ব্বত্র শাস্ত্রবাক্যই অনুসরণীয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন—"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ গীতা ১৬।২৩ ॥—যিনি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে কাজ করেন, তিনি সিদ্ধিও লাভ করিতে পারেন না, সুখও না, পরমাগতিও না। তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ ॥ গীতা ১৬।২৪ ॥—সুতরাং কোন্ কার্য্য করণীয় এবং কোন্ কার্য্য অকরণীয়, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ।"

ভগবানের যে কোনও রূপের নামই জীবের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ ; কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না বলিয়া, এবং নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া, ব্রজপ্রেম-লিপ্সু সাধকের পক্ষে স্বয়ংভগবানের স্বয়ংভগবত্ত্বাসূচক কোনও নামের কীর্ত্তনই সঙ্গত (৩।২০।১৫-পয়ারের এবং ৩।২০।২৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

শুদ্ধাভক্তির সাধনেই ব্রজপ্রেম লাভ হইতে পারে ; নামসংকীর্ত্তনও শুদ্ধাভক্তির সাধন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ। শুদ্ধাভক্তির সাধনের কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ আছে ; নাম-সঙ্কীর্ত্তনেরও সেই বিশেষ লক্ষণগুলি থাকিবে। এই লক্ষণগুলি হইতেছে এই :—শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশ্যেই সাধনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইবে, অন্য কোনও উদ্দেশ্যে নহে (২।১৯।১৮-১৯ শ্লোক এবং সেই শ্লোকের টীকা-পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয়তঃ, সাধনাঙ্গ হইবে—সাসঙ্গ ; অর্থাৎ ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়াই সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান করা হইতেছে, এইরূপ ভাব হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকা দরকার (১।৮।১৫ পয়ারের এবং মধ্যলীলার ১০৪৭ পৃষ্ঠায় ২।২২।৫৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। নামসঙ্কীর্ত্তনেও এই দুইটী লক্ষণ থাকিলেই

তাহা হইবে—শুদ্ধাভক্তিমার্গের সাধন। "আমি ভগবানের সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়াই (অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে উপস্থিতি চিন্তা করিতে পারিলেই ভাল) ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া নামকীর্ত্তন করিতেছি" —এইরূপ ভাব হৃদয়ে থাকা দরকার। নাম এবং নামী অভিন্ন বলিয়া নামের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নামের প্রীতির উদ্দেশ্যে, অথবা নামের কৃপাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, নাম কীর্ত্তিত হইলেও সাসম্বত্বাদি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয়। প্রেম-প্রাপ্তির অনুকূল নামসঙ্কীর্ত্তনের সম্বন্ধে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু "তৃণাদপি"-শ্লোকোক্তভাব হৃদয়ে পোষণ করার উপদেশও দিয়াছেন (৩।২০।৫-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

প্রেমভক্তির সাধনরূপে নামসঙ্কীর্ত্তনের যে লক্ষণগুলির কথা উপরে উল্লিখিত হইল, কোনও নাম বা নামমালা যদি (১) সম্বোধনাত্মক, বা (২) নমঃ বা জয় শব্দযুক্ত, বা (৩) প্রার্থনাত্মক কোনও শব্দযুক্ত, অথবা (৪) কোনও প্রেমবাচী শব্দযুক্ত হয়, তাহা হইলেই তাহাতে শুদ্ধাভক্তির সাধনরূপ নামসঙ্কীর্ত্তনের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয়। এস্থলে এইরূপ কয়েকটী নামমালার উল্লেখ করা হইতেছে :—

(১) তারকব্রহ্মনাম। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ এস্থলে প্রত্যেকটী নামই সম্বোধনাত্মক এবং প্রত্যেকটীই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাচক।

(২) রাধে শ্যাম জয় রাধে শ্যাম॥ প্রত্যেকটী নাম সম্বোধনাত্মক। শ্রীরাধা ও শ্রীশ্যামের জয়কীর্ত্তন করা হইতেছে। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্নতত্ত্ব। ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণ-নামেতে ভাই, রাধিকা চরণ পাই, রাধানামে পাই কৃষ্ণচন্দ্র।"

(৩) জয় রাধে গোবিন্দ, শ্রীরাধে গোবিন্দ। বা, জয় রাধাগোবিন্দ, শ্রীরাধাগোবিন্দ।

(৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধাগোবিন্দ।

(৫) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।

(৬) জয়গৌর নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র। গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥

একই স্বয়ংভগবান্ পঞ্চতত্ত্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং পঞ্চতত্ত্বরূপেই প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। তাই পঞ্চতত্ত্বের নামও কীর্ত্তনীয়।

(৭) প্রাণগৌর নিত্যানন্দ।

(৮) হা গৌর হা নিতাই।

(৯) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।

(১০) কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্॥ ইত্যাদি (২।৭।৩ শ্লোক ও টীকা দ্রষ্টব্য)।

উল্লিখিত নামমালা সমূহে, অথবা তাহাদের সমজাতীয় নামমালাসমূহে, শুদ্ধাভক্তির অঙ্গস্বরূপ কীর্ত্তনীয় নামের লক্ষণ বিদ্যমান।

কিন্তু নামের সঙ্গে যদি, "ভজ, কহ, জপ"-ইত্যাদি উপদেশ-বাচক শব্দ সংযোজিত থাকে, তাহা হইলে উক্ত লক্ষণ রক্ষিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু, "ভজ, জপ, কহ"-উপদেশ-সূচক শব্দ নামমালাকে উপদেশের রূপই দান করিবে ; ভগবান্‌কে বা নামকে লক্ষ্য করিয়া তাহা কীর্ত্তন করিতে গেলে ভগবান্‌কে বা নামকে উপদেশই দেওয়া হইবে—যাহা হইবে এক অদ্ভুত ব্যাপার। এতাদৃশ কোনও নামমালা কেহ যখন নিজে নিজে কীর্ত্তন করিবেন, তখন তাহা হইবে তাঁহার পক্ষে আত্ম-শিক্ষা বা মনঃশিক্ষা—ইহাও প্রশংসনীয়। অপরের উদ্দেশ্যে তাহা কীর্ত্তিত হইলে তাহা হইবে অপরের প্রতি উপদেশ ; জীব-হিতাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে তাহাও প্রশংসনীয়।

যদি কেহ বলেন, শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুও তো "ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম। যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে যে আমার প্রাণ"-এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন। ইহা সত্য; কিন্তু উক্তরূপ ভাবে পরম-করুণ নিত্যানন্দ জীবের প্রতি গৌরাঙ্গ-ভজনের উপদেশই দিয়া গিয়াছেন; "ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ"-ইত্যাদি কীর্ত্তনের উপদেশ দেন নাই। অহোরাত্রব্যাপী কীর্ত্তনাদিতে ভক্তগণ "ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ"-ইত্যাদি কীর্ত্তন করেন বলিয়াও শুনা যায় না। অবশ্য শ্রীনিত্যানন্দের গুণ-মহিমাদির কীর্ত্তন উপলক্ষ্যে আনুষঙ্গিকভাবে তাঁহারা "ভজ গৌরাঙ্গ"-ইত্যাদি পদের কীর্ত্তন করেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে ইহাও বলেন যে—"পরম-করুণ (বা পতিত-পাবন) নিতাই বলেন—ভজ গৌরাঙ্গ ইত্যাদি ॥" উদ্দেশ্য—জীবের প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের করুণার কথা প্রকাশ করা।

মূল পয়ারাদির শুদ্ধিপত্র

পয়ারাদি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১।১।২৪	স্বয়ং	স্বয়ং
১।২।৮	ব্রহ্মা	ব্রহ্ম
১।৩।৬	একান্তর	একাত্তর
১।৩।১০	ক্বরে	করে
১।৫।২১	নিজগুণ	নিজগণ
১।৬।১১ শ্লো	তচ্ছ্রীনিকেতচরণঃ	তচ্ছ্রীনিকেতচরণঃ
১।৭।৬২	তোম সভার	তোমাসভার
১।৭।১২১	মহাকাব্য	মহাবাক্য
১।৮।১ শ্লো	নর্ত্তাতে	নৃত্যতি
১।৮।৩ শ্লো	মৃক্তিং	মুক্তিং
১।১০।১ শ্লো	মধুপেভ্য	মধুপেভ্যো
১।১১।৬	বেদধর্ম্মের	বেদধর্ম্মে
১।১২।৫৮	তার	তারে
১।১৫।১ শ্লো	যস্তং	যস্ত
১।১৫।৩ শ্লো	গৃহিণী	গৃহিণী
১।১৭।৩০৭	আসাদন	আস্বাদন
১।১৭।৩১০	মিলে	মিলি
২।১।৮৯	আইলা	পড়িলা
২।১।১১ শ্লো	যানমুমুনি বিজ্ঞাপনমেকগ্রতঃ	যামুনমুনি বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ
২।১।২১৭	গঙ্গাম্নান	গঙ্গাস্নান
২।২।১৭	নাগরাজ	নাগররাজ
২।৬।২২৭	প্রসাস-পত্রী	প্রসাদ-পত্রী
২।৭।৩১	দোষোগৃদার	দোষোদ্গার
২।৯।৩১০	বেলাইলা	বোলাইলা
২।১১।৫১	মহাসুখ	মহাদুখ
২।১১।৭৯	বিবিধর্ম্ম	বিধিধর্ম্ম
২।১২।১৭৮	ধরিরা	ধরিয়া
২।১৬।১২৫	শ্রীহরিচরন্দন	শ্রীহরিচন্দন
২।১৭।৪৪	প্রাম	গ্রাম
২।১৭।১২৭	চিদান স্বরূপ	চিদানন্দ-স্বরূপ
২।১৮।২৪	অসিবে	আসিবে
২।১৮।১২৯	ভট্টাচার্য্য	ভট্টাচার্য্য
২।১৮।১৪৭	ভট্টচার্য্য	ভট্টাচার্য্য
২।১৮।১৬৩	তুরুকী	তুরুকী
২।১৯।১৭	গোসাঞি	গোসাঞি
২।১৯।১২ শ্লো	গেহাধ্যসাৎ	গেহাধ্যাসাৎ
২।১৯।১৩৪	অরোপণ	আরোপণ
২।২০।১৪৩	ভাবাবেশভেদ	ভাবাবেশ-ভেদে
২।২০।২৬ শ্লো	বিধিনাহিতেন	বিধিনাভিহিতেন
২।২০।১৪৯	বৈদগ্ধ	বৈদগ্ধ্য
২।২০।৩২ শ্লো	শস্তবম্	সম্ভবম্
২।২১।১১৯	বালাৎকারে	বলাৎকারে
২।২৪।৬ শ্লো	স্বরহসাস্খলতা	স্বরহসাস্খলতা
২।২৪।১৬ শ্লো	চলেস্ত্রিলোকাম্	চলেস্ত্রিলোক্যাম্
২।২৪।১৮	কেয়লজ্ঞানে	কেবলজ্ঞানে
২।২৫।১৪ শ্লো	বল্লবম্	পল্লবম্
২।২৫।৭২	কৈল	কৈলে
৩।৫।৮৩	"সনাতনদ্বারায় ভক্তিসিদ্ধান্ত বিলাস।"—এই পয়ারার্দ্ধ ৮৪-সংখ্যক পয়ারের অংশ; সুতরাং "হরিদাসদ্বারায় নামমাহাত্ম্য-প্রকাশ॥ ৮৩"-ইহার নীচে বসিবে। ৮৩-সংখ্যক পয়ারে কেবল এক পংক্তি; ৮৪-সংখ্যক পয়ারে তিন পংক্তি।	
৩।৩।৯ শ্লো	ভ্রুতচিত্ত	দ্রুতচিত্ত
৩।৭।৫১	বসিয়া	বসিলা
৩।৮।৪৪	সম্মান	সম্মান
৩।১০।৪৬	মিলিলা	মিলিয়া
৩।১১।১ শ্লো	যন্মুর্ত্তিং	যন্মূর্ত্তিং
৩।১১।৩	কাশীপ্রিয়	কাশীশ্বরপ্রিয়
৩।১৩।৮০	ফুটিয়া	ছুটিয়া
৩।১৩।৯৭	অমি	আমি
৩।১৫।১২	করে	কহে
৩।১৫।২২	করি	ধরি
৩।১৫।৩৬	সখার	সখীর
৩।১৫।৫৩	হেরিল	হরিল
৩।১৫।১২ শ্লো	বিলাসম পরিহাসম	বিলাসম্ পরিহাসম্

ভূমিকার শুদ্ধিপত্র

(উ—উপর হইতে গণিত পংক্তি। নি—নিম্ন হইতে গণিত পংক্তি)।

পৃষ্ঠা। পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২।৬ নি	সারার্থদর্শিনী	সারঙ্গরঙ্গদা
২০।১০ উ	শ্রীরাধাচরণ	শ্রীরাধারমণ
২৬।১৫ নি	হইয়া	লইয়া
৬০।১০ উ	সটুকী	মটুকী
৬১।৬ নি	পুরীর	উড়িষ্যার
৬৪।৩ নি	প্রধান্য	প্রাধান্য
৭৩।৭ উ	বিধি-শাস্ত্রানুমোদিত	বিধি—শাস্ত্রানুমোদিত
৯৬।১৭ উ	পরিকরক্তভু	পরিকরভুক্ত
১০২।১৬ নি	অগ্নিকে	লৌহকে
১১৬।১৩ নি	ইহারচু	ইহার
১২১।৬ নি	আদৃষ্ট ভোগের	অদৃষ্ট ভোগের
১২৪।১৭ উ	পরং	পরঃ
১২৮।১৩ উ	কিঞ্চিন্মাত্রই	কিঞ্চিন্মাত্রও
১৩০।১০ নি	চন্দ্রসম্	চন্দমসম্
১৩৭।১২ উ	ব্যাতিক্রম	ব্যতিক্রম
১৪৭।১৪ উ	সূর্য্যলোক	সূর্য্যালোক
১৫৩।৪ উ	ম্যায়াকর্ত্তৃক	মায়াকর্ত্তৃক
১৫৪।৭ নি	প্রকাশত্ব	প্রকাশকত্ব
১৬৩।১৭ উ	যস্ত	যস্তু
১৬৭।১৭ নি	জন্মস্থিতিভঙ্গং	জন্মস্থিতিভঙ্গং
১৬৬।১৩ নি	যায়	যার
১৭২।৫ উ	সাধকেরা	সাধকের
১৭২।১৮ নি	দৈবীহেষ	দৈবীহেষা
১৭৩।৩ উ	গ্রাহ্য	গ্রাহ্যঃ
১৭৩।১৪ নি	শ্রীভা ॥	শ্রীভা, ১১।৩,৩১॥
১৯৪।৫ উ	জায়াত্মজারতিমংসু	জায়াত্মজরাতিমংসু
১৯৪।৬ উ	যাবদার্থাশ্চ	যাবদর্থাশ্চ
২১৫।১৭ নি	আমাদের	আমার
২১৭।১০ নি	কংসারেরপি	কংসারিরপি
২২১।৬ নি	আনুগত্যযয়ী	আনুগত্যময়ী
২২২।৫ উ	সকল	সফল
২৩০।৭ নি	নৌ ধীরপি তথা	নো ধীরপি হতা
২৩৩।৯ উ	ইত্যেকস্মিন্	ইত্যেকস্মিন্
২৩৫।১২ উ	সম্ভোগকাল	সম্ভোগকালে

পৃষ্ঠা। পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫১।২ নি	সাহশ্রঃ	সাহস্রঃ
২৫২।৫ নি	জ্জান	জ্ঞান
২৫২।২ নি	ব্রহ্মকে	ব্রহ্মাকে
২৫৪।৭ নি	বাক্যও	বাক্যেও
২৫৭।১৩ নি	প্রতীয়তে	প্রতীয়েত
২৫৮।৭ উ	প্রতীয়তে	প্রতীয়েত
২৫৮।১৯ উ	প্রতীয়তে	প্রতীয়েত
২৮৭।১৭ উ	শ্রীরাধিকাদিগোপীগণ	গোপীগণ
২৯১।২ নি	বাণীনাথ-পট্টনায়কে	বাণীনাথ-পট্টনায়কে ও রাজা প্রতাপরুদ্রে
২৯৩।১৪ উ	যাঁহার	তাঁহার
৩১০।১৯ উ	ভেদবাচক	ভেদবাচক এবং অভেদবাচক
৩১৭।১২ উ	সর্ব্বোষাং	সর্ব্বেষাং
৩২৫।৯ উ	ব্যাভিচারী	ব্যভিচারী
৩৩৫।৫ উ	ছেদ	দেহ
৩৪৩।৩ নি	অদ্বৈতবাদীদের	কেবলাদ্বৈতবাদীদের
৩৪৬।১ উ	ভগবতত্ত্ব	ভগবত্তত্ত্ব

৩৬৫।১৮ উ "অসঙ্গত নয়।" ইহার পরে এই অংশ যোগ করিতে হইবে—"রায়রামানন্দ এবং স্বরূপদামোদরের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক আস্বাদিত ললিতমাধবের 'নটতা কিরাতরাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা' ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার নাটকের প্রারম্ভেই শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিবাহেই যে নাটকের পর্য্যবসান করা হইবে, তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছেন। প্রভু এবং রায়রামানন্দ-স্বরূপদামোদরও তাহা অনুমোদন করিয়াছেন (৩।১।৪৯ শ্লোকের এবং ৩।১।১৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।"

৩৮২। শেষ পংক্তির পরে—"২।১৪।১৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।" সংযোগ করিতে হইবে।

পৃষ্ঠা। পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৮৭।১ উ	কছে কাছে	কাছে কাছে
৩৯৩।১ উ	অবধানতাবশতঃই	অনবধানতাবশতঃই
৩৯৯।১ উ	পালনীর	পালনীয়
৪০৪।১১ নি	ভগবানর	ভগবানের

টীকার শুদ্ধিপত্র

উ—উপর হইতে গণিত পংক্তি। নি—নিম্ন হইতে গণিত পংক্তি)

লীলা। পৃষ্ঠা। পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১।১৭।১৬ উ	আত্মাত্মতে	আস্বাদ্যতে
১।১৭।৫ নি	বস	বশ
১।৩১।৮ উ	মূলমন্ত্রে	মূলগ্রন্থে
১।৬৪।৩ উ	করিয়া যাইতে	করিয়া বৈকুণ্ঠে যাইতে
১।১২৫।৯ নি	কপটিনী মায়া	কপটিনী মায়া
১।১৮২।১২ নি	চন্তা	চিন্তা
১।১৮৯।১৩ নি	পীত সাধারণ	পীত কলির সাধারণ
১।২১৯।১২ উ	করিয়াছেন) এবং	করিয়াছেন এবং
১।২৩৬।৩ নি	থাকিয়া	থাকিয়া
১।২৩৭।১৬ নি	মুনীনমলাত্মনাম্	মুনীনামমলাত্মনাম্
১।২৬৪।১১ উ	ভগবল্লীলানুসরণরূপ	ভগবল্লীলানুশীলনরূপ
১।২৯১।১৪ নি	বাসুদেবং	বসুদেবং
১।৩১৬।৮ নি	উত্তপ্তাও	উত্তপ্ততাও
১।৩২০।২ নি	নির্দ্দেষভাবে	নির্দ্দোষভাবে
১।৩৬৮।১৫ নি	হয় হয়না	হয়না
১।৪১৬।১ উ	বসুদেবকে	বাসুদেবকে
১।৪২৭।১৬ নি	ভবদ্ধামসকল	ভগবদ্ধামসকল
১।৪৩০।১২ নি	কারণার্ণবশায়ী	পরব্যোমাধিপতি
১।৪৫৫।৫ নি	মুদ্রিত অনুবাদের পরে এই অংশ যোগ করিতে হইবে :—"হংস-ময়ূরাদি জন্তুর শব্দের অনুকরণ করিয়া প্রাকৃত বালকের ন্যায় বিচরণ করিতেন।"	
১।৪৬৭।১৩ উ	শ্রীকৃষ্ণকে	শ্রীচৈতন্যকে
১।৫৬৭।১২ উ	অপ্রাকৃত বস্তুর	প্রাকৃতবস্তুর
১।৫৮১।৪ উ	নৃত্যতে	নৃত্যতি
১।৬১৮।৬ উ	পল্ম	পদ্ম
১।৬২১।১৪ উ	শুনিয়াও	শুনিবার পূর্ব্বেই
১।৬৫২।৮ উ	আঠার	ষোল
১।৭১৮।১০ উ	অহঙ্কারে মূল	অহঙ্কারের মূল
১।৭৩১।১ উ	সমর্জাদৌ	সসর্জাদৌ
১।৭৩৪।১ নি	পশুপেন্দ্র-নন্দজুষঃ	পশুপেন্দ্র-নন্দনজুষঃ

লীলা। পৃষ্ঠা। পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২।৬।১২ নি	ভক্তিপাদক	ভক্তি-প্রতিপাদক
২।২৪।১ নি	পুরীর নিকটে	বিদ্যানগরে
২।২৫।৭ উ	তখন	বাহ্যস্মৃতি ছিল না বলিয়া তখন প্রভু তাহা জানিতে পারেন নাই। প্রেমাবেশে চলিতে চলিতে আঠার নালায় যখন আসেন, তখন বাহ্যস্মৃতি আসে; তখনই দণ্ডভঙ্গের কথা জানিতে পারেন; জানিতে পারিয়া তখন
২।১২২।৯ উ	অস্বাদন	আস্বাদন
২।১৬৩।৮ উ	মুকুন্দদত্তের	মুকুন্দদত্তের (অথবা গোপীনাথের)
২।১৬৫।৩ নি	যদ্যদৃষ্টং	যদ্যদ্দৃষ্টং
২।২৩৩।১১ নি	সমুদ্রের	সমুদ্রে
২।২৩৭।১২ উ	ভক্তিরসায়িতচিত্তে	ভক্তিরসায়িতচিত্ত
২।২৫০।১০ নি	সংখ্যজ্ঞানাদির	সাংখ্যজ্ঞানাদির
২।২৫৩।১০ নি	কিরূপ	কিরূপে
২।২৬৮।৬ উ	ফলত্যাগ	ফলত্যাগমাত্র
২।২৮১।১২ নি	ব্রহ্মণ্ড	ব্রহ্মাণ্ড
২।২৮২।২ নি	লীলাশক্তি	লীলাশক্তি (বাৎসল্য প্রেম)
২।২৮৪।১৪ নি	পারেন নাই	পায়েন নাই
২।২৮৪।১৩ নি	পারেন নাই	পায়েন নাই
২।২৮৮।৯ নি	শাস্তদাস্য	শান্তদাস্য
২।২৯১।৬ উ	অভ্যধিক	অত্যধিক
২।২৯১।৭ নি	কান্তাপ্রেমে	কান্তাপ্রেম
২।২৯৩।৩ উ	কষ্ণ-	কৃষ্ণ-
২।২৯৫।১১ উ	বলিয়া	চলিয়া
২।২৯৭।১০ উ	একত্রিত হইয়াছেন; এই শব্দদ্বয়ের পরে এই কয়টী শব্দ বসিবে :—তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ইচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণকে একান্তভাবে নিজের নিকটে পাইয়া সেবা করেন। তাঁহাদের এই ইচ্ছার প্রভাবে	

লীলা। পৃষ্ঠা। পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২।৩০৫।২ নি	অসে যায় না	আসে যায় না
২।৩০৬।৮ উ	প্রেমভাবে	প্রেমপ্রভাবে
২।৩৩৭।১০ উ	নিশ্চন্ত	নিশ্চিন্ত
২।৩৩৮।৭ উ	প্রেরসীর	প্রেয়সীর
২।৩৩৮।১১ নি	থাকে	থাকি
২।৩৪৮।১১ উ	সন্দ্রতমা	সান্দ্রতমা
২।৩৪৮।৬,৩ উ	গালিয়া	গলাইয়া
২।৩৪৯।১২ নি	গীতাটীর	গীতটীর
২।৩৫৫।৫ উ	জন্য	জন্য
২।৩৫৬।১৫ নি	অর্ঘপথাদির	আর্ষ্যপথাদির
২।৩৮৪।১১ উ	জ্ঞান	পূর্ব্বজ্ঞান
২।৩৯৪।১৬ উ	সদা	যদা
২।৩৯৮।১ নি	গনন	গমন
২।৪০৯।১ নি	মর্ব্ব আকর্ষণ	সর্ব্ব আকর্ষণ
২।৪৩০।৯ নি	সামান্যকারে	সামান্যাকারে
২।৪৩১।৭ নি	বৈজ্ঞবধর্ম্ম	বৈষ্ণবধর্ম্ম
২।৪৬৮।১৩ নি	দ্বৈতবাদ	ভক্তিবাদ
২।৪৭২।১০ নি	উদ্ধত নৃত্য	উদ্দণ্ড নৃত্য
২।৪৯৮।১ উ	পড়িয়া	পড়িছা
২।৫৪৭।১০ উ	১৪৩৪ শকে	১৪৩৪ শকে
২।৫৬২।৬ নি	যথারূঢ়স্য	রথারূঢ়স্য
২।৫৭৪।৮ নি	শ্যালকা	শ্যালক
২।৫৭৪।৫ নি	করিয়	করিয়া
২।৫৮৬।৮ উ	পরিশ্রান্তা	পরিশ্রান্তা
২।৫৯৩।১ উ	রোমগুলি	চক্ষুরোমগুলি
২।৬০৩।২ নি	একসঙ্গে	প্রাকৃতচন্দ্রসূর্য্য এক সঙ্গে
২।৬০৭।২ নি	অনন্তদেবের	অনন্তদেবের
২।৬১০।৪ নি	নন্দমহাজ	নন্দমহারাজ
২।৬১৩।২ উ	মুফুন্দদাসের	মুকুন্দদাসের
২।৬৪২।৪ উ	নরী	নারীর
২।৬৪৮।৯ নি	গোবিন্দঘোষেরা	গোবিন্দদত্তেরা
২।৬৫।১৯ উ	নিত্যাদন্দের	নিত্যানন্দের
২।৬৭২।১১ উ	চিত্ত	চিত্তে
২।৬৭৭।২ নি	এময়	সময়
২।৬৮৬।১২ নি	টীকার	টীকায়

লীলা। পৃষ্ঠা। পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২।৭১৩।১ উ	প্রতুর	প্রভুর
২।৭১৮।৫ নি	৩।৬।২৬৮	৩।৬।২৮৬
২।৭১৯।৮ নি	ভক্তাভিমানে	ভক্তাভিমানিনে
২।৭২৫।১২ নি	১৩।৩।৪৭	১০।৩।৪৬
২।৭৩০।৯ নি	কেঁহো ভ্রমে	কাঁহো ভ্রমে
২।৭৩৩।১৫ উ	ঈশ্বরকোটিরুদ্র	ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মা ও রুদ্র
২।৭৩৭।১২ নি	অনৈকান্তিক	অনৈকান্তিক
২।৭৫১।৯ নি	অস্তিস্বের	অস্তিত্বের
২।৭৪৬।৭ উ	গোড়িয়া	গৌড়ীয়া
২।৭৭১।১০ নি	কোনই	কোনও
২।৭৮১।৩ উ	নিবৃত্তির দুঃখ	দুঃখনিবৃত্তিরই
২।৮০৪।১৫ নি	যথনই	যখনই
২।৮২২।৪ নি	অন্যকে	অন্যকেহ
২।৮৩৩।৬ উ	তনোঃ	তন্বাঃ
২।৮৩৩।২ নি	যন্ত্রণায়	যন্ত্রণার
২।৮৫১।১৫ নি	দুয়ত্যয়া	দুরত্যয়া
২।৮৬৪।১৩ উ	চিদাতীত	চিদতীত
২।৯০৬।১০ নি	ব্রহ্মসাবর্ণের পরে ধর্ম্মসাবর্ণ বসিবে।	
২।৯২৪।৫ উ	প্রকটলীলারা	প্রকটলীলার
২।৯২৪।৭ উ	ব	বা
২।৯৬৫।১৮ নি	ধন্য	ধন্য
২।৯৬৮।৬ উ	বসিরা	বসিয়া
২।৯৯৩।২ নি	অভিধয়	অভিধেয়
২।১০০৫।৪ উ	জ্ঞানমার্গেয়	জ্ঞানমার্গের
২।১০০৭।৭ নি	অবিধেয়-তত্ত্ব	অভিধেয়-তত্ত্ব
২।১০১৬।৮ নি	পারিবে না	পারিব না
২।১০৩৪।৪ উ	ধনরাজ্যসম্পদ্	ধনরাজ্যসম্পদ্
২।১০৪৯।২ উ	পরিত্যজ্য	পরিত্যাজ্য
২।১০৪৯।১১,৭নি	পরিত্যজ্য	পরিত্যাজ্য
২।১০৪৯।১১ নি	অবশ্যত্যজ্য	অবশ্যত্যাজ্য
২।১০৫৫।১৪ নি	ন মে ভক্ত	ন মে ভক্তঃ
২।১০৬৩।৯ নি	কলিয়া	বলিয়া
২।১০৭১।২ নি	দ্বাধা	দ্বারা

লীলা। পৃষ্ঠা। পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২।১০৭২।১৮ নি	ময়াকূলেন	ময়ানুকূলেন
২।১০৭৮।১৫ উ	নিয়ন	নিয়ম
২।১০৭৯।৭ উ	বভূতি	বিভূতি
২।১০৮০।২ উ	ভক্ষণ ;	ভক্ষণ ; (২৬)
২।১০৮০।৮ উ	মলমূত্রাদি	মৌনভঙ্গ এবং(৭)মলমূত্রাদি
২।১০৮৭।২ উ	নবেদ্যমন্নং	নৈবেদ্যমন্নং
২।১১০৩।২ উ	প্রারব্ধ	অপ্রারব্ধ
২।১১০৩।৬ উ	প্রারব্ধ	অপ্রারব্ধ
২।১১০৭।৭ উ	মধ্যে	মধ্যে
২।১১০৯।১০ নি	হইয়া	হইয়া
২।১১১০।১২ নি	জন্য	জন্য
২।১১২৩।১৭ নি	যদ্মদ্	যদ্যদ্
২।১১৩৬।১০ নি	অনন্যবিষয়ক	অন্যবিষয়ক
২।১১৩৮।১১ নি	শুদ্ধসক্তের	শুদ্ধ সত্ত্বের
২।১১৪০।৬ নি	অসক্তিতে	আসক্তিতে
২।১১৪১।৬ উ	অবিহিত	অভিহিত
২।১১৫৪।১০ উ	আপারং	অপারং
২।১১৬২।৯ উ	কারণ	করণ
২।১১৬৪।১১ উ	ইক্ষুবীজাদিয় দৃষ্টান্ত	ইক্ষুবীজাদির দৃষ্টান্ত
২।১১৬৯।১৬ উ	চিত্তজল্লের	চিত্রজল্লের
২।১১৭০।১৭ উ	যাত্রার্জবাৎ	যত্রার্জবাং
২।১১৭১।৫ নি	আসক্তচিন্তা	আসক্তচিত্তা
২।১১৭৭।৯ উ	ধর্ম্মশতঃ	ধর্ম্মবশতঃ
২।১১৮৫।১ উ	পরিচিত্তস্থিত	পরচিত্তস্থিত
২।১১৮৮।৪ উ	মন্দহাসিধুক্তা	মন্দহাসিযুক্তা
২।১২০০।১৩ উ	প্রতু	প্রভু
২।১২০৭।৫ নি	মহাত্মানাং	মহাত্মানাং
২।১২২২।৬ নি	অজ্ঞানুসারে	আজ্ঞানুসারে
২।১২৩১।২ উ	নিক্রম	নিষ্ক্রম
২।১২৩১।২ উ	নিবেধ	নিষেধ
২।১২৩৯।১ উ	প্রেমসূর্য্যাংশুভাক্	প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্
২।১২৭৫।৬ উ	মায়ামুক্ত হওয়া	মায়ামুক্ত এবং মুক্তাবস্থাতেও কৃষ্ণ-গুণাকৃষ্ট হওয়া
২।১২৯১।২ নি	তাঁহারাই	ভগবদ্ ভজনই
২।১২৯৩।৭ নি	নিম্নে	নিম্নে
২।১২৯৩।৩ নি	হৃষীকাণি	হৃষীকাণি
২।১৩৩৩।১৪ উ	পরণের	পারণের
২।১৩৩৬।১৩ নি	মদা	যদা
২।১৩৫৫।২ নি	মতে	মতে
২।১৩৭১।১৪ নি	হইতে তিনি	হইতে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রাপ্ত
২।১৩৭৭।১১ উ	মহানা-শ্রুতি	মহোপনিষৎ
২।১৩৭৯।১০ নি	পরিচ্ছন্ন	পরিচ্ছিন্ন
২।১৩৯৪।২ উ	পরস্পরকে	পরস্পরকে
২।১৩৯৭।১ নি	বাসুদেব	বসুদেব
২।১৩৯৮।৯ নি	হইয়াই	লইয়াই
২।১৪০০।২ উ	সতং পরং	সত্যং পরং
৩।৩১।১২ নি	সাংসার	সংসার
৩।৫০।৮ নি	দাড়িমী	দাড়িম্ব
৩।৫১।৫ নি	স্বরের	চারিটীস্বরের
৩।৫১।২ নি	পুরুষোত্তম	পুরুষোত্তমস্তু
৩।৫২।৮ নি	চুম্বনানন্দিদ্বারা	চুম্বনানন্দদ্বারা
৩।৫৬।২ নি	নীবী	নীবি
৩।৫৭।১২ নি	নব্যাং	নব্যং
৩।৬৪।২ নি	যুক্তোভৌ	যুক্তোভৌ
৩।৬৯।৪ উ	মুখ্যতঃ	মুখ্যতঃ
৩।১৩৫।৯ উ	উপাখানই	উপাখ্যানই
৩।১৪৪।৮ উ	পূর্ব্বজন্ম	পুনর্জন্ম
৩।১৪৪।১৬ উ	দণ্ডমর্হস্ত্যথ	দণ্ডমর্হত্যথ
৩।১৫৫।১৫ নি	চিন্ত	চিত্ত
৩।১৭০।৯ নি	বাঞ্ছিতিঃ	বাঞ্ছিত
৩।২১৭।১ উ	উৎপাদন ন	উৎপাদন না
৩।২৬০।৭ নি	দেখিতেছেন	দেখাইতেছেন
৩।২৭৮।৫ উ	তাম্বূল	তাম্বূল
৩।২৯৮।৩ উ	জিহ্বার লালসা	জিহ্বার লালস
৩।৩০০।৮ উ	পুরীগোস্বাঞি	পুরীগোসাঞি

লীলা। পৃষ্ঠা। পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩।৩০২।১১নি	হেতু স্নিগ্ধ	হেতু সতত স্নিগ্ধ
৩।৩০৭।৩ উ	আট গণ্ডা	আট পণ
৩।৩০৭।৩ উ	(দুই পয়সারও কম)	আট আনা
৩।৩০৭।৪ উ	আট গণ্ডা	আট পণ
৩।৩১১।১২ নি	প্রতু	প্রভু
৩।৩৩৮।৫ উ	(পাতত)	(পতিত)
৩।৩৬৯।৬ নি	য়ামানন্দরায়ের	রামানন্দরায়ের
৩।৪৪২।৭ নি	সংজ্ঞাহীন	বাহ্যজ্ঞানহীন
৩।৪৫১।১ নি	স্বীয় মাধুর্য্য	স্বীয় (কৃষ্ণের) মাধুর্য্য
৩।৪৬৩।১৪ উ	মাখে ; এই	মাখে ; প্রভুর মনো-রূপ যোগীও অঙ্গে বিভূতি মাখেন। এই
৩।৪৬৪।১১ নি	হইতে	হইলে
৩।৪৬৮।১৪ নি	গন্দ	গন্ধ
৩।৪৭৪।১৫ নি	বইয়া	হইয়া
৩।৫৯৪।৭ নি	লোশমাত্র	লেশমাত্র
৩।৪৯৭।৫ উ	**অধরাতমৃ**	**অধরামৃত**
৩।৫০২।৬ নি	**বঃ**	**নঃ**
৩।৫২২।৮ নি	দেই	সেই
৩।৫৩৩।১ উ	ব্রহ্মণের	ব্রাহ্মণের
৩।৫৪৫।১১ উ	মধ্যাহ্ন্ কৃত্য	মধ্যাহ্নকৃত্য
৩।৫৫৫।৫ উ	তোমায়	তোমার
৩।৫৫৬।১৬ নি	ধৃত	ধৃষ্ট
৩।৫৫৮।১১ উ	ব্রজাভুল	ব্রজাতুল
৩।৫৫৯।১৬ উ	সাধার	সাধারণ
৩।৫৬২।৫ উ	গেপৌদিগের	গোপীদিগের
৩।৫৬২।১২ উ	পূর্ব্বপুরুসদৃশ	পূর্ব্বপুরুষসদৃশ
৩।৫৯৫।৭ নি	কথামন্থামধন্থাম্	কথামন্থাং ধন্থাম্
৩।৬০৩।৮ উ	লইয়া	হইয়া
৩।৬০৩।৮ উ	সর্ব্বধর্ম্মাম্	সর্ব্বধর্ম্মান্
৩।৬০৪।৩ উ	তথন	তখন
৩।৬২৪।১২ নি	ভক্তদেয়	ভক্তদের
৩।৬৩৯।৭ নি	মেখের	মেঘের
৩।৬৪৫।৯ উ	একত্র জলে	একত্র একই সময়ে (দিনে) জলে
৩।৬৪৬।৭ উ	কৃষ্ণমুথের	কৃষ্ণমুখের
৩।৬৬১।১০ নি	কৃষ্ণভনু	কৃষ্ণতনু
৩।৬৭৭।১৪ নি	য়াধাভাবাবিষ্ট	রাধাভাবাবিষ্ট
৩।৬৮৪।১১ নি	দের	দেয়
৩।৬৮৯।১৯ নি	উল্লেঘ	উল্লেখ
৩।৭২০।২ নি	জন্মে	জন্মি
৩।৭৪৫।৩ উ	**ভার নাহি আর**	**ভার নাহি পাই পার**
৩।৭৪৫।১৩ নি	অনন্দব্যতীত	আনন্দব্যতীত
৩।৭৫২।১৬ নি	পাঠান্তও	পাঠান্তরও
৩।৭৬৩।৭ উ	"শ্রীরূপের"	"শ্রীজীবের"

ইতি—গৌরকৃপাতরঙ্গিণী-টীকাসম্বলিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তৃতীয়সংস্করণের পরিশিষ্ট সমাপ্ত।

নিবেদন

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রীগৌরসুন্দর মোরে যে কহান বাণী।
তাহা বিনা ভালমন্দ কিছুই না জানি॥

জয় গৌরনিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র।
গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ॥

সব ভক্তগণের করি চরণ বন্দন।
কৃপা করি কর মোর অপরাধ মার্জ্জন॥
তোমাদের শ্রীচরণ ধর মোর শিরে।
কৃপা করি উদ্ধারহ এ-অপরাধীরে॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

কৃপাপ্রার্থী—
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ